আচার্য্যের উপদেশ

নববিধানাচার্য্য

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন

অষ্টম খণ্ড।

প্রথম সংস্করণ

কলিকাতা।

ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী।

৭৮নং অপার সারকিউলার রোড।

১৮৪০ শক—১৯১৮ খৃষ্টাব্দ।

[মূল্য ১৲ টাকা

কলিকাতা।
৭৮নং অপার সার্কিউলার রোড।
বিধান প্রেস।
আর্, এস্, ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভূমিকা।

আচার্য্যের উপদেশ অষ্টম খণ্ড ধারাবাহিক তারিখ অনুযায়ী প্রকাশিত হইল। ইহাতে সাতান্নটী উপদেশ সন্নিবিষ্ট হইল। তন্মধ্যে একুশটী নূতন—পূর্ব্বে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। নূতন উপদেশগুলিতে ষ্টারমার্ক দেওয়া হইয়াছে। অনেক উপদেশে স্থানে স্থানে অনেক ভুল ছিল, সে সমুদয় সংশোধন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই খণ্ডে কুচবিহার বিবাহের সময় পর্য্যন্ত সমস্ত উপদেশ রহিল। শেষ উপদেশ কুচবিহার বিবাহের পর ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে প্রদত্ত হয়।

কমলকুটীর,
১৪ই শ্রাবণ, ১৮৪০ শক,
৩০শে জুলাই, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ।

গণেশ প্রসাদ।

সূচীপত্র।

আচার্য্যের উপদেশ

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির

বিন্দুমধ্যে অনন্ত ঈশ্বর।

রবিবার, ৪ঠা বৈশাখ, ১৭৯৯ শক, ১৫ই এপ্রেল, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

যদিও ব্রহ্মকে আমরা জড়ের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি না, তথাপি সূক্ষ্মদর্শী সাধু যোগীরা বলিয়া গিয়াছেন, ঈশ্বরের বিস্তৃতি আছে। যোগী বলেন যোগসাধন করিবার জন্য বিস্তৃত সুগভীর ব্রহ্ম চাই, নতুবা সন্তরণ করি কোথায়? ব্রহ্মের বিস্তৃতি না দেখিলে কি সাধুরা বলিতেন, "আকাশ ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করে এবং নভোমণ্ডল তাঁহার হস্তের রচনা প্রদর্শন করে?"—"তুমি কি অনুসন্ধান করিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ জানিতে পার? ... আকাশের ন্যায় উচ্চ, তুমি কি করিতে পার? পাতাল অপেক্ষাও গভীরতর, তুমি কি জানিতে পার? পৃথিবী হইতেও তাহার পরিমাণ দীর্ঘ ও সমুদ্র হইতে পরিসর বৃহৎ।" মানসপক্ষী আকাশ হইতে উচ্চতর আকাশে উড়িয়া যখন ঈশ্বরের অন্ত পাইল না, তখন বলিল, "ঈশ্বর এত বড়, তাঁহাকে ধরিতে গিয়া আমার মন অবসন্ন হইল।" অনেকে এই অনন্তকে স্মরণ করেন না, কিন্তু অনন্তকে স্মরণ না করিলে মন স্তম্ভিত হইবে

কেন ? মন উন্নত হইবে কেন ? মন গম্ভীর হইবে কেন ? আমাদিগের ক্ষুদ্র মন সহজেই নিম্নদিকে যাইতে চাহে, অতএব মনকে উন্নত করিবার জন্য অনন্তের চিন্তা করা আবশ্যক।

আকাশে কি কেহ বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল যে, সেখানে শ্রান্ত পক্ষী গিয়া বসিবে ? আকাশের যে কোন তীর নাই, আকাশ উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম কোন দিক গ্রাহ্য করে না। সেই আকাশের ব্রহ্মকে আমরা ভাবিব, তাঁহাকে ভাবিতে ভাবিতে আমাদিগের মন বিস্ফারিত হইবে। মনের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া যাইবে, চিরকাল ক্রমাগত ব্রহ্মাকাশের সঙ্গে সম্মিলিত হইব। অনন্ত আকাশ ধূ ধূ করিতেছে, যদি পৌত্তলিকতা দূর করিতে চাও, ইহার মধ্যে যে বিস্তৃত ব্রহ্ম বাস করিতেছেন তাঁহাকে ভাবিতে হইবে। অনন্ত আকাশ দেখিলে পৌত্তলিকতার সৃষ্টি হয় না, সেখানে শ্রান্ত পথিক স্থান পাইল না, বসিতে পারিল না, পুতুল নির্ম্মাণ করিবে কোথায় ? কিন্তু কেবল অনন্ত ভাবিলে চক্ষের জল আসে না, প্রেমের উদয় হয় না, প্রেম আপনার দেবতাকে নিকটে দেখিতে চায়, এই ভাব হইতে পৌত্তলিকতার সৃষ্টি হয়। এই স্থান হইতে পৌত্তলিক মূর্ত্তির দিকে যান এবং ব্রাহ্ম অমূর্ত্তির দিকে যান, কিন্তু এই স্থান অশুদ্ধ নহে, ইহা গভীরতা সাধনের অনুকূল। প্রাচীর ভেদ করিয়া অনন্ত আকাশে তাঁহাকে দর্শন করি। প্রেম স্বভাবতঃ আপনার আরাধ্য অনন্ত পুরুষকে নিকটে আনিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা করে।

আন এই যে অঙ্গুলির উপর কালির দাগ দিলাম, সর্ব্বব্যাপী অনন্ত আকাশবিহারী ব্রহ্ম এই বিন্দুমধ্যে বসিয়া আছেন। যেমন আমার

অঙ্গুলির উপরে তাঁহার অধিষ্ঠান, তেমনই আবার আমার মনের ক্ষুদ্র বিভাগে তিনি বসিয়া আছেন। কে বসিয়া আছেন? যিনি অনন্ত আকাশে ছিলেন। আমার ক্ষুদ্র মনের মধ্যে অনন্ত ঈশ্বর, ইহা ভাবিলে আর কেহ চক্ষে জল রাখিতে পারে না। এইরূপে যিনি অনিমেষ নয়নে দুই কিম্বা পাঁচ মিনিট সেই অনন্ত প্রেমকে একটী বিন্দুমধ্যে সন্নিবিষ্ট দেখিতে পারেন তাঁহার নিকট পাহাড় পর্ব্বত পরাস্ত হইয়া যায়। এইজন্য বলি দুইই সাধন কর, অনন্তকে দেখিলে মন বিস্ফারিত হইবে, চিত্ত বিস্তৃত হইবে এবং বিন্দুমধ্যে অনন্তকে দেখিলে হৃদয় তৃপ্ত হইবে, হৃদয় শান্তি লাভ করিবে। ক্ষুদ্র বাড়ীর মধ্যে অনন্ত পুণ্যের বাড়ী, অঙ্গুলির উপরিভাগে বিশ্বপতির অধিষ্ঠান, কণ্টকের অগ্রভাগে অসীম জ্ঞান, অসীম প্রেম, এ সকল কল্পনার কথা নহে, এ সমস্ত যথার্থ কথা।

অনন্ত ব্রহ্ম ঘনীভূত হইয়া এই ক্ষুদ্র বিন্দুমধ্যে আছেন এই কথা বলিলে পৌত্তলিকতা হইল না। অসীম শক্তি, অসীম জ্ঞান, অসীম প্রেম, অসীম পুণ্য আমার মনের এই ক্ষুদ্র বিভাগে, এই ক্ষুদ্র শক্তির মূলে ঈশ্বরের প্রেমমুখ, এই স্থানে সেই স্বর্গের স্বর্ণকলস যাহা হইতে আনন্দসুধা বিনিঃসৃত হইতেছে। এই আনন্দ ইহকালেও ফুরাইবে না, পরকালেও ফুরাইবে না। অতএব আপনার হস্তের দিকে তাকাইয়া দেখ "ব্রহ্ম হস্তগত" হইয়াছেন কি না। কিন্তু সাবধান ঈশ্বরকে পরিমিত স্থানে নিরীক্ষণ করিতে গিয়া পৌত্তলিক হইও না, আমি জড় পিণ্ডের পূজা করিতে বলিতেছি না। আমি বলিতেছি অনন্ত পুণ্যকে বিন্দুর মধ্যে দেখিতে। যদি সমুদ্রের জল একটী বাটির মধ্যে রাখিতে না পার তবে আর

সাধন কি ? প্রকাণ্ড ব্রহ্মকে একটী বিন্দুমধ্যে দেখিবে তবে জানিব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছ। ভক্তচূড়ামণি একটী বিন্দুর পানে তাকাইয়া হাসিতেছেন। তিনি দেখিতেছেন তাঁহার প্রাণের প্রাণ ঐ বিন্দুমধ্যে বাস করিতেছেন। ঐ যে জগতের পিতা, ঐ ছোট ঘরে বসিয়া আছেন, এই ত পাগলের কথা। যদি বিন্দুর মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডপতিকে না দেখিয়া থাক, তবে উন্মাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম তোমরা পাও নাই। সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতম স্থানে আমার পিতা, জগতের পিতা বাস করিতেছেন, তিনি আমার মুখের মধ্যে, তিনি আমার অঙ্গুলির অগ্রভাগে, তিনি আমার মনের ক্ষুদ্র বিভাগে, এই আমার চক্ষের বিন্দুমধ্যে স্বর্গধাম, আমার পিতার বাসস্থান, ছোট শিশু পাগল-ব্রাহ্ম এ সকল কথা বলেন। যে দিন আমাদের দৃষ্টি ঐ বিন্দুমধ্যে সম্বদ্ধ হইবে, সেই দিন আমরা পৃথিবী সম্বন্ধে মরিব, স্বর্গ সম্পর্কে বাঁচিব।

জগৎ ব্রাহ্মের পর নহে।

রবিবার, ১১ই বৈশাখ, ১৭৯৯ শক, ২২শে এপ্রেল, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

একজন অপরকে দয়া করিতে পারে কি না? এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি অনুরাগী হইয়া তাহার সেবা করিতে পারে কি না? অথবা পরের উপকার করা কি সম্ভব? প্রশ্ন অতি সামান্য, কিন্তু বিষয় অত্যন্ত গভীর। মনুষ্যের অভিধানে পরোপকারের নাম দয়া। 'পরোপকার' এই কথাটী চিহ্ন করিয়া রাখ। পরের উপকার করাই দয়া, ইহা ভক্তিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ কথা। বাস্তবিক দয়া অন্যের প্রতি হইতে পারে না। দয়া কেবল নিজের প্রতি হয়। এক জীব

অপর জীবকে দয়া করিতে পারে না, এই কথার নিগূঢ় তাৎপর্য্য নিগূঢ় ভাবে আলোচনা না করিলে, ইহা আমাদের পক্ষে দুর্ব্বোধ থাকিবে। মনুষ্যসমাজে পরোপকার-তত্ত্ব এবং পরোপকারের মাহাত্ম্য ঘোষিত হইল, কিন্তু নিস্তব্ধভাবে ভক্তিশাস্ত্র ইহার প্রতিবাদ লিখিল। যাহাকে পর বল তাহার প্রতি দয়া হয় না। পক্ষীকে জিজ্ঞাসা কর, পশুকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা ইহার প্রমাণ দিবে। তাহারা আপনার ছানা ভিন্ন অপরের সেবা করে না। মনুষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা বলিবে, আমাদের স্নেহ আপনার পিতা, মাতা এবং স্ত্রী পুত্রের মধ্যে আবদ্ধ, অপরকে আমরা ভালবাসিতে পারি না। আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রণয় কোথায়? আমি যে ঘরে বাস করি। আমি যে ঘরের মধ্য দিয়া বিচরণ করি। তার পর যে আপনার হয় তাহার প্রতি দয়া হয়। যিনি যে পরিমাণে আপনার হন তাঁহার সম্পর্কে সেই পরিমাণে প্রণয় কার্য্য করে।

কি জন্তুতে, কি মনুষ্যে সর্ব্বত্র আপনার প্রতি দয়া। ধর্ম্ম পরকে আপনার না করিয়া দিলে দয়া হয় না। আগে পর কথাটী বিলোপ কর তার পর দয়া আসিবে। যখন কোনও ব্যক্তিকে পর মনে করিবে তখন সেই ভাব তোমার অন্তর হইতে তাহার সম্পর্কে প্রণয়, অনুরাগ অথবা ভক্তিকে তাড়াইয়া দিবে এবং যাহাকে আপনার মনে করিবে, তাহার প্রতি সহজেই দয়া, প্রেম এবং শ্রদ্ধার উদ্রেক হইবে। এইজন্য বিবাহ-শাস্ত্র স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গ বলে। কেন না যাঁহাকে বিবাহ করা গেল তাঁহাকে যদি পর মনে করা যায়, তাঁহার প্রতি প্রণয় হইতে পারে না। এইজন্য উদ্বাহশাস্ত্রের মতানুসারে স্ত্রীকে আপনার অর্দ্ধাঙ্গ অভিন্ন-হৃদয়, অভিন্ন-

আত্মা অথবা অভিন্ন-জীব বলিয়া মনে করিতে হয়। ইহার মধ্যে গূঢ় ভাব আছে। পরকে আপনার না করিলে যথার্থ ধর্ম্ম এবং প্রীতির সাধন হয় না। স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে আপনার মনে না করিলে, পরস্পরের প্রতি প্রণয়ের সঞ্চার হয় না। আবার স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রণয় না হইলে পবিত্রতা এবং সতীত্ব রক্ষা করা কঠিন।

সেইরূপ কোনও ব্রাহ্ম যদি ব্রাহ্মসমাজকে পর মনে করেন, তবে তাঁহার নিজের ধর্ম্মজীবন রক্ষা করাই দুষ্কর। এইজন্য সাধু ব্রাহ্ম ব্রাহ্মসমাজরূপ জগৎকে বিবাহ করেন। বিবাহার্থী যেমন প্রথম রাত্রেই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলেন, এই স্ত্রীকে আমার অৰ্দ্ধাঙ্গ করিয়া গ্রহণ করিলাম। সাধু ব্রাহ্ম বুঝিতে পারেন, আমি এবং ব্রাহ্মজগৎ এই দুই অঙ্গ একত্র হইলে পূর্ণ আমি হই। অৰ্দ্ধেক অঙ্গ আমি, আর এক অঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ। প্রত্যেক ব্রাহ্মের মধ্যে এই দুই থাকিবে। এই দুই যদি না থাকে তোমাদের দয়া স্বার্থপরতার আর একটী নাম। প্রত্যেক ব্রাহ্ম ভয়ানক স্বার্থপর যদি সে ব্রাহ্মসমাজকে বিবাহ না করে। আমার শরীরের এক অংশে যদি কণ্টক বিদ্ধ করি সমস্ত শরীর তাহা বুঝিবে, কিন্তু আমার নিকটস্থ ভ্রাতার শরীরে কণ্টক বিদ্ধ কর, সেই কণ্টকবিদ্ধ-অঙ্গ হইতে রক্ত পড়িতেছে, কিন্তু আমার শরীরে পূর্ণ আরাম। যদি ইহা সত্য হয় তবে আমি বলিব আমার দয়াকে ধিক্। আমার ভ্রাতা যদি আমার অৰ্দ্ধাঙ্গ হইতেন তবে তাঁহার শরীরে কণ্টক বিদ্ধ হইলে কি আমার শরীর সুস্থির থাকিতে পারিত? এইজন্য বলিতেছি, পরোপকার শাস্ত্রকে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ কর।

অমুকের গায়ে কাঁটা বিঁধিল আমার এক বিন্দু রক্তও বাহির

হইল না, তবে আমার দয়া নাই এই কথা সপ্রমাণ হইল। একের কাঁটা যদি অপরকে বিদ্ধ করে, তবে জানিব দয়া আছে। ইহা ভিন্ন পরোপকার করিতে পারি, হয় ত নাম কিনিবার জন্ত কিম্বা কর্ত্তব্যের অনুরোধে ক্ষুধিতকে অন্ন, রোগীকে ঔষধ, মূর্থকে জ্ঞান, অধার্ম্মিককে ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়া, আপনাকে দয়ালু বলিয়া দম্ভ করিতে পারি ; কিন্তু তাহা দয়া নহে, তাহা অহঙ্কার এবং স্বার্থপরতা। যতদিন আপনার বলিয়া বিশ্বাস না হইবে, ততদিন একের ব্যথা অপরে বুঝিতে পারিবে না , একের গ্রীষ্ম অঙ্গে অনুভব করিতে পারিবে না। আপনার না হইলে সহানুভূতি হয় না। তর্ক সম্ভূত দয়া স্বর্গীয় দয়া নহে। অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমাদের চারিদিকে যতগুলি লোক দেখিতেছি, ইহাঁরা যে সমাজের অঙ্গ, তোমরা সেই সমাজের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে বদ্ধ হইয়াছ কি না ? এই সমাজের অনেক প্রকার পাপ ব্যভিচার দেখিয়া তোমাদের অস্থি চূর্ণ হইতেছে কি না ? দুইটী ভাই ভগ্নী বিপাকে পড়িয়াছেন দেখিলে কি তোমরা আপনাদিগকে বিপন্ন মনে কর ?

যাহারা ব্রাহ্মসমাজের বিপদে বিপদগ্রস্ত হয় না, যাহাদের গায়ে ব্রাহ্মসমাজের কষ্ট লাগে না, যাহারা কেবল আপনার স্ত্রী পুত্রের ভার বহন করে এবং আর সকলকেই পর মনে করে, সে সকল লোক বড় অসুখী। তাহারা প্রচারক, আচার্য্য এবং পরোপকারী, সজ্জনের ন্যায় কর্ত্তব্যানুরোধে সময়ে সময়ে পরোপকার করে সত্য, কিন্তু পরোপকার ভক্তিশাস্ত্র বিরুদ্ধ। পরোপকার করিতেছ যতক্ষণ মনে থাকিবে ততক্ষণ স্বর্গ দূরে। ব্রাহ্মসমাজকে তাহারা স্বার্থপরতা-পাপ দ্বারা পর মনে করে। বিবাহ

করিয়া আপনার মনে না করিলে অনুরাগ হয় না, যথার্থ প্রেম হয় না। স্বামী স্ত্রী যাহারা পর ছিল, বিবাহ দ্বারা প্রেম দ্বারা তাহারা আপনার হইল। তাহাদের মধ্যে প্রণয়ের প্রয়োজন, কেন না সন্তানাদি পালন করিতে হইবে। তোমরা এত বড় ব্রাহ্মসমাজকে প্রণয় ভিন্ন কিরূপে পালন করিবে? দয়ার ন্যায়শাস্ত্র সকলের মনে আছে। যদি স্বর্গের অধিকারী হইতে চাও, সমুদয় ব্রাহ্মসমাজকে বুকের ভিতরে লইয়া যাও। যখন ব্রাহ্মসমাজ পাপে মলিন হইল, তখন মনে করিব তোমাদের অর্দ্ধাঙ্গ মলিন হইল। যখন দেখিব শত্রু, ব্রাহ্মসমাজের গলায় ছুরি দিল, তখন জানিব সে ছুরি তোমাদের গলায় দিল। প্রত্যেক ব্রাহ্ম হয় জগতের শত্রু নতুবা বিবাহ করিয়া জগতের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু চৈতন্যের ন্যায় লোক পৃথিবীর জন্য সন্ন্যাসী হইয়া প্রাণ দিয়াছেন। পৃথিবীর জন্য কাঙ্গাল হইয়া, পৃথিবী ভাল হউক, এইজন্য তাঁহারা এত কষ্ট বহন করিতেন।

প্রকৃত সাধক নিপুণ বিষয়ী।

রবিবার, ১৮ই বৈশাখ, ১৭৯৯ শক, ২৯শে এপ্রিল, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

বিষয়ী এবং সাধকের মধ্যে কি প্রভেদ? কেহ বলেন যিনি কেবল বিষয়কর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন এবং ধর্ম্মসাধনে অবহেলা করেন তিনি বিষয়ী, আর যিনি দিবানিশি ধর্ম্মসাধনে অনুরক্ত এবং বিষয়কে উপেক্ষা করেন তিনি সাধক, কিন্তু ইহা যথার্থ প্রভেদ নহে। যথার্থ প্রভেদ এই, যিনি সাধক তিনি নিপুণ বিষয়ী, ধর্ম্মক্ষেত্রে যেমন দাবানলের ন্যায় তাঁহার জ্বলন্ত উৎসাহ, বিষয় কর্ম্মেও তিনি তেমনই

উদ্যমপূর্ণ এবং উৎসাহী। আর যাঁহার অন্তরে তেজ নাই, উৎসাহ নাই, যিনি আশা এবং উদ্যম-বিহীন তিনিই বিষয়ী। এক স্থান হইতে অপর স্থানে যাওয়া, অথবা কতকগুলি বাহিরের কার্য্য করা উৎসাহ নহে। সত্যের সৌন্দর্য্য, পুণ্যের জ্যোতি এবং প্রেমের মধুরতা ভোগ করিয়া যে, অন্তর মুগ্ধ হয়, তাহাই আত্মার উৎসাহ। সে ঘোর বিষয়ী যাহার এই উৎসাহ নাই। সে ব্যক্তি বিষয় কার্য্যও ভালরূপে সম্পন্ন করিতে পারে না, তাহার ঘর সংসার শৃঙ্খলাবদ্ধ হয় না, সে পদে পদে আপনার মূর্খতা এবং হৃদয়ের নির্জীবতার পরিচয় দেয়। তাহার হৃদয় অগ্নিময় হয় না, সংসারের বায়ুতে তাহার হৃদয় শীতল হইয়া গিয়াছে।

তাঁহাকে আমি যোগী সাধক বলিয়া প্রণাম করি যিনি কি ধর্ম্মক্ষেত্রে, কি বিষয় কার্য্যে প্রদীপ্ত। যাঁহার চিন্তা অগ্নিময়, যাঁহার কার্য্য অগ্নিময়, তাঁহার অন্তরে এত অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে যে, তাহার উপর সংসার-সমুদ্র আসিয়া পড়িলেও তাহা নির্ব্বাণ হয় না। ঈশ্বরের আশ্রিত সাধক সর্ব্বদাই তেজস্বী, তিনি সকল দিক রক্ষা করিতে পারেন। তিনি উপাসনার সময় যেমন ভক্তির মধুরতা এবং যোগের গাম্ভীর্য্য-রস পান করেন, সংসার-রণক্ষেত্রেও তেমনই প্রকাণ্ড ব্যস্ততার অবতার। এক দিকে যত ধ্যান যোগের গাম্ভীর্য্য, অন্য দিকে তত কার্য্যের নৈপুণ্য। যত ব্রহ্মধ্যান এবং ব্রহ্মজ্ঞানের গভীরতা, ততই উৎসাহ এবং উদ্যম। ভক্তি-রস পান করিয়া যাহার প্রাণ শীতল এবং প্রমত্ত হয়, সংসারের প্রচণ্ড রৌদ্রে তাহার কি করিতে পারে? যাহারা এইরূপ গভীর ধর্ম্মসুধা পান করিতে পায় না, কার্য্যের ব্যস্ততার মধ্যে তাহাদের চিত্ত-বৈকল্য

এবং মনের বৈষম্য উপস্থিত হয়। যাঁহার অন্তরে প্রমত্ততা জন্মিয়াছে তাঁহার পক্ষে জ্ঞান, ভক্তি এবং কার্য্যের ব্যস্ততা সকলই সমান।

পাগল যে তাহার কাছে সকলই পাগলামি। যাহার প্রাণ সর্ব্বদাই ঈশ্বরের প্রেমে প্রমত্ত, তিনি ঈশ্বর ভিন্ন, আর স্বতন্ত্র বস্তু কি দেখিবেন? তাঁহার চক্ষু দুই, কিন্তু দুই চক্ষু দেখে এক বস্তু, দুই বস্তু নহে। সাধক ধর্ম্মকে পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র দেখেন না। ধর্ম্মের প্রমত্ত অবস্থায় যখন হৃদয় আরূঢ় হয় তখন তাঁহার পক্ষে স্বর্গের কার্য্য যেমন সুখপ্রদ, পৃথিবীর কার্য্যও তেমনই শান্তিদায়ক হয়। যথার্থ সাধক জানেন, যিনি তাঁহার উপাস্য তিনিই তাঁহার প্রভু। তিনি একেরই কার্য্য করেন, একেরই হস্ত হইতে পুরস্কার লাভ করেন। প্রকৃত সাধকের নিকটে ধর্ম্ম এবং সংসার এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ থাকে না, এই দুই এক। তিনি যেমন ষোল আনা উৎসাহের সহিত ধর্ম্মসাধন করেন, তেমনই ষোল আনা প্রমত্ততার সহিত সংসার পালন করেন। তিনি কোথাও সাড়ে পনের আনায় সন্তুষ্ট হন না। এই নিয়মটী ধর্ম্মার্থী সকলেরই পালন করা উচিত। প্রেম, ভক্তি, ধ্যান, বৈরাগ্য যখনই যাহা গ্রহণ করিবে পূর্ণ ষোল আনা মাত্রায় গ্রহণ করিবে। যখন উপাসনা করিবে, হে জীব, তখন তুমি এই মনে করিও যে, তুমি কেবল উপাসনা করিতেই জগতে আসিয়াছ; কেবল ব্রহ্মভক্তি, ব্রহ্মধ্যান এবং ব্রহ্মানন্দ-রস পান করাই তোমার কার্য্য, পৃথিবীতে আর কোন কার্য্য নাই। আবার যখন কার্য্যালয়ে থাকিবে পূর্ণ ষোল আনা কার্য্য করিবে।

ব্রাহ্ম যিনি তিনি ষোল আনা সংসার করেন। যাহারা কম করে তাহারা ঘোর বিধর্ম্মী। ধর্ম্মরাজ্যে যাঁহারা সংসার করিয়া গিয়াছেন

তাঁহারা ষোল আনা সংসার করিয়াছিলেন। যেমন ভক্তচূড়ামণি চৈতন্ত প্রভৃতি। যখন ষোল আনা প্রমত্ততার সহিত সংসারের কার্য্য করিবে, তখন ঈশ্বর জানিতে পারিবেন যে, সেই ব্যস্ততার মধ্যে তাঁহার সেবা করা ব্যতীত তোমার অন্ত ইচ্ছা কিম্বা অন্ত কামনা নাই। কি ধর্ম্মসাধনে কি কর্ম্মক্ষেত্রে তোমার পক্ষে কেবল এইটুকু চাই যে, তুমি সর্ব্বদাই তাঁহার আদেশ পালন করিবার জন্ত প্রমত্ত হইয়া থাকিবে। তোমার কার্য্যের ভয়ানক ব্যস্ততার মধ্যে ঈশ্বরের আদেশ আসিল, "ধ্যান কর", তৎক্ষণাৎ তুমি কাগজ কলম সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, ধ্যান করিতে নিযুক্ত হইবে, তখন মনে করিবে যেন তুমি কেবল ধ্যান করিবার জন্তই জন্মিয়াছ, তখন আর কোন চিন্তাকে মনের মধ্যে স্থান দিবে না। অথবা উপাসনায় মত্ত রহিয়াছ এমন সময় স্বর্গ হইতে আদেশ আসিল "দান কর", তৎক্ষণাৎ সেই মস্তক অবনত করিয়া সেই আদেশ পালন করিবে। ইহাতে যোগের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইবে না। যাঁহার উপাসনা করিতে করিতে প্রাণ প্রমত্ত হইয়াছে, তাঁহারই আদেশানুসারে যদি দান কর, তাহাতে কিরূপে তাঁহার সহিত যোগ ভঙ্গ হইতে পারে? অতএব যদি সংসার এবং ধর্ম্ম উভয়ই চাও, তবে পূর্ণ উৎসাহে মত্ত হও। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, তাঁহার সাধকেরা পূর্ণ উৎসাহে মত্ত হইয়া, ধর্ম্ম এবং সংসারের সামঞ্জস্ত করিয়া, তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করুন।

শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজ, চতুর্দ্দশ সাম্বৎসরিক উৎসব

জ্ঞান ও ভক্তি।

জ্ঞান এবং ভক্তি এই দুয়ের মিলনে জীবের পরিত্রাণ হয়। পরিত্রাণের নিমিত্ত জ্ঞান ভক্তি উভয়েরই প্রয়োজন। অজ্ঞানতার অন্ধকার দ্বারা যাহার মন আচ্ছন্ন করিয়াছে, সে ব্যক্তি কিরূপে সত্যস্বরূপকে দেখিবে? ঈশ্বর অনেক, ঈশ্বর নানাপ্রকার, অথবা ঈশ্বর ওখানে আছেন এখানে নাই, এ সকল কুসংস্কার-জালে যাহারা বদ্ধ তাহারা কিরূপে ঈশ্বরকে ভাল করিয়া দেখিবে? এ সমুদয় ভ্রম-জাল ছেদন করিবার জন্য জ্ঞানাস্ত্র এবং এই অন্ধকার মোচন করিবার জন্য জ্ঞান-প্রদীপের প্রয়োজন। জ্ঞান ভিন্ন মনুষ্যের মন অন্ধকার এবং কুসংস্কার-জাল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। জ্ঞানালোকের মধ্যে মনুষ্যের মন স্বাধীন হয়। যেখানে অজ্ঞানান্ধকার সেখানে অধীনতার শৃঙ্খল, সেখানে অনেক প্রকার কষ্ট, যন্ত্রণা। জ্ঞানের আলোক যখন উজ্জ্বল এবং ঘন হইতে থাকে, তখন মনুষ্য আপনার অবস্থা আপনি বুঝিতে পারে, ঈশ্বরের প্রকৃতি দর্শন করে, ঈশ্বরের স্বরূপ অবগত হয়। কিন্তু জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে আয়ত্ত করা যায় না। জ্ঞান দেশ কালের শৃঙ্খল ছেদন করে, জ্ঞান ভ্রম কুসংস্কারের প্রাচীর ভগ্ন করিয়া মনুষ্যকে প্রশস্ত অনন্ত আকাশে নিক্ষেপ করে। জ্ঞান ক্ষুদ্রস্বভাব মনুষ্যকে স্বাধীনতারূপ উচ্চ অধিকার দান করে। জ্ঞান শৃঙ্খল ছেদন করে, ছোট কারাগার চূর্ণ করিয়া মনুষ্যকে অসীম

আকাশে লইয়া যায়, কিন্তু ঈশ্বরকে হৃদয়ের মধ্যে আনিয়া দিতে পারে না। কেন না, নিরাকার অনন্ত ঈশ্বরকে জ্ঞান দ্বারা যত ভাবিতে যাই, তত ভাসিয়া যাই। যখনই ইচ্ছা করি তখনই উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিম, ঊর্দ্ধ নিম্নে যতদূর ইচ্ছা ততদূর যাইতে পারি, কিন্তু এই অনন্ত আকাশরূপ সমুদ্রের কূল কিনারা নাই। যখন এই অসীম সমুদ্রে ভাসিয়া যাই তখন ভাবি এত বড় ঈশ্বরকে লইয়া আমি কি করিব? মন কিরূপে এত বড় ব্রহ্মকে ধারণ করিবে? অতএব কুদ্র ছাড়িয়া আকাশবিহারী পক্ষী হইলাম; কিন্তু আমার ঘরের ভিতরে ঈশ্বরকে না দেখিয়া আমার প্রাণ আকুল হইল; এইজন্য জ্ঞান ক্রমে ক্রমে ভক্তির আকার ধারণ করিয়া ভক্তিতে পরিণত হইল।

যদি সেই বৃহৎ ঈশ্বরকে ঘরে লইয়া গিয়া আমি আপনার লোক করিতে না পারি, তবে তাঁহার প্রতি অনুরাগ হইবে কেন? যদি নিকটস্থ সহায়কে ঘরের মধ্যে না দেখিতে পাই তবে বিপদের সময় কে আমাকে রক্ষা করিবে? এই খেদ মিটাইবার জন্য ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মভক্ত হন। যখন আমাদিগের অন্তরে এই ভক্তি এবং অনুরাগের লক্ষণ প্রকাশিত হয় তখন আমরা দেখিতে পাই আমাদিগের ঈশ্বর আমাদিগের চক্ষের সমক্ষে আছেন। আমাদিগের হৃদয় যখন ভক্তির উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয় তখন আমরা বলি;— "আমরা অত বড় আকাশে আর ভ্রমণ করিতে পারি না, ঈশ্বর! তুমি আমাদিগের হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া প্রকাশিত হও। হে ব্যাকুল অন্তরের ঈশ্বর! তুমি আনন্দস্বরূপ ধারণ করিয়া আমাদিগের প্রাণের মধ্যে প্রকাশিত হও।" ভক্তি এইরূপে অনন্ত আকাশে ব্যাপ্ত দূরস্থ

প্রকাণ্ড ঈশ্বরকে নিজের ক্ষুদ্র হৃদয়ের মধ্যে দর্শন করিতে চেষ্টা করেন। পৌত্তলিক ভক্ত জড় হইতে পুতুল নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূজা করে, কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত অনন্ত ঈশ্বরকে নিরাকার রূপ দিয়া পূজা করেন। ব্রহ্মভক্ত বলেন, "আমি বিশ্বাস করি সত্যস্বরূপ ঈশ্বর নিরাকার, কিন্তু তাঁহার রূপ দর্শন না করিলে আমার হৃদয়ে শান্তি হয় না।" অতএব ব্রহ্মভক্ত ভক্তবৎসল অনন্তের নিরাকার রূপ ভাবেন। তিনি অনন্তকে চক্ষের নিকট দর্শন করেন। ঈশ্বরের জ্ঞানের রূপ, প্রেমের রূপ, পুণ্যের রূপ দেখিতে দেখিতে ভক্ত প্রমত্ত হইয়া কাঁদিতে থাকেন।

ভক্তির উদয় হইলে সেই প্রকাণ্ড ব্রহ্মকে সহজে ধরা যায়। ভক্ত ঈশ্বরকে আপনার আত্মার মধ্যে উপলব্ধি করিয়া বলেন,— "ইনিই সেই প্রেমপুণ্যে অনুরঞ্জিত ঈশ্বর, যিনি অনন্ত আকাশে বাস করেন।" তখন তিনি কি বৃক্ষতলে, কি নদীতটে, যেখানে বসেন সেইখানেই সেই বৃহৎ ব্রহ্মকে নিকটে দেখিতে পান। তখন তাঁহার জ্ঞান সুমিষ্ট হইয়া আসে। দেখ, যথার্থ ভক্তের নিকটে পৌত্তলিকতা পরাস্ত হইল। পাথরের রূপ প্রেমের রূপের তুল্য নহে। অতএব ব্রহ্মভক্তের জয় হইল। এই নিরাকার সুন্দর রূপ যাঁহারা না ভাবেন তাঁহারা দুঃখী। অতএব কেবল ব্রহ্মজ্ঞানী হইলে হইবে না, ব্রহ্মভক্ত হও। আকাশের দেবতাকে হৃদয়ের ভিতরে আনিয়া পূজা কর। আকাশ অপেক্ষা হৃদয় বড়—যে হৃদয় প্রেমে বিস্তারিত তাহা অনন্ত প্রেম এবং অনন্ত পুণ্যকে ধারণ করিতে পারে। ঈশ্বরের সেই ঘনীভূত প্রেম পুণ্যের রং দেখিলে হৃদয় মন সহজেই ভক্ত এবং যোগীর ভাব ধারণ করে। জ্ঞান ভক্তি দুয়েরই

প্রয়োজন। জ্ঞান ব্যতীত সত্য দর্শন হয় না, এবং ভক্তি বিনা ঈশ্বরকে নিকটে লাভ করা যায় না। কেবল প্রকাণ্ড একটা অনন্ত ভাবিতে ভাল লাগে না, এইজন্য ভক্তির প্রয়োজন। নিরাকার আকাশবাসী ঈশ্বর ভক্তের হৃদয়ের ঘরে আসিয়া দণ্ডায়মান হন। তিনি ভিক্ষুকের পূজা গ্রহণ করেন, তিনি ভিখারী ভক্তের মুখে সুধা ঢালিয়া দেন। ভক্তের নিকটে তিনি ফুলের ন্যায় সুন্দর এবং সুমিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হন। এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞান পরিশেষে ব্রহ্মভক্তিতে পরিণত হয়।

কোন্নগর।

বেদ ও পুরাণ। *

রবিবার, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৯ শক, ২৭শে মে, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

হিন্দু জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্র দুইটী প্রধান ভাগে বিভক্ত,—বেদ এবং পুরাণ। ধর্ম্মশাস্ত্রের এই দুইটী অঙ্গের অর্থ কি? বেদই বা কাহাকে বলে? পুরাণই বা কাহাকে বলে? জাতিভেদে ও সম্প্রদায়ভেদে বেদ এবং পুরাণ নানা অর্থ ও আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীতি হইবে যে, বেদের অর্থ সকল প্রকার নৈসর্গিক ব্যাপারের মধ্যে ঈশ্বরের সত্তা ও শক্তি উপলব্ধি করা এবং পুরাণের অর্থ মানবসমাজের ইতিহাসে ঈশ্বরের হস্ত দেখা। বেদ নদীর লহরীতে, সমুদ্রের ভীষণ

কল্লোলে, পর্ব্বতের উচ্চশিখরে, বিদ্যুতের আভায় ও সুনীল আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জে ঈশ্বরের হস্তাক্ষর দেখাইয়া দেয়। পুরাণ বেদের ন্যায় নৈসর্গিক ব্যাপার আলোচনা করে না। পুরাণ বেদের ন্যায় আকাশগামী নহে। পুরাণ অতি নিকটেই ঈশ্বরের দর্শন পায়। পুরাণ মনুষ্যজীবনেই ঐতিহাসিক ঘটনা-সূত্রে ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত দেখিতে পায়। বেদ অতি গম্ভীর। পুরাণ অতি মধুর। পুরাণের পূর্ব্বে বেদের উদয়। বেদ মনুষ্য জাতির শৈশব-সঙ্গীত। আমাদিগের আর্য্য-পূর্ব্বপুরুষেরা প্রথম বেদ গান করেন। বেদে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, উষা, অগ্নি, ইন্দ্র ও বরুণের সবিস্তার মহিমা কীর্ত্তন ও আরাধনা দেখা যায়। মনুষ্যের ইতিহাসে ঈশ্বরের আবির্ভাব, এ কথা বেদে নাই।

জ্ঞানের নব বিকাশে মনুষ্য বাহ্য প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা ও পূর্ণতা উপলব্ধি করিল। তাহার মন বিস্মিত ও স্তব্ধ হইল। বেদের গভীর সঙ্গীত রচিত হইল। ক্রমে জ্ঞানের জ্যোতি দিন দিন বৃদ্ধি পাইল এবং হৃদয়ের প্রেমকুসুম প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। ক্রমে মনুষ্য ঈশ্বর দূরে নহেন, তিনি অতি নিকটে, তিনি অন্তরের অন্তরে, ইহা বুঝিল। কেবল জড়জগৎ যে ঈশ্বরের মঙ্গল নিয়মে শাসিত তাহা নহে, মনোরাজ্যেও তাঁহার তুল্য প্রতাপ। গ্রহ উপগ্রহের গতিই যে ঈশ্বরের অঙ্গুলি চালিত এমত নহে। মনুষ্যের ইতিহাসও প্রতি পৃষ্ঠায় তাঁহার পরিচয় দেয়। এই বোধোদয়ই পুরাণের সৃষ্টি। কথিত আছে ঈশ্বরের দশ অবতার এবং প্রতি অবতারের অদ্ভুত কার্য্য-কলাপ আরোপিত কল্পিত ও বিরচিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পুরাণবাদী ব্রাহ্ম দশ অবতারে সন্তুষ্ট নহেন।

তিনি জানেন যে তাঁহার ঈশ্বরের লক্ষ অবতার। তাঁহার ঈশ্বর যে যুগ বিশেষ বা ব্যক্তি বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষে অবতীর্ণ হন তিনি এরূপ বিশ্বাস করেন না, কিন্তু প্রত্যেক ভক্তের নিকট বহু আকার ধারণ করিয়া প্রয়োজন হইলেই সময়ে সময়ে প্রকাশিত হন। কখনও স্নেহময়ী জননীরূপে, কখনও দয়ার সাগর পিতা হইয়া, কখনও সান্ত্বনাকারী বন্ধুরূপে, কখনও চিকিৎসক, কখনও পথ প্রদর্শক, কখনও পিতা, কখনও শিক্ষাদাতা গুরুরূপে, ভক্তের নিকটে অবতীর্ণ হন।

ব্রাহ্ম অপরের নিকট পুরাণ শুনিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। তিনি নিজের জীবনে পুরাণ পাঠ করিতে চাহেন। তাঁহার বিশ্বাস যে ঈশ্বর প্রতিজনের নিকট স্বতন্ত্র প্রকাশিত হন। প্রত্যেক মনুষ্য-চরিত এক একখানি বিচিত্র পুরাণ গ্রন্থ, যাহার প্রতি পরিচ্ছেদে ঈশ্বরের নাম ও হিতকর বিধান স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত। ঈশ্বর আমাদিগের কাহার নিকটে না অবতীর্ণ হইয়াছেন? পূর্ব্বে আমরা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলাম না। যথা সময়ে জীবনে সুবাতাস বহিল। কোথা হইতে আকর্ষণ শক্তি আসিল, হৃদয়কে টানিল, জীবনের স্রোত ফিরাইয়া দিল, মন ভিজিল, ব্রাহ্ম হইলাম, ব্রহ্মের মধুর নাম উচ্চারণ করিলাম, পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা আরম্ভ করিলাম। সেই দিন অবধি কত সত্য, কত করুণা উপভোগ করিলাম। ঘোর পাষণ্ড নারকী, অতি জঘন্য দুষ্কর্ম্ম করিতে উদ্যত, কে তাহার হস্ত ধারণ করিল? কে তাহাকে সুমতি দিল? কে তাহাকে পাপের পথ হইতে সত্যের পথে লইয়া গেল? পথ কণ্টকপূর্ণ, চলিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলে, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইল, কে

তখন সুশীতল বারি আনিয়া তোমার মুখে ঢালিয়া দিল? এরূপ ঘটনা জীবনে কত হয় কাহার মনে থাকে?

ব্রাহ্মভ্রাতঃ, তুমি তোমার নিজের পুরাণ লেখ। কোন ঘটনা তুচ্ছ বোধ করিয়া ছাড়িয়া দিও না। জীবনের অতি সামান্য একটী ঘটনাও ঈশ্বরের দয়ার পরিচায়ক। প্রতিদিনের সকল শুভ ঘটনা লিপিবদ্ধ কর। আজ প্রাতঃকালে পাখী ডাকিল, প্রাণ কাঁদিল। আজ তৃষ্ণার সময়ে শীতল জল পান করিয়া তৃপ্ত হইলাম। আজ বহুদিনের পর কোন প্রিয় বন্ধুর সমাগম হইল। আজ কিঞ্চিৎ অর্থ লাভ হইল। আজ একটী সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। আজ পুত্রের নামকরণ। আজ কন্যার বিবাহ। আজ ক্ষেত্রে শস্যের শুভদায়ক বৃষ্টি পতিত হইল। আজ বৃক্ষের প্রথম ফল ভক্ষণ করিয়া তৃপ্ত হইলাম। এ সমুদয় ঘটনা জীবন-পুরাণে লিখিতে থাক ও মধ্যে মধ্যে তাহা পাঠ কর। এই পুরাণ তোমার অতি যত্নের ধন, কারণ এই পুরাণে লিখিত ঈশ্বরাবতারের কার্য্য-কলাপ অন্য কাহারও পুরাণে নাই। এই পুরাণ হস্তে লইয়া তুমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পার যে, আমার দয়াময় ত্রাণকর্ত্তা আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া, আমার নিকটে বিশেষরূপে অবতীর্ণ হইয়া, আমার প্রতি যে দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার বৃত্তান্ত এই পুরাণে লিপিবদ্ধ, সুতরাং আমার পক্ষে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ। যখন অবিশ্বাস-মেঘ আসিয়া মনকে ঢাকিবে, পুরাণ পাঠ করিলেই ঈশ্বরের পুঞ্জ পুঞ্জ করুণা মনে পড়িবে ও অবিশ্বাস দূর হইবে। মধ্যে মধ্যে যত্ন সহকারে বেদ পাঠ আবশ্যক। বেদ পাঠ অবহেলা করিও না। মধ্যে মধ্যে সংসার ভুলিয়া গিয়া ভূলোক দ্যুলোকে ঈশ্বরের যে অনন্ত

মহিমা দেদীপ্যমান তাহা আলোচনা করিয়া মনকে উন্নত করিতে হইবে। কিন্তু পুরাণ ভক্তের বড় আদরের ধন। ব্রহ্মভক্ত কখনও পুরাণ পাঠে বিরত হন না। তিনি অন্তিমকালে পুরাণ পাঠ করিতে করিতে ইহলোক হইতে পরলোকে গমন করেন।

সাধন-কানন।

অবহেলা না করি। *

রবিবার, ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৯ শক, ৩রা জুন ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

সাধন-কাননে অধিবাস করা একটী উচ্চ অধিকার। কিন্তু ইহা সুলভ হওয়াতে আমরা ইহার মূল্য বুঝিতে পারি না, ভবিষ্যতে বুঝিতে পারিব। আমাদের পদতলে যে সকল রত্ন পড়িয়া আছে আমরা এখন সে সমুদয়কে অবহেলা করিতেছি। অনেক উচ্চ অধিকার আছে যাহা বারম্বার অবহেলা করিলে পাতকী হইতে হয়। সাধন-কাননে বাস করিলে যে ফল হয়, সেই অপূর্ব্ব ফল কি আমরা ভোগ করিতেছি? আমাদের বনবাস বল, পর্ব্বতবাস বল, তাহা এই সাধন-কাননে বাস। আমরা যে এখানে সহরের কোলাহল হইতে দূরে আসিয়া নির্জ্জনে ঈশ্বর-সহবাস ভোগ করিতে পারি ইহাই আমাদের পরম লাভ। কেন আমরা এজন্য কৃতজ্ঞ হই না? এই সভ্যতার সময় সাধন-কাননে বাস করা বিষয়ীর পক্ষে বহুমূল্য অধিকার। যাহারা পর্ব্বতে যাইতে পারে না, তাহাদের পক্ষে সাধন-

কানন অমূল্য রত্ন। যিনি আমাদিগকে ইহা দিলেন তিনি কি আমাদিগকে ইহা ভোগ করিবার ক্ষমতা দিবেন না? তিনি অবশ্যই আমাদিগের প্রাণের মধ্যে বৈরাগ্য প্রেরণ করিবেন। যিনি মরুভূমি হইতে আমাদিগকে এই জলাশয়ের সমীপে টানিয়া আনিলেন, তিনিই ইহা ভোগ করিবার জন্য আমাদিগকে ক্ষমতা দিবেন। আমাদিগের সকল আশা ভরসা তাঁহার উপরে। যদি ইহা ভোগ করিতে না দিবেন তবে এমন স্বর্গের সামগ্রী আমাদের হাতে দিলেন কেন? এ রত্ন প্রাণের ভিতরে রাখিব, না ফুল করিয়া বক্ষঃস্থলে রাখিব? আপনি সম্ভোগ করিব, না পুত্র পৌত্রাদির জন্য রাখিয়া যাইব, না বন্ধু বান্ধবদিগের সঙ্গে ইহা ভোগ করিব, কেমন করিয়া ইহার সদ্ব্যবহার করিব? কিরূপে ইহার উৎকৃষ্ট ব্যবহার করিব, ঈশ্বর আমাদিগকে বুঝাইয়া দিন। পাছে ইহার প্রতি অবহেলা এবং অশ্রদ্ধা হয় এইজন্য ইহার মধ্যে আমাদের কাহারও অধিক দিন থাকা উচিত নহে। ইহা দ্বারা কত দেশ উপকৃত হইবে। এ রত্ন পাছে অবহেলা করি বড় ভয়। এ রত্ন তিনি দিলেন যিনি দিতে পারেন। যাঁহারা এখানে আসেন তাঁহারা যেন বুঝিতে পারেন ঈশ্বরপ্রসাদ এই কানন-বেশ ধারণ করিয়া আসে। অশান্ত হৃদয়ে শান্তিদাতার সহবাস সম্ভোগ করিতে পারি না, শান্তি পথ ধরিতে পারি না, এইজন্য আমাদের প্রাণকে শান্ত করিবার জন্য এই কানন দিলেন। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন আমরা যেন এখানে শান্তিলাভ করিয়া কিঞ্চিৎ কৃতার্থ হই।

সাধন-কানন।

সাধনের স্থান। *

রবিবার, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৯ শক , ১০ই জুন, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

যেখানে সিদ্ধ হইব এরূপ সঙ্কল্প করিয়া যত্ন আয়াস সহকারে ব্রহ্মসাধন করি, সেই স্থান সাধনের স্থান , এবং যে স্থানে কোন প্রকার পাপ প্রলোভন নাই, যে স্থানে বিষয় মনকে চঞ্চল করিতে পারে না, যে স্থান সরোবর এবং বৃক্ষ লতায় সুশোভিত, যেখানে পুষ্প ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে, বায়ু ঈশ্বরের মঙ্গল সংবাদ আনয়ন করে, যেখানে প্রকৃতি সাধকের মনকে উন্নত করে সেই স্থানকে কানন বলে। যেখানে এই দুইয়ের সংযোগ তাহা সাধন-কানন। ঈশ্বর এরূপ স্থানে ভক্তদিগকে রাখিয়া তাঁহাদের সাধনের সহায়তা করেন। সাধকদিগের কোন প্রকার দুঃখ কষ্ট হইলে সেই বিঘ্নবিনাশন স্বয়ং সে সকল দূর করিয়া দেন। এইরূপ অনুকূল স্থানে আমরা কি করিব? আমরা যেন ব্রহ্মপদারবিন্দ ভাবিতে ভাবিতে এমন শিক্ষা লাভ করি, যাহাতে আমরা সাধনে সিদ্ধ হইতে পারি। সর্ব্বদাই যেন সিদ্ধ হইবার দিকে আমাদের দৃষ্টি থাকে। এই ভাব যেন সর্ব্বদাই জাগ্রত থাকে। রিপুকুল বশীভূত হইতেছে কি না, প্রকৃতির ঈশ্বর যিনি তাঁহাতে চিত্ত মগ্ন হইতেছে কি না, ধ্যান করিতে করিতে মন অমৃতসাগরে ডুবিতেছে কি না, সর্ব্বদাই যেন সচেতন থাকিয়া এ সকল পরীক্ষা করিয়া দেখি। অভিলষিত বস্তু

পাইবার জন্য সর্ব্বদাই গভীর হইতে গভীরতর আগ্রহ এবং যত্ন প্রকাশ করিব। যদি কদাচ লক্ষ্যচ্যুত হইয়া যাই, প্রেমসিন্ধু পিতা যেন আমাদিগকে সতর্ক করেন। সাধন-কাননে বাস করিয়া যেন আমরা কথনও সাধনকে অবহেলা না করি। সাধন মনে হইলে কঠোর আয়াস কষ্ট মনে হইবে, আবার কানন মনে হইলেই এখানে প্রকৃতি আমাদের সাধনের সহায়, এই সৌভাগ্য স্মরণ করিয়া ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হইব, এবং আরও গভীর সাধনের জন্য উদ্যোগী হইব। অতএব সাধন কানন এই দুটী শব্দ যেন আমাদিগের মনে ধর্ম্মরাজ্যের উচ্চ ভাব আনয়ন করে। এই উদ্যানের নামটী যেন বৃথা না হয়। দয়াল প্রভুর নামের গুণে ইহা দ্বারা যেন আমাদের উপকার হয়। এই স্থানের নামে আমাদের উপকার হয়। এই স্থানের নামে আমাদের উপকার হউক, ঈশ্বর এই আশীর্ব্বাদ করুন।

সাধন-কানন।

সাধন-কানন সেই আলোকঘর। *

রবিবার, ৪ঠা আষাঢ়, ১৭৯৯ শক, ১৭ই জুন, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

মনুষ্য প্রকৃতি ছাড়িয়া অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। প্রকৃতি মধুর সরোবর। প্রকৃতি স্বর্গের প্রান্তভাগ। প্রকৃতি অকলঙ্কিত, প্রকৃতি মন্দ হয় না, অপবিত্র হয় না। প্রকৃতি বিকৃতি নহে, কখনও বিকৃত হয় না, সকলকেই প্রকৃতির দিকে আসিতে হইবে।

যাঁহারা পবিত্রতা চান, যাঁহারা প্রকৃত সুখ চান, তাঁহাদিগকে পাখীদের দেশে, কীট পতঙ্গের দেশে, বৃক্ষ লতার দেশে আসিতে হইবে। যেখানে সভ্যতার আড়ম্বর, হে মনুষ্য, সেখানে এতদূর যাও কেন? পশ্চাৎ গমন কর। প্রকৃতিকে ভাল না বাসিলে সুখী হইতে পারিবে না। কৃত্রিম সভ্যতার অহঙ্কার ছাড়িয়া প্রকৃতির মধুরতা সম্ভোগ কর। জগতের ইতিহাসে, সাধুদিগের জীবনে এই মধুর আহ্বান শুনা গিয়াছে। সাধন-কাননের আবশ্যকতা এইজন্য। এখন কৃত্রিম সভ্যতার সমুদ্রে জনসমাজরূপ-জাহাজ ভাসিতেছে, সমুদ্রে ভীষণ তরঙ্গ সকল উঠিতেছে, সমুদ্র-তটের খুব উচ্চ স্থানে একটা আলোক চাই। সাধন-কানন সেই আলোকঘর।

বিকৃত সভ্যতার মধ্যে স্বর্গের আলোক দেখাইবে সাধন-কানন। যখন ব্রাহ্মগণ সভ্যতার তুফানে পড়িয়া বিপন্ন হইবেন, তখন তাঁহাদিগকে প্রকৃতির আলোক বাঁচাইবে। প্রকৃতির বন্ধু সাধন-কানন, তাঁহাদিগকে বাঁচাইবেন। বনের দেবতা, গ্রামের দেবতা তাঁহাদিগকে বাঁচাইবেন। এমন স্থানকে যে অরণ্য বলে সে ভ্রান্ত। অরণ্যকে সাধন-কানন করিতে হইবে, এবং তন্মধ্যে সংসারকে শুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। সাধন-কাননে আনিয়া সভ্যতার বিপদে পতিতদিগকে উদ্ধার করিতে হইবে। এই সাধন-কাননে বসিয়া সংসারে স্বর্গের শোভা দেখিতে শিক্ষা করিতে হইবে। এখানকার লতামণ্ডপে বসিয়া স্নেহময়ীর স্নেহ-পীযূষ পান কর, এই নব নব সুপ্রসন্ন কুসুম সকলকে গুরু স্বীকার করিয়া ইহাঁদের নিকটে নূতন নূতন সরল উপদেশ শ্রবণ কর, এখানকার বৃক্ষাবলীর মূলে বসিয়া সংসারের সম্পর্ক সকল স্থির কর। পুষ্প লতার সৌন্দর্য্য দেখিয়া

সংসারকে ভুলিয়া থাকিলে প্রকৃত সাধন হইবে না। তুমি এখানে বসিয়া মজা কর, আর সংসার দগ্ধ হউক, এই কথা ঠিক নহে। ইহা প্রেমময় ঈশ্বরের বিরোধী স্বার্থপরের কথা। ঈশ্বরের আদেশ নর নারী সকলকে লইয়া সাধন-কাননে যাইতে হইবে। এখানকার তৃণ দেখিয়া আমাদের মন নম্র হইবে, অভিমানশূন্য হইবে। যেখানে কেবল লতা পাতা সেখানে আবার অহঙ্কার কি? এখানে ছোট বড় গাছ সকলেই ভদ্র, ইহাদের সকলের নিকট আমরা ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা এবং বৈরাগ্য ও নিঃস্বার্থপরতা শিখিব। এখানে সপরিবারে এইরূপ সাধন করিয়া আমরা প্রকৃতিস্থ হইব, দয়াবান্ ঈশ্বর আমাদিগকে প্রকৃতির মহিমা বুঝাইয়া দিন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির

ব্রহ্মপ্রেম চিরসরস।

রবিবার, ১৮ই আষাঢ়, ১৭৯৯ শক, ১লা জুলাই, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

যদি পৌত্তলিক হইতে হয় তবে রাঙ্গা চরণ মানিতেই হইবে। দেবতার চরণ রাঙ্গা নয় যে বলে সে পৌত্তলিক নহে। যদি পুতুল পূজা করিতে হয়, তবে তাঁহার রাঙ্গা চরণ পূজা করিলে তৃপ্ত আছে। তাপিত প্রাণকে শীতল করা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কর্ত্তব্য, এইজন্য পৌত্তলিক স্বর্গীয় দেবতার চরণে রাঙ্গা বর্ণ দেয়। যদি অপৌত্তলিক ব্রাহ্ম হইতে চাও তবে ঈশ্বরের নিরাকার শ্রীচরণকে

সুধারসে অভিষিক্ত করিতে হইবে। যদি হৃদয়ে অনুভব শক্তি থাকে, তবে বলিবে দয়াল প্রভুর যে চরণে আমাদের মস্তক লুণ্ঠিত সেই চরণ শুষ্ক নহে, তাহা প্রেমে রাঙ্গা হইয়াছে।

প্রভুর চরণ যে শুষ্ক বলিল সে আর ব্রাহ্ম রহিল না। ভক্তি-চক্ষে এমন চরণ দেখিব যাহা হইতে অবিরত কৃপা ও আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। যাঁহারা ঐ চরণের রূপ, কান্তি, সৌন্দর্য্য ভাবিয়াছেন তাঁহারা পাগল হইয়াছেন। ভক্তেরা ঈশ্বরের প্রেমানুরঞ্জিত চরণের শোভা দেখিয়াই ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা আর ঈশ্বরের মুখের দিকে তাকাইতে পারেন না, এইজন্য ভক্তিশাস্ত্রে মুখের বর্ণনা নাই। সমস্ত দেশকে ডাকিয়া তাহার গলায় অমূল্য রত্নহার দিয়া যাইতে পারিব যদি নিরাকার চরণ বক্ষে ধারণ করিতে পারি। "দাঁড়াও একবার বক্ষঃস্থলে, চরণ ধুই হে চক্ষের জলে, লুটাইয়া পদতলে সফল করি জীবন," যিনি এই সকল কথা বলিতে পারেন, তিনি জানেন ঈশ্বরের চরণ কেমন সুধাময়। "পিতা, পাপীর বক্ষে তোমার শীতল চরণ স্থাপিত কর," এই কথায় কত আরাম!

এই চরণ কথার কেমন মধুর প্রভাব। চরণ কথা কে বাহির করিল? ঐ চরণের ছায়া লাভ করিয়া যে শীতল হইয়াছে, ঐ চরণের আশ্রয়ে যে নির্ভয় হইয়াছে, ঐ চরণের সৌন্দর্য্যে যাহার প্রাণ মুগ্ধ হইয়াছে, সে তাহার বুকে হাত দিয়া দেখিয়াছে, তাহার বুকের মধ্যে একটী স্থানে ঐ চরণরূপ সহস্র ফুল ফুটিয়াছে; ব্রহ্মপদসংস্পর্শে বহুকালের দগ্ধ প্রাণ শীতল হইয়াছে। "ভক্ত পড়িয়াছেন দেবতার চরণতলে" এই কথাটী এত মনোহর যে, এই

কথাটী শুনিয়া কত লোক সর্ব্বস্ব ছাড়িল। তাহারা বলিল, আমরা এই এক কথা হইতে লক্ষ টাকা বাহির করিব।

যখন চরণ কথা শুনিয়া মনুষ্যের এত ভক্তি হইল, তখন ঈশ্বরের মুখশ্রী দেখিলে ভক্তের মন কত প্রমত্ত হইবে তাহা ভাবিতে পারা যায় না। 'ক' অক্ষর দর্শন করিতে না করিতেই প্রহ্লাদদিগের, শিশুদিগের এত আহ্লাদ হইল। কিন্তু এমন আহ্লাদের স্রোত এত শীঘ্র বন্ধ হইল কেন? পরিচিত অপরিচিত সমুদয় ভাই ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করি, এই 'ক' অক্ষর বাহির হইতে না হইতেই সুধাভোগ বন্ধ হয় কেন? প্রথম অন্ন ব্যঞ্জন পাইতে না পাইতে তোমরা উঠিয়া যাও কেন? প্রেমের ভোজে বসিয়াছ প্রাণ ভরিয়া পুণ্য শান্তি ভোজন কর, যত পার মহোৎসবের আনন্দ আহার কর। মহোৎসব শেষ না হইতে উঠিয়া যাইও না। তোমাদের হাত ধরিয়া বলি, তোমরা এমন অসৎ দৃষ্টান্ত দেখাইও না। জননী অন্ন পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তোমরা উঠিয়া গেলে তাঁহার মনে আঘাত লাগিবে।

ঐ দেখ, তোমাদের সমক্ষে দুই শত পাঁচ শত লোক উঠিয়া গেল, সাবধান, কেহ যেন উঠিয়া না যান। মার অনুরোধ রক্ষা কর। জগতের দুঃখ মোচন করিবার জন্য জগজ্জননী নিজ হাতে করিয়া সুধা পরিবেশন করিতেছেন, তোমরা ইহার প্রতিবন্ধক হইও না। যদি বলিতে পারিতে, মা সন্তানদিগের দুঃখ দেখিয়া উপাসনারূপ যে সুধা বিলাইতেছেন, তাহাতে মিষ্টতা নাই, উপাসনা একটী শুষ্ক ব্যাপার, তাহা হইলে তোমাদিগকে এই অনুরোধ করিতাম না। যখন ঈশ্বরের চরণের কথা শুনিয়াই প্রকাণ্ড বীরেরা অবসন্ন হইয়া

পড়িয়া যায়, তখন পিতার স্বর্গে আরও কত বড বড অস্ত্র আছে। ভিতরে থাকিয়া কে বলিতেছেন আরও একবার সময় হইবে। আর একবার স্নেহময়ী জননী আসিবেন।

এই কথা শুনিয়া অবধি মনে বড আশা হইয়াছে। আবার এই দেশে পবিত্র উৎসাহানল জ্বলিয়া উঠিবে। ঈশ্বরের প্রেমেতে লোক মাতিবে। তোমাদের পদানত হইয়া ভিক্ষা চাহিতেছি, এই কথা অবিশ্বাস করিও না। সেনাপতি জয়পতাকা উডাইবেন, অন্ধকার দেশে আবার জ্যোতি বিকীর্ণ হইবে। অধর্ম্মের রজনী অবসানে ধর্ম্মের সুপ্রভাত হইবে। শত্রুদল চূর্ণপ্রায়, সত্যের রাজ্য, পুণ্যের রাজ্য আগতপ্রায়। প্রেমিক ব্রাহ্মগণ, এই পৃথিবীতে প্রেম ভিন্ন আর কিছুই নাই। যে শব্দ উচ্চারণ করিলে প্রাণ মোহিত হইয়া যায় তাহা কি বস্তু কেহ কি বুঝাইয়া দিতে পার? ভালবাসিয়া মরিয়া যাইব। শত্রুকে ভালবাস, পৃথিবীকে ভালবাস। মনে আছে ত সে সকল মহাত্মাদের নাম যাঁহারা পৃথিবীর কল্যাণের নিমিত্ত আপনাদের প্রাণ দিয়া গিয়াছেন? তাঁহারা পৃথিবীকে সোণার মুকুট পরিধান করাইয়া আপনারা কাঁটার মুকুট পরিতেন, পৃথিবীর লোককে সাল পরাইয়া আপনারা ছেঁড়া কাঁথা পরিয়া গাছতলায় থাকিতেন। তাঁহারা রাস্তায় রাস্তায় দয়াল নাম গাইয়া বেড়াইতেন। তাঁহারা সকলেই প্রেমের মানুষ ছিলেন। তাঁহাদের নাম শুনিলেও আশা হয়।

এস আমরাও প্রেমের মানুষ হই। আমরা এখনও কেবল প্রেমের 'ক খ' শিখিতেছি। প্রেমের পূর্ণ প্রস্ফুটিত ভাব কবে হইবে জানি না, কিন্তু কেহই নিরাশ হইও না, স্বর্গের জননী স্বয়ং প্রেমার

পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা কর, মা ভাণ্ডার হইতে প্রেমসুধা লইয়া আসিলেন বলে। যখন সেই সুধা পান করিব, তখন অপ্রেম অশান্তি একেবারে পলায়ন করিবে। ব্রাহ্মগণ, তোমরা সকলকে ভালবাস, স্বর্গের প্রেমে তোমরা সুখী হইবে এবং দেশ বেঁচে যাবে। মার পরিবেশন কেবল আরম্ভ হইয়াছে। ঈশ্বরের পূজা হয়েছে কি? এই প্রথম পূজা আরম্ভ হইয়াছে। এখনও ব্রহ্মপূজার প্রথম বর্ণও ভালরূপে প্রকাশ হয় নাই। ব্রহ্মপূজা করিয়া জগৎ উদ্ধার হইবে। একটী লোকও মরিবে না। সকলেই বাঁচিয়া যাইবে, প্রতিজনেই পৃথিবী হইতে অনন্তকালের ধন লইয়া যাইবে।

ঘনীভূত সাধন। *

বৃহস্পতিবার, ২২শে আষাঢ, ১৭৯৯ শক, ৫ই জুলাই, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

কোন সুপণ্ডিত বলিয়াছিলেন আমি ক্ষুদ্র পত্র লিখিতে পারিলাম না, আমার এই অপরাধ ক্ষমা করিও। ইহার কারণ আমার সময় অল্প। সাহিত্যে এই কথা, ধর্ম্মরাজ্যেও এই কথা। অধিক আয়াস স্বীকার না করিলে হৃদয়ের সমস্ত ভাবকে অল্প স্থানে সন্নিবিষ্ট করা যায় না। যদি উপাসনাকে অল্প কালের মধ্যে সফল করিতে হয় তবে বিশেষ সতর্কতার সহিত অনেক দিন সাধন করিতে হইবে। অল্প কয়েকটী শব্দ দ্বারা যদি হৃদয়ের ভাব পরিপক্ক করিতে চাও তবে আগে আগে খুব সরল ভাবে সাধন কর। এখনই সুদীর্ঘ প্রার্থনা করা যায়; কিন্তু দুটী কথার মধ্যে প্রার্থনার সমস্ত ভাব ব্যক্ত করা

কঠিন। দুই দণ্ড প্রার্থনা করা সহজ, কিন্তু দুই মিনিট প্রার্থনা করা কঠিন। সমস্ত দিন পূজা করা যায়, কিন্তু এক মিনিট যথার্থ পূজা করা কষ্টকর। অল্প কথা মুখে বাধিয়া যায়, অল্প কথার উপাসনা করায় রসনা আপনাকে অনিপুণ বলিয়া স্বীকার করে। কথা বলিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ ভাবের উদয় হয়, এমন কথা কে বলিতে পারে? ভাবশূন্য হইয়া অনেক গান করা যায়, কিন্তু ভাবের সহিত একটী গান করা কঠিন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দ দ্বারা ঈশ্বরকে পরিতুষ্ট করিতে পারি না।

দীর্ঘ প্রার্থনা হয় কি জন্য? মন অপ্রস্তুত। অল্প কয়েকটী সরল বাক্যে ব্রহ্মপূজা করিতে পারি সে প্রকার শিক্ষা লাভ করি নাই। ক্রমে ক্রমে শিক্ষা করিতে হইবে। দশটী শব্দকে ক্রমে পাঁচটী শব্দে, পাঁচটী শব্দকে ক্রমে দুইটী কি একটী শব্দে প্রকাশ করিতে হইবে। জিনিস স্থায়ী হইবে, কিন্তু অল্প স্থান, অল্প কাল। সত্যং এই একটী শব্দ গুরুতর হইবে। এত বলের সহিত সেই শব্দবাণ নিক্ষিপ্ত হইবে যে, তাহা পলকের মধ্যে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে উপস্থিত হইবে। অল্প কথাকে গুরুতর করিবার জন্য সাধনের প্রয়োজন। আমরা সাধন করি না এইজন্য যেখানকার শব্দ সেইখানেই থাকে। সামান্য শব্দকে ব্রহ্মের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। একবার ভক্তির সহিত "ঈশ্বর" এই একটী নাম কেহ বলে না, সকলেই একশত আট নাম গ্রহণ করে। যে ভক্তের দিকে তাকাই তাঁহার গলায় অনেক নামের মালা দেখি। একটী নাম বলিতে না বলিতে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া গেল এবং অর্দ্ধেক কথা মনের মধ্যে রহিয়া গেল, এমন ভক্ত দেখা যায়

না। একবার যে ভক্তির সহিত ঈশ্বর বলিয়া ডাকিতে পারে, সে মরে না, যে সহস্রবার বলে সে বরং মরে। অল্প সময়ের মূল্য অধিক, অল্প স্থানের মূল্য অধিক।

পিত্তল, লৌহ অনেক স্থানে থাকে, কিন্তু স্বর্ণ, হীরকখণ্ড অল্প স্থানে। ঈশ্বরের অনন্ত ব্যাপ্তির কথা সকলেই বলে, কিন্তু এক বিন্দুতে তিনি আছেন সকলে বলিতে পারে না, কেন না লৌহ সকল ঘরে আছে, মুক্তা সকলের ঘরে নাই। নামেতে ঈশ্বরকে পাওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না। লৌহ অনেক স্থান অধিকার করিয়া থাকে, কিন্তু ক্ষুদ্রাকৃতি স্বর্ণখণ্ড বিন্দুমাত্র স্থানে থাকে। সেইরূপ ঈশ্বরের একটী ক্ষুদ্র কিন্তু অমূল্য নাম যদি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে, সাধক সুখী হয়। যাহাদের সাধন অল্প তাহারা অনেকবার ঈশ্বরের অনেক নাম উচ্চারণ করে। তাহারা বড় বড় উপাসনা করে। ক্ষুদ্র নামরূপ শর্ষপকণার মধ্যে স্বর্গকে আনা কেবল যোগীর পক্ষেই সম্ভব। অল্প স্থানের মধ্যে বহুমূল্য সঞ্চয় করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যদি প্রকৃত সাধক হইতে চাও তবে প্রকাণ্ডকে ক্ষুদ্র কর। আকাশের ঈশ্বরকে হৃদয়ের বিন্দুমাত্র স্থানে রাখ। ক্ষুদ্র স্থানে যদি ব্রহ্মকে পাও তবেই সুখী হইবে। বড়কে ছোট করিতে হইবে ইহার মধ্যে অনেক গভীর তত্ত্ব আছে। খুব বড় সুধাসাগর পাইয়া আনন্দিত হইও না, এখনও এক বিন্দু পাও নাই, ইহা জানিয়া খুব গভীর সাধন কর। সাধন ক্রমাগত ঘন হইতে ঘনতর হইতে থাকুক।

ঈশ্বরের বাণী এবং মনুষ্য-ভাষা। *

রবিবার, ২৫শে আষাঢ়, ১৭৯৯ শক, ৮ই জুলাই, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

কথিত আছে ভাষা আত্মাকে বিনাশ করে, কিন্তু ইহাও সত্য ভাষা ধর্ম্মজীবন গঠন করে। ভাষা প্রাণ বধ করে ইহা যদি সত্য হয়, ভাষা প্রাণ দেয় ইহাও সত্য। ভাষার বল, ভাষার জীবন, ভাষার পবিত্রতা বুঝিতে আমাদের অনেক বিলম্ব আছে। অনেকে বলেন ভাষা পরিত্যাগ কর, কেবল অন্তরের ভাব অবলম্বন করিয়া স্বর্গে প্রবেশ কর। ইহা অমূল্য কথা, কিন্তু ভাষার ভিতর দিয়াও স্বর্গে যাওয়া যায়। কোন্ ভাষার কথা বলিতেছি? সংস্কৃত ভাষার কথা। প্রকৃত বিশ্বাসী স্বভাবতঃ সংস্কৃত ভাষার পক্ষপাতী। আধুনিক বাঙ্গালা ভাষা তাঁহার চক্ষের বিষ। কেন না তিনি জানেন এই নিকৃষ্ট ভাষার উপরে পরিত্রাণ নির্ভর করে না। মুক্তির ভাষা, সংস্কৃত প্রাচীন ভাষা। ভক্ত যিনি তিনি চিরকালই সংস্কৃত ভাষার আদর করেন, কেন না সংস্কৃতই মূল ভাষা, বাঙ্গালা অনুবাদ। সংস্কৃত দেব-ভাষা, বাঙ্গালা মনুষ্য-ভাষা। একটী চিরকাল আছে, অপরটী আজ কালের। একটী সারপূর্ণ, এবং সুকোমল, অপরটী আপাততঃ চাক্‌চিক্যময়, কিন্তু অসার। একটী শুনিবা মাত্র প্রাণ সঞ্জীবিত এবং হৃদয় সংস্কৃত হয়, অপরটী নির্জ্জীব এবং দুর্ব্বল। সর্ব্বত্রই এই দুই ভাষার বিরোধ। কেন বিরোধ হয়? দেবতার সঙ্গে চিরকালই অসুরের বিবাদ। ঈশ্বর বলিলেন আমি সংস্কৃত বলিব, মনুষ্য বলিল আমি সংস্কৃত বুঝিতে পারি না। ঈশ্বর বলিলেন প্রেমের ভাষা, তাঁহার হৃদয়ের ভাষা; কিন্তু অপ্রেমিক মনুষ্য তাহা গ্রহণ

করিতে পারিল না। এইজন্য প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা বিরল হইল। সেই ভাষা মলিন হইয়া আধুনিক নিকৃষ্ট বাঙ্গালার আকার ধারণ করিল।

অবিশ্বাসী মনুষ্য বলিল আমি ঈশ্বরের সংস্কৃত কথা বুঝিতে পারি না, কিন্তু আমি যুক্তি দ্বারা বুঝিয়াছি যে একজন ঈশ্বর আছেন। অতএব ঈশ্বর যেখানে 'আমি বলিতেছি' বলিয়াছেন, মনুষ্যের নির্জ্জীব বাঙ্গালা ভাষায় তৎপরিবার্ত্তে 'তিনি বলিতেছেন' ব্যবহার হইয়াছে। ঈশ্বর বলিলেন 'বৎস, আমি তোমাকে আমার নিকটে বসাইতে চাহি' মনুষ্য বলিল, আমি ঈশ্বরের এই সংস্কৃত কথা বুঝিতে পারি না, কিন্তু আমি ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা বুঝিয়াছি, আমাদের সকলেরই ঈশ্বরের নিকট যাওয়া উচিত। এইরূপে ঈশ্বর-বাণী, দেব-ভাষা বিকৃত হইল, সংস্কৃত ভাষা চলিয়া গেল, মনুষ্যের নিকট বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত হইল। এইজন্যই পৃথিবীর এই দুর্দ্দশা। প্রাচীন শাস্ত্রে লিখিত আছে, ঈশ্বর হুঙ্কার করিয়া বলিলেন "আমি আছি।" এই দুইটী শব্দ সংস্কৃত ভাষা। আধুনিক অবিশ্বাসী জগতে এই ভাষা বুঝিতে পারে না। এখানকার গ্রন্থে আর সেই জীবন্ত "আমি আছি" এই কথা নাই। "আমি আছি" ইহার পরিবর্ত্তে নিকৃষ্ট বাঙ্গালা ভাষায় "অতএব তিনি আছেন" নির্জ্জীব শব্দে এ সকল কথা লিখিত হইয়াছে। আধুনিক ভাষা নির্জ্জীব, অপদার্থ, ইহা দ্বারা প্রজ্বলিত উৎসাহপূর্ণ বিশ্বাস জন্মে না। পূর্ব্বকার গ্রন্থে লিখিত আছে, ঈশ্বর হৃদয়ভেদী সংস্কৃত শব্দে বলিলেন "আমি আছি।" এখন মনুষ্য সে কথা বলিতে সাহস পায় না। এইজন্য পৃথিবী অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে।

যদি ঈশ্বরের ভাষা সজীব থাকিত, তবে পৃথিবীতে এরূপ ভয়ানক নাস্তিকতা, অবিশ্বাস স্থান পাইতে পারিত না। ঈশ্বরের জীবন্ত সংস্কৃত ভাষা শুনিলে আমাদিগের সংশয় অভক্তি দূর হইত। যখনই ঈশ্বর বলিতেন "সন্তান, দ্বার খোল, আমি তোমার প্রাণমন্দিরে প্রবেশ করিব, তোমার ভয় নাই আমি আছি, তোমার হৃদয়ের মধ্যে একখানি আসন দাও আমি বসি।" তখনই আমাদের মৃত প্রাণ সচকিত হইয়া উঠিত, তখন আমরা বলিতে পারিতাম পিতার মধুর ভাষা শুনিয়া হৃদয় জুড়াইল, মৃতপ্রাণে নবজীবন সঞ্চারিত হইল। দেখ ভাষাতে কি না হয়? এইজন্য প্রারম্ভেই বলিয়াছি অসার নির্জীব ভাষা যেমন আত্মাকে বিনাশ করে, জীবন্ত ভাষা তেমনই ধর্ম্মজীবন গঠন করে। ঈশ্বরের সংস্কৃত ভাল ভাষা না শুনিলে কেহই প্রকৃত জীবন লাভ করিতে পারিবে না। যদি ঈশ্বরের কথা শুনিতে না পাও, তবে কিরূপে জানিবে যে ঈশ্বর জীবন্ত এবং তিনি কথা কহেন, অতএব তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি কখনও বলিও না ভাষা কিছুই নহে। ঈশ্বরের ভাষা মনুষ্যের ভাষা হইতে স্বতন্ত্র। "আমি" যিনি বলেন তিনিই ঈশ্বর। 'তিনি' যিনি বলেন তিনি কল্পিত, মৃত ঈশ্বর। যিনি জীবিত আছেন সেই ঈশ্বর আত্ম-পরিচয় দিবার সময় 'তিনি' বলিবেন কিরূপে? কে মন্দিরে দণ্ডায়মান হইয়া সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারে, ঈশ্বর আত্ম-পরিচয় দিবার সময় 'তিনি' এই শব্দ ব্যবহার করেন? কোন্ মনুষ্য বলিতে পারে বলুক, এই বিস্তৃত সভ্যতার মধ্যে ঈশ্বর আর "আমি আছি" এই কথা বলেন না। কোন্ পাষণ্ড ঈশ্বরকে মৃত বলিয়া এইরূপে তাঁহার অপমান করিবে?

ভক্তগণ, তোমরা কি জান না যে, ঈশ্বরের সমুদয় কথা "আমি" বলিয়া আরম্ভ হয়? ঈশ্বরের কথা চিরকাল সংস্কৃত "আমি"। তিনি আপনার সম্বন্ধে আপনি কিরূপে "তিনি" এই নির্জীব শব্দ ব্যবহার করিবেন? ঈশ্বরের ভাষা পরিত্যাগ করিয়া যদি মনুষ্যের নির্জীব ভাষা গ্রহণ কর তবে তাহার দুর্গন্ধে মরিবে। সরল বিশ্বাসী হইলে সহজেই ঈশ্বরের জীবন্ত ভাষা বুঝিতে পারিবে। "আমি সহজে মিলিত হই পাপীর সনে।" "আমি পাঁচ জন ভক্তকে এক স্থানে দেখিতে ভালবাসি" "পাপী কাতর প্রাণে ডাকিলেই আমি তাহার নিকট প্রকাশিত হই।" এ সকল সহজ কথা। এ সকল কথাই শুনিতে ইচ্ছা হয়। আমার তোমার যে কতকগুলি ছাই পাণ্ডিত্যের মৃত কথা আছে সেগুলি গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন কর। ঈশ্বরের সংস্কৃত বিকৃত করিও না। ঈশ্বরের ভাষায় বাঁচিয়া যাইবে। ঈশ্বরসম্বন্ধে "তুমি আমি" এই ভাষা ধর, এবং "তিনি আমি" এই মৃত ভাষা ছাড়। বাপের সঙ্গে ছেলের কথা সহজ। ঠিক সহজ কথা শুন। অতএব ভক্তগণ, ঈশ্বরের ভাষাকে প্রিয় বলিয়া রক্ষা কর, পরিত্রাণ পাইবে সেই ভাষা দ্বারা।

সত্য সাধন। *

বৃহস্পতিবার, ২৯শে আষাঢ়, ১৭৯৯ শক, ১২ই জুলাই, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

এই মন্দিরে যিনি বিরাজ করিতেছেন তিনি সত্যং। বেদের প্রথম যেমন ওঁকার, ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রথম তেমনই সত্যং। যে ফুলগুলি একত্র করিয়া সাধক ধর্ম্মজীবন সাধন করেন তাহার প্রথম ফুল

এই সত্যং। যখন মৃত্যু আক্রমণ করিবে তখন মৃত্যুগ্রাস হইতে বাঁচিবার উপায় এই সত্যং। বারবার এই সত্য গ্রহণ করিতে হইবে। সত্যই পরিত্রাণ। যতক্ষণ সেই সত্যং ততক্ষণ কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্ম। ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেবল ঈশ্বর 'আছেন' এই মাত্র জ্ঞান হইয়াছে। কিন্তু এই নির্গুণ সাধন সামান্য সাধন নহে। এই আকাশ সমুদ্র মন্থন করিয়া সত্য বাহির করা সহজ নহে। কিছুও কোথাও নাই আমি কেমন করিয়া বলিব সত্যং। যখন আবার বিশ্বাস শুকাইল তখন সত্যং বলিয়া চীৎকার করা আরও কঠিন ব্যাপার। যাহার চক্ষু হইতে ঈশ্বর অন্তর্হিত হইলেন, সে কিরূপে ঈশ্বরকে সত্য বলিবে? যে বলিল আমি কেবল এই সৃষ্টি দেখি, সে কি সত্য দেখিবে? যে অচেতন বস্তু মধ্যেই জড়িত সে কি আপনার মনকে জাগাইয়া তুলিতে পারে? কিন্তু বিশ্বাসের হেতু নাই, ভক্তিরও হেতু নাই। যখন বিশ্বাসের সহিত সাধক সত্যং এই শব্দ উচ্চারণ করেন, তখন মন দূরে থাকুক শরীর পর্য্যন্ত কম্পিত হয়।

সর্ব্বাগ্রে সত্য স্বীকার। ঈশ্বর সত্য। উপাসনা তত পরিমাণে গভীর হইবে, যে পরিমাণে ঈশ্বরকে সত্য বলিয়া অনুভব করিবে। যে পরিমাণে ঈশ্বর সত্য এই কথা অসার মনে হইবে, সে পরিমাণে উপাসনা গাম্ভীর্য্যবিহীন হইবে। যতই বলিবে মস্তকের উপরে সত্যং, বক্ষঃস্থলে সত্যং, হৃদয়ের মধ্যে সত্যং, ততই ক্রমে ক্রমে উপাসনা গম্ভীর হইয়া আসিবে। যখন সত্য দর্শন হয় না তখন সত্যহারা-প্রাণ আত্মাপক্ষ নিরখিয়া 'সত্য এস, সত্য এস' এই বলিয়া ডাকে, কিন্তু যদি মৃত্যু দেখান যায়, তবে সেই সময় কি করিতে হইবে? হয় সত্য ধরিবে নতুবা জড়ের ন্যায় হইয়া বলিবে, হা সত্য! হা

সত্য! তুমি আমার কাছে আসিলে না, আমি কেবলই জড় দেখি, সত্য দেখি না। পূর্ণমাত্রায় কাহারও সত্য দর্শন হয় না, এই দুর্ভাগ্য কিসে যায় কেহ বলিতে পারে না। আমি উপদেশ দিতে পারি না, তুমি দৃষ্টান্ত দেখাইতে পার না। কি দুঃখের কথা, এই সত্য ধারণ করিতে না পারিলে সকলই মিথ্যা। সত্য নিকটে থাকিলে, জ্ঞানস্বরূপ, সুধাস্বরূপ, পুণ্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ সকলকেই লাভ করা যায়। যখন সত্যস্বরূপ দর্শন হয় না তখন মহাকষ্ট। জলের মত সত্য, বায়ুর মত সত্য সকলকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে অথচ অবিশ্বাসী সত্য ধারণ করিতে পারে না। কিন্তু যখনই একবার এই সত্য অনুভূত হয় তখন ইহাতে প্রাণগত বিশ্বাস হয়।

অনেক বৎসর অতীত হইল এখনও আমাদের মধ্যে সকল সাধনের প্রথম বর্ণ এবং মূল যে এই সত্য ইহাই ভালরূপে সাধন হইল না। আলোচনা অথবা জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা এই সত্যকে নিকটে আনা যায় না। সত্যের অভিমান আছে, তাঁহাকে একটুকু সন্দেহ কিম্বা অভক্তি করিলে তিনি আর নিকটে আসেন না। তিনি অতি সহজে আসেন, কিন্তু একটু আঘাত পাইলেই আবার চলিয়া যান। ঈশ্বরের সত্যস্বরূপকে ধারণ করা এইজন্য বড় শক্ত। মঙ্গলময়ের কার্য্য স্মরণ করিয়া মঙ্গলময়কে আনিতে পার, পবিত্র চরিত্র হইয়া পুণ্যময়কে আনিতে পার, কিন্তু নির্গুণ সত্যকে কিরূপে আনিবে? উপায় সত্য, লক্ষ্য সত্য, এইজন্য সত্যস্বরূপ সাধন শক্ত। ঈশ্বর বলিতেছেন, আমি গরিবের মত হইয়া সকলের নিকট যাই, কিন্তু যাহারা আমায় অনাদর করে, আমি কিরূপে তাহাদের নিকট থাকিব? দুঃখী সে যার ঘরে সত্য আশ্রয় পাইলেন না! নিরুৎসাহ নির্জীব

ব্রাহ্ম, সত্য বিনা উৎসাহ হইবে না। ভিতরে সত্য দর্শন না হইলে যে দিকে তাকাও কেবলই অসার দেখিবে, সত্যকে মান, চারিদিকে সত্য দেখিবে, তখন চক্ষু হইতে, প্রাণের ভিতর হইতে আগুন বাহির হইবে। উপাসনা মিথ্যা যদি সত্য হাতে না থাকে, সেই উপাসনা নিরস এবং নির্জীব যদ্দারা সত্য করতলস্থ না হয়। হাজার কেন পৃথিবী নিরুৎসাহ করুক না, যদি সত্য হাতে থাকে কোন ভয় নাই। সহজ ভাবে সত্য লইবে।

উপাসকের সঙ্গে উপাস্য দেবতার মৃত্যু।

রবিবার, ১লা শ্রাবণ, ১৭৯৯ শক, ১৫ই জুলাই, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

উপাস্য দেবতার সহমরণের কথা কি তোমরা শুনিয়াছ? যদি না শুনিয়া থাক তবে সাধকগণ, শ্রবণ কর। মৃতকে পুনর্জীবিত করা, বল বীর্য্যহীনকে বল প্রদান করা, নিরুপায়ের উপায় করিয়া দেওয়া এবং পাপীকে উদ্ধার করা, এ সকল দেবতার কার্য্য। পৃথিবীতে যুগে যুগে দেবতাই এ সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন। উপাসক ভক্তিভাবে তাহার উপাস্য দেবতাকে ডাকিল, উপাস্য দেবতা প্রকাশিত হইয়া তাহার পাপ দুঃখ দূর করিলেন এবং তাহার অন্তরে আপনার অসীম ক্ষমতা বিস্তার করিলেন, কিন্তু অদ্যকার কথা আর এক প্রকার। চিরকাল আমরা শুনিয়া আসিয়াছি মনুষ্যের উপরেই দেবতার আধিপত্য, কিন্তু আজ আমি বলিতেছি দেবতার উপরেও মনুষ্যের এক প্রকার ক্ষমতা আছে। মনুষ্য জীবিত দেবতাকে বধ করিতে পারে, উৎসাহের প্রচণ্ড সূর্য্যস্বরূপ জ্বলন্ত দেবতাকে

শীতল জলের ন্যায় অসাড় করিতে পারে। মনুষ্য যদি ইচ্ছা করে আপনার আত্মাকে নির্জীব করিতে পারে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আপনার দেবতাকেও মৃত মনে করিতে পারে। এই দেশে স্বামীর সঙ্গে যেমন স্ত্রীর সহমরণ প্রথা প্রচলিত আছে, সেইরূপ পৃথিবীতে অনেক উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে উপাসকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উপাস্যের মৃত্যু হয়। ইতিহাস এ সকল ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখাইয়া দিতেছে।

যুগে যুগে দেখা গিয়াছে মনুষ্য পাপহ্রদে ডুবিয়া কেবল নিজে মরিয়াছে তাহা নহে, কিন্তু সে আপনার ইষ্টদেবতাকে সঙ্গে লইয়া মরিয়াছে। সে মনে করিয়াছে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইষ্টদেবতাও মরিয়াছেন। এইজন্যই আজ পৃথিবীতে শত সহস্র মৃত দেবতা দেখা যায়। উপাসকদিগের উৎসাহপূর্ণ অবস্থায় যে সকল দেবতা হুঙ্কার ভিন্ন মৃদুভাবে কথা কহিতেন না, এখন সে সকল দেবতা নাই। উপাসকদিগের মৃত্যুর সঙ্গে সে সকল দেবতারও সহমরণ হইয়াছে। যখনই কোন উপাসক বলিল আমি দশ বৎসর পূর্ব্বে যেমন নূতন নূতন ফুল লইয়া আমার দেবতার পূজা করিতাম, এখন আর সেরূপ পারি না, আমার হৃদয়ের প্রেম ভক্তি পুরাতন হইয়া দুর্গন্ধযুক্ত হইয়াছে, তখনই তাহার নিকটে তাহার দেবতাও পুরাতন এবং শুষ্ক বোধ হইল। যখন উপাসক বলিলেন আমি আর পূর্ব্বের ন্যায় তেমন সতেজ এবং সরস কথায় ঈশ্বরের স্তব স্তুতি করিতে পারি না, ঠিক সেই লগ্নে তাহার ঈশ্বরও বলিলেন আমার কথাতেও আর তেমন জোর এবং মধুরতা নাই। যাই উপাসক বলিল আমি যে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের ভক্ত হইব আমার

আর এমন আশা নাই, ঠিক সেই সময়ে,তাহার উপাস্য দেবতাও বলিলেন আমারও আর ক্ষমতা নাই যে, তোমার আশাপ্রদীপ প্রজ্বলিত করিতে পারি। যাই উপাসক বলিল, আমার নাড়ীতে প্রাণ নাই, অমনই তাহার উপাস্য বলিলেন আমিও আর থাকিব না। যেমন উপাসকের মৃতদেহ পড়িয়া রহিল তেমনই তাহার সঙ্গে উপাস্য দেবতার মৃত প্রস্তরও পড়িয়া রহিল।

দেখ অবিশ্বাসী হইলে কি হয়। অবিশ্বাস-রোগ যে কেবল মনুষ্যের সর্ব্বনাশ করে তাহা নহে, আবার যেখানে সেই রোগের ঔষধ আছে তাহাও অস্বীকার করে। অবিশ্বাস-অস্ত্র মনুষ্যের প্রাণ কাটে, আবার যে স্থান হইতে প্রাণ লাভ করিবার সম্ভাবনা আছে, তাহাও ছেদন করে। অবিশ্বাস-অগ্নি কণ্ঠ শুষ্ক করে, আবার যে নদীর জলে কণ্ঠ সরস করা যায় ইহা দ্বারা সেই নদীর জলও শুষ্ক হয়। অবিশ্বাস অন্ধকার কেবল উপাসকের জ্ঞান জ্যোতি হরণ করে তাহা নহে, কিন্তু যিনি জ্ঞানের আধার বিশ্বগুরু তাঁহাকেও অস্বীকার করে। গুরু নিকটে থাকিলে দুই একদিন পাপের কুমন্ত্রণায় জড়িত হইলেও ভয় নাই, কেন না গুরুর সাহায্যে নিশ্চয়ই তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারি, আমি পাপ বিষ পান করিয়া মৃতপ্রায় হইলেও এই যে জীবন্ত জাগ্রত গুরু তাঁহার কৃপাতে বাঁচিব এই আশা করিতে পারি, কিন্তু অবিশ্বাস এই আশার মূল পর্য্যন্ত ছেদন করে। অবিশ্বাস শত্রু বলে, আমি তোকে ত মারিবই, আবার তোর সমক্ষে তোর প্রাণের প্রিয় দেবতার মুণ্ডও ছেদন করিব। এইরূপে উপাসকদিগের অবিশ্বাস বশতঃ এক সময়ের জাগ্রত প্রসিদ্ধ দেবতা অন্য সময়ে নিদ্রিত অথবা

মৃত হইয়াছে। তাহারা নিজ মুখেই বলিয়াছে, আমাদিগের সেই জলন্ত দেবতার এখন আর জীবন নাই।

ব্রাহ্মগণ, তোমাদের যে এই দুর্দ্দশা না হইবে কে বলিল? ঈশ্বর করুন এমন যেন না হয়। আমরা মরি ক্ষতি নাই, কিন্তু দেবতা মরিলে পৃথিবীর সর্ব্বনাশ হইবে। দেবতা জীবিত থাকিলে আমাদের ভয় নাই। আমরা লজ্জা, অন্ধকার এবং মৃত্যুতে আচ্ছন্ন হই, কিন্তু ঈশ্বর চিরজীবন্ত, চিরতেজস্বী এবং চিরজাগ্রত ও চিরপবিত্র থাকেন। অতএব ঘোর বিপদকালেও বলিব "বিধাতঃ, তুমি যেমন মনোহর তেমনই আছ, আমিই কেবল অন্ধ হইয়াছি।" ভ্রাতৃগণ, তোমাদের অবিশ্বাস অন্ধকার কি এতদূর প্রগাঢ় হইবে যে, তাহাতে এমন সুন্দর ঈশ্বর নির্জীব এবং মলিন হইয়া যাইবেন? জীবন্ত ঈশ্বর, নীচে বস, আমরা অবিশ্বাস-খড়্গ দ্বারা তোমার মস্তক ছেদন করিব —এরূপ ভয়ানক কথা তোমরা না বলিতে পার, কিন্তু ঈশ্বর কথা কহেন না, তিনি নিয়ম দ্বারা আমাদিগকে শাসন করেন, তাঁহার তত বল নাই যে, একেবারে আমাদিগকে ভাল করিতে পারেন, তোমরা এ সকল কথা বলিতে পার। এ সকল কথা শুনিয়াই বলিতেছি, দূর হও অবিশ্বাস, আর তোকে বিশ্বাস করিতে পারি না, তুই আমাদের ভিতরে থাকিয়া সর্ব্বনাশের জাল বিস্তার করিয়াছিস্, তোর প্রভাবে আমাদের তেজস্বী ঈশ্বর—যিনি বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে অগ্নি ছড়াইতেন—নির্জীব এবং ম্লান হইয়াছেন।" এখন তোর মুণ্ডপাত করিয়া চিরকাল "জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জীবন্ত ঈশ্বরের জয়," এই কথা বলিব।

দুর্ঘটনার মধ্যে ঈশ্বরের কৃপা। *

বৃহস্পতিবার, ৫ই শ্রাবণ, ১৭৯৯ শক, ১৯শে জুলাই ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

সহস্র উপদেশ অপেক্ষা একটী ঘটনা বড। ঈশ্বর আমাদিগের জীবনে যাহা ঘটান তাহা বহুমূল্য। ঈশ্বর দয়াময়, এই কথা কতবার শুনিলাম, কিন্তু তাঁহার দয়া যখন একটী ঘটনায় প্রকাশিত হয় তাহাতে আমরা যে শিক্ষা পাই, রাশি রাশি উপদেশের দ্বারা তাহা হয় না। এইজন্য আমরা জীবন-পুস্তকে যাহা শিক্ষা করি তাহা অমূল্য এবং শিরোধার্য্য। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের নিকট যোগ। ঈশ্বর প্রতিদিন আমাদিগের প্রতিজনের সঙ্গে মধুর ব্যবহার করেন। তিনি আমাদিগের প্রত্যেকের মস্তকে যে স্নেহবৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সহস্র ভাগের এক ভাগও যদি স্মরণ করিয়া রাখি, আমাদের প্রাণ কখনও কঠোর হইতে পারে না। ভক্ত প্রতিদিন নিজের জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে উজ্জ্বল নয়নে ঈশ্বরের হস্ত দর্শন করেন। তাঁহার হৃদয় সতৃষ্ণ নয়নে প্রতীক্ষা করিয়া থাকে যে, কখন তিনি দেখিবেন, ঈশ্বর আসিয়া এই ঘটনা ঘটাইলেন, তিনি এই বিপদ প্রেরণ করিলেন, তিনিই আবার সেই বিপদ হইতে তাঁহার দাসকে রক্ষা করিলেন। ভক্তের চক্ষে সমস্ত জীবন কবিত্ব। ভক্তির অভাব হইলে পদ্য গদ্য হয়। ভক্ত সর্ব্বদাই আপনার প্রাণ হইতে নব-প্রসূত-প্রেমপুষ্প তুলিয়া ঈশ্বরের পাদপদ্ম পূজা করেন। যদি ভক্তের প্রাণ শুষ্ক হয় তবে তিনি ঈশ্বরকেও আর সুন্দর এবং প্রেমপূর্ণ দেখিতে পান না। তাঁহার শুষ্ক চক্ষে ঈশ্বরও শুষ্ক প্রস্তর বলিয়া বোধ হয়। অতএব যদি ঈশ্বরকে চিরসুন্দর বলিয়া বিশ্বাস কর তবে জীবনের

৬ *

ঘটনার মধ্যে তাঁহার প্রেম দর্শন কর। ভক্তির সহিত এইরূপ কথা বলিতে শিক্ষা কর—প্রেমময় ঈশ্বর আমার জন্য এই করিয়াছেন, তিনি আমাকে এইরূপ বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

সম্প্রতি তোমাদের একজন প্রচারক ভ্রাতা (সাধু অঘোরনাথ) ভয়ানক বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। এই ঘটনা দ্বারা ঈশ্বর আমাদিগের প্রতি তাঁহারনিগূঢ় প্রেমের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার দাসের জীবন রক্ষা করিয়া তিনি তাঁহার প্রেমের একটী স্তম্ভ রক্ষা করিয়াছেন। একজন সামান্য প্রচারক, তোমাদের দাস, ধর্ম্ম প্রচারের জন্য উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতেছিলেন। ঈশ্বরই তাঁহার রক্ষা, ঈশ্বরই তাঁহার পথ প্রদর্শক, ঈশ্বরই তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা, কখন্ কোন বিপদ ঘটিবে তাহা কিছুই তিনি জানিতেন না। অপরিচিত স্থানে যাইতেছিলেন, পথে দ্বিপ্রহর রাত্রি হইল, দস্যুরা আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিল, মৃত্যু নিকট আসিয়া উপস্থিত দেখিয়া হিন্দি ভাষাতে তিনি ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ভয়েতে, দুঃখেতে, নিরাশাতে অবসন্ন হইয়া গান করিতে করিতে মূর্চ্ছিত এবং অচেতন হইয়া পড়িলেন। সেই বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া তিনি তাঁহার বন্ধুদিগকে এই পত্র লিখিয়াছেন :—

“আমি কাল রাত্রে পথে বড় বিপদে পড়িয়াছিলাম, উঃ সে ঘটনা স্মরণ করিলে এখনও আমার হৃদয় ভয়ে আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠে, প্রভুর কৃপার কথা মনে হইলে আমি আর চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারি না। হসবাপুর নামে একটী স্থান আছে, ছাপরা হইতে নয় ক্রোশ। কাল সন্ধ্যাকালে যখন সেখানে পৌঁছিলাম, তখনই মনে মনে কেমন সন্দেহ হইতে লাগিল, সেটা ভাল রকম স্থান নয়, এবং

রকম সকম দেখে বোধ হইল যেন গোলযোগের জায়গা। লিখিতে আমার গা কাঁপিয়া উঠিতেছে, সর্ব্বশরীর ডোল হইতেছে। রাত্রি যখন দুই প্রহর হইবে এমন সময় ডাকাতি রকমের হাঁক শুনিতে পাইলাম। একে একে লোক প্রায় দশ পনর জন জুটিয়া গেল, চারিদিকে নিস্তব্ধ ঘোর অন্ধকার, আর কেবল আমারই গাড়ি রহিয়াছে, মশার কামড়ে ঘুম না হওয়াতে অমনই জাগিয়া উঠিলাম। লোকগুলো বসে গজরাচ্চে, মাটিতে লাঠি মারিতেছে আর গালাগালি দিতেছে, এমন সময় একজন বলিয়া উঠিল "বাস্ আভি লুটো আউর মার ডালো" গাড়োয়ান ঘুমিয়ে ছিল বলিয়া আমি আর তাহাকে উঠাইলাম না, ভাবিলাম বিধাতার হাতে নির্ভর করিয়া যে উপায় আসে তাহাই অবলম্বনীয়। চার জন প্রকাণ্ড জোয়ান লম্বা লম্বা লাঠি হাতে করিয়া গাড়ির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। আর একজন ডাকাতি হাঁকে আর এক গ্রামের লোক ডাকিতে লাগিল। আমার মন দুঃখে, ভয়ে, ত্রাসে ও হতাশে তাহার ভিতর যেন লুক্কায়িত হইল, তখনও আমার কিছু জ্ঞান আছে, তখন আমি এক অদ্ভুত ভাবে হতভম্ব হইয়া, এই ভাবে তাহাদিগকে বলিতে লাগিলাম, দেখ আমি চাকরিও করি না ও সেরূপ বাবুও নহি, আমি কেবল ভগবানের নাম করে ও ভজন করে বেড়াই, আমার কাছে বড় কিছু নাই, যাহা আছে তাহাই লইয়া যাইতে পার। এইরূপ বলিতে বলিতে আমি হিন্দি ভজন গাইতে লাগিলাম। আমি কেঁদে আচ্ছন্ন হইয়া গেলাম। আধ ঘণ্টা সংজ্ঞাবিহীন হয়ে ঐরূপ কাঁদিতে কাঁদিতে ভজন করিতে লাগিলাম। তাহার পর কি হইল আর জানি না। অনুপযুক্ত দাসের প্রতি প্রভুর এত দয়া কেন? এ ভালবাসাতে

যে মন পাগল হয়, আমার আর কি তাঁহার সেবাতে ত্রুটি হইবে? এখন তাঁহার চরণপদ্ম জড়াইয়া ধরি, জীবনটা মারিয়া সেখানেই রাখি। আপনার আশীর্ব্বাদ ও কৃপা কি আর ভুলিতে পারি? বন্ধুগণের শুভ কামনা কি আর অগ্রাহ্য করিতে পারি? তাঁহাদের চরণের ধূলি হইয়া থাকি। আমি আর তাঁহাকে ছাড়িব না, এমন দর্শনও আর সম্ভোগ করি নাই। বিপদ! তুমি আমার হৃদয়-বন্ধু, প্রিয় সখাকে এত ভালবাসিতে আর ত কেহ শিখাইতে পারে না।"

এইরূপে কত স্থানে কত সময়ে প্রেমময়ের হস্ত বিশেষরূপে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে। তাঁহার একজন দাসকে ভয়ানক দস্যুদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, এই ঘটনা স্মরণ করিয়া আমরা ত কৃতজ্ঞ হইবই, কিন্তু কেবল কৃতজ্ঞ হইয়া ক্ষান্ত হইলে হইবে না। এই ঘটনা হইতে আমাদিগকে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। যাহাতে মনের দস্যু সকল পরাস্ত করিতে পারি এমন সাধন অবলম্বন করিতে হইবে। ব্রহ্মভক্তের সজল নয়ন দেখিয়া ব্রহ্মভক্তের মুখে দয়াল নামের গান শুনিয়া দস্যুরা পলায়ন করিল, কিন্তু পাপ দস্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া আরও আশ্চর্য্য ব্যাপার। মনের দুর্দ্দান্ত রিপুদিগের বিকটাকার দর্শনে যখন প্রাণ নিরাশ হয় তখন পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র কেহই রক্ষা করিতে পারে না তখন কেবল হরিনাম ভরসা, কেবল রসনা সহায়। প্রলোভন-রূপ দস্যু সকল তোমাকে বধ করে আর কি, যখন সাধক এরূপ বিপদ দেখিবে তখন কেবল হরিনাম করিবে, দেখিবে নাম করিতে করিতে সমুদয় পাপ-দস্যুরা চলিয়া গিয়াছে। হায়, দয়ালের কত অনুগ্রহ! এমন সুন্দর দয়াল পরমেশ্বর ত আর কোথাও দেখি

নাই। দ্বিপ্রহরা রজনীতে যখন ভ্রাতাকে রক্ষা করে এমন আর কেহই ছিল না, তখন তাঁহারই দক্ষিণ বাহু ভ্রাতাকে সেই ভয়ানক মৃত্যু হইতে রক্ষা করিল। ঈশ্বরের মত ভাল লোক আর কেহ নাই। আমাদিগের কি কঠিন মন, এমন প্রাণের প্রিয়তম ঈশ্বরের নামে ইহা মজিল না। "যে নাম বল্‌তে বল্‌তে প্রাণ গেলেও ভাল থাক্‌লেও ভাল," সেই নামে আমাদের মন মাতিল না। ঈশ্বর আমাদিগকে এখনও কেন বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন? তাঁহার বুঝি এই ইচ্ছা যে, এই পাষণ্ড সন্তানেরা আরও দিনকতক প্রেমের হিল্লোল দেখুক? এখনও মর নাই কেন জান ভাই? এইজন্ত যে ঈশ্বর দেখিতে চান আমাদের প্রাণ থাকিতে আমরা দয়াল নামে মাতি কি না। যদি বলিতে পারিতাম "হে প্রাণসর্ব্বস্ব ঈশ্বর, আমি তোমারই হইলাম, তোমার গুণে পরাস্ত হইলাম" তাহা হইলে জীবন নাটকের অভিনয় ফুরাইয়া যাইত। প্রেমময় ঈশ্বর আমাদের প্রতিজনকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সন্তান, আমি যে তোমাকে এত স্নেহের সহিত আমার সুকোমল অমৃত ক্রোড়ে পালন করিলাম তাহার বিনিময়ে তুমি কি কৃতজ্ঞতা আনুগত্য দিবে না? আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনটী এখনও শাদা রহিয়াছে, তাহার কাগজ এখনও অলিখিত রহিয়াছে। ঈশ্বর দয়া করিয়া ঐ কাগজগুলি অধিকার করিয়া লউন। যদি ঈশ্বর থাকেন তবে দুই চারজন লোকও পৃথিবীকে দেখাইবে যে, ঈশ্বর দ্বিপ্রহর রাত্রিতেও দস্যু এবং পাপের হস্ত হইতে তাঁহার দাসদিগকে রক্ষা করেন। ব্রাহ্মগণ, বিলম্ব করিও না, জগৎকে দেখাও যিনি পাপীর বন্ধু তাঁহার সুন্দর প্রেমমুখ দেখিলে কাঁদিতে ইচ্ছা করে।

ঈশ্বরবাণী এবং মনুষ্য-ভাষা।

রবিবার, ৮ই শ্রাবণ, ১৭৯৯ শক, ২২শে জুলাই, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

বঙ্গ ভাষার এত নিন্দা করিতেছি কেন? অবশ্যই অর্থ আছে। সংস্কৃত ভাষার পক্ষপাতী হওয়ার কারণ আছে। ঈশ্বরের মুখের ভাষা যদি সংস্কৃত হয়, তজ্জন্য মনুষ্য আনন্দ মনে আধুনিক বঙ্গ ভাষা বিদায় করিয়া দিবে। স্বর্গীয় ভাষা আসুক, পার্থিব ভাষা চলিয়া যাক্ ভক্ত মাত্রই এই প্রার্থনা করেন। ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছি সংস্কৃত ভাষাতে মনুষ্য স্বর্গগামী এবং নিকৃষ্ট বঙ্গ ভাষাতে মনুষ্য অধোগামী হয়। অতএব ভাষা বিষয়ে সকলেরই সতর্ক হওয়া উচিত। ভাষা কর্ষণ করিতে হইবে, ঈশ্বরের ভাষা বুঝিতে শিখিলে অত্যন্ত উপকার হইবে। পৃথিবীর বাঙ্গালা ভাষা পড়িয়া ঈশ্বরের সত্তায় বিশ্বাস করিলে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে না। ঈশ্বরের ভাষা শিখিয়া ঈশ্বরের সত্তায় বিশ্বাস করিতে হইবে। ভক্ত ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করিবার জন্য ব্যাকুল। একজন অন্ধকার ভেদ করিয়া গভীর স্বরে বলিলেন, "আমি আছি" ইহা শ্রবণ মাত্র ভক্ত তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইলেন, তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপিত হইল। "আমি আছি" ইহা অপেক্ষা সহজ ভাষা নাই। ঈশ্বর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বস্থানে বাস করিতেছেন। মনুষ্যের এ সমস্ত পার্থিব ভাষা দুর্ব্বল এবং হীন, ইহাতে পরিত্রাণ হইতে পারে না। যখন আকাশ ভেদ করিয়া "আমি আছি" এই দুটী শব্দ মনুষ্যের অন্তরে আসিল তখন ঈশ্বরের সত্তায় তাহার নিঃসন্দেহ বিশ্বাস জন্মিল। ঈশ্বর স্বয়ং শিষ্যের উপনয়ন করিলেন। ঈশ্বর দ্বারা দীক্ষিত হইয়া শিষ্য অমৃতধামের

অর্দ্ধেক পথ চলিয়া গেল। এই নিঃসন্দেহ বিশ্বাসের সহিত শিষ্য যখন ঈশ্বরকে ভক্তিভাবে "তুমি আছ" এই কথা বলিল, তখন তাহার চক্ষে ভক্তিধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। রাশি রাশি গ্রন্থ দ্বারা কি এরূপ ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হয়?

মনুষ্যের ভাষা নির্জীব, ব্রহ্মের ভাষা সজীব এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বল সমাগত হয়। স্বর্গীয় ভাষা যিনি জানেন তিনি ঈশ্বরের কথায় মধুর স্বর শ্রবণ করেন। লিখিত শাস্ত্র মৃত, তাহাতে উপদেষ্টা অথবা বক্তার স্বর শ্রবণ করা যায় না। সাধু উপদেষ্টার সজীব এবং সুমিষ্ট স্বর শ্রবণ করিলে যেমন মন মোহিত হয় দ্বিতীয় ব্যক্তি দ্বারা লিপিবদ্ধ উপদেশ পাঠ করিলে কি তেমন হইতে পারে? নিষ্ঠুর সেই ব্যক্তি যে স্বরটী পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানটী আনিয়া দিল। হৃদয় স্বভাবতঃ স্বর-বিশিষ্ট জীবন্ত ভাষা শ্রবণ করিতে চায়। সংস্কৃত ভাষাকে যদি মৃত ভাষার দলে নিক্ষেপ করিতে না হয়, তবে সেই দেববাণী, ঈশ্বরের সেই সুমিষ্ট স্বর শ্রবণ ক রতে হইবে। "আমি আছি" যাঁহার এই সহজ সংস্কৃত ভাষা তিনিই জীবন্ত ঈশ্বর, সুতরাং তাঁহার ভাষা মৃত হইতে পারে না। তাঁহার ভাষার সঙ্গে মনুষ্যের ভাষার তুলনা হইতে পারে না। বরং সমুদ্রকে আকাশে রাখিতে পার, তথাপি পৃথিবীর সহস্র সহস্র ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরের স্বরের তুল্য হইতে পারে না। ঈশ্বরের সেই তান-লয়-বিশিষ্ট "আমি আছি" এই দেববাণী আর তোমাদের রাগ রাগিণীপূর্ণ ব্রহ্মসঙ্গীতে অনেক প্রভেদ। তোমাদের ভাষাতে স্বর্গের সুমিষ্ট স্বর নাই। তোমাদের পণ্ডিতেরা যাহা বলে তাহার স্বর কর্কশ, তাহার ভাষা পার্থিব। তোমাদের বিজ্ঞান জ্ঞান বচনে

পৃথিবীর গন্ধ। কিন্তু ঈশ্বরের ভাষা শুদ্ধতা এবং জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টতা বহন করে। ঈশ্বরের কথাতে মিষ্টতা এবং শক্তি দুই আছে। অতএব ভক্ত বলেন:—"হে ঈশ্বর, তোমারই মুখে তোমার কথা শুনিতে অভিলাষ করি।"

অনেকে বলেন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের মুখেও ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন শ্রবণ করা আবশ্যক, কেন না যাঁহারা জগতের পরিত্রাণের জন্য আপনার প্রাণ দেন, তাঁহারা মহাপুরুষ, তাঁহাদের কথা না শুনিলে ভক্তির উদয় হয় না, কিন্তু প্রকৃত ভক্ত ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। তিনি বলেন, ঈশ্বরের মুখে ঈশ্বরের কথা না শুনিলে মৃতপ্রাণে জীবনের সঞ্চার হয় না। এইজন্য তিনি ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলেন:—"হে ঈশ্বর, সময়ে সময়ে তুমি তোমার সুমিষ্ট স্বরে তোমার অনুগত শিষ্যের সঙ্গে কথা কহিও।" ঈশ্বর বলেন "আমি দয়াময়" যখন ভক্ত এই কথা শুনিয়া জগৎকে বলেন "ঈশ্বর দয়াময়" তখনই জগতের যথার্থ উপকার হয়। এই কথার সঙ্গে অমিয় মাখা থাকে। ইহা বহুমূল্য, এই অমূল্য নাম শুনিয়া জগৎ ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞচিত্তে নমস্কার করে। ঈশ্বর নিজ মুখে তাঁহার ভক্তকে বলিলেন:—"আমাকে জান না? আমি যে তোমার দয়াময় পিতা।" এই কথা শুনিয়া কি আর হৃদয় দুর্ব্বল এবং নিরুৎসাহ থাকিতে পারে? তোমার আমার ভাষা ভ্রম প্রবঞ্চনা মিশ্রিত হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের কথা মিথ্যা হইতে পারে না। ঈশ্বরের ভাষা এবং মনুষ্যের ভাষার অনেক প্রভেদ। একটী হইতে অন্যটীকে সহজেই চিনা যায়। একটী স্বর্গের সংস্কৃত ভাষা, তাহা শুনিলেই মন উন্নত উপকৃত এবং মোহিত হয়। অন্যটী নীচ ইতর বাঙ্গালা কথা।

রাজসভায় যেমন ইতর ব্যক্তিকে সহজেই চিনা যায়, সেইরূপ যদি কেহ প্রবঞ্চনা করিয়া ঈশ্বরের উপদেশের সঙ্গে আপনার সাধু ভাষা চালাইতে চেষ্টা করে, ধীর ব্যক্তিরা অনায়াসেই তাহা ধরিতে পারেন। কোন্ কথা তাঁহার প্রাণেশ্বরের, ভক্ত অনায়াসেই তাহা বাছিয়া লইতে পারেন। অনেক ব্রাহ্ম ঈশ্বরের কথার সঙ্গে পৃথিবীর কুমত মিশ্রিত করিয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইলেন। ঈশ্বর বলেন :—"আমি তোমাকে অন্ন দান করি" "আমি তোমাকে ব্রাহ্মসমাজে আনিয়াছি" "আমি তোমাকে পরিত্রাণ করিতেছি" এ সকল কথার সঙ্গে সামান্য বাঙ্গালার সংস্রব হইলেই তাহা চিনা যাইবে। তোমরা অনেক গান কর তন্মধ্যে হয় ত একটী কথা ঈশ্বরের। আমি বলি, ঈশ্বরের নামে তোমাদের কথা প্রচার করিয়া কাজ কি? সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙ্গালা কখনই চলিবে না। যখন একদল ব্রহ্মভক্ত আসিবেন তাঁহারা নিশ্চয়ই বাঙ্গালা স্বতন্ত্র করিবেন। যতটুকু ব্রহ্মবাণী শুনিয়াছ বন্ধুদিগকে তাহাই বল। বল কল্য রাত্রে ঈশ্বরের মুখে "আমি মধুময়" এই দুটী শব্দ শুনিয়াছি। ইহা দ্বারা ব্রাহ্মমণ্ডলী ভ্রম হইতে রক্ষা পাইবেন এবং ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইবেন। যতক্ষণ ঈশ্বরের স্বর্গীয় ভাষা না শুনিবে একটী পাপও যাইবে না, অতএব ঈশ্বরের নিকট যাও, তাঁহার মুখে তাঁহার কথা শ্রবণ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতে শিক্ষা কর। যখন দেখিবে পলকের মধ্যে পাপ দূর হইবে তখন বুঝিবে ঈশ্বরের ভাষা কেমন প্রবল! ঈশ্বরের ভাষার সঙ্গে কদাচ তোমাদের ভাষা মিশ্রিত করিও না। ঈশ্বরের বিশুদ্ধ এবং জীবন্ত ভাষা শ্রবণ করিতে করিতে তোমরা নবজীবন সম্ভোগ কর।

ভক্ত ও ভক্তবৎসল। *

বৃহস্পতিবার, ১২ই শ্রাবণ, ১৭৯৯ শক; ২৬শে জুলাই, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

ঈশ্বর ভক্তদিগকে ভালবাসেন, সেইজন্ত আমাদের উচিত আমরাও ভক্তদিগকে ভালবাসি। ভক্তদিগকে ভালবাসিব এইজন্ত যে, তাঁহারা ভক্ত। তাঁহাদিগকে আরও ভালবাসিতে হইবে, কেন না ঈশ্বর তাঁহাদিগকে ভালবাসেন। ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তদিগের এমনই সংযোগ হয় যে, তাঁহারা এক শরীর, এক হৃদয়। ভক্তকে খাওয়াইলে ঈশ্বরকে খাওয়ান হইল। ভক্ত যদি দরিদ্র হন, একটী পয়সা ভক্তকে দিলে তাহা ঈশ্বরকে দেওয়া হইল। ঈশ্বর ভক্তের প্রাণের মধ্যে লুক্কায়িত, তোমার অবিশ্বাসী চক্ষু ভক্তের হস্তের ঐদিকে কে আছেন দেখিল না। ভক্তের হস্তে সাক্ষাৎ ব্রহ্মের হস্ত। পয়সাটী ভক্তের হস্তে দিলে, কিন্তু পরলোকে সেই পয়সা ঈশ্বরের হস্তে দেখিবে। তুমি ভক্তের মুখে তৃষ্ণার জল দিলে, পরলোকে দেখিবে সেই জল তোমার জন্ত পুণ্যজল হইয়া সঞ্চিত রহিয়াছে। সেইরূপ তুমি যদি ভক্তকে কটু কথা বল, অপমান কর, ঈশ্বরকে কটু কথা বলা হইল, ঈশ্বরের অপমান করা হইল ভক্তকে আঘাত করিলে ঈশ্বরকে আঘাত করা হয়। একতে অগ্রাহ্য করিলে অপরকে অগ্রাহ্য করা হয়। ঘনিষ্ঠতা এত অধিক। ভক্তকে আঘাত করিলে অথচ ঈশ্বরকে প্রীতি করিলে কদাচ এরূপ মনে করিও না। প্রেমেতে ভক্ত এবং ভক্তবৎসল দুইই এক। একজনের সুখ্যাতি করিলে দুইজনেরই সুখ্যাতি হইল। একের উৎপীড়ন করিলে দুইজনেরই প্রতি উৎপীড়ন হইল। ভক্তের হৃদয় এবং দেহ-মন্দিরে ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে। আমরা মৃত এবং

জীবিত ভক্তদিগকে তাদৃশ সম্মান করি না। এইজন্ত আমরা ভক্তদিগকে অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইতে চেষ্টা করি; কিন্তু ভক্তবৎসল ঈশ্বরের রাজ্যে তাহা হয় না। যদি ভক্তদিগকে অপমান করিয়া থাকি, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া ঈশ্বরের নিকট যাইতে পারি না। ভক্তের হৃদয়ে কণ্টক বিদ্ধ করিয়া স্বর্গলাভ করিতে পারি না। এই নিগূঢ় সত্য সাধন করা আবশ্যক। ঈশ্বর যাঁহাদিগকে ভালবাসেন আমরা কোন্ ছার কীট যে তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিব। ঈশ্বর বলেন ঐ কয়েকটী লোকেতে আমি আনন্দিত হইয়া আছি। ভক্তদিগের দ্বারা আমরাও উপকৃত হইয়াছি, সেইজন্তও তাঁহাদিগকে ভালবাসিবই; কিন্তু ঈশ্বরের খাতিরে তাঁহাদিগকে আরও ভালবাসিব। যে প্রকারে পারি কি পয়সা কি শরীরের পরিশ্রম দ্বারা তাঁহাদিগের সেবা করিব। ঈশ্বরের জন্ত যাঁহারা সর্ব্বস্ব ছাড়িয়াছেন, সেই সকল ভক্তকে আমরা সর্ব্বদা প্রীতি দান করিব। ভক্তকে ভালবাসিলে ঈশ্বরকে ভালবাসা হয়। ঈশ্বরের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিব। হে ঈশ্বর, তুমি যাঁহাদিগকে ভালবাস আমরা যেন তোমার খাতিরে তাঁহাদিগকে খুব ভালবাসি। এইরূপে ভক্ত ভক্তের নিকটবর্ত্তী হন এবং ভক্তবৎসলের নিকটবর্ত্তী হন।

মৃত্যুঞ্জয়।

রবিবার, ২২শে শ্রাবণ ১৭৯৯ শক; ৫ই আগষ্ট, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

বজ্র এবং বিদ্যুতের জন্ম এক সময়ে হয়। এটী বিজ্ঞানের কথা। দুইজনে এক সময়ে যাত্রা আরম্ভ করে, কিন্তু একটী দ্রুতগতি,

অন্যটী মন্দগতি। একটী প্রথমে আসে, অপরটী পরে আসে। প্রথম আলোক দেখি, পরে শব্দ শ্রবণ করি। চক্ষের কার্য্য প্রথমে, কর্ণের কার্য্য পরে। আলোক এবং শব্দ এই উভয়ের গতির তারতম্য আছে। আকাশ হইতে পৃথিবীতে সকল সংবাদ এক সময়ে আসে না। পৃথিবী অনেক দূরে, আকাশ উর্দ্ধে। যাহার মন্দগতি তাহার আসিতে বিলম্ব হয়। এইজন্য উর্দ্ধে যত ঘটনা হয় সমুদয় এক সময়ে আসে না। বজ্র এবং বিদ্যুৎ এই ভৌতিক পদার্থদ্বয় এক সময়ে আসে না। মেঘে মেঘে ঘর্ষণ এক সময়ে হইল, বজ্রধ্বনি এবং বিদ্যুৎ উভয়েরই এক সময়ে জন্ম হইল, কিন্তু বিদ্যুৎ দ্রুতগতি দূতের ন্যায় আগে গিয়া পৃথিবীকে সংবাদ দিল, বজ্রাঘাত হইবে প্রস্তুত হও। ধর্ম্মজগতে কি ইহার সাদৃশ্য পাওয়া যায় না? ঈশ্বরের স্বরূপ সকল সত্য, জ্ঞান, মঙ্গল, শক্তি এক সময়ে যাত্রা করিল। সকলেই পৃথিবীতে আসিবার জন্য যাত্রা করিল; কিন্তু এ সমুদয়গুলি কি এক সময়ে উদিত হয়? এক সময়ে ছাড়িতে পারে, এক সময়ে সকলে পৌঁছিতে পারে না। ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁহার সমস্ত স্বরূপ এবং সমস্ত ঐশ্বর্য্য একত্র বাস করিতেছে, কিন্তু নর নারীর নিকট কোন স্বরূপ শীঘ্র আসে, কোন স্বরূপ বিলম্বে আসে। ঈশ্বরের স্বরূপগুলি যদিও একাধারে বর্ত্তমান, কিন্তু মনুষ্যের মন কোন কোন স্বরূপ সম্পর্কে নিকট এবং কোন কোন স্বরূপ সম্পর্কে দূর হইয়া আছে।

দয়া অতি দ্রুতগামিনী, দয়াস্বরূপ সকলেই শীঘ্র ধরিতে পারে। নরলোকে এবং নরকে পর্য্যন্ত সকলেই দয়া ধরিবে। মহাপাপীরও ক্ষমতা আছে ঈশ্বরের দয়া বুঝিতে পারে। দয়া

সর্ব্বাগ্রগামী। পবিত্রতা প্রভৃতি অপরাপর স্বরূপ ক্রমে ক্রমে আগত হয়। পণ্ডিত হীন ব্যক্তি তাঁহার গম্ভীর পবিত্রতা বুঝিতে পারে না। ঈশ্বরের বিশেষ একটী নাম আছে যাহা সকলের পরে আসে, সেই নামটী 'মৃত্যুঞ্জয়'। ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে অনেক বৎসর হইল, 'দয়াময়' 'দীনশরণ' 'অধমতারণ' এ সকল নামের পূজা হইতেছে; কিন্তু কোথায় সেই ভক্ত যিনি 'মৃত্যুঞ্জয়ের' পদতলে বসিয়া নির্ভয় এবং বীতশোক হইয়াছেন? জয় মৃত্যুঞ্জয়, জয় মৃত্যুঞ্জয়, এ কথা তুমিও বলিতে পার না, আমিও বলিতে পারি না। যিনি দয়াময় তিনিই মৃত্যুকে জয় করেন। ঈশ্বর ক্ষুধার সময় আমাদিগকে আহার, তৃষ্ণার সময় জল দেন, আমাদের প্রত্যেকজনের নিকটেই দিবা রাত্র প্রহরী এবং রক্ষক হইয়া বসিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি মৃত্যুঞ্জয়-রূপে মৃত্যুমুখ হইতে তাঁহার আশ্রিতকে রক্ষা করেন, তুমি আমি তাঁহার সেই মূর্ত্তি দেখি নাই। এইজন্য বলিতেছি 'মৃত্যুঞ্জয়' নাম পৃথিবীতে আসিতে বিলম্ব হয়। মৃত্যুঞ্জয়ের পূজা করিয়া এখন আমরা অমর হইতে পারি নাই। এখনও আমাদের জীবনে কেবল পরিবর্ত্তন; একবার আমরা ব্রাহ্ম, আবার অব্রাহ্ম, একবার ঈশ্বরের প্রেমে প্রমুগ্ধ, আবার ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন, একবার বৈরাগ্য, আবার লোভ; একবার সতীত্ব, আবার ব্যভিচার। এখন আমরা নানাপ্রকার অবস্থার মধ্য দিয়া চলিতেছি। এইরূপ বারম্বার পতনের পর মনুষ্য কাঁদিয়া বলে এবার বুঝি মৃত্যুঞ্জয়ের কৃপা ভিন্ন আর বাঁচিব না।

যে বলে ঐ প্রলোভন, ঐ মৃত্যু আসিল, ঐ বুঝি চক্ষু অভদ্র দর্শন করিল, ঐ বুঝি কর্ণ অভদ্র শ্রবণ করিল, সে মৃত্যুর সন্তান। স্বর্গে বসিয়া থাকিলেও সে নরক ভাবে। আসল নরকের মধ্যে না

থাকিলেও সে কল্পনার নরক দর্শন করে। হে ব্রাহ্মবন্ধু, তুমি পাপ কর নাই, কিন্তু যদি পাপ কর, এই বলিয়া যদি ভয় পাও, তবে আর তোমার শান্তি কোথায়? যদি বল আমি যে জঙ্গলে পড়িয়াছি, আমাকে যে আসক্তি ভীষণ প্রলোভন সকল এবং মৃত্যু দানবের ন্যায় মুখ ব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতে আসিতেছে, আমি আর কিরূপে সাহস রক্ষা করিতে পারি। এইজন্যই বলিতেছি এখনও আমরা মৃত্যুকে ভয় করি। মৃত্যুঞ্জয়ের পূজা আরম্ভ হইলে আমাদের এই মৃত্যুভয় থাকিত না। কেন না তাহা হইলে আমরা ঘোর এবং ভয়ঙ্কর মৃত্যুর সময়েও এই দেববাণী শুনিতাম, "যিনি দয়াময়, তিনি মৃত্যুঞ্জয়!" সাধু সেই ব্যক্তি, যিনি এই বাণী শ্রবণ করেন। ঈশ্বরের বীর পুত্র একবার যখন তাঁহার পিতার মৃত্যুঞ্জয় নাম লইয়া তেজোময় চক্ষে চারিদিকে দৃষ্টি করিলেন, কোথাও আর শত্রু দেখিতে পাইলেন না। তিনি স্বর্গীয় সাহসের সহিত বলিলেন, পাপভয়হারী মৃত্যুঞ্জয় যখন সহায় রহিয়াছেন তখন কি ভয় লোক-ভয়ে? কি ভয় পাপভয়ে? কি ভয় মৃত্যুভয়ে? ধন্য সেই ভক্ত রামপ্রসাদ যিনি বলিয়াছেন, "আমি তোর আসামী নই রে শমন, মিছে কেন কর তাড়না, আমি মায়ের খাসের প্রজা, জগদম্বা আমার রাজা, আমি তোর ভয় করি না।" বাস্তবিক যিনি ঈশ্বরের দক্ষিণ বাহু দেখিয়াছেন তিনি সাহস করিয়া বলিতে পারেন, আমার সমস্ত কার্য্য রাজার সঙ্গে নিষ্পত্তি করিয়া লইয়াছি।

এস ব্রাহ্মগণ, আমরাও এই মৃত্যুঞ্জয়ের পূজা আরম্ভ করি। ঈশ্বর যেমন তাঁহার অক্লান্ত নাম প্রচার করিয়া আমাদিগকে অনেক প্রকারে সুখী করিয়াছেন, তেমনই তাঁহার মৃত্যুঞ্জয় নাম

প্রচার করিয়া তিনি আমাদিগকে নির্ভয় করিবেন। আমাদিগের নিকট ঈশ্বরের মৃত্যুঞ্জয়-মূর্ত্তি প্রকাশিত হউক! নতুবা আমরা প্রত্যেক বস্তুতে মৃত্যু দেখিব। স্ত্রী পুত্রের মধ্যে মৃত্যু দেখিব, টাকার মধ্যে সহস্র বিভীষিকা দেখিব, যেখানে কোন ভয়ের কারণ নাই, সেখানে কল্পনা দ্বারা ভয় সৃষ্টি করিব। মৃত্যুঞ্জয় আমাদের সহায় হউন। তাহা হইলে আমরা পাপ অধর্ম্ম করিতে পারিব না, এবং মৃত্যু আর আমাদিগকে ভয় দেখাইতে পারিবে না। আর আমরা মৃত্যুর অধীন নহি, এই কথা যখন বলিতে পারিব তখন আমরা ধন্য হইব।

নারদের নবজীবন।

বৃহস্পতিবার, ২৬শে শ্রাবণ, ১৭৯৯ শক, ৯ই আগষ্ট, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

দেবর্ষি নারদের জীবন বৃত্তান্ত গভীর আলোচনার বিষয়। পদ্মা-নদী যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন যেখানে দুই নদী একত্র হইয়াছে, সেখানে কত গভীরতা, এবং সেখানকার কি গভীর শব্দ। নারদ-চরিত্রে দুই নদীর যোগ হইয়াছে। তাঁহার জীবনে এক দিকে যোগনদী এবং অন্য দিক হইতে ভক্তিনদী আসিয়া মিলিত হইয়াছে। আমরা যেমন সময়ে সময়ে সংসার হইতে বিদায় লইয়া, সরোবর-তটে বৃক্ষতলে বসিয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করি, নারদও সেইরূপ একদিন অশ্বত্থ বৃক্ষতলে যোগ সাধন করিতে বসিয়াছিলেন। বসিবার অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার চিত্ত সমাহিত হইল, এই সময়ে স্থির সরোবর মধ্যে যেমন চন্দ্র তারকাময় সুনীল আকাশ প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ তাঁহার

গম্ভীর এবং সুস্থির অন্তরের মধ্যে দেববাঞ্ছিত হরির প্রকাশ হইল। তাঁহাকে দর্শন মাত্র ঋষি আনন্দপ্লাবনে বিলীন হইলেন—তিনি এই অবস্থায় এতদূর মগ্ন হইলেন যে, আপনাকে এবং হরিকে ভুলিয়া গেলেন। কিন্তু কেবল যে ভাবের উচ্ছ্বাস হইল তাহা নহে, পরে আবার তাঁহার রূপ দর্শন হইল। প্রথম দর্শনে আনন্দোচ্ছ্বাস হইল, দ্বিতীয়বার সেই মনোহর রূপ দর্শন হইল যাহাতে শোক সন্তাপ দূর হয়। কিন্তু অবশেষে যখন ঋষির মনের চাঞ্চল্য হইল তখনই হরি অদৃশ্য হইলেন। হরিকে হারাইয়া নারদ অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন। তিনি যে মনোহর রূপ দর্শন করিলেন তাহা হারাইলে কি আর জীবন রাখিতে ইচ্ছা হয়? নারদ ভক্ত ছিলেন, তিনি নিরাশ হইলেন না, কিন্তু আবার সেই রূপ দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন।

ঈশ্বরের অদর্শন-যন্ত্রণা কেমন দুঃসহ তাহা কেবল ভক্তই জানেন, এই অবস্থায় ভক্তবৎসল ভক্তের কষ্ট নিবারণ করিবার জন্য স্বয়ং প্রচ্ছন্ন থাকিয়া ভক্তের সহিত কথা বলেন। ভক্তের চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পায় না, কিন্তু কর্ণ ঈশ্বরবাণী শ্রবণ করে। নারদের কাতরতা এবং অপ্রতিহত আন্তরিক ব্যাকুলতা ও উৎসাহ দেখিয়া ঈশ্বর গম্ভীর এবং প্রশান্ত ধ্বনিতে সঙ্গোপনে নারদকে এই কথা বলিলেন:—"ইহজন্মে আর তুমি আমার দর্শন পাইতেছ না।" বজ্রধ্বনি ভক্তের কর্ণে প্রবেশ করিল, কিন্তু তথাপি নারদ বলিলেন, 'আবার দেখা দাও।" ঈশ্বর স্পষ্ট বলিলেন, "হে বৎস, ইহজন্মে আর দেখা পাইতেছ না।" নারদ মনে মনে বলিলেন ভক্তবৎসলের মুখ হইতে এমন নিরাশার কথা আসিবে? ভক্তবৎসল যুক্তি দেখাইলেন "ইন্দ্রিয়াসক্ত কুযোগী আমার দেখা পায় না।" প্রথম

দর্শন পাপের অবস্থায় হইয়াছিল। পার্থিব পাপজীবনে নারদ প্রথম ঈশ্বর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, এই যে ঈশ্বর প্রথম দেখা দিলেন ইহার হেতু নাই! ইহা সম্পূর্ণ দেবপ্রসাদ। এই অনুগ্রহের বিনিময়ে ভক্তের নিকট কিছু চাহিতে এখন ব্রহ্মের অধিকার হইল। ঈশ্বর বলিলেন, "বৎস, তোমার পাপের অবস্থায় তোমাকে দেখা দিয়াছি, এখন তুমি অধর্ম্ম, ইন্দ্রিয়াসক্তি পরিত্যাগ করিয়া সাধন দ্বারা আমাকে দর্শন কর। আমার কার্য্য আমি করিয়াছি, আমার প্রতি তোমার অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য আমি একবার দর্শন দিয়াছি, এখন তোমার যত্নের সময়। বস্তু একবার না দেখিলে অনুরাগ হয় না। হে ভক্ত, পাপ সত্ত্বে আর কিরূপে ঈশ্বরকে দেখিবে? আবার তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিলে পাপ ছাড়িয়া আসিতে হইবে।"

"ইহজন্মে আর দেখা পাইবে না।" ইহার গূঢ় অর্থ এই যে পাপ-জীবন পরিত্যাগ করিয়া, আসক্তি ত্যাগ করিয়া দ্বিজ অথবা বৈরাগী হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। নারদ নবজীবন অথবা ভাগবতী তনু লাভ করিলেন, ইহার অর্থ এই যে তিনি আত্মার জীবন লাভ করিলেন। নারদ হরিকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া অনেক দেশ পর্য্যটন করিলেন। যাঁহারা হরিনামপ্রিয়, সঙ্গীতপ্রিয়, তাঁহারা নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া পর্ব্বত, বন, উপবন, নদী ইত্যাদি দর্শন করিয়া মনের আনন্দে হরিগুণ গান করেন। দেশ দেশান্তর পর্য্যটন করিলে অনেক প্রকার আমোদ পাওয়া যায় এবং পরকেও আমোদিত করা যায়। এইজন্য নারদের প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞা হইল :—"অনাসক্ত হইয়া আমার নাম গুণ গাইতে গাইতে দেশ বিদেশে ভ্রমণ কর। গৃহের মায়া ছাড়, বিদেশকে স্বদেশ কর। কোন লোকের প্রতি

মায়াবদ্ধ হইও না। পর্য্যটক, পরিব্রাজক, আসক্তি-শূন্য সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন ধারণ কর। এইরূপে আমার দর্শন লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত হও। সেই শুভ সময় আসিবে, যখন তুমি ডাকিলেই আমি তোমাকে দেখা দিব।" বহু দিনান্তর সেই সময় আসিল যখন নারদ আসক্তি জয় করিয়া নবজীবন লাভ করিলেন এবং চিরকালের জন্য ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিলেন। আমাদিগকেও ঈশ্বর দর্শন দিবেন। আমরাও পাপের অবস্থায় ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিয়াছি, কিন্তু শুদ্ধচিত্তে বৈরাগী হইলে তাঁহার যে দর্শন লাভ করা যায়, এখনও আমরা তাহা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছি। অতএব অনুরোধ করিতেছি, হে যোগার্থী বর্ত্তমান নারদগণ, তোমরা আসক্তি ছাড়িয়া পর্য্যটক হও, তোমাদিগকেও ঈশ্বর নবজীবন দিয়া এবং দেখা দিয়া কৃতার্থ করিবেন।

ব্রহ্মের অসংখ্য অবতার।

রবিবার, ২৯শে শ্রাবণ, ১৭৯৯ শক, ১২ই আগষ্ট, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

যিনি কেবল দশ অবতার বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তাঁহাকে পৌত্তলিক বলা যাইতে পারে, কিন্তু যিনি শতাধিক অবতার বিশ্বাস করেন, তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলা যায়। আপাততঃ ইহা বিপরীত কথা বলিয়া মনে হইতে পারে। বস্তুতঃ সহস্রাধিক অবতারে বিশ্বাস না করিলে বিশ্বাস পূর্ণ হয় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সমুদয় সম্পর্কের মধ্যে অবতীর্ণ ঈশ্বরকে দেখিতে না পাও, ততক্ষণ অবতারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে থাক। ঈশ্বর পৃথিবী হইতে নির্লিপ্ত হইয়া স্বর্গে বাস

করিতেছেন, ইহা প্রাচীনকালের বিশ্বাস। ইহা বাস্তবিক পূর্ণ বিশ্বাস নহে, ইহা বিশ্বাসের আভাস মাত্র। পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র হইয়া ঈশ্বর কোন অলক্ষিত দুর্গম স্থানে আছেন, প্রাচীন কথা এই। ইহা বেদের কথা, পুরাণের কথা নহে। পুরাণের ঈশ্বর ইতিহাসের ঈশ্বর, পুরাণের ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ ঈশ্বর। মহর্ষিগণ বেদাদি রচনা করিয়া জ্ঞান দ্বারা সুন্দররূপে ঈশ্বরের স্বরূপ বিবৃত করিলেন; কিন্তু তাহাতে পতিত দুঃখী পৃথিবীর কি হইল? বেদের ঈশ্বর আকাশে লুক্কায়িত, অপ্রকাশ। বেদ দূরস্থ, স্বর্গস্থ, প্রচ্ছন্ন ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করে, ঈশ্বরকে নিকটে দেখাইয়া দিতে পারে না। পৃথিবী ঈশ্বরের অদর্শন-যন্ত্রণায় কাঁদে, দিবসের পর দিবস যায়, মাসের পর মাস যায়, বৎসরের পর বৎসর যায়, যুগের পর যুগ যায়, পৃথিবীর ক্রন্দন থামে না। বায়ু অগ্নি, জল, বৃক্ষ, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি সমুদয়কে পৃথিবী জিজ্ঞাসা করে, তোমরা কি আমার ঈশ্বরকে আনিয়া দেখাইতে পার? তাহারা সকলেই বলে, আমরা ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করিতেছি, কিন্তু তাঁহাকে দেখাইয়া দিতে পারি না। এই উত্তর শুনিয়া পাপী সন্তপ্ত পৃথিবীর প্রাণ শীতল হওয়া দূরে থাকুক, আরও জ্বলিয়া উঠিল।

পাপী দুঃখী পৃথিবীর পক্ষে বেদ শাস্ত্র মিথ্যা। পতিত মনুষ্য সকল চিরকাল এই গভীর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছে, ঈশ্বরকে কি পৃথিবীতে আনা যায় না? বেদ ইহার উত্তর দিতে পারে না, কিন্তু সত্য পুরাণ অথবা পৃথিবীর সত্য ইতিহাস বলে, ঈশ্বরকে আনা যায়। ঈশ্বর আপনি আপনার দয়ার অনুরোধে পতিত জগতের মধ্যে আসিয়া থাকেন। এই কথা শুনিয়া জগতের আশা হয়।

পুরাণ বলেন, অপ্রকাশ ঈশ্বর স্বপ্রকাশ হইবেন, গুপ্ত ঈশ্বর অবতীর্ণ হইবেন। ঈশ্বর পৃথিবীতে আসিলেন অর্থাৎ অবতীর্ণ হইলেন, পুরাণ আরম্ভ হইল। কল্পিত পুরাণ এই অবতার, ঐ অবতারের কথা বলে, কিন্তু সত্য পুরাণ তাহা বলে না। সত্য পুরাণের মতে ঈশ্বরের অবতারের সংখ্যা নাই। ইহা শুনিলে আপাততঃ বোধ হইতে পারে ইহাতে প্রশ্ন কঠিনতর হইল। নিরাকার অপ্রকাশ ঈশ্বর নানারূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। ঈশ্বর অমুক স্থানে, অমুক তারিখে পর্ব্বতের শৃঙ্গের উপর এই উপদেশ দিয়াছিলেন, এইরূপে ঈশ্বরের পরিচয় দেওয়া ঈশ্বরের অবতার স্বীকার করা। আমি জানি আমি যখন পিতৃহীন হইয়াছিলাম, সেই বিপদের সময় একজন পিতার আকার ধারণ করিয়া আমাকে দেখা দিলেন। পুত্রের মুখে পিতার মুখের সাদৃশ্য আছে। সৃষ্ট অমরাত্মার মধ্যে পরমাত্মার একটী প্রভাব আছে। যত পিতার প্রকৃতি বুঝিলাম তত পিতৃভক্ত হইলাম।

পিতাকে পাইয়া সত্য পুরাণের এক পরিচ্ছেদ লিখিয়া দিলাম,—পিতা অবতার। পিতা দণ্ডদাতা, সন্তানকে মন্দ হইতে দেখিলে শাসন করেন, অপরাধী পুত্র পিতার মুখের দিকে তাকাইতে সাহস করে না, তখন ঈশ্বর রাজমুকুট পরিধান করিয়া তাহার নিকট অবতীর্ণ হন, তখন সত্য পুরাণের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ লিখিত হয়,—ঈশ্বর রাজা অবতার। অপরাধী মনুষ্যকে সকলে দূর হও বলিয়া তাড়াইয়া দিতে লাগিল, সে নিরাশ্রয় এবং অনন্যগতি হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, সেখানে গিয়া দেখিল, তাহাকে শীতল আশ্রয় দিবার জন্য একজন জননীর বেশ ধারণ করিয়া আছেন, যখনই সেই স্নেহের মূর্ত্তি দেখিল পাপী কাঁদিয়া ফেলিল, সে বলিল আজ ঈশ্বর মাতার

আকার ধারণ করিয়া আমাকে পাপ বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। তখন সত্য পুরাণের তৃতীয় পরিচ্ছেদ লিখিত হইল,—ঈশ্বর মাতার অবতার। পিতার অবতার, রাজার অবতার, মাতার অবতার, মনুষ্য ভক্তিভাবে এ সকল অবতার প্রত্যক্ষ করিবার পূর্ব্বে এ সকল জানিত না। অবতীর্ণ হইলেই আকার গ্রহণ করিতে হয়। মনুষ্য ভয়ানক রোগ যন্ত্রণায় অস্থির হইল, এমন সময় তাহার নিকট একজন অপরিচিত দয়ালু বৈদ্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সেই রোগী ভক্তি-চক্ষে তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, আজ আমি স্বচক্ষে ঈশ্বরকে চিকিৎসক হইয়া আসিতে দেখিয়াছি। সত্য পুরাণের চতুর্থ পরিচ্ছেদ লিখিত হইল,—ঈশ্বর চিকিৎসক। মনুষ্য ঘোর রজনীতে নানাবিধ বিঘ্ন বিপদের মধ্যে নিদ্রা যাইতেছে, হঠাৎ জাগিয়া দেখিল, তাহার নিকটে সেই গম্ভীর সময়ে একজন জাগ্রত প্রহরী বর্ত্তমান। পৃথিবীতে আমার বন্ধু নাই, কোথাও আমি একটী মনের মানুষ পাইলাম না বলিয়া বৈরাগী বৃক্ষতলে বসিয়া কাঁদিতেছে, এমন সময় একজন আসিয়া তাহার মস্তকে হস্ত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন;—"তুমি আর আপনাকে বন্ধুহীন মনে করিও না, আমি জগতের বন্ধু দীনবন্ধু, তোমার বন্ধু হইলাম।" এই কথা শুনিয়া অনাথ বৈরাগীর চক্ষে আনন্দাশ্রু পড়িতে লাগিল। তিনি সত্য পুরাণে লিখিয়া রাখিলেন, ঈশ্বরের যে অগণ্য অবতার তার মধ্যে বন্ধু এক অবতার।

নিরাকার অপ্রকাশ ঈশ্বর আমার অভাব মোচন করিতে পারেন না। আমি চাই পিতা, আমি চাই স্নেহময়ী জননী, আমি চাই হৃদয়ের বন্ধু, আমি চাই সহায়, আমি চাই চন্দ্র, সূর্য্য, জল,

বায়ু। অপরিচিত ব্রহ্ম আমার উপকারে আসিবেন না। তাঁহাকে নানাবিধ পরিচিত রূপ ধরিয়া স্বর্গের সিংহাসন ছাড়িয়া আমার ঘরে আসিতে হইবে। আমি বাল্যকাল হইতে কতকগুলি সম্পর্ক বুঝিয়াছি, ঈশ্বর যদি আমার উপকার করিতে চান, তবে তাঁহাকে সেই সকল সম্পর্ক ধরিয়া আমার গৃহে অবতীর্ণ হইতে হইবে। তিনি যদি এক রূপ ধরেন আমার চলিবে না। ক্ষুধার সময় তাঁহাকে অন্নব্রহ্ম, অন্নদাতা হইয়া আসিতে হইবে। অজ্ঞানের সময় তাঁহাকে রাশি রাশি গ্রন্থ লইয়া গুরু এবং শাস্ত্রী হইয়া আসিতে হইবে। অনাবৃষ্টিতে জল হইয়া, ইন্দ্র হইয়া আসিতে হইবে। অবতীর্ণ পিতা, অবতীর্ণ রাজা, অবতীর্ণ মাতা, অবতীর্ণ বন্ধু চাই। আকাশের শুষ্ক দেবতা কাহার ভাল লাগে? লুক্কায়িত ঈশ্বর চন্দ্রের জ্যোৎস্না হইয়া উচ্চ দেশ হইতে নিম্নে আসেন। এইরূপে, পিতা, মাতা, রাজা, বন্ধু, চিকিৎসক, প্রহরী, সহায়, গুরু, প্রভু ইত্যাদি সমুদয় সম্পর্ক এবং চন্দ্র, সূর্য্য, নদী, পক্ষী, ফল, ফুল প্রভৃতি প্রত্যেক পদার্থের ভিতর দিয়া ঈশ্বর অবতীর্ণ হন। অতএব আমরা আর এক অবতার, দশ অবতার মানিব না। আমাদের ঈশ্বরের অবতারের সংখ্যা নাই। তিনি যে কখন কাহার নিকটে কি ভাবে অবতীর্ণ হইবেন কেহই জানি না। সর্ব্বদা তেজোময় হইয়া আসেন, আজ হয় ত তিনি সুধাময় হইয়া আসিবেন। তাঁহার নূতন সুধাময় রূপ দেখিয়া বলিব কি প্রিয়দর্শন, কি অনির্ব্বচনীয় রূপলাবণ্য! ভক্তের নিকট তিনি নিত্য নূতন রূপে অবতীর্ণ হন। ভক্ত বলেন আবার নূতন রূপমাধুরী দেখাইয়া ভুলাইলে? নিত্য নূতন অবতার। তবে বুঝি তুমি লক্ষ অবতার হইবে! তবে বুঝি তোমার অবতারের

সংখ্যা নাই। তুমি বুঝি প্রতি নিমেষে নূতন রূপ ধরিয়া ভক্তকে চিরমুগ্ধ করিবে।

মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে। *

সোমবার, ৩০শে শ্রাবণ, ১৭৯৯ শক, ১৩ই আগষ্ট, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

"প্রাণদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
নহ্যাত্মনঃ প্রিয়তরং কিঞ্চিদস্তীহ নিশ্চিতম্॥"

"প্রাণদান হইতে আর শ্রেষ্ঠ দান হয় নাই ও হইবে না। অতএব ইহা অপেক্ষা আর পৃথিবীতে নিশ্চয় কিছুই প্রিয়তর নাই।"

এই মাত্র আমরা শুনিলাম প্রাণ দান হইতে আর শ্রেষ্ঠ দান হয় নাই ও হইবে না। ঈশ্বর মনুষ্যকে প্রাণ দান করিয়াছেন। তাঁহার এই অভিপ্রায় যে, সেই প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য মনুষ্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে। যত প্রকার দান আছে, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেই দান যদ্দ্বারা মনুষ্যের প্রাণ রক্ষিত হয়। বিপদ, রোগ এবং মৃত্যু হইতে মনুষ্যের জীবন রক্ষা করা অতি উচ্চ দয়াব্রত। কেন না প্রাণ থাকিলেই অমরাত্মা এই পৃথিবীতে আপনার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে পারে। ঈশ্বর এইজন্য তাঁহার সকল সন্তানকে ডাকিয়া এই আদেশ করিয়াছেন:—"সন্তানগণ, তোমরা আপনার প্রাণকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তর জানিবে।" এই আদেশ শুনিয়া আমাদের চেষ্টা করা উচিত যাহাতে পৃথিবীর সকলের প্রাণ রক্ষা হয়। আমাদের পক্ষে মনুষ্যের প্রাণ রক্ষা করা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্রত। সেই কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যদ্দ্বারা প্রত্যেক ভাই ভগিনী আপন আপন শরীরকে

সুস্থ এবং সবল রাখিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন। ঈশ্বর এই অভিপ্রায়ে আমাদিগের অন্তরে একটী সুকোমল ভাব রাখিয়াছেন। এই ভাবটীর নাম দয়া। এই দয়া আপনা আপনি অন্যের প্রাণ রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। জীবের প্রাণ রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। "জীবের প্রাণ রক্ষা কর" ঈশ্বরের এই আদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া দয়া জন্মগ্রহণ করে। যেখানে কাহারও প্রাণনাশের সম্ভাবনা সেখানে দয়া উত্তেজিত হইবেই হইবে। যদি দেখিতে পাও কোন দস্যু একজন নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণ বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তোমার হৃদয় দয়ার্দ্র হইবে। সেই দয়া যেমন এক দিকে বিপন্ন ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা করিতে তোমাকে উৎসাহী করিবে, তেমনই অন্য দিকে ভয়ানক ভাব ধারণ করিয়া আক্রমণকারীকে দণ্ড দিবে। মনুষ্যহৃদয়ে এই দয়া সঞ্চার করিয়া ঈশ্বর জগৎকে রক্ষা করিতেছেন। গূঢ় মঙ্গলাভিপ্রায় সাধন করিবার জন্য যিনি জগতে দুঃখ প্রেরণ করেন, তিনিই আবার এখানে দয়া প্রেরণ করেন। দয়া আপনা আপনি পরের দুঃখ বিমোচন করিতে প্রবৃত্ত হয়।

মান্দ্রাজ প্রদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হওয়াতে অনাহারে ও রোগে লক্ষ লক্ষ লোক মরিতেছে। সে দুঃখের কাহিনী শুনিয়া, ভাই, তোমার কি হৃদয় দয়ার্দ্র হইল না? তবে হৃদয় অসাড় হইয়াছে। এই অবস্থায় ধর্ম্মবুদ্ধি অর্থাৎ কর্ত্তব্যের অনুরোধে দয়ার কার্য্য করিতে হইবে। সন্তানের দুঃখ দেখিলেই স্বভাবতঃ জননীর হৃদয়ে স্নেহের উদয় হয়, সময়ে সময়ে ভাই ভগিনীর দুঃখ দেখিলেও সহোদর সহোদরার অন্তরে দয়ার সঞ্চার হয়। অপরের দুঃখ দেখিলে সকলের মনে সেরূপ দয়ার উদয় হয় না। যখন অন্যের দুঃখে মনুষ্যের হৃদয়

এরূপ অসাড় থাকে, তখন ঈশ্বরের আজ্ঞা বিবেকের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়। যাঁহাদের দয়া অধিক তাঁহারা স্বভাবের প্রবলতার সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে পরদুঃখ মোচন করিতে নিযুক্ত হন। আর জগতের দুঃখে সহজে যাঁহাদের দয়ার উদ্রেক হয় না, এই বিবেকের আদেশ সেই শীতল-হৃদয় ব্যক্তিদিগকে দানক্ষেত্রে লইয়া যায়। যদি ধর্ম্মজ্ঞানের অনুরোধে দয়া করিতে হয়, তবে এমন ক্ষেত্র কোথায় পাইবে যেমন আজকাল এই দেশে। দুঃখে অনাহারে আমাদের কত কত বন্ধু ভাই ভগিনী মরিতেছেন। ঈশ্বর আমাদিগকে তাঁহার মন্দির মধ্যে আজ এইজন্য ডাকিলেন যে, নির্দ্দয় দয়ার্দ্র হইবে, বিষয়াসক্ত-স্বার্থপর, বৈরাগী হইবে। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন আমরা যেন নিঃস্বার্থ প্রেম সঞ্চয় করিয়া আজ গৃহে প্রতিগমন করি। মান্দ্রাজে ভাই ভগিনীরা মহা কষ্ট পাইতেছেন, দূর হইতে আমরা তাঁহাদের দুঃখের কথা শুনিতেছি; কিন্তু আমাদের হৃদয় স্বার্থপর হইয়াছে। আমরা কেবল আমাদের আপন আপন অন্ন বস্ত্র চিন্তা করি, পর সুখের প্রতি দৃষ্টি করি না। আমাদের এই স্বার্থপরতা, এই নীচ বিষয়াসক্তি দূর করিবার জন্য, এই সকল হৃদয় বিদারক ঘটনা হইতেছে। এমন সকল ব্যাপার ঘটিতেছে যাহা শুনিলে সহজেই দয়া এবং ধর্ম্মভাবের উদয় হয়। অতএব এই দয়াব্রত সাধন করা ব্রহ্মমন্দিরের পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা নহে।

কৃষ্ণানদী হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত প্রায় তিন হাজার ক্রোশ স্থানে এই সকল দুর্ঘটনা ঘটিতেছে। এই স্থান হইতে লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত যতদূর স্থান, ভারতবর্ষের এতদূর প্রশস্ত এবং বিস্তীর্ণ বিভাগে ভয়ানক অন্নকষ্টে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে। ভয়ানক দুর্ভিক্ষ

মুখ ব্যাদান করিয়া নানাপ্রকারে কষ্ট দিয়া প্রায় এক কোটী আশি লক্ষ লোককে গ্রাস করিয়াছে। তাঁহাদের ভয়ানক যন্ত্রণার হাহাকার শব্দ কি আমাদের নিকট আসিতেছে না? ভাই ভগিনীরা দূরে কষ্ট পাইতেছেন বলিয়া কি আমরা তাঁহাদের ভয়ানক যন্ত্রণা অনুভব করিব না? এক কোটী আশি লক্ষ লোক ভয়ানক কষ্টে পড়িয়াছেন। ইহাঁদের উপরে দুর্ভিক্ষের ভয়ানক চাপ পড়িয়াছে। উপযুক্ত সময়ে সাহায্য না পাইলে অবিলম্বে ইহাঁরা দুর্ভিক্ষের ভয়ানক কষ্টে পড়িবেন। পাঁচ লক্ষ লোক এই পৃথিবী হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছে। স্বভাবতঃ যেরূপ লোকের মৃত্যু হয় সে প্রকার সামান্য রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহাঁরা মরেন নাই। দুর্ভিক্ষের মৃত্যু ভয়ানক। অন্নকষ্টে ক্রমে ক্রমে দুর্বিষহ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া অবশেষে পাগলের মত হইলেন। নানাপ্রকার কষ্টে দেহ অবসন্ন হইল, এই অবসন্নতার মধ্যে প্রাণবায়ু বাহির হইল। ভারতবর্ষের লোক-সংখ্যা এইরূপে হ্রাস হইতেছে। দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে আবার সহস্র প্রকার পাপ আসিয়া মনুষ্যের দুঃখ বৃদ্ধি করিতেছে। যাহারা দুর্ভিক্ষ যন্ত্রণায় এইরূপে হাহাকার করিতেছে, তাহারা দরিদ্র। দরিদ্রদিগের ঘরে অন্ন নাই, ভয়ানক অন্নকষ্ট, তাহার উপরে আবার বস্ত্রাভাব। লজ্জা নিবারণ হয় এমন উপায় নাই। স্ত্রী পুরুষ সকলেই অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। রোগের অবস্থায় শরীর আচ্ছাদন করিতে পারে এমন বস্ত্র নাই। দুর্দ্দশার আর সীমা নাই। ক্ষুধাতুরা জননী আহার করিতেছেন, সন্তান সেই মাতার হস্ত হইতে সেই অন্ন কাড়িয়া লইয়া আপনি খাইল। কোথাও বা সন্তান আহার করিতেছে, তাহার জননী তাহার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া আপনি ভোজন

করিল। ভীষণ ব্যাপার। ভয়ানক অস্বাভাবিক ঘটনা! মাতা এবং সন্তানের মধ্যে পরস্পর এই ব্যবহার ভয়ানক। অন্নকষ্ট, তাহার উপরে আবার লজ্জা নিবারণ হয় না। এই অবস্থায় কত লোকের ধর্ম্মরক্ষা হইল না, কষ্ট সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তাহারা অপহরণ করিতে লাগিল, তাহাদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে চৌর্য্য দোষ প্রবেশ করিল। দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপে পাপ বৃদ্ধি হইল। জননী সন্তানকে দূর করিয়া দিলেন, সন্তানও জননীকে মানিল না।

রাজপুরুষ এবং অন্যান্য দয়ালু ব্যক্তিদিগের বিশেষ দয়া এবং চেষ্টাতে সেই দেশে শস্য উপস্থিত হইল, কিন্তু তাহা স্থানে স্থানে লইয়া যায় কে? গো, মহিষ, প্রভৃতি যাহারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে শস্যাদি লইয়া গিয়া মনুষ্যের উপকার করে, তাহারাও তৃণ লতা অভাবে গিয়াছে। গরিবদিগের গৃহের চালে যতদিন খড় ছিল, ততদিন সেই তৃণ দ্বারা তাহারা উপকারী পশুদিগকে রক্ষা করিল। শেষ আপনারা রৌদ্রে পুড়িতে লাগিল, গরিবদিগের ঘরে বাস করা পর্য্যন্ত কষ্টদায়ক হইল। গো মহিষ প্রভৃতিও তৃণাভাবে ক্রমে ক্রমে একটীর পর আর একটী মরিতেছে। কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর মুখে শুনিলাম, যদিও প্রচুর পরিমাণে শস্য প্রেরিত হয়, পশুর অভাবে তাহা এক স্থানে পড়িয়া থাকিবে। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে যদি সাহায্য করা হইত তাহা হইলে এতদূর বিপদ হইত না। অন্ন, বস্ত্র এবং গৃহাচ্ছাদন জন্য লক্ষ লক্ষ লোক হাহাকার করিতেছেন। কেবল যে এই সকল কষ্ট তাহা নহে, ইহার উপরে আবার ভয়ানক অধর্ম্ম বৃদ্ধি। কেহ কেহ বলিয়াছেন স্বামী একদিনের অন্নের জন্য আপনার প্রিয়তমা স্ত্রীকে অল্প মূল্যে অন্যের নিকটে বিক্রী করিয়া

ব্যভিচার পাপে ভাসাইয়া দিলেন। বিপদের সময় স্ত্রীলোকের অমূল্য ধন সতীত্ব বিক্রয় করা হইল, পবিত্রতা বিনষ্ট হইল। সন্তানগুলি যখন অন্নকষ্টে হাহাকার করিতে লাগিল, অল্প পয়সার জন্ত তাহাদিগকে তাহাদের পিতা মাতা অন্যের নিকট বিক্রী করিল। পিতা মাতা সন্তানের প্রতি ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইল। বিপদে দেখ, মনুষ্য কত বিকৃত হয়। স্বামী স্ত্রীকে, পিতা সন্তানকে, ভাই ভগিনীকে বিক্রয় করিতেছে। সকলেই 'প্রাণ গেল, প্রাণ গেল' এই কথা বলিয়া হাহাকার করিতেছে। অন্নের আশায় কত লোক এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তর যাইতে চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু অন্নকষ্টে তাহাদের শরীরে বল নাই, পথে তাহারা হিংস্র জন্তুর আহার হইতেছে। মাতার শরীরে রক্ত নাই, সন্তান দুগ্ধের জন্ত স্তন দংশন করিতেছে।

এইরূপে অন্নকষ্টে এবং সন্তানদিগের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সহস্র সহস্র পিতা মাতা মরিতেছে। ইহাদের মৃত্যুতে, ভারতবর্ষে সহস্র সহস্র শিশু অনাথ হইতেছে। কে এই অনাথ শিশুদিগের পানে তাকা-ইবে? ইহাদের পিতা মাতাও আর আসিবে না। এই পিতৃ মাতৃহীন অসহায় বালক বালিকাগুলিকে আহার দিতে হইবে। এতগুলি অনাথের ভার কে লইবে? রাজপুরুষেরা পারিবেন কেন? এই অনাথ বালকদিগকে আবার শিক্ষা দিতে হইবে, ইহা ভবিষ্যতে করিতে হইবে। আপাততঃ বিপদের তরঙ্গ ভয়ানক। দুর্ভিক্ষের কষ্ট যন্ত্রণা আরও কত বাড়িবে। এখনও ছয় মাস কাল অন্নের সংস্থান করিয়া দিতে হইবে। বোধ হয় পৌষ মাঘ পর্য্যন্ত মান্দ্রাজ-বাসীদিগকে অন্ন দিতে হইবে। ভারতবর্ষের দয়ার্দ্র ব্যক্তিদিগকে এই বিষয়ে বিশেষরূপে মনোযোগী হইতে হইবে। মনে করা গিয়াছিল

দুই এক মাসের মধ্যে মান্দ্রাজের ভাই ভগিনীরা এই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন, কিন্তু তাহা হইল না, আমাদের আশা-প্রদীপ নির্ব্বাণ হইল। এখনও স্থানে স্থানে বহু লোক মরিতেছে। ইতিপূর্ব্বে বসন্ত রোগে কত লোক মরিল। অন্নকষ্ট, আবার রোগ। ব্রাহ্ম, নিষ্ঠুর হইয়া এই কথা বলিও না, যিনি দুঃখ আনিয়াছেন তিনিই দুঃখ মোচন করিবেন। তিনি ত তোমাকে ডাকিতেছেন, এখন এস, ভাই ভগিনী তোমার গৃহপার্শ্বে মরিতেছেন, তোমাকে যে পরিমাণে ধন দিয়াছেন সেই পরিমাণে দয়া কর। তুমি ভাই হইয়া দৌড়িয়া যাও দেখি। একবার কাঁদাও দেখি বঙ্গদেশকে। যখন আমাদের উড়িষ্যা দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তখন আমাদের জন্য মান্দ্রাজের ভাই ভগিনীদের প্রাণ কাঁদিয়াছিল। আজ স্বার্থপর বঙ্গদেশ, তুমি কি বলিবে আমি দায় হইতে মুক্ত হইয়াছি, আমার আর ভয় কি? যদি ভাই, তোমার সামান্য দানে মান্দ্রাজের দশটী ভাইকে বাঁচাইতে পার, ঈশ্বরের নিকটে স্বর্গীয় পুরস্কার পাইবে, কেবল পুরস্কার পাইবে তাহা নহে; কিন্তু ঈশ্বর স্বয়ং তোমাকে বলিবেন :— "বৎস, সেই যে মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষের সময়, তুমি আমার সন্তানদিগকে বাঁচাইবার জন্য অমুক দ্রব্য দান করিয়াছিলে, তাহা আমি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলাম।"

ঈশ্বর তাঁহার সন্তানদিগের সঙ্গে অভিন্ন-হৃদয় হইয়া আছেন, সুতরাং হে ভাই, হে ভগিনী, তোমরা দুঃখী ভাইয়ের হস্তে যাহা দিবে তাহা পিতার হস্তেই পড়িবে। আর এ কথা কেহই বলিও না আমার সঙ্গতি কম। ভাইকে বাঁচাইবার জন্য যে যাহা পার তাহাই দান কর। একটী ভাইয়ের প্রাণ লক্ষ টাকা অপেক্ষা

অধিক। আমাদের প্রাণের ভাই, আমাদের বুকের ভাই অন্নকষ্টে মরিতেছেন, তোমরা আপনারা কোন্ মুখে হাসিয়া অন্ন আহার করিবে? ভাইয়ের শরীর হইতে যদি রক্তপাত হয় তবে আমার শরীর হইতে কি রক্ত পড়িবে না? আমার প্রাণের ভাইকে যদি মৃত্যু আক্রমণ করে, আমার যদি ক্ষমতা থাকে আমি কি তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব না? এক মন চাউল দিলে যদি আমার একটী ভাইয়ের প্রাণ রক্ষা হয়, তবে আমার কত লাভ হইবে। আমি মৃত্যুর সময় এই বিশ্বাস করিয়া সুখী হইব, আমার জীবনের কার্য্য হইয়াছে, আমি মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষের সময় এক মন চাউল দান করিয়া, আমার একটী ভাই কি একজন ভগিনীর প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলাম। যাহার যাহা সাধ্য তাহাই দান কর। বেদীর সমক্ষে তোমরা দেখিতেছ, অন্ন, বস্ত্র, তৃণ, ভাঙ্গা অলঙ্কার প্রভৃতি বিবিধ সামগ্রী দান করা হইয়াছে। তোমরা এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর। স্বর্ণ হইতে তৃণ পর্য্যন্ত তোমরা দান করিতে পার। একবার ঈশ্বরের মুখের দিকে তাকাও, আর তিনি যে আদেশ করিবেন তাহাই পালন কর। তিনি যদি বলেন, নারী, তুমি কোমল প্রাণ, তুমি এই অলঙ্কার দাও। ধনী, তোমার যথেষ্ট ধন আছে তুমি এত টাকা দাও।

ভাই, ভগিনী, তোমরা পিতার মুখে যেমন শুনিবে তাহাই প্রতিপালন কর। এই ভাই, পুণ্যের সময় আসিয়াছে, এখন নির্দ্দয় এবং অলস হইয়া থাকিও না। শস্য, ধন, বস্ত্র, অলঙ্কার যে যাহা পার দান কর। এরূপ যদি কোন সামগ্রী দাও যাহা মান্দ্রাজে প্রেরণ করা সুকঠিন, তাহা বিক্রয় করিয়া আমরা তাহার মূল্য প্রেরণ

করিব। তোমরা অল্প টাকা পার তাহাই দাও। দুই শত পাঁচ শত লোকের প্রাণ আমরা অনায়াসে বাঁচাইতে পারিব। এই মন্দিরের দরিদ্র উপাসকগুলি যদি এই সময়ের উপযুক্ত কর্ত্তব্য সাধন করেন, তবে ঈশ্বরকে বলিব, তুমি অকারণে ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ কর নাই। মন্দিরের গরিব উপাসকেরা যদি মান্দ্রাজের দুঃখী ভাই ভগিনীদের দুঃখ দূর করেন তাহা বড় আহ্লাদের বিষয় হইবে। আমার আশা হইতেছে আমরা অল্প সামগ্রী পাঠাইব না। মন্দিরের উপাসকগণ, ভাইগণ, তোমরা কাঁদ, সকলকে কাঁদাও। হে দয়াল প্রচারকগণ, তোমরা দয়াব্রত সাধন কর, তোমরা বাহির হইয়া সকলের দয়া উত্তেজিত কর। ঈশ্বর আজ ভালবাসিয়া তোমাদিগকে ডাকিয়াছেন, তোমরা আজ তাঁহার দয়ার তরঙ্গে ভাসিয়া যাও। আজ যদি একজন মান্দ্রাজের লোক আসিয়া তোমাদের নিকট কাঁদিতেন, যদি দুর্ভিক্ষে একজন অনাথিনী পাগলিনী হইয়া তোমাদের দ্বারে আসিয়া কাঁদিতেন, তোমাদের মনে কত দয়া উত্তেজিত হইত, নিশ্চয়ই তোমরা কাঁদিয়া ফেলিতে। তাঁহারা আমাদের নিকট আসিতে পারিলেন না বলিয়া কি তাঁহাদের অপরাধ হইল? হায়! আমাদের নিষ্ঠুরতার জন্য পাঁচ লক্ষ লোক মরিয়া গেল। তাঁহারা আমাদেরই ভাই ভগিনী। আমাদের ভারতমাতা তাঁহাদিগকে প্রসব করিয়াছিলেন। এখনও কত লক্ষ লক্ষ লোক অন্নকষ্টে হাহাকার করিতেছেন। হায়! কতদিন তাঁহারা খান নাই। যদি কিছু সাহায্য করিতে পারি কত লোক বাঁচিয়া যাইবেন। আর ভাই দয়া করিতে বিলম্ব করিও না। ঐ বালকগুলি অন্নকষ্টে প্রায় মরিল, যদি তাহাদিগকে আহার দিতে পারি, তাহাদের চক্ষু ছল ছল করিয়া

কাঁদিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে। ব্রাহ্মসমাজে দয়া বর্দ্ধিত হউক, মান্দ্রাজের এই বিপদের সময় আমরা যেন আমাদের কর্ত্তব্য করিতে পারি ঈশ্বর এই আশীর্ব্বাদ করুন।

ভক্তি ও বুদ্ধি। *

বৃহস্পতিবার, ১লা ভাদ্র, ১৭৯৯, ১৬ই আগষ্ট, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

বুদ্ধি চিরকালই প্রেম ভক্তির সঙ্গে শত্রুতা করিয়াছে। কেন না প্রেম ভক্তি ঈশ্বরের সন্তান, বুদ্ধি মনুষ্যের অহঙ্কারের সন্তান। দেব-প্রকৃতি ভক্তির সঙ্গে মনুষ্য-প্রকৃতি বুদ্ধির মিলন হইতে পারে না। বুদ্ধি পদে পদে ভক্তির প্রতিবন্ধক হয়। বুদ্ধির শাস্ত্র এই—আমি বুঝিব, প্রেমের শাস্ত্র এই—ঈশ্বর আমাকে চালাইতেছেন। বুদ্ধির শাস্ত্র এই—আমি ভাল পথে চলিতেছি না মন্দ পথে চলিতেছি; এবং আমি বুঝিয়া চলিতেছি, ইহা জানিলে বুদ্ধির আরাম হইল। আমি কোন্ পথে যাইতেছি ভক্তি জিজ্ঞাসা করেন না, ঈশ্বর আমাকে লইয়া যাইতেছেন ইহাতেই ভক্তির আরাম। আমি বুঝিয়া চলিব, আর আমি না বুঝিয়া ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত হইব, এই দুয়েতে অনেক প্রভেদ। এই দুই তুলনা করিয়া দেখ, যেটী ভাল তাহা গ্রহণ কর। বুদ্ধির পথে চলিলে দেখিবে আমি চালাইতেছি, অহং সেখানকার কর্ত্তা। ভক্তি এবং প্রেমের পথে অহং নাই, সেখানে কেবল ঈশ্বরই কর্ত্তা। ভক্তিপথে আমি যদি ভাবিয়া দেখি আগে যাহা বুঝিতাম এখন তাহাও বুঝি না। আগে উপাসনা বুঝিতাম, আগে মনে করিতাম এইরূপে একাগ্রতা সাধন করিতে হয়, এখন

উপাসনার কোন অঙ্গই বুঝিতে পারি না। এখন মনে হয় উপাসনা একটী স্রোতের ন্যায়, কেমন করিয়া যে সেই স্রোত আপনার মধ্যে ফেলিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া যায়, বুঝা যায় না। মনে হয় উপাসনা একটী বায়ু। কিরূপে কখন যে সেই বায়ুর ভিতরে পড়ি কিছুই জানি না। এইরূপে সাধক না বুঝিয়া স্রোতে পরিচালিত হইতেছে।

পৃথিবীতে যেমন পরিবর্ত্তন, যেখানে ঘর ছিল সেখানে পুষ্করিণী হইল, যেখানে পুষ্করিণী ছিল সেখানে উদ্যান হইল, যেখানে পথ ছিল সেখানে নদী হইল, যেখানে নদী ছিল সেখানে পথ হইল, সেইরূপ মনের ভিতরেও আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সকল হইতেছে। আগে মনে করিতাম যৌবনে পরিত্রাণ, এখন দেখিতেছি বাল্যাবস্থায় পরিত্রাণ। আগে জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ জানিতাম, এখন দেখিতেছি মূর্খতাই ভাল। উপাসনার সময় কোথায় গিয়া বাস তাহা কি বুঝিতে পারি? পৃথিবীতে, না স্বর্গে, না মধ্যস্থানে? উপাসনার সময় আত্মাকে স্থাপিত করিলে কিসের উপরে? ঈশ্বর কি দূরে ছিলেন? ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার সন্নিকর্ষ হইতেছে কিসে? কি ব্যবধান ছিল? ঈশ্বরের আবির্ভাব কি? ঈশ্বর ত আর দূরে ছিলেন না, নিকটেও আসিলেন না, তবে উপাসনার সময় কি হইল? তুমি কি ঈশ্বর ছাড়া ছিলে? তবে আবির্ভাবে মগ্ন হওয়া কি? তুমি যে তাঁহার পানে তাকাইয়া আছ তাঁহার রূপ কেমন? একবার তাঁহাকে দেখিয়া আবার অন্ধকার কেন দেখ? তিনি ত ঠিক সেখানেই আছেন, তবে কেন তাঁহাকে হারাইলে? এ সকল গভীর প্রশ্নের উত্তর কেহ দিতে পারে না। বোধ হয় ঈশ্বরের ইচ্ছাও এই, আমরা এ সকল বিষয়ে মূর্খ থাকিব। যখন এইটী বুঝিব যে, আর কিছু বুঝিবার

প্রয়োজন নাই তখন পরিত্রাণ পথে অগ্রসর হইব। অনেক পরিমাণে বুদ্ধি দ্বারা পতন হইয়াছে। ভক্তির অমুক কথায় আমার বুদ্ধি সায় দিতেছে না এইজন্য গ্রহণ করিব না, এইরূপে বারম্বার আমাদের পতন হইয়াছে। অন্যের উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া জন্মান্ধ দৌড়িতেছে, বুদ্ধিমান সন্দেহ করিয়া পতিত হইতেছে। জন্মান্ধ ভক্তগণ ক্রমাগত দৌড়িতেছেন। তাঁহাদের পক্ষে ঈশ্বর যাহা দেন তাহাই ভাল, তাঁহারা বিচার করেন না। বিষ, মধু, রাত্রি, দিন, বিপদ, সম্পদ সকলই ভাল। অতএব আমাদিগকে অন্ধ হইতে হইবে। যদি দেখিতে হয় ঈশ্বরের চক্ষে দেখিব। আমার বুদ্ধির চক্ষে দেখিলে নিশ্চয়ই পতন, নিশ্চয়ই মরণ।

অষ্টম ভাদ্রোৎসব।

আমি ভক্তজনের প্রিয়।

রবিবার, ৪ঠা ভাদ্র, ১৭৯৯ শক, ১৯শে আগষ্ট, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

অহং ভক্ত পরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্ত হৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্ত জনপ্রিয়ঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবত॥

হে দ্বিজ, আমি অস্বতন্ত্র ব্যক্তির ন্যায় অধীন, সাধু ভক্তগণ কর্ত্তৃক আমার হৃদয় অধিকৃত হইয়া রহিয়াছে। আমি ভক্তজনের প্রিয়॥

নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা॥ শ্রীমদ্ভাগবত॥

হে দ্বিজ, আমি যাহাদিগের পরম গতি সেই সাধু ভক্তগণ বিনা আমি আমাকে ও আমার পরম ঐশ্বর্য্যকেও স্পৃহা করি না।

এই শ্লোক দুইটী মধুমাখা, পড়িতে পড়িতে চক্ষে জল আসে। "আমি ভক্তজনের প্রিয়" ঈশ্বর স্বীয় মুখে কি কখনও এ কথা বলিয়াছেন? যদি বলিয়া থাকেন, হে ব্রাহ্ম, তুমি কি ইহার মধুরতা অনুভব করিয়াছ? "আমি ভক্তজনের প্রিয়" ঈশ্বর কেন এই কথা বলিলেন? এই কথার কি কোন বিশেষ অর্থ আছে? এই কথা বলিবার ঈশ্বরের বিশেষ অভিপ্রায় আছে, যাহা কথায় প্রকাশ করিয়া বলা যায় না। "আমি ভক্তজনের প্রিয়" এই কথা বলিতে ঈশ্বরের বিশেষ আমোদ হয়, সুখ হয়, গভীর আনন্দ হয়। "আমি যে ভক্তগণের প্রিয়, তাহারা যে আমাকে ভালবাসে" এই কথা বলিতে ঈশ্বরের আমোদ হয়। যদি আমরা বলি ঈশ্বর আমাদের প্রিয়, ইহাতে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রেমের পরিচয় দেওয়া হয়, এবং এই কথা বলিয়া আমরা কৃতার্থ হই। ঈশ্বর আমার প্রিয়, যে এই কথা বলিতে পারিলে, সে অত্যন্ত সুখী হইল, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের এই কথা সেই ভাবের নহে, ইহা ঈশ্বরের মুখের কথা। ইহার দ্বারা জগতের কাছে একটী বিশেষ ভাব প্রকাশ করা যদি তাঁহার অভিপ্রায় না হইত, ঈশ্বর কদাচ এই কথা বলিতেন না। ভক্তেরা যে তাঁহাকে প্রিয় বলে ইহাতে তাঁহার বড় আনন্দ হয়। তিনি বলেন "আমি উহাদের বড় প্রিয়ধন।" "ভক্তেরা আমাকে বড় ভালবাসে, তাহারা হৃদয়ের পাপ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া কি না আমাকে প্রিয় বলিল।" তুমি আমি কি প্রকার লোক, তুমিও জান, আমিও জানি, আমরা এই পৃথিবীর মধ্যে কত পাপ করি, রাশি

রাশি পাপ মধ্যে যদি একবার চৈতন্ত হয়, তখন ঈশ্বর আমাদের প্রিয় হন। ইহাতে আমাদের কি উন্নতি প্রকাশ করা হইল ?

ঈশ্বর সাধুদিগের প্রিয়, দেবতাদিগের প্রিয়, তিনি যে আমাদের প্রিয় হইবেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি ? ঈশ্বরকে প্রিয় না বলিলে আমাদের পক্ষে পাপ, কিন্তু বলাতে বিশেষ উন্নতি কি ? আমাদের পক্ষে ইহা সামান্ত কথা, কিন্তু ঈশ্বর সেই কথা লইয়া স্বর্গে আনন্দ প্রকাশ করেন। আনন্দ কি, তাঁহার মুখে দিবানিশি এই কথা লাগিয়া আছে। "আমি ভক্তপ্রিয়" এই কথাটী ব্রহ্মের হৃদয়ে একটী গভীর আনন্দের বিষয় হইয়াছে। কোন্ জঙ্গলে বসিয়া একজন মহাপাপী বলিয়াছে "ওহে ঈশ্বর, তুমি আমার প্রিয়, তুমি আমার প্রাণের ধন।" এই কথা স্বর্গে গিয়া ঈশ্বরের মনে গভীর প্রেম, গভীর আনন্দের আকার ধারণ করিয়া স্বর্গকে আনন্দিত করিয়াছে, একটী সুমিষ্ট স্বর স্বর্গে অবিরত ধ্বনিত হইতেছে। যদি মনে কর অনেক দিন হইল পিতা বলিয়াছেন "আমি ভক্তজনের প্রিয়," তথাপি ঐ সুমিষ্ট স্বর এখনও যেন শুনিতেছি। ভক্তের মুখের সঙ্গীত প্রায় অনেক সময়েই শুনিয়া প্রাণ শীতল হয়, কিন্তু ব্রহ্মের মুখের সঙ্গীত প্রায়ই শুনা যায় না। ব্রহ্ম হৃদয়ের মধ্যে আনন্দবীণা ধারণ করিয়া এই সঙ্গীত করেন "আমি ভক্তজনের প্রিয়।" শ্রীহরি হরিধামে দিবানিশি আনন্দধ্বনি করিয়া এই কথা বলিতেছেন "আমি ভক্তজনের প্রিয়।" অবশ্যই ইহাতে ঈশ্বরের কোন বিশেষ অভিপ্রায় আছে। "হে ঈশ্বর! তুমি আমার প্রিয়" পাপী ত এই কথা বলিবেই, কিন্তু "আমি ভক্তজনের প্রিয়" এই কথা যদি ঈশ্বর বলেন আমরা ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করিব, প্রাণেশ! তুমি কেন এই কথা বলিবে ? অধম পাপীর

কথায় তুমি কেন আনন্দ প্রকাশ করিবে? তুমি দেবতার প্রিয়, সাধু ভক্তজনের প্রিয়, পাপী তোমাকে প্রিয় বলিল, ইহাতে কি তোমার গৌরব বাড়িল? বেদ বেদান্ত ইত্যাদি তোমার গুণগান করিতে গিয়া লজ্জিত হইল, পাপীর এই সামান্য কথায় তোমার কি মহিমা বৃদ্ধি হইল? হে ঈশ্বর! পাপীর এই কথায় তোমার কি লাভ হইল?

পাপী বলিল, "মহারাজ, ধর্ম্মরাজ, বিশ্বরাজ, তুমি আজ আমার প্রিয় হইলে; কিন্তু এই জঘন্য পাপীর কথায় রাজার আমোদ করা কি সাজে? দুঃখী পাপী যেন বলিয়া ফেলিল আজ পথের মধ্যে লক্ষ টাকা পাইলাম, আজ হৃদয়ের মধ্যে দয়াময়ের পাদপদ্মরূপ অমূল্য রত্ন পাইয়াছি, আজ তাঁহাকে প্রিয় বলিয়াছি, সে পৃথিবী শুদ্ধ লোককে ডাকিয়া এই কথা বলিল, কিন্তু এই কথা শুনিয়া, হে জগৎপিতা, তোমার এই আহ্লাদ কেন? তুমি কেন আহ্লাদ করিয়া বলিতেছ 'আমি ভক্তজনের প্রিয়?' তোমার ত দুঃখ ছিল না, তুমি কেন এ কথা বলিবে? ভিক্ষুকের কথায় তোমার এত আনন্দ কেন?" আমি আবার জিজ্ঞাসা করি, এই কথা লইয়া তিনি এত গৌরব করিতেছেন কেন? বুঝি এইজন্য যে তিনি বড় আশা করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার এই আশা যে তাঁহার সন্তানেরা তাঁহাকে ভালবাসিবে; কিন্তু কেহ তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া তাকায় না। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন ঈশ্বর বহুদিন হইল অনেক যত্ন করিয়া তাঁহার প্রিয় সন্তানদিগের বাসস্থান হইবে বলিয়া, এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি সন্তানদিগের জন্য এত আয়োজন করিলেন; কিন্তু প্রায় সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইল সেই সন্তানদিগের দ্বারাই তিনি অপমানিত হইলেন। এইজন্যই অন্ততঃ একটী দুঃখী সন্তানও

যদি কোন জঙ্গলে বসিয়া তাঁহাকে আদর করিয়া এই কথা বলে "তুমি আমার পিতা মাতা" "তুমি আমার স্ত্রী পুত্র এবং বিত্ত অপেক্ষা প্রিয়" তাহা হইলে তাঁহার আনন্দ হয়। তিনি আহ্লাদ করিয়া বলেন, "আমার অমুক সন্তান আমাকে ভালবাসে," "আমি ভক্তজনের প্রিয়।"

ভগবদ্ভক্তদিগের আনন্দের জন্ত শ্রীমদ্ভাগবতে এই কথা লিখিত হইয়াছে। ঈশ্বর যাহা বলেন তাহা সরলতা এবং আনন্দের সহিত বলেন। সহস্র সুধার কলস একত্র করিলে যাহা হয় ঈশ্বরের শ্রীমুখের কথা তাহা অপেক্ষা প্রিয়। ঈশ্বর বলিলেন "আমি ভক্তজনের প্রিয়" এই কথাতে পৃথিবী এবং স্বর্গে তাঁহার অন্তরের গভীর আনন্দ প্রকাশ হইল। ঈশ্বর এত প্রেম এবং এত আগ্রহের সহিত কেন এই কথা বলিলেন? তিনি চান পাপী তাঁহাকে প্রিয় বলুক। পৃথিবীতে এবং স্বর্গরাজ্যে যতদিন এই কথা থাকিবে ততদিন আনন্দের হিল্লোল থাকিবে। ঈশ্বর এই কথা বলিয়া তাঁহার এই অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন যে তাঁহাকে সকলে প্রিয় বলুক। এমন সুন্দর বিশ্ববিজয়ী ঈশ্বরকে জগৎ কেন প্রিয় বলে না? ঈশ্বর জগতের প্রিয় হইবার জন্ত কত চেষ্টা করিতেছেন। এক প্রকার রূপ দেখিয়া যদি তাঁহার সন্তান মোহিত না হয়, ঈশ্বর আর একটী রূপ ধারণ করিয়া তাহার নিকটে গিয়া বসেন, তাহাকে কিছু বলেন না, নূতন নূতন রূপ ধারণ করিয়া তাহার চিত্ত হরণ করিতে চেষ্টা করেন। পলকে পলকে তিনি নূতন রূপ ধারণ করেন। নিরাকারের রূপের ভাবনা কি? "সাকারেরই কেবল একটা রূপ, নিরাকারের অনন্ত রূপ।" লোকে বলে মনোহর রূপ না দেখিলে ভক্তি হয় না, অতএব মূর্ত্তি পূজা

কর। আমি বলি মূর্ত্তি পূজা করিও না, কেন না মূর্ত্তি কেবল একখানি রূপ, চিরকালই সেই এক রূপ, তাহার আর পরিবর্ত্তন হয় না। মাতৃরূপের উন্নতি হইবে কিরূপে? মনোলোভা যদি সেই মূর্ত্তির শোভা হয় মনোলোভাই থাকিবে, বিশেষ মনোলোভা আর হয় না।

সাকার দেবতার এক রূপ, কিন্তু আমার নিরাকার ঈশ্বরের অনন্ত রূপ, তাঁহার নিত্য নূতন রূপ। যিনি নিরাকার ঈশ্বরের ভক্ত তাঁহার মন সর্ব্বদাই আশার সহিত প্রতীক্ষা করে, এবার কি রূপ প্রকাশিত হইবে যাহা বেদে নাই কোরাণে নাই। নিরাকারের নিত্যরূপ দেখিয়া ভক্তের মন একেবারে মুগ্ধ হয়। ভক্ত বলেন, সে দিন যে রূপ দেখিয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম তাহাই রূপের পরাকাষ্ঠা, কিন্তু আজ দেখি তাহা অপেক্ষাও মনোহর রূপ। অনন্ত রূপরাশির রত্নাকর ঈশ্বর, এই ভাবে ভক্তের নিকট ক্রমাগত নিত্য নূতন রূপ প্রকাশ করিতেছেন। কেবল ভক্তের মন হরণ করিবার জন্তই তিনি নিত্য নূতন রূপ ধারণ করেন। ঈশ্বর কখন যে কি রূপ প্রকাশ করিবেন তাহা ভক্ত জানেন। ভক্ত, তুমি মাকড়শা দেখিয়াছ? মাকডশা আপনার জাল বিস্তার করিয়া বসিয়া থাকে, যখন মাছি কিম্বা অন্ত কোন প্রাণী ঐ জালের মধ্যে পড়ে, প্রথমে গুণ্ গুণ্ শব্দ করে, এবং পলায়ন করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু সর্ব্বশেষে মাকডশা তাহাকে জড়াইয়া ধরে। আমরাও ব্রহ্মজালে পড়িয়াছি, কিন্তু এখনও আমাদের মনে অত্যন্ত তেজ, আমরা মনে করি কোন মতেই আমরা এই জালে বদ্ধ থাকিব না; স্বাধীন ভাবে কেবলই আকাশে ঘুরিব, কেন জালে পড়িয়া মরিব? কিন্তু হে ভক্ত, তুমি যতই কেন

পলায়ন করিতে চেষ্টা কর না, তোমার মাকড়শা ঈশ্বর, সর্ব্বশেষে তোমাকে এমনই জালে জড়াইবেন যে, তুমি কোন মতে তাহা অতিক্রম করিতে পারিবে না। রূপের জাল ছেদন করে কাহার সাধ্য? মাকড়শার আক্রমণের পর যেমন বিরোধী কীটের মুখে আর গুণ্ গুণ্ শব্দ থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্ম যখন আপনার রূপের জালে ভক্তকে সম্পূর্ণরূপে জড়াইয়া ধরেন, ভক্ত আর পলায়ন করিতে পারেন না। পতঙ্গ যখন সম্মুখে আলোক দেখে, সে মনে করে আমি উহার মধ্যে পড়িয়া মরিব না, সে আলোকের কাছে যায় অথচ পড়ে না, কিন্তু আলো জানিয়া বসিয়া আছে, আমার এমন রূপ আছে যে, পতঙ্গকে আমার মধ্যে আসিয়া পড়িতেই হইবে।

ব্রাহ্মদিগের ভ্রুকুটি যায় না। ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মেরা কোথায় যাইবে? যদি ঈশ্বর নিরাকার না হইতেন তাহা হইলে তোমরা পলায়ন করিতে পারিতে। ঈশ্বর তোমাদিগকে তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে দিবেন না। নিরাকারের দ্বার ছাড়িয়া তোমরা আর কোথাও যাইতে পারিবে না। নিরাকারের অর্থ রূপের অগাধ-সমুদ্র রত্নাকর। তুমি যে রূপ দেখিয়াছ তাহা অপেক্ষাও যদি শ্রেষ্ঠতর রূপ দেখ, তাহা হইলে আর কিরূপে বিমুখ হইবে? যদি নিরাকার ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সাকার দেবতার রূপ দেখিতে যাও, তবে বুঝিব তুমি নিরাকারের যে রূপ দেখিয়াছ তাহাতে মুগ্ধ হয় নাই। তোমরা এই পৃথিবীতে স্ত্রীলোকদিগের বেশ ভূষা দেখিয়াছ। তাহারা রূপ বৃদ্ধি করিবার জন্ত নানাবিধ অলঙ্কার পরিধান করে। স্বর্গরাজ্যেও অলঙ্কার আছে। ঈশ্বরের প্রেম পুণ্যের অলঙ্কার আছে। ভক্তের নিকট যখন প্রেমময় ঈশ্বরের গভীরতর প্রেম প্রকাশিত হয় তখন

ঈশ্বর কি অলঙ্কৃত হইয়া আসেন না? ঈশ্বরের রূপের নিকট কোটী অলঙ্কার পরাস্ত হয়। প্রেমময়ের মধুর হাস্য যে দেখিল সে কি আর অন্য রূপ দেখিতে ইচ্ছা করিতে পারে? সেই সুমিষ্ট হাস্যকেই আমি ঈশ্বরের ভূষণ বলি। ভক্তের নিকট সেই সুমিষ্ট হাস্য ক্রমাগত মধুর হইতে মধুরতর হয়। ভক্ত ঈশ্বরের শ্রীচরণ ধরিয়া প্রার্থনা করেন, "প্রেমসিন্ধু ঈশ্বর, তোমার আরও একটী নূতনতর রূপ দেখাও।" এই আকাশ একটী প্রকাণ্ড মধুর ফোয়ারা, ঈশ্বরের প্রাণের ভিতরে প্রেমের প্রস্রবণ রহিয়াছে, তাহার মধ্যে মধু হইতে মিষ্টতর মধু আছে। ব্রাহ্মদিগের পক্ষে যদি ঈশ্বর যথেষ্ট মধুময় না হইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা সংসারে ফিরিয়া যাইবেন। এইজন্য ভাই, তোমাদের পায়ে ধরিয়া বলি, অপেক্ষা কর, তাঁহার আরও রূপ আছে। যাহারা বলে আজ দেবাসুরের যুদ্ধে অসুরের জয় হইল, ঈশ্বর হারিয়াছেন, তাহারা ঘোর পাষণ্ড নাস্তিক এবং ঘোর সংসারী। অমুক দেশ, অমুক সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশ্বর হারিয়াছেন, ব্রাহ্মদিগের নিকটেও ঈশ্বর হারিয়াছেন, এ সকল কথা শুনিতে শুনিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। এত বড লোকের তোমার আমার কাছে এতবার পরাস্ত হইতে হইল? এমন প্রেমময় ঈশ্বরকে আমরা ভালবাসিতে পারিলাম না। আমরা তাঁহাকে প্রিয় বলিতে পারিলাম না। কিন্তু দেখ কোথায় একটী দুঃখী বলিয়াছে "হে ঈশ্বর, তুমি আমার প্রিয়" এই কথা লইয়া ঈশ্বর কত আমোদ করিতেছেন।

ব্রাহ্মগণ, তোমরা ভারী বীর পুরুষ হইয়াছ, তোমরা ঈশ্বরকে পরাস্ত করিতে শিখিয়াছ। তোমরা মনে কর ঈশ্বরের প্রেম এত

অধিক নহে যে, তোমাদিগকে বশীভূত করিতে পারে। ব্রহ্মের জয় হইবেই হইবে, ইহা তোমরা বিশ্বাস কর না, এইজন্যই তোমরা তাঁহাকে অগ্রাহ্য কর। কিন্তু ভাবিয়া দেখ কাহার সঙ্গে তোমরা যুদ্ধ করিতেছ। অনন্ত সৌন্দর্য্য এবং অনন্ত প্রেম যাঁহার তাঁহাকে কি তোমরা পরাস্ত করিতে পারিবে? দুরন্ত মনুষ্য ঈশ্বরের প্রেম বুঝিতে না পারিয়া, বলে, মন্দিরে একবার যাই বলিয়া বুঝি চোরদায়ে ধরা পড়িয়াছি। সমস্ত জীবন ঈশ্বরকে দিলে সংসার করিব কিরূপে? কিন্তু ঈশ্বর কিছুতেই মলিন মনুষ্যকে ছাড়েন না, যখনই সে ঈশ্বরের প্রতি বিরক্ত হইয়া সংসারে ফিরিয়া গেল, তখনই ঈশ্বর তাহাকে সেই সংসারের মধ্যেই অন্ন বস্ত্র এবং টাকা প্রভৃতি দান কবিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া সেই পাষণ্ড মনুষ্য বলিল, "হে ঈশ্বর, আমি তোমার মন্দির ছাড়িয়া সংসারে আসিয়াছি, তুমি এখানে আসিয়া আবার হস্তক্ষেপ কর কেন? তোমাকে আর আমার ভাল লাগে না। যৌবনকালে মৃদঙ্গ লইয়া উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া তোমার নাম কীর্ত্তন করিয়াছি, এখন বৃদ্ধ হইয়াছি এখন আর প্রেম ভক্তি ভাল লাগে না, তোমার নামে ঢের টাকা খরচ করিয়াছি এখন কিছুকাল সংসারে সুখ ভোগ করি।" ঈশ্বরের যদি মুখ থাকিত তোমাদের এ সকল অপমানে তিনি তোমাদিগকে কি বলেন শুনিতে পাইতে। এই এখানেই সংবাদ আসিতেছে তোমাদের এক দল ব্রাহ্ম ঈশ্বরকে তাড়াইয়া দিল। হায়! ঈশ্বরের এত অপমান হইল! আর কত দিন এ সকল হৃদয়বিদারক কথা শুনিব? ঈশ্বরের অপমানের শেষ হইল না। যাঁহারা তাঁহার ভক্তিতে মত্ত হইতেন তাঁহারাই তাঁহার এত অপমান করিলেন।

ঈশ্বরকে তোমাদের ভাল লাগে না। তবে কি তোমাদের ভাল লাগে? কত লোক ঈশ্বরকে কত কটু কথা বলিতেছে, যাহা মুখে আসিতেছে তাহাই বলিতেছে। তোমাদের দেশে বড় অবিশ্বাস এবং পাষণ্ডতা বাড়িয়াছে। ব্রাহ্ম হইয়াছ বলিয়া কি ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিবে? কেন তোমাদের ঈশ্বরকে ভাল লাগে না? কেন তাঁহার নাম গান করিতে তোমাদের উৎসাহ হয় না? আগেকার সাধুদিগের যত বয়স হইত তত ভক্তি বৃদ্ধি হইত, তোমাদের যত বয়স হইতেছে তত ভক্তি কমিতেছে কেন? ঈশ্বরের সমুদয় রূপ কি তোমরা দেখিয়াছ? তাঁহার অনন্ত রূপ অনন্তকাল দেখিলেও ফুরাইবে না। তোমরা কেন নিরাশ হইলে? তোমরা কেন ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া সংসারী হইতে চলিলে? অমুক স্থানে পূর্ব্বে পাঁচ ঘণ্টা হরিনাম হইত, এখন আর কিছুই হয় না। ঐ গ্রামটী ব্রাহ্মদিগের গ্রাম ছিল, এখন ওখানে একটী ব্রাহ্মও নাই, এ সকল কথা কেবল ঈশ্বরের অপমান। সাবধান! সাবধান! এইরূপে আর ভাই, ঈশ্বরের অপমান করিও না। ঈশ্বরের অপমান করিয়া কোথায় পলায়ন করিবে? জগতের বন্ধু যিনি তোমাদিগকে এত যত্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সহজে কি তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন? তোমরা কি দুই দিন সাধন করিয়া ফাঁকি দিতে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলে? ঈশ্বরকে ভাল লাগিল না বলিয়া যদি তাঁহাকে ছাড়িয়া যাও তবে কেন ব্রাহ্ম হইয়াছিলে? যতদিন তোমাদের শরীরে রক্ত থাকে, ততদিন তোমরা আছ আর ঈশ্বর আছেন, চারিদিকে তিনি ঘেরিয়া বসিয়া আছেন, কিরূপে তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবে? বলিও না ভাই, সাধন

করিলে ফল হয় না, একজনও নাই যে বলিতে পারে সাধন বিফল হইয়াছে। ভাই, তুমি সাধন কর নাই, অথচ মিথ্যা বলিতেছ সাধন করিয়া কিছু পাই নাই। কৈ আমি ত একদিনও তোমাকে সাধন করিতে দেখি নাই, তুমি পূর্ব্বতন আর্য্যদিগের ন্যায় সাধন করিতে প্রস্তুত নহ, তুমি কেবল খাও, নিদ্রা যাও, আর বৃথা আমোদ কর, ব্রহ্মকে লাভ করিবার জন্য কোন চেষ্টা কর না, অথচ বল যে সাধন করিয়া কিছুই হইল না। ধিক্ তোমার বুদ্ধিকে। মিথ্যা কথা কহিয়া এইরূপে তুমি পরের মনকে অধার্ম্মিক কর। ভাই, সাধন কর, ঈশ্বরের নূতন নূতন রূপ দেখ। নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে সাধন কর। তুমি বল আমি ঈশ্বরকে প্রণাম করি, কিন্তু উহাকে কি প্রণাম বলে? তুমি বল আমি ঈশ্বরকে দেখি, কিন্তু উহাকে কি দেখা বলে? এখন সাধকের জীবন গ্রহণ কর। ভক্ত নাম, যোগী নাম থাকুক। এখন কেবল শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত দিয়া সাধন কর। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন। সাধনের ধন ঈশ্বর, তোমরা যদি তাঁহার দয়াময় নাম সাধন কর, ঈশ্বর তাঁহার ভক্তদিগকে ডাকিয়া বলিবেন, এই কয়জনও আমাকে প্রিয় বলিয়াছে। আমাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে কবে প্রাণনাথ এই কথা বলিবেন, "আজ আমাকে সেই লোকটাও প্রিয় বলিল?" ঈশ্বর আজ এই উৎসবে তাঁহার ধর্ম্ম সাধন করিতে আমাদিগকে উৎসাহী করুন! সাধন সার কথা, বন্ধু, বুঝিলে? তাঁহার দয়াল নাম সাধন করিব, তাঁহার নাম করিতে করিতে জিতেন্দ্রিয় হইব, দয়ার্দ্র হইব। বাঁচ আর মর, সাধনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া যাও। এক দল আসিতেছে তাহারা সাধনের দৃষ্টান্ত দেখাইবে। তাহাদের পরে যাহারা আসিবে তাহারা ঐ সদ্দৃষ্টান্ত

অনুসরণ করিবে। আর তোমরা বীরের দল, তোমরা যে ঈশ্বরকে হারাইয়া দিয়াছ জগতে এই কুদৃষ্টান্ত থাকিবে। ঈশ্বর আমাদিগকে এই কুদৃষ্টান্ত হইতে রক্ষা করুন।

এক দল সাধকের প্রয়োজন। *

সায়ংকাল, রবিবার, ৪ঠা ভাদ্র, ১৭৯৯ শক;
১৯শে আগষ্ট, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং॥
অন্তর্বহি যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং।
নান্তর্বহি যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং॥

"যদি হরি আরাধিত হন তবে তপস্যায় ফল কি? আর যদি হরি আরাধিত না হন তবে তপস্যায় ফল কি? যদি হরি অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান থাকেন তবে তপস্যায় ফল কি? আর যদি হরি অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান না থাকেন তবে তপস্যায় ফল কি?"

সময় আসিয়াছে যখন হৃদয়ের গভীরতম প্রেম ভক্তি কার্য্যে পরিণত হইবে। প্রাতঃকালে শ্রবণ করিয়াছি, ঈশ্বর আমাদের ঐ প্রেম ভক্তি লাভ করিলে স্বর্গে আনন্দ প্রকাশ করেন। তাঁহাকে যদি কোন ভক্ত 'প্রিয়' বলে সেই কথা লইয়া তিনি আহ্লাদ করেন। উৎসব সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে, বন্ধুগণ, বিনীত ভাবে নিবেদন করিতেছি, প্রাতঃকালে যে বীজ রোপণ করা হইয়াছে, তাহার ফল লাভ করিতে চেষ্টা কর। গৃহে প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বে উৎসব সফল হইল

দেখিয়া যাওয়া উচিত। প্রাতে কি কথা শুনিয়াছ? অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ভূমা ঈশ্বর যিনি তাঁহাকে ভক্ত যদি প্রিয় বলে তিনি সেই কথা লইয়া আমোদ করেন। একটী ভক্ত তাঁহাকে প্রিয় বলিলে তাঁহার এত আহ্লাদ হয়, না জানি দশ জন ভক্ত একত্র হইয়া তাঁহাকে প্রিয় বলিলে এবং পরস্পরের মধ্যে সেই প্রিয়তমের সৎপ্রসঙ্গ করিলে, তাঁহার মনে কেমন আনন্দের হিল্লোল উঠিতে থাকে। যদি তিনি দেখিতে পান এমন একটী দল আছে যাহারা তাঁহার কথা লইয়া আমোদ করিতেছে, তবে তাঁহার কত আহ্লাদ হয়। যখনই তিনি সেই দলের মধ্যে যান সেই দলের সকলেই একত্র হইয়া তাঁহাকে বলে 'প্রিয়ধন' তুমি আসিয়াছ? পৃথিবীতে ঈশ্বর এমন একটী দল সৃষ্টি করিবেন যাহার মধ্যে দিবানিশি সৎপ্রসঙ্গ হয়। এইজন্যই ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। সংসার-জঙ্গলের মধ্যে তিনি একটী ভক্তদল প্রস্তুত করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের এই উচ্চ আদর্শ।

পৃথিবীতে অনেক সভ্য শিক্ষিত এবং উন্নত সমাজ আছে; কিন্তু এমন একটী দল দেখি নাই যেখানে ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন রসনার ভূষণ, এবং সেই নাম শ্রবণ কর্ণের ভূষণ, এবং যে দলস্থ লোকেরা একত্র হইলেই কেবল ঈশ্বরকে লইয়া এবং ঈশ্বর-প্রসঙ্গ করিয়া আমোদ করে। বড় দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের এত ধর্ম্মচর্চ্চা, এত উপাসনা, এত সুমধুর সঙ্গীত এবং এত উৎসবাদি, এ সমুদয় সত্ত্বেও এখন পর্য্যন্ত আমরা ঈশ্বরকে লইয়া আমোদ করিতে শিখিলাম না। পরস্পরের সঙ্গে দেখা হইলে আমরা আনন্দ মনে এই কথা বলিতে পারি না, 'যিনি তোমার প্রিয়, তিনি

আমারও প্রিয়।' তাহারা কি নির্ব্বোধ যাহারা একত্র হইলেই সমস্ত দিন কেবল টাকা কড়ির প্রসঙ্গ করে, ঈশ্বর-প্রসঙ্গ করে না! ব্রাহ্মগণ, পৃথিবীর এই রোগের ঔষধ প্রস্তুত কর। যে দলে ঈশ্বরের নাম আহ্লাদের কারণ হইবে প্রাণপণে সেরূপ দল গঠন কর। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এমন একটী সভা হয় নাই, ঈশ্বরের নাম করিয়া শুদ্ধ হওয়া, সচ্চরিত্র হওয়া যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। দুইজন এমন নাই, যাঁহারা কি বৃক্ষতলে, কি ছাদে একত্র হইলেই ঈশ্বরকে লইয়া আমোদ করেন, যাঁহারা ধনের সুখে সুখী নহেন, মান মর্য্যাদার সুখে সুখী নহেন; পৃথিবীর বন্ধুর সুখে সুখী নহেন, কিন্তু কেবল ব্রহ্মসুখে সুখী। অতএব ব্রাহ্মগণ, এমন একটী সভা প্রস্তুত কর, ঈশ্বরের প্রেমে মত্ত হওয়া যাহার প্রথম লক্ষ্য হইবে, যে চিন্তার পাপ, কথার পাপ, কার্য্যের পাপ সমস্ত ছাড়িবে। এমন একটী সভার প্রয়োজন হইয়াছে। আড়ম্বরপ্রিয় লোকদিগের ইহাতে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই। জ্ঞান বিস্তারের জন্য, ধর্ম্ম প্রচারের জন্য অনেক সভা আছে, কিন্তু কতকগুলি লোক ঈশ্বরপ্রেমে মত্ত হইবার জন্য, ঈশ্বর নাম সাধন দ্বারা চরিত্র সংশোধন করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, এমন সভা বিরল। যাঁহারা মনে করেন ব্রাহ্মের পক্ষে সত্যবাদী, বিনয়ী, ক্ষমাশীল এবং দয়াবান্ হওয়া ও কামাদি রিপু বশীভূত করিয়া নির্ম্মল চরিত্র হওয়া উচিত, তাঁহাদিগের এরূপ একটী সভা করা নিতান্ত আবশ্যক।

হরিনামের কত গুণ, তাহা দ্বারা গুপ্ত পাপ সকল কেমন কাটিয়া যায়, ব্রাহ্মদিগকে ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইবে। ব্রাহ্মেরা এইজন্য পৃথিবীতে রহিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহাদিগের জীবন দীর্ঘ করিয়াছেন

এইজন্য যে, তাঁহারা দেখাইবেন ঈশ্বরের নামে এবং উপাসনা বলে চরিত্র নির্ম্মল হয়, জিহ্বা সত্যবাদী হয়, হৃদয় ক্ষমাশীল হয়। একটী সভা করিয়া তোমরা এই সকল সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কর। সভার অর্থ দল, দলের অর্থ ভক্তবৃন্দ, ভক্তবৃন্দের অর্থ যাঁহারা বলিয়াছেন "ঈশ্বর, তুমি আমাদের প্রিয়।" আজ প্রাতে শুনিলাম সাধন বিষয়ে আমরা বিমুখ, যে সাধন কষ্টকর তাহা আমরা করি না। অতএব বঙ্গদেশে, সমস্ত পৃথিবীতে যদি দুইজন লোকও থাকেন যাঁহারা সঙ্কল্প করিয়াছেন হরিনাম করিয়া এবং উপাসনা দ্বারা পাপ জয় করিব, এবং নির্ম্মল চরিত্র হইব, তাঁহারা সদ্ভাবে বদ্ধ হউন। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ তাঁহাদের মস্তকে পড়িবে। ঈশ্বরের নামে নিশ্চয়ই তাঁহারা কৃতকার্য্য হইবেন। এই উৎসবে যেন এইরূপ সভার সূত্রপাত হয়। ঈশ্বর প্রসঙ্গ এই সভার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ হইবে। ঈশ্বর-প্রসঙ্গ ব্যতীত যাঁহারা অন্য বিষয় আমোদ করিবেন তাঁহারা যেন এই সভায় প্রবেশ না করেন। তাঁহারা যেন সাধক নাম না লন। যাঁহারা আন্তরিক চেষ্টার সহিত ঈশ্বরকে প্রিয় বলিয়া পরস্পরের মধ্যে তাঁহার প্রসঙ্গ করিয়া আমোদ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা গোপনে সাধক নাম গ্রহণ করুন। ঈশ্বর যিনি গোপনে জানেন তিনি প্রকাশ্যরূপে পুরস্কার দিবেন। এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ গোপন ভাব আবশ্যক। চিত্তশুদ্ধি অতীব গুরুতর কার্য্য। দশ বিশ বৎসর লাগিয়া থাকিতে হইবে। যে নিয়ম অবধারিত হইবে প্রাণপণে তাহা সাধন কর, গভীর উৎসাহের সহিত যাবজ্জীবন চেষ্টা কর। যত্ন চেষ্টা তোমাদের হাতে, ফল তোমাদের হাতে নয়। প্রাণ যাক আর থাক, হরিনাম করিবই করিব ইহা এই দলের প্রধান লক্ষণ হইবে। অতএব ব্রাহ্মসমাজের উচ্চতম স্থানস্থ আচার্য্য

উপাচার্য্য এবং প্রচারক নাম পরিত্যাগ করিয়া একদল সাধক প্রস্তুত হও। সেই দলের লোকেরা কেবল হরিনামের মালা গলায় পরিবেন। পুণ্য দাও, প্রেম দাও এই তাঁহারা প্রার্থনা করিবেন। এই দুইটী পাইলে ইহকাল রক্ষা হইবে এবং পরকাল রক্ষা হইবে।

বীজে স্বর্গ কি ফলে স্বর্গ ? *

রবিবার, ১১ই ভাদ্র, ১৭৯৯ শক, ২৬শে আগষ্ট, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

বীজেতে স্বর্গ কি ফলেতে স্বর্গ ? বীজ মধ্যে নরক, কি ফল মধ্যে নরক ? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিন্নতা দেখা যায়। সকল ধর্ম্মেই স্বর্গ নরকের কথা আছে। ঈশ্বরের সূক্ষ্ম ন্যায় বিচারে পরীক্ষিত হইয়া মৃত্যুর পরে হয় স্বর্গে নতুবা নরকে যাইতে হইবে, কি হিন্দু কি অন্য ধর্ম্মাবলম্বী প্রায় সকলেই এই কথা বলেন। ইহলোকের কর্ম্মফল পরলোকে ভোগ করিতে হইবে, হয় স্বর্গের আকারে নতুবা নরকের আকারে, এই তাঁহাদের মত। স্বর্গ আলোকের স্থান, নরক অন্ধকারময় স্থান। এখানে যদি সাধু হও স্বর্গে গিয়া পুরস্কার লাভ করিবে, আর ইহলোকে যদি অসাধু হও নরকে গিয়া কষ্ট যন্ত্রণা পাইবে। এ সকল কথাতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে ফলেতে স্বর্গ এবং ফলেতে নরক। ধর্ম্মাচরণ করিলে তাহার ফলস্বরূপ স্বর্গলাভ হইবে, এবং অধর্ম্ম করিলে তাহার প্রতিফল নরক প্রাপ্তি হইবে। এ সমুদয় মতানুসারে ধর্ম্মেতে স্বর্গ নাই, এবং অধর্ম্মেও নরক নাই, কেবল তাহাদেরই ফলে স্বর্গ নরক, কিন্তু ঈশ্বরের স্বর্গীয় ধর্ম্ম অন্য প্রকার কথা বলিতেছেন।

তিনি বলিতেছেন, ধর্ম্মই স্বর্গ অধর্ম্মই নরক। তাঁহার আদেশ মতে পুণ্যকেই স্বর্গ এবং পাপকেই নরক জ্ঞান করিতে হইবে। এই উৎকৃষ্টতর বিশ্বাসে আমাদের হৃদয়কে সম্বদ্ধ করিতে হইবে। বিশ্বাসী বীরেরা বীজেতেই স্বর্গ নরক উপলব্ধি করেন। যাহা কিছু ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধীয় সে সমস্ত স্বর্গ, আর যাহা তাঁহার ভাব বিরুদ্ধ তাহাই নরক। যাহা ধর্ম্মের অনুকূল তাহাই স্বর্গ, যাহা ধর্ম্মের প্রতিকূল তাহাই নরক।

মনুষ্য যদি এরূপ আলোচনায় সর্ব্বদা মগ্ন থাকে তাহা হইলে তাহার যেরূপ ধর্ম্মোৎসাহ বর্দ্ধিত হয়, ভবিষ্যতে স্বর্গে কিম্বা নরকে যাইতে হইবে ইহা ভাবিলে কদাচ তেমন হয় না। পাপকেই নরক মনে করিবে। মিথ্যা কথা, বৈর-নির্যাতন, অপ্রেম, ব্যভিচার, পরস্পরের প্রতি অসাধু অপবিত্র দৃষ্টি, ইহার প্রত্যেকটাই এক একটী নরক। ইহার প্রত্যেকটাই জীবন-পুস্তকে এক একটী ভয়ানক কাল দাগ। তোমার যদি কিছুমাত্র পাপের ভোগ না হইয়া থাকে, কিন্তু কেবল মনে মনে পাপের চিন্তা হইয়া থাকে, তাহাকেই জঘন্য কলঙ্ক এবং নরক মনে করিবে। কাল স্থান, কাল দাগই নরক। প্রত্যেক কাল দাগকে নরক মনে করিবে। যদি দশটী কাল দাগ একত্র হয় ভয়ানক নরক হইবে; যদি এক শতটী পাপ একত্র হয় আরও ভয়ানক নরক হইবে। মিথ্যা কথা বলিতে ইচ্ছা হইল অমনই একটী নরক সৃষ্ট হইল। তুমি এখানে অসাধু কর্ম্ম করিলে, পরে ইহার প্রতিফল স্বরূপ নরক-যন্ত্রণা সহ্য করিবে, এরূপ ভাবিও না, কেন না যখন অসাধু কর্ম্ম করিলে তখনই যে নরক সৃষ্ট হইল। পাপকর্ম্ম ফলেতে নরক নহে, পাপ কর্ম্মেতে ইনরক। যখনই তুমি পাপ চিন্তা করিলে তখনই

তোমার নারকী নাম হইল। যদি তুমি নরকের কার্য্য করিতে পার তবে আর তোমার নরকের বাকি কি ? দুষ্কর্ম্মের ফল কবে হইবে তুমি তাহা কেন ভাবিবে ? যখনই কুচিন্তা তোমার মনের চারিদিকে কলুষ বিস্তার করিয়াছে তখনই তুমি নরকে ডুবিয়াছ। পাপ করিতেছ, আবার যদি মনে কর আরও দশ বৎসর এইরূপ পাপ করিয়া কাটাইব তবে তুমি গভীরতর নরকে প্রবেশ করিলে। ভবিষ্যতের নরক তুমি ভাবিও না , কিন্তু তোমার মনের মধ্যে কয়টী দাগ আছে তাহা গণনা করিয়া দেখ, যদি নরক হইতে উত্তীর্ণ হইতে চাও, তবে এখনই হস্তে খড়্গ ধারণ করিয়া, সেই এক একটী কাল দাগকে কাট।

ভ্রান্ত মনুষ্য, ভাবী নরক ভয়ে তুমি কেন ভীত হইবে ? নরক যে তোমার করতলন্যস্ত। কত ভাই ভগিনীর বিরুদ্ধে মন্দ চিন্তা করিয়াছ, কয়টী মন্দ কথা বলিয়া কত ভ্রাতা ভগিনীকে কলঙ্কিত করিয়াছ, দুষ্কর্ম্ম করিয়া কতগুলি লোককে মন্দ পথে লইয়া গিয়াছ গণনা কর, দেখিবে এখানেই তোমার হৃদয়ের মধ্যে অনেকগুলি নরক সৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে। বিচারপতি ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া দেখ, পাপ কার্য্য করিয়া তোমার হস্ত কতবার অপরিষ্কৃত হইয়াছে, পাপ বাক্য বলিয়া তোমার রসনা কতবার অশুদ্ধ হইয়াছে। যদি একটী মিথ্যা বলিয়া থাক, যুধিষ্ঠিরের ন্যায় নরক দর্শন করিয়াছ। যদি মিথ্যা বলিয়া থাক তোমার পক্ষে নরক ভবিষ্যতের অবস্থা নহে, তোমার রসনা নরকে বসিয়া আছে। নতুবা রসনা কাল হইবে কেন ? শিশুর জিহ্বা সরল, নিষ্কলঙ্ক, বৃদ্ধের জিহ্বা কলঙ্কিত। কলঙ্কের গভীরতম আধার হৃদয়। অমুক দিন কল্পনাতে পাপের ছবি

দেখিয়াছি, অমুক দিন অপরের প্রাণ বধ করিবার জন্ত চিন্তা করিয়াছি, এ সকল যে হৃদয়ে সম্ভব, সে হৃদয়ের পক্ষে নরক আর ভবিষ্যৎ ব্যাপার নহে। অনেকে বলেন, কার্য্যে কিম্বা কথায় যখন পাপ করি নাই তখন আর পাপ হইল কিরূপে? কিন্তু পাপ, নরককে ক্রয় করিয়া যে তাহাকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়াছে, সে তাহা অনুভব করিতে পারে না।

ভ্রান্ত মনুষ্য, মিথ্যা প্রবোধ বাক্যে আর কেন আপনাকে আপনি প্রতারিত করিতেছ? জীবিত অবস্থায় পৃথিবীতেই যে স্বর্গ নরক আছে তাহা আলোচনা কর। এখানেই স্বর্গ দেখিয়াছ কি না বল? এখানেই পাপ নরকের দুর্গন্ধ বুঝিতে পারিয়াছ কি না বল? যখন দেখিতে পাও ভাই ভাইয়ের প্রতিকূল হইলেন, তখন কি নরক দেখিতে পাও না? এতক্ষণ নরকের কথা বলিলাম, এখন ছবির অপর পৃষ্ঠা দেখ। এই যে আমরা ব্রহ্মমন্দিরে বসিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতেছি, মনের আনন্দে ব্রহ্মগুণকীর্ত্তন করিতেছি, যাঁহারা বলিবেন পরলোকে ইহার ফলস্বরূপ স্বর্গ ভোগ করিব, তাঁহারা নিকৃষ্ট কথা বলিবেন, যিনি বলিবেন এইই স্বর্গ, তিনি উৎকৃষ্ট কথা বলিবেন। বীজেই স্বর্গ। হৃদয়ের প্রেম, উৎসাহ হইতে মনোহর স্বর্গের উৎপত্তি হয়। যখন ঈশ্বরের প্রেমে মগ্ন হই, তখনই স্বর্গ। একটী মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিলাম এই আমার স্বর্গ। পাঁচ জন বন্ধু একত্র হইয়া হরিগুণ আলোচনা করিয়া আমোদ করিতেছেন, এই আমার স্বর্গ। ঈশ্বরের নামই স্বর্গ, ঈশ্বরকে ডাকাই স্বর্গ। ঈশ্বরসম্পর্কীয় সমুদয় ব্যাপারের মধ্যেই স্বর্গ। বন্ধুগণ, এইরূপে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ এবং পুণ্যচিন্তা, পুণ্যবাক্য, এবং পুণ্যকার্য্যেতেই স্বর্গ.

মনে কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমরা সাধু হইবে। এই চক্ষু ভাল ভাবে ভাই ভগিনীর প্রতি দৃষ্টি করিল, সেই ভদ্র দৃষ্টির মধ্যে স্বর্গ দেখিলাম, এই রসনা ভাই ভগিনীকে ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করাইল, রসনার মধ্যেই স্বর্গ দেখিলাম। দিবানিশি এই ভাবে প্রত্যেক ভাল কার্য্যে স্বর্গ দেখিতে থাক, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে স্বর্গের দিকে মন আসক্ত হইবে। অসাধু চিন্তা, অসত্য কথা, অসত্য ব্যবহার নরক বলিয়া পরিত্যাগ কর। মিথ্যারূপ নরক দ্বারা রসনাকে কলুষিত করিব না, কদর্য্য নরক, আমি আর তোর মুখের পানে তাকাইব না, এরূপ প্রতিজ্ঞা কর। নরক, দূর হও, নরক, দূর হও, স্বর্গ এস, স্বর্গ এস, সর্ব্বদাই প্রাণের সহিত এরূপ কথা বলিতে থাক। পাপ স্মরণ হইলেই তাহাকে নরক বলিয়া তোমাদের গা শিহরিয়া উঠুক। আলস্য, কপটতা, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা ইত্যাদি সমুদয়ই জঘন্য নরক। নরক বলিয়া ইহার প্রত্যেককেই অত্যন্ত ঘৃণা করিবে। সেই নরক, পাপের প্রতি তীব্র ঘৃণাই তোমাদিগকে রক্ষা করিবে। যে এই স্বর্গ নরক বুঝিল সে পরিত্রাণ পাইবে।

পর ভবনে ও নিজ ভবনে বাস।

রবিবার, ২৫শে ভাদ্র, ১৭৯৯ শক, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

পৃথিবীতে কেহ গৃহবাসী, কেহ গৃহবিহীন। মস্তক আচ্ছাদন করিবার জন্য, শরীর রক্ষা করিবার জন্য, ঈশ্বরপ্রসাদে কেহ কেহ গৃহ লাভ করিয়াছেন, কেহ কেহ গৃহবিহীন হইয়া অরণ্যে অরণ্যে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। গৃহে বাস করিলে

এক স্থানে পরিবার লইয়া সুখে বাস করা যায়, গৃহবিহীন হইলে কেবলই ভ্রমণ করিতে হয়, কোন কার্য্য অবধারিতরূপে করিতে পারা যায় না। গৃহে বাস করিলে গৃহবাসের সুখ হয়, কিন্তু এ সুখেরও তারতম্য আছে। কত গৃহ গৃহ বটে কিন্তু গৃহ হইয়াও বাসা। কেহ কেহ নিজ ভবনে বাস করে, কেহ কেহ পর ভবনে বাস করে। কেহ পিত্রালয়ে সপরিবারে বাস করিয়া নির্ম্মল সুখ ভোগ করে, কেহ পরের ঘরে বাস করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে গৃহসুখ অনুভব করে, কিন্তু বাসায় কষ্ট থাকে। আপন ঘরে স্বাধীন অবস্থায় বাস করিয়া একজন সুখ পায়, আর একজন পরাধীন অবস্থায় পর ভবনে বাস করিয়া দুঃখ সহ্য করে। যদিও পরগৃহে সুখ সম্ভোগ হয়, কিন্তু পরাধীনতার জন্য সময়ে সময়ে যন্ত্রণা অধিক, সে ঘর ছাড়িয়া যাইবার জন্য ইচ্ছা জন্মে। ঘর আপনার না হইলে, পিতার ভবনে পরিবারের আশ্রম না হইলে, শান্তি-নিকেতন না হইলে যথার্থ সুখ হয় না। আজ এ বাড়ীতে, কাল ও বাড়ীতে, আজ এ পাড়ায় কাল ও পাড়ায় বাস, এ প্রকার জীবনে বিশুদ্ধ স্থায়ী সুখ সম্ভব নহে, স্থায়ী সুখ কেবল নিজ ভবনে বাস করিলে হয়। পরাধীন, আজ কোন্ স্থানে কোন্ দেশে কোন্ অঞ্চলে যাইব কিছুই স্থিরতা নাই, অস্থির চক্রে সুখ অল্প দুঃখ অধিক।

ধর্ম্মরাজ্যেও বাসা আছে, বাটী আছে। সপরিবারে পিতার ভবনে বাস অথবা ধর্ম্মসাধনের জন্য বাসা বাটীতে বাস, এ দুই এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। সাধনের মূল্যস্বরূপ কিছু টাকা দিল, ধর্ম্মসাধন করিতে লাগিল, জীবন স্থির হইয়া আসিবার উপক্রম হইল, অমনই সে স্থান ও গৃহ পরিত্যাগ করিতে হইল। যেখানে নদী আছে,

সুরম্য উদ্যান আছে, বন্ধু আছে, সেখানে গেল। কয়েকদিন বেশ ভাল লাগিল। নূতন বাসায় ধর্ম্মসাধন আরম্ভ করিল, দুই মাস মধ্যে আবার সকলই পুরাতন হইল। অন্য পল্লীতে বাস করিল, আবার সে স্থানও পরিত্যাগ করিল। গৃহ, পরিবার, সঙ্গী, জীবনের কার্য্য, কোন কিছু সাধনেরই স্থিরতা নাই দৃঢ়তা নাই, সকল বিষয়েই চিত্তচাঞ্চল্য। কখনও নদীকূল, কখনও বৃক্ষতল, কখনও বহু সঙ্গী আশ্রয় করিল, কখনও বা একাকী নির্জনে বাস করিতে লাগিল। সব ছাড়িয়া পাঁচ দিন কেবল পুস্তকই পড়িতে লাগিল, দুমাস একেবারে পুস্তক না দেখা সার করিল। এ সকল বাসা বাটীর ধর্ম্ম। যতক্ষণ রুচি, ধর্ম্মসাধন ততক্ষণ। আজ এক প্রণালী গ্রহণ করিল, কালে উহা পরিত্যক্ত হইল। চঞ্চলচিত্ত ব্রাহ্ম, বাসা হইতে বাসায়, দেশ হইতে দেশে, গ্রাম হইতে গ্রামে পর্য্যটন করিতে লাগিল, কিছুই ভাল লাগে না।

পিতার ভবনে প্রেম-গৃহেতে বাস করিলে যেরূপ স্থিরচিত্ত স্থিরসুখ হয় সেরূপ হইতেছে না। বাসাতে কখনও পরিবারের ভাব মনে পড়ে না, পাঁচ জনকে বন্ধু মনে হয় না। মনে হয় এই এখন আছি অপরাহ্লেই চলিয়া যাইব। ইহাতে দৃঢ়তা বা আসক্তি জন্মে না, স্থায়ী সুখ হয় না। এক বাসায় দশ জন বাস করে, অথচ তাহারা যেন এক একজন এক এক বাসায় বাস করিতেছে। মন্দিরে এক শত জন একত্রে বসিয়া উপাসনা করিল, সকলের পক্ষে মন্দির বাসাবাটী। সকলে আসিয়াছে পরে আবার চলিয়া যাইবে। পিতার ভবনে ভাই ভগ্নী স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধব সকলে মিলিয়া ঈশ্বরের পূজা করিল, সংসার পালন করিল,

কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া যাইবে না, সর্ব্বদা নিকটে থাকিবে, বিপদ দুঃখ মৃত্যু কিছুতেই ছাড়িবে না, শেষক্ষণ পর্য্যন্ত সকলে একত্র থাকিবে, ইহাই স্বাভাবিক যোগ। বাসাবাটী লোকারণ্য, কিন্তু কিছুকাল পরে দেখিতে পাইবে সকলে এদেশ ওদেশ চলিয়া যাইবে, কেহ আর একত্র থাকিবে না। বাসার আলাপ পশু পক্ষীর আলাপের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। সুখের বৃক্ষ রোপণ করিলে তাহাতে কিছু ফল হয় না।

সকলে মিলিয়া এমন উপাসনা করিল, পরক্ষণেই দেখ কেহ কাহাকেও চিনে না। সকলে মিলিয়া কার্য্য করিল, যাই কার্য্য শেষ হইল কে কোথায় পলায়ন করিল। বাসার ভাব এইরূপ, কিন্তু বাড়ীর সেরূপ নয়। বাসা-গৃহ-বাসীর জীবন, বসৎবাটী-বাসীর জীবন সমান নয়। এখন আইস আমরা গৃহে স্থির হইয়া থাকিবার যত্ন করিব। এক স্থানে বাড়ী প্রস্তুত করিয়া চিরদিন অনন্তকাল তাহাতে থাকিব। কিরূপে সাধন করিব, কাহাদের সঙ্গে একত্র বাস করিব, কাহারা আপনার লোক এ সমুদয় স্থির করিয়া লইবার উপায় স্থির করিব। প্রাতে উঠিবার সময় আলোচনা করিব ঠিক গৃহে বসিয়া আছি কি বাসায় আছি। এখানে কি বাণিজ্যের অনুরোধে মিলিত হইয়াছি, না ইহারা সকলে ঘরের লোক বাড়ীর লোক? যাহাদের সঙ্গে একত্র বাস করিতেছি, তাহাদের প্রতি মন টানে কি না? সহজেই বুঝা যায়, সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায়, আমরা এখানে বাসায় আছি কি চিরস্থায়ী বাটীতে বাস করিতেছি। আর যেন কেহ বাসায় বাস না কর, এ পাড়া ও পাড়া করিয়া না বেড়াও, সকলে স্থির হইয়া গৃহে প্রবেশ কর। ভাল করিয়া গৃহ সাজাইয়া আপনার বাড়ীতে বাস কর, আর পরিবর্ত্তন হইবে

না। এখন নিজ-গৃহে বাস করিব, নিজের সংসারে থাকিব, নিজ-আত্মীয় বন্ধুজনকে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে যোগ স্থাপন করিব; সেই গৃহে স্থির হইয়া বসিয়া সকলে একত্র গৃহসাধন করিব।

ব্রাহ্মগণ, একবার সকলে ভাবিয়া দেখ তোমরা সকলে কোন্ দিকে যাইতেছ। তোমরা ব্রহ্মের চরণপদ্মে স্থির হইয়া বাস করিতেছ কি না? একবার স্থির হইয়া তোমাদের প্রেম ভক্তি ব্রহ্মে অর্পণ কর, নিজ-গৃহ ঠিক করিয়া, জীবন স্থির কর, সেখানে নির্ব্বিঘ্নে চিন্তা ধ্যান পূজায় প্রবৃত্ত হও। আপনার ঘর বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিয়া রাখ, যাহাতে চঞ্চলতা না হয় তাহাই কর। আজ একরূপ লোকের সঙ্গে মিলিত হইলাম, কাল আর একরূপ লোকের সঙ্গে মিলিত হইলাম, আর যেন এরূপ না থাকে। আপন গৃহে শান্তি সম্ভোগ কর, বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে অনন্তকালের জন্য মিলিত হও। এ গৃহে তস্কর প্রবেশ করিতে পারিবে না, শান্তি ক্ষয় হইবে না। পুণ্যের ঘরে শান্তির ঘরে স্থির হইবার চেষ্টা কর, চিত্তচাঞ্চল্য জীবনের চাঞ্চল্য যাহাতে না থাকে তাহাই কর। দেখিলেই যেন লোকে বুঝিতে পারে ইনি গৃহবাসী। ইঁহার সব স্থির হইয়াছে, ধনের সঙ্গতি হইয়াছে। ইনি শান্তি সম্বল করিয়াছেন, আনন্দ সঞ্চয় করিয়াছেন। আর এ ঘর হইতে ঈশ্বরকে বিদায় করিয়া দিব তাহার সম্ভাবনা নাই। আর এখন ইনি পরাধীন পরের দাস নহেন, পিতার অনন্ত গৃহে বাস করিতেছেন। সকল ব্রাহ্মভ্রাতাগণ বাসা পরিত্যাগ কর। পিতার গৃহে বাস করিয়া যাহাতে স্বর্গধাম, বৈকুণ্ঠধাম ইহকাল পরকাল এ ভেদ না থাকে তাহা কর। ইহলোকেই ব্রহ্মপদতলে ব্রহ্মকল্পতরুমূলে গৃহে অধিবাস কর। বাসার ব্রাহ্মসমাজ বাসার

ব্রহ্মমন্দির বিদায় করিয়া দাও। যদি গৃহ সম্পূর্ণ না হয়, অন্ততঃ গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ হউক। ভ্রাতৃগণ, বন্ধুগণ, পুনরায় বলি অস্থায়ী বাসার জীবন পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে স্থায়ী হইতে পার এমন গৃহ নির্ম্মাণ কর, যে গৃহে ইহকালেও সুখ পরকালেও সুখ সম্ভোগ করিতে পারিবে।

বন্ধনই মুক্তি।

রবিবার, ১লা আশ্বিন, ১৭৯৯ শক; ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

একটী প্রসিদ্ধ কথা আছে মনের সঙ্গে লাগে না। "সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং" পরবশ দুঃখের কারণ আত্মবশ সুখের কারণ। এটী পরীক্ষিত হইয়াছে, মন আর ইহাতে সায় দিতে পারে না। কথাটী জ্ঞানগর্ভ, ইহাতে অমূল্য সত্য আছে মানিলাম, কিন্তু আমরা ইহাকে যে ভাবে দেখিতেছি, তাহাতে ইহা সত্য নহে। পরবশ দুঃখের কারণ আত্মবশ সুখের কারণ, এ মত গ্রহণ করিতে হইলে অনেককে ভ্রমকূপে পড়িতে হয়। জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও এ কথার মূলে সত্য আছে, ফলে ইহা অসত্য হইয়া পড়ে। পরীক্ষার সময় এমন অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয় যে, পরবশ সুখের কারণ আত্মবশ দুঃখের কারণ হয়। পরীক্ষার সময়ে সাধনের সময়ে সুখের কারণ কি? বন্ধে আনন্দ, না মুক্তিতে আনন্দ? বন্দী সুখী না স্বাধীন সুখী? এখানে বদ্ধ ব্যক্তিরই আনন্দ, বদ্ধ ব্যক্তিই সুখী। এখানে কারাগারই সুখের স্থান, প্রশস্ত মাঠ সুখের স্থান নহে। যেখানে হাতে শৃঙ্খল পায়ে শৃঙ্খল সেই শান্তি-নিকেতন।

যেখানে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারি, কেবলই স্বেচ্ছাচার, সেই কি শান্তি-নিকেতন? ইহাই কি ব্রহ্মমন্দির? অধীনতা দুঃখের কারণ ইহাই কি ঠিক কথা? ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া কি বলিতে পার, যখন স্বাধীন তখন সুখী, যখন পরাধীন, তখন দুঃখী। যখন যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে পার, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার কোন বাধা নাই, কোন প্রতিবন্ধক নাই, যথেষ্ট ক্ষমতা আছে, বল আছে, বুদ্ধি আছে, উপায়ের কোন অভাব নাই, তখনই কি সুখী? ভাবিতে পার রাজার ন্যায় যথেচ্ছা ব্যবহার যথেচ্ছা কর্ম্ম করিতে পারিলে সুখী হওয়া যায়। স্বেচ্ছাচারের অভিধানে ইহাই স্বাধীনতা বলিয়া আখ্যাত। ফলতঃ ইহা সুখের কারণ নয়। মুক্তি শব্দটী ভাল, কিন্তু ইহা যেরূপে গৃহীত হয় তাহা মন্দ। মুক্তির অর্থ সমুদয় বন্ধন চূর্ণ করিয়া ছেদন করিয়া ফেলা। সমুদয় বন্ধন-মুক্তিই যদি মুক্তি হয়, ভক্তেরা ইহার প্রতিবাদ করেন। স্বর্গে তাঁহারা বলিবেন আমরা মুক্তির প্রার্থী নই। এরূপ মুক্তির তাঁহারা শত্রু ও বিরোধী, তাঁহারা ইহার বিপরীত ভাব অভিলাষ করেন। তাঁহারা বলিবেন আমরা বন্ধন চাই মুক্তি চাই না; আমরা রজ্জু দ্বারা দৃঢ় বদ্ধ হইতে চাই।

সকল প্রকারের শাসন-মুক্ত মুক্ত নয়। ভক্ত ভক্তি চান, দাস মুক্তি চান। দাস আবার মুক্ত কিরূপে? দাসে মুক্ত ভাব কখনও কি সম্ভব? দাস আর বদ্ধ একই। দাসত্ব-স্বীকার মুক্তি এ কি প্রকারের কথা? ভক্ত এ কথা শুনেন না। তিনি ভক্ত হইয়া অবশেষে ক্রীত দাস হন। তিনি ধর্ম্মের দাস, সত্যের দাস, প্রেমের দাস, ঈশ্বরের দাস হইতে অভিলাষ করেন। সুতরাং তিনি মুক্তি

চান না বন্ধন চান। তিনি দাসত্বের কষ্ট দাসত্বের কলঙ্ক দেখিয়া ভয় পান না। তিনি চান তাঁহাকে চিরকিঙ্কর চিরক্রীত দাস করিয়া রাখা হয়। তিনি শত রজ্জুতে ঈশ্বরের চরণে বদ্ধ হইতে অভিলাষী। শত রজ্জু সহস্র লৌহশৃঙ্খল হয়, এই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। তিনি দাস্য চান মুক্তি চান না, তাঁহার নিকট বন্ধনই মুক্তি। ব্রাহ্মের জীবনে কি কোন শাসন চাই না? যদি চাই তবে সহস্র রজ্জুতে বন্ধন কি মুক্তি নহে? ব্রাহ্মধর্ম্ম কি বলিয়া দেন? যে যত শাসিত সেই শুদ্ধ, যে যত বন্ধনমুক্ত সেই তত পাপে জড়িত। স্বেচ্ছাচারী দুঃখী ও পাপী, কিন্তু শত সহস্র রজ্জুতে যে বদ্ধ সে পবিত্র ধার্ম্মিক এবং সুখী। এই ব্যক্তি ঈশ্বর এবং পরকালের জন্য ভীত, সর্ব্বদা নির্ম্মল থাকিবার জন্য যত্নশীল। আমরা কি ঈশ্বরের নিকটে এই বলিয়া প্রার্থনা করিব, "হে ঈশ্বর। বন্ধনে বড় কষ্ট, বন্ধন খুলিয়া দাও," না এই বলিব, "হে ঈশ্বর। এক গুণ বন্ধন শত গুণ করিয়া দাও।" চারিদিকে রজ্জু দ্বারা বদ্ধ হইলে, আর হাত পা নাড়িবার উপায় না থাকিলে, তবে জানিলাম মুক্ত। নিশ্চয় জানিও শাসনে শুদ্ধি শাসনে সুখ। সোমবার হইতে শনিবার পর্য্যন্ত প্রতিদিন নিয়মিত দশটার সময় কার্য্যালয় যাইতে হয়। সকলেই ভাবে ইহার চেয়ে আর কঠোর নিয়ম নাই। সকলেই এ জন্য আপনাকে অসুখী মনে করে। কিন্তু ভাবিয়া দেখ সোমবার হইতে শনিবার পর্য্যন্ত যত অসুখ, রবিবারে তদপেক্ষা অধিক অসুখ। যে দিনে নিয়ম নাই, স্বাধীন স্বেচ্ছাচার, সেই দিন কষ্টের দিন। যত রোগ ব্যাধি সেই দিনই হইয়া থাকে। যাহা ইচ্ছা তাহা করিলাম, নিয়ম লঙ্ঘনে কিছু সঙ্কোচ হইল না, স্বেচ্ছাচারে অসুখ ব্যাধি উপস্থিত হইল,

পরিশেষে তাহা হইতে অধর্ম্ম সঞ্চয় হইল। প্রকৃতি শরীরকে কতকগুলি রজ্জু দিয়া বান্ধিয়া রাখিয়াছে। যে ব্যক্তি শরীর সম্বন্ধে নিয়ম প্রতিপালন করে, শারীরিক নিয়মের বশবর্ত্তী হয়, তাহার শরীর সুস্থ হয় পুণ্যের আধার হয়। যত আমরা নিয়মের বশবর্ত্তী আমরা তত সুখী। শরীর সম্বন্ধে ইহা যেমন, আত্মা সম্বন্ধেও তেমনই।

যখন আমরা ব্রাহ্ম হই, প্রতিদিন অন্ততঃ একবার পূজা করিতে হইবে এই নিয়মে বদ্ধ হই। সেই এক কঠোর নিয়মের লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ ছিলাম বলিয়া, আজ আমরা উপাসনা করিয়া ব্রহ্মপূজা করিয়া কৃতার্থ হইতেছি। আজ সহস্র মুখে এই নিয়মের প্রশংসা করিতেছি। যদি আমরা আমাদের রুচির উপরে উপাসনা পূজা রাখিয়া দিতাম, আজ ব্রহ্মে নিমগ্ন হইতে পারিতাম না; যোগ ধ্যানের মধুরতা অনুভব করিতে পারিতাম না। এখন যে উপাসনায় সুখী হইতেছি, কোথা হইতে? এই নিয়ম হইতে। প্রেমের সুখ নিয়মের বশবর্ত্তী হওয়াতে। যাহার যেমন ইচ্ছা যদি সে তেমনই করিল, কোন নিয়মের অধীন হইল না, পরের ভাব ইচ্ছা রুচি গ্রহণ করিল না, সকল সময়ে সকল বিষয়ে নিজের ইচ্ছা প্রবল রাখিল, তবে আর পরস্পরের মধ্যে বিশুদ্ধ প্রণয় হইতে পারে না। শরীরের নিয়ম প্রতিপালন করিলে শরীর সুখী, আত্মার নিয়ম প্রতিপালন করিলে আত্মা সুখী হইবে। এই সুখের উপরেই নিজ চরিত্র নির্ভর করে। যোগ ধ্যান প্রেম সকলেতেই নিয়ম অনুসরণ করিব। যত নিয়ম মানিব, তত সুখী হইব। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা চঞ্চল, কোন নিয়ম মানে না, কোন বন্ধন স্বীকার করে না, যেমন ইচ্ছা তেমনই করে, কিছু করিতেই ভয় হয় না, যাহা করিতে ইচ্ছা করে তাহাই অনুষ্ঠান করে, সেই

স্বাধীন সেই সুখী, যে এ কথা বলিল তাহার ভিতরের জীবন কি প্রকার,বুঝা গেল। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী, প্রবৃত্তির অধীন সে যে পাপ করিবে ইহা নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়। যে নিয়ম মানে না সে অধার্ম্মিক। সহস্র রজ্জুতে বদ্ধ না হইলে কেহ ভাল হইতে পারে, না, কেহ সুখী হইতে পারে না। ঈশ্বর যখন যাহা দিবেন তখন তাহা গ্রহণ করিবে, যখন যেরূপে চালাইবেন সেইরূপে চলিবে, ঈশ্বর যখন দেখা দিবেন তখন দেখিবে, যখন শ্রবণ করাইবেন তখন শ্রবণ করিবে, যে সকল বিষয়ে বদ্ধ, সকল বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন, যাহার ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া ইচ্ছা নাই সামর্থ্য নাই বল নাই, সে ব্যক্তি কখনও স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না। যখনই কাহাকেও দেখিব শৃঙ্খলে বদ্ধ, তৎক্ষণাৎ বলিব তাহার ভিতরে আনন্দ ভিতরে স্বর্গ। যে যত অধীন দাস, তাহার মনে তত বিমল আনন্দ। যে সকলের মস্তকের উপরে বসিতে যায় তাহার মস্তক পাপেতে লজ্জাতে অবনত হয়। যাহার ব্যবহার পরাধীন সেই সুখী। যে সেবক হইল দাস হইল আপনার স্বাধীনতা বিক্রয় করিল, এ পৃথিবীতে ও পরলোকে সেই সুখী হইবে। অতএব বলিতেছি সকলে নিয়মের বশীভূত হও। নিয়মের বশীভূত হইলে আর উহা নিয়ম বলিয়া বোধ থাকিবে না। অসুস্থ শরীরে সুস্থতা রক্ষার জন্ত নিয়ম পালন করিতে করিতে যেমন উহা সহজ হয়, বিকৃত আত্মার সুস্থতার জন্ত নিয়ম পালন করিতে করিতে উহাও তেমনই সহজ হয়। যে রসনা কলঙ্কিত হইয়াছিল অপবিত্র হইয়াছিল, যে মন যে হৃদয় কলুষিত হইয়াছিল, নিয়ম পালন করিতে করিতে সমুদয় দোষ চলিয়া যায়, সমুদয় অপবিত্রতা বিনষ্ট হয়। এ অবস্থায় নিয়ম পালন স্বাভাবিক হইবে, শাসন সহজ

হইয়া পড়িবে। যিনি আমাদিগকে নিয়মে বদ্ধ করেন শাসন করেন, তিনি সুখদাতা মুক্তিদাতা। যিনি বান্ধেন তিনিই মুক্তি দেন। যদি মুক্ত হইতে চাও বন্ধনকে আলিঙ্গন কর, শৃঙ্খলে বদ্ধ হও। ইহাতে নিজের পরিবারের দেশের এবং সমুদয় পৃথিবীর মঙ্গল হইবে, অন্যথা সকলকেই মরিতে হইবে। যতই স্বেচ্ছাচার ততই দুর্গতি, ততই পাপ এবং অন্ধকার।

নৃত্য উচিত কি না ?

রবিবার, ৮ই আশ্বিন, ১৭৯৯ শক, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

যাহা হইতে ঈশ্বর ভক্তকে বাঁচান, আবার তাহাতেই তাহাকে ফেলেন। ভক্ত যদি এ কথা বলেন, তাহার অর্থ কি ? ভক্তকে ঈশ্বর যে বিপাক হইতে রক্ষা করিলেন, আবার সেই বিপাকে ফেলিলেন, এরূপ কোন্ বিষয়ে হইয়া থাকে ? ঈশ্বরের নামের মধ্যে একটী নাম লজ্জানিবারণ। যে সকল কার্য্য হইতে লজ্জা হয়, ঈশ্বর তাঁহার সাধকগণকে সেই সকল ব্যাপার হইতে রক্ষা করেন। জনসমাজে যে সকল কার্য্য লজ্জাকর, ঈশ্বর সাধককে সর্ব্বদা তাহা হইতে দূরে রাখেন। পাঁচ জন লোক যে কার্য্যে লজ্জা দেয়, তাহা হইতে তাহাকে এত যত্নের সহিত রক্ষা করেন যে, তাঁহার একটী বিশেষ নাম হইয়াছে। যদি তাঁহার লজ্জা নিবারণ করা একটী বিশেষ গুণ না থাকিত তবে তাঁহার লজ্জানিবারণ নাম কখনই হইত না। ইতিহাস পাঠ করিলে কি দেখিতে পাওয়া যায় না, তিনি তাঁহার ভক্তগণকে কেমন লজ্জা হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়াছেন ? এ কথাই

বা কেন বলি যে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে? আমাদিগেরই জীবনে ইহা বারবার ঘটিয়াছে। একবার নয় দুইবার নয় কতবার আমরা লজ্জা হইতে রক্ষা পাইয়াছি। সাধক এমন অবস্থায় পড়িলেন যে তাঁহাকে তজ্জন্য চিরদিন দশ জনের নিকট লজ্জিত থাকিতে হইল। সেই সময়ে এমনই ব্যাপার, এমনই ঘটনা ঘটিল যে, তিনি সেই লজ্জা হইতে উদ্ধার পাইলেন। কে এইরূপ ব্যাপার দ্বারা সাধককে বাঁচাইলেন? সেই লজ্জানিবারণ ঈশ্বর। তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া যদি সাধককে রক্ষা না করিতেন, তবে আর তাঁহাকে কে রক্ষা করিতে পারিত? সাধক এমন লজ্জাকর কার্য্যে পড়িয়াছিলেন যে, আর তিনি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতেন না।

কত সময়ে কত পাপ কত সমাজবিরুদ্ধ কার্য্য অনায়াসে ঘটিতে পারে যাহাতে সমাজের নিকট অপমানিত নিন্দিত এবং ঘৃণিত হইতে হয়, পাঁচ জনে অভদ্র বলে, কাহার নিকট আর যাইবার সাহস থাকে না। কত সময়ে সংসারের রীতি নীতি হইতে পদস্খলন হয়, অপদস্থ হইতে হয়, জীবনে এমন পাপ ঘটে যে লোকালয়ে মুখ দেখাইতে পারা যায় না, জঙ্গলে চলিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়। কত লোক অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখায়, দেখ ঐ সেই ব্যক্তি, যে এরূপ ঘৃণিত কার্য্য করিয়াছে। এরূপ লজ্জার ব্যাপারে কত ভদ্র লোক সন্ন্যাসী হইয়া অরণ্যে চলিয়া গিয়াছে। আবার জিজ্ঞাসা করি এরূপ বিপাক হইতে কে রক্ষা করেন? ঈশ্বর। তিনি কত যত্নে কত প্রকারে সাধককে পাপ হইতে লজ্জা হইতে অপদস্থতা হইতে রক্ষা করিলেন। সাধক সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অনায়াসে বুঝিতে পারেন এরূপ ঘটনা তিনিই সঙ্ঘটিত করিলেন! যদি ঈশ্বর

সাধককে রক্ষা না করিতেন সাধকের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইত, পাঁচ জনের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতেন না, ধর্ম্মের কার্য্য শেষ হইয়া যাইত, উৎসাহ চিরদিনের জন্য নির্ব্বাণ হইত। লজ্জা অতি ভয়ানক। ইহাতে প্রাণ ভাঙ্গিয়া যায়, উৎসাহ-প্রদীপ নির্ব্বাণ হয় আর ভাল হইবার ইচ্ছা থাকে না। ধন মান সম্ভ্রম গৃহ অট্টালিকা এক লজ্জায় মানুষ সকলই ছাড়িয়া চলিয়া যায়। ইহাতে মানুষের ধর্ম্ম বিলোপ করে, এমন কি ইহারই জন্য মনুষ্য আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করে।

ঈশ্বর এইজন্য সাধকের লজ্জা নিবারণ করিয়া লজ্জানিবারণ নাম ধারণ করিলেন, এতদিন সকল প্রকারের লজ্জা হইতে রক্ষা করিলেন। কিন্তু যাহা হইতে তিনি তাহাকে রক্ষা করিলেন, আবার তিনিই তাহাকে তাহাতে ফেলিলেন। তিনিই তাহাকে নির্লজ্জ করিলেন। পৃথিবীর যত প্রকার লজ্জার ব্যাপার আছে, ঈশ্বর সাধককে অতি যত্নে তাহা হইতে রক্ষা করিলেন, কিন্তু ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত করিয়া লোকের নিকট তাহাকে নির্লজ্জ করিয়া তুলিলেন। সাধক খোল বাজাইয়া ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, দীর্ঘকাল ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন, পথের মধ্যে পাঁচ শত লোক—সেখানে ঈশ্বরের নাম শ্রবণ করাইতে লাগিলেন, পৃথিবীর লোক সাধককে পাগল ও নির্লজ্জ বলিতে লাগিল। যিনি সহস্র লজ্জা হইতে রক্ষা করিলেন, তিনিই লজ্জা বিনাশ করিলেন, ধর্ম্মসাধনে নির্লজ্জ করিলেন। লজ্জা অধর্ম্ম করিতে কি ধর্ম্ম করিতে? অধর্ম্ম ছাড়িতে হইবে। যদি অধর্ম্ম ছাড়িতে গিয়া নির্লজ্জ হইতে হয় ক্ষতি নাই। ভক্তিরাজ্যের গভীর অবস্থা নির্লজ্জের অবস্থা। ভক্ত হইলে, ধার্ম্মিক হইলে, অনুরাগী হইলে, লোক নির্লজ্জ হয়, সমুদয় ভয় চলিয়া যায়, আশ্চর্য্য প্রেম

প্রস্ফুটিত হয়। ভক্তের চক্ষে জল পড়িতেছে, তিনি কখনও হাসিতেছেন, কখনও ঈশ্বরের নাম লইয়া চীৎকার করিতেছেন। পাঁচ জন বলিবে এ ব্যক্তি উন্মত্ত হইয়াছে, এ ব্যক্তি অসভ্য। প্রেম সম্বরণ করিতে পারে না কেন?

ভক্তির সমাপ্তি কোথায়? নৃত্য ভক্তির পরিসমাপ্তি। তিনি কখনও হাসিতেছেন, কখনও কাঁদিতেছেন, কখনও ধ্যান করিতেছেন, কখনও প্রেমমদিরা পানে উন্মত্ত হইয়া নির্লজ্জ ভাবে গান করিতেছেন, নৃত্য করিতেছেন। এখন জিজ্ঞাসা এই, নৃত্য সঙ্গত কি অসঙ্গত? নৃত্য কুমতি জন্ম কি ঈশ্বরের ভক্তি জন্ম? নৃত্য জনসমাজে রক্ষা করা উচিত কি উহাকে তাড়ান উচিত? যদি ঈশ্বরকে ভক্তি করা কর্ত্তব্য হয়, তবে নৃত্যের অত্যন্ত আবশ্যক। নৃত্য না করিলে ভক্তি হয় না। অন্তরে প্রেম থাকিলে উহা নৃত্যে প্রকাশ হইয়া পড়িবে, যদি নৃত্য না হয়, অন্তরে প্রেম নাই। নৃত্য সম্বরণ করিতে হইবে এ মত কি প্রকার? নৃত্য যে স্বাভাবিক। বালক আহ্লাদে নৃত্য করিয়া থাকে, বৃদ্ধ কখনও নৃত্য করে না। বৃদ্ধ সর্ব্বদা সঙ্কুচিত, তাহার চক্ষু দশ জনের উপরে পড়ে। যাহার চক্ষু দশ জনের উপর পড়িল সে কখনও নাচিতে পারে না। নৃত্য সম্বরণ করি কেন? লোকভয়ে। শিশুর লোকভয় নাই, সে স্বভাবের অনুরোধে নৃত্য করিতে থাকে, তাহাকে নৃত্য করিতে না দিলেই সে অসুখী। ভক্তিতে অশ্রুপাত হইবে বিহ্বল করিবে এবং পরিশেষে নৃত্য আসিবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে জিজ্ঞাসা হইতে পারে ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে যথার্থ নৃত্য কি? ব্রাহ্মধর্ম্মেও নৃত্য আছে, কিন্তু সে নৃত্য বাহিরে নয় অন্তরে। কোন কালে প্রেম কি যে জানে না, সে

নৃত্য বুঝিতে পারে না। সে নৃত্য বাহ্যিক নয় আত্মার নৃত্য। মনোহর সুন্দর পরমেশ্বরকে দেখিয়া হৃদয় নাচিল, ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া উন্মত্ত হইয়া প্রাণের ভিতরে তাঁহাকে ধারণ করিল, বাহিরের একটী লোকেও তাহার সংবাদ পাইল না, কিন্তু ভক্ত হৃদয় মধ্যে স্বর্গের সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিল।

যখন বড় আমোদ হয় আহ্লাদ হয় ছেলেরা নাচিতে থাকে। একটা ক্রীড়ার সামগ্রী পাইলে শিশুর আর নৃত্য থামে না। আনন্দ স্ফূর্ত্তি প্রফুল্লতা তাহার শরীরকে বশীভূত করিয়া ফেলে আর আপনার উপর কর্ত্তৃত্ব থাকে না। তাই প্রফুল্লিত শিশুর শরীর নাচিল। প্রফুল্লতার শেষ হইল, সুখেরও শেষ হইল। প্রেমময় পিতা ভক্ত সন্তানকে স্বর্গের পুতুল দেখাইলেন, সে পুতুল কি চমৎকার মনোহর। ভক্ত দেখিয়া প্রফুল্লিত হইল, আহ্লাদ-সাগরে ডুবিল। তখন সে নাচিল, বাহিরে নয় কিন্তু স্বর্গের ঘরে ক্রমান্বয়ে নাচিতে লাগিল, তোমার প্রেম হইয়াছে কি না নৃত্য তাহার সাক্ষী। হৃদয়ে মনোহর মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া ভক্তের আত্মা নাচিল, এটা স্বর্গের দৃশ্য। হৃদয় যদি পাঁচ মিনিটও নাচে তবুও ধন্য। ভক্ত চুরি করিয়া হৃদয় মধ্যে নৃত্য করিতেছেন। থামাইতে পারিতেছেন না, এ কি সামান্য ব্যাপার! বাহিরের নৃত্য উপাদেয় কিন্তু আত্মার মধ্যে নৃত্য সুন্দরতর এবং মনোহর। বাহিরে নৃত্য করিলে ভক্তি তত সুসিদ্ধ হয় না, যত অন্তরে অন্তরে নৃত্য করিলে হয়। জিজ্ঞাসা করি কয়জন ব্রাহ্ম, এরূপ নৃত্য করিতে শিখিয়াছেন? আমরা সভ্যতার অনুরোধে কি নৃত্যকে বিদায় করিয়া দিব? এ বিষয়ে কখনও মত দিতে পারি না। আহ্লাদ আমোদ

কেন ছাড়িব? ব্রহ্মের সঙ্গী হইয়া হৃদয় নাচিবে, মনের ভিতর চাঞ্চল্য উপস্থিত হইবে, মন অস্থির হইয়া পড়িবে, তার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণযোগে যোগী হইব, যোগানন্দে নৃত্য করিব। 'এ আমোদ কখনই ছাড়িতে পারি না। সকল সভ্যতা দূর করিয়া দিয়া পাঁচ মিনিট নয় পাঁচ ঘণ্টা, পাঁচ ঘণ্টা নয় পাঁচ দিন, পাঁচ দিন নয় অনন্তকাল নৃত্য করিতে থাকিব। শরীর চিরদিনের সঙ্গী নয়। স্বর্গে গেলে যে নৃত্য করিতে পারা যায় না, সে নৃত্য কিছু নয়। যথার্থ ভক্ত অন্তরে নৃত্য করেন, এমন ভাবে নৃত্য করেন যে, সে নৃত্য আর অনন্তকাল থামে না।

হে ব্রাহ্ম! তোমার প্রাণ নৃত্য করুক। চল সকলে মিলিয়া হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য করি। কেন সকলে ম্লান হইয়া আছ? কেন দুঃখী হইয়া আছ? মনকে নাচাও সুখী হইবে। শিশুকে নাচিতে না দিলে সে যেমন বিষণ্ণ হয় তেমনই মনকে নাচিতে না দিলে মন ম্লান হয়। স্বর্গে পরম পিতা ডাকিলেন, তথাপি নাচিলে না, পরে কাঁদিতে হইবে। একবার নৃত্য কর সকল বিষাদ চলিয়া যাইবে। একবার প্রেম-উদ্যানে গিয়া বস, দেখিবে মনপাখী নাচিবে। চিরদিন নৃত্য করিতে থাক কৃতার্থ হইবে। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা আত্মার আধ্যাত্মিক নৃত্য চিরদিন সম্ভোগ করিতে পারি।

বৈদিক ও পৌরাণিক অদ্বৈতবাদ।

রবিবার, ১৫ই আশ্বিন, ১৭৯৯ শক, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

বেদেও অদ্বৈতবাদ আছে, পুরাণেও অদ্বৈতবাদ আছে। এই অদ্বৈতবাদের গূঢ় মর্ম্ম বুঝিলে মন উত্তেজিত হয়, ঈশ্বরের দয়া ও প্রেমের গূঢ় ভাব বুঝিতে পারা যায়। অদ্য যাহা বলিতেছি, ইহা কঠোর কথা নহে, বলিবার উপযুক্ত, শুনিবার উপযুক্ত। ইহার গূঢ় মর্ম্ম সকলে মন দিয়া শুন। এই মাত্র শুনিলে বেদেও অদ্বৈতবাদ আছে, পুরাণেও অদ্বৈতবাদ আছে। মনুষ্য যখন আদি শাস্ত্রের মতে চলে, তখন আত্মার আকাশে উড়িতে থাকে। আত্মার সূক্ষ্ম জ্ঞান অবলম্বন করিয়া চিদাকাশে ভ্রমণ করে। এইরূপে ভ্রমণ করিয়া কি হইল? সাধক ব্রহ্মে বিলীন হইলেন। চারিদিকে ব্রহ্ম আমি তন্মধ্যে বসিলাম, আমি ব্রহ্মময় হইয়া গেলাম, ক্রমে একেবারে ব্রহ্মে বিলীন হইলাম। এক বিন্দু জল সিন্ধুতে বিলীন হইয়া গেল। জীব ব্রহ্মে লয় পাইল, একটী মাত্র পদার্থ রহিল, এই পদার্থ ব্রহ্ম। এই পুরাতন অদ্বৈতবাদ, জ্ঞানে অদ্বৈতবাদ ধ্যানে অদ্বৈতবাদ। ভাবিতে ভাবিতে মনুষ্য গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইল, আমি কোথায় আছি আর ভাবনা থাকিল না, এক সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম সকল গ্রাস করিলেন, চিদাকাশে ক্ষুদ্র মন বিলুপ্ত হইয়া গেল। যদি বুদ্ধি-ভ্রষ্ট মন, বিকৃত হয়, মন আপনাকে আপনি হারাইয়া ফেলে, সাধক জ্ঞান-তরীকে আর সামলাইতে পারে না, তখন ব্রহ্মোপাসনায় সকলই বিলোপ হইয়া যায়।

যখন বেদ ছাড়িয়া পুরাণে আসিলে, পুরাণ ঈশ্বরকে দয়ার অবতার

করিল। মনুষ্যের দুঃখ পাপ কুসংস্কার বিমোচনের জন্য ঈশ্বর অবতীর্ণ হইলেন, এই পুরাণের কথা। এখানে প্রথমতঃ অদ্বৈতবাদ নাই, কিন্তু দেখ মন ক্রমে কোথায় গিয়া উপস্থিত হয়। পুরাণ দ্বৈতভাবে আরম্ভ। পৌরাণিকগণ অবতীর্ণ ঈশ্বরকে পূজা করিতে লাগিল, সাক্ষাৎ তাঁহার রূপ দর্শন করিতে লাগিল। পুরাণে রূপের উপাসনা রূপের পূজা। কিন্তু দেখ ক্রমে ক্রমে এই এক অবতার কোথায় গিয়া শেষ হইল। প্রথমতঃ এক ব্যক্তির মধ্যে ঈশ্বরের অবতার বদ্ধ ছিল, সেই ব্যক্তির কার্য্য ঈশ্বরের কার্য্য বলিয়া গৃহীত হইত। শেষে ঘোর অনাবৃষ্টির সময়ে বৃষ্টি হইল, লোকে বলিল, দেখ ঈশ্বর বৃষ্টি হইয়া অবতীর্ণ হইলেন। বৃষ্টিতে গ্রামের হিত হইল, বৃষ্টিতে সকলে ব্রহ্মের লীলা দেখিল। আজ প্রাতঃকালে মুষলধারে বৃষ্টি হইল কেন? পৌরাণিক ভক্ত বলিল, এ আমাদিগের ঈশ্বরের লীলা। দেখ বৃষ্টির প্রত্যেক বিন্দুতে ঈশ্বর নৃত্য করিতেছেন। বৃষ্টি পৃথিবীকে পালন করিল, সুতরাং বৃষ্টিকে ঈশ্বর বলিল। জল ব্রহ্ম, জল দ্বারা উত্তপ্ত পৃথিবীর শান্তি হয়। শান্তিবারি অভিষিক্ত হইয়া পৃথিবীর দগ্ধ হৃদয় শীতল হয়, এ জল সামান্য জল নয়। ইহা সাক্ষাৎ অমৃত। গঙ্গাজল ইহার নিকটে অপবিত্র। আজ যে বৃষ্টি হইল, ইহা আর কিছু নহে। স্বর্গ হইতে করুণাবারি বর্ষিত হইল। এ বর্ষণ সাক্ষাৎ ঈশ্বরবর্ষণ। ইহা বৃষ্টি নয়, ভগবান বৃষ্টির আকার ধারণ করিয়া পৃথিবীকে কৃতার্থ করিলেন।

ক্ষুধার সময়ে ভক্ত আহারের সামগ্রী পাইলেন। এই আহারের বস্তু কোথা হইতে আসিল? কুসংস্কার, কুযুক্তি, কুবিজ্ঞান বলিল, ক্ষেত্রে ধান জন্মিল, চাষা সেই ধান বিক্রয় করিল। সেই ধান

হইতে চাল বাহির করিয়া মনুষ্য আপনি রন্ধন করিল, রন্ধন করিয়া উহা আহারের উপযুক্ত করিল। ভয়ানক শব্দে "না" বলিয়া ভক্ত ইহার প্রতিবাদ করিলেন। তিনি বলিলেন ঈশ্বর আপনি শস্য হইলেন, আপনি রন্ধনশালায় গিয়া রন্ধন করিলেন। জগৎ তাঁহাকে পাগল বলিল। ভক্ত সে কথা শুনিলেন না, তিনি বলিলেন তোমরা সকলে মূর্খ, তোমরা অন্ধ হইয়া এরূপ বলিতেছ। আমি স্বচক্ষে দেখিলাম, স্পষ্ট দেখিলাম, ইহার সুবহু প্রমাণ আছে, তুমি যাহাকে পাচক বলিতেছ তিনি পাচক নহেন। তোমরা ইহাঁকে মানুষ বলিতেছ, আমার পক্ষে ইনি ঈশ্বর। তোমরা বলিতেছ এ সকল আহারীয় সামগ্রী সামান্য পৃথিবীর বস্তু, আমি বলিতেছি এ সকল বস্তু সেই ব্রহ্ম। পৌরাণিক ভক্ত অকুতোভয়ে বলেন, ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া আমার ক্ষুধা নিবারণ করেন, তিনিই অন্ন আনিয়া উপস্থিত করেন। তিনিই অন্নদাতা, তিনিই অন্ন। এই বস্তু যাহাতে জীবিত রহিয়াছি ইহা ব্রহ্ম, পুষ্টি ব্রহ্ম, পুষ্টির হেতু ব্রহ্ম। পৌরাণিক ভক্তের নিকট যিনি অন্ন দেন, অন্ন পরিবেশন করেন তিনি ব্রহ্ম। যে অন্নে শরীর পুষ্ট হয় উহা ব্রহ্ম। এই পুষ্টি এবং পোষণ সকলই ব্রহ্ম।

ভক্ত উদ্যানে গিয়া একটা ফুল দেখিয়া হাসিলেন, পুষ্পও তাঁহাকে দেখিয়া হাসিল। তিনি ঘরে আসিয়া বলিলেন, আজ ব্রহ্ম ফুলের আকার ধারণ করিয়া আমার চিত্ত হরণ করিলেন। তিনি যে দ্বৈতবাদে প্রথম জীবন আরম্ভ করিলেন, তাহা চলিয়া গেল, সমুদয় অদ্বৈতবাদে ব্যাপ্ত হইল। এখন তাঁহার নিকটে অন্ন জল বায়ু পুষ্প সকলই ব্রহ্ম হইল। ভক্ত প্রেম-নয়নে দেখিলেন, ঈশ্বরই বন্ধু ঈশ্বরই মিত্র। তিনিই রন্ধন করিয়াছেন, তিনিই বস্ত্র দিতেছেন, তিনিই

টাকা আনিতেছেন, তিনিই তাহার জন্য কার্য্য করিতেছেন। ভক্ত চারিদিকে তাকাইলেন, তিনি ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। অগ্নি জল আকাশ চন্দ্র সূর্য্য বন্ধু স্বজন সাধু ভক্তমণ্ডলী সকলই তাঁহার নিকটে ব্রহ্ম হইল। সুতরাং তিনি বলিলেন, সকলই ব্রহ্ম ব্রহ্ম ব্রহ্ম ব্রহ্ম। প্রেমশাস্ত্র অদ্বৈতবাদ। ব্রহ্ম ভিন্ন প্রেমিকের আর কিছুই নয়নগোচর হয় না। বৈদিক অদ্বৈতবাদ ঈশ্বরকে চিৎ এবং সকলই চিৎ বলিল, পৌরাণিক ভক্ত বলিলেন, আমি জগতও দেখি না, চিৎও দেখি না, আমি দেখি কেবল আমার প্রাণের ঈশ্বর। আমি ফুল দেখি না, কেবল ব্রহ্ম। আমার নিকটে ব্রহ্ম এবং পদ্ম স্বতন্ত্র নহে, ব্রহ্মই পদ্ম পদ্মই ব্রহ্ম। চন্দ্র সূর্য্য পুষ্প যাহাতে রূপ গুণ আছে, সে সমুদয় ভাল বস্তুই ব্রহ্ম, স্বয়ং ব্রহ্ম। পৌরাণিক ভক্ত এই পৃথিবীকেই স্বর্গ করিলেন। ঈশ্বর তাঁহার নিকট প্রেমে অবতীর্ণ হইলেন, সকলই প্রেমময় হইল এবং তিনি সর্ব্বত্র সেই প্রেমময়ের লীলা দেখিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম এই দুই অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে কি বলেন? তিনি বলেন, এ দুয়ের মধ্যে সত্য আছে, ইহাতে দেখিবার এবং সম্ভোগ করিবার বিষয় আছে। প্রেমে মত্ত হইয়া এমনই ভাবে চারিদিকে তাকাইতে হইবে যে, ভক্ত সর্ব্বত্র ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পাইবেন। তিনি স্বতন্ত্র, কিন্তু একটী কথা শিখিতে হইবে, চক্ষু অপবিত্রতা দেখিবে না। চক্ষুকে প্রেমে অনুরঞ্জিত করিলে, একজন ভক্ত রসনায় জয় দয়াময় জয় দয়াময় বলিতেছেন, তন্মধ্যে ব্রহ্মকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার মুখে ব্রহ্ম ক্রীড়া করিতেছেন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়। বন্ধুগণ ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন, শাস্ত্রী শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন শুনিয়া

গা শিহরিয়া উঠিল। ভক্ত বলিলেন, কে আমায় এই সুমিষ্ট সঙ্গীত শুনাইল? কে আমায় এই সকল জ্ঞানের কথা বলিল? অমনই ভক্তের কর্ণে এই গম্ভীর শব্দ প্রবেশ করিল, "আমি তোমার ঈশ্বর।" আমি এই গম্ভীর কথাকে অস্বীকার করিতে পারি না; কিন্তু আমার চক্ষু বিবাদী হইল। সে বলিল, কই এই ত বন্ধুগণকে, এই ত শাস্ত্রী-দিগকে দেখিতেছি, এখানে দেবতা নাই। কর্ণ বলিতেছে আমি প্রমাণ দিতেছি, ঈশ্বর সঙ্গীত শুনাইলেন, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিলেন, তিনি ইহা আপনি বলিতেছেন। চক্ষু কর্ণের বিবাদ উপস্থিত হইল, ভক্তি আসিয়া মীমাংসা করিলেন, যাহা কিছু সত্য তাহা ঈশ্বর। বন্ধু বান্ধব আমার মাত্র। যে সুমিষ্ট কথা শুনিলে, অমৃতের প্রণালী দিয়া ঈশ্বর কথা কহিলেন। হে শাস্ত্রী! বুঝিলাম তুমি খোসা। তোমার ভিতরে থাকিয়া ঈশ্বর অমৃত বর্ষণ করেন। আমি তোমায় ছাড়িয়া তোমার ভিতর হইতে যে সত্য আইসে তাহাই গ্রহণ করিব।

প্রচণ্ড রৌদ্রে উত্তপ্ত হইয়া বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া সুশীতল হইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, কে আমায় আশ্রয় দিয়া শীতল করিল? হে বৃক্ষ! তুমিই কি আমায় সুশীতল করিলে? অমনই দৈববাণী হইল, "আমি তোমার ঈশ্বর" হায়! আমায় এই প্রখর রৌদ্রের উত্তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পথিমধ্যে ঈশ্বর বটবৃক্ষের ভিতরে বসিয়া দুপ্রহরের সময় শান্তি দিলেন, শাস্ত্রীর মধ্য দিয়া শাস্ত্র শুনাইলেন, বন্ধুর মধ্য দিয়া সুমিষ্ট সঙ্গীত শুনাইলেন। হে বৃক্ষ! তুমি আমার পরম উপকার করিলে। আমি তোমার ভিতর দিয়া আমার প্রাণের ঈশ্বরকে দেখিলাম। আমি তোমাদের কাহাকেও অশ্রদ্ধা করিব না, পিতা মাতা ভাই বন্ধু দাস দাসী সকলেই আমার হিতসাধন

করিতেছেন, পরম উপকার করিতেছেন। সকলকেই জিজ্ঞাসা করি, তোমরা কে ? তাই তগ্নীর হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বল তোমরা কে ? মনুষ্য শরীর ধারণ করিয়া লীলা করিতেছ, তোমরা সামান্য নও। সেখান হইতেও এই গম্ভীর ধ্বনি আসিল "আমি তোমার ঈশ্বর।" যেখানে যাই দেখি সকল কাজ তিনিই করেন। বন্ধু বান্ধব পিতা মাতা দাস দাসী সকলেই মিথ্যা, সত্য কেবল ঈশ্বর। কে আমার বন্ধু বান্ধব পিতা মাতা দাস দাসী যাহারা কার্য্য সাধন করিয়া আমার উপকার করিয়া থাকে ? যখন জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরা কে ? তোমরা কে আমার উপকার করিলে ? উত্তর আসিল, "আমি তোমার ঈশ্বর।" আহা কি সুমধুর কথা ! ঈশ্বর আপনি আমার জন্ত দাসত্ব স্বীকার করিলেন। প্রেমের মত্ততা আর অধিক দূর যাইতে পারে কি না সন্দেহ। ভক্তি অদ্বৈতবাদের পথ বন্ধ করিল। সকল বস্তু সকল ঘটনার মধ্যে ঈশ্বর প্রকাশ পাইলেন। কি খাইব, কি পরিব, আর তাহার জন্ত ভাবিও না। ধন উপার্জ্জনের জন্ত সংসারী বিষয়ীর স্তায় চিন্তিত হইও না। ঈশ্বর তোমার হইয়া পরিশ্রম করিবেন, সকল ভার তাঁহার হস্তে ছড়িয়া দাও। তিনি বলিলেন, আমি তোর সকল ভার লইয়া তোকে সুখী করিব! বাস্তবিক সুখী করেন কে ? ঈশ্বর। সুখী করিবার ভার তোমার আমার হাতে নাই। তিনিই নানা রূপ ধারণ করিয়া ঐহিক পারত্রিক জীবনের কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের বিবিধ লীলা স্মরণ কর, আনন্দে নৃত্য করিবে।

ঈশ্বর জগতের ভৃত্য।

রবিবার, ২২শে আশ্বিন, ১৭৯৯ শক, ৭ই অক্টোবর, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

ঈশ্বরের কত নাম! এক নাম নয়, সাত নাম নয়, সহস্র নাম, অযুত অগণ্য তাঁহার নাম। প্রত্যেক ভক্তকে জিজ্ঞাসা কর ভক্তির প্রথম হইতে ঈশ্বর সম্বন্ধে কতকগুলি নাম তাঁহার হৃদয় হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে। ভক্তগণ সেই সকল নামের মালা গাঁথিয়া ভক্তবৎসল হরিকে অর্পণ করিয়া প্রণাম করিলে তিনি সুখী হন। কিন্তু এই মাত্র মনে আসিল যদি সমুদয় নামের মালা ঈশ্বরের নিকট রাখা যায়, তবে তিনি কোন্ নামটী বাছিয়া লন, কোন্ নামটী তাঁহার মনোনীত হয়, বোধ হয় তিনি সমুদয় নামকে উপেক্ষা করেন। ভক্তবৎসল, প্রাণেশ্বর, জীবনদাতা, মুক্তিদাতা, হৃদয়বন্ধু, পাপীর গতি, সর্ব্বস্বধন এরূপ কত নাম তাঁহাকে দিয়া, তুমি সুখী হইলে, কিন্তু ঈশ্বরের নিকট তাহার একটীও মনোনীত হইল না। তাঁহার নিকট গুপ্ত নাম আছে, সে নামের নিকট আর সকল নামই তাঁহার কাছে তুচ্ছ। এ নামটী বড় সুন্দর। এই গুপ্ত নামের সঙ্গে আর কোনও নামের তুলনা হয় না। সে নাম ঈশ্বর আপনি বলেন, আপনি কীর্ত্তন করেন। সে নাম নূতন নাম কেবল তিনিই জানেন। ব্রহ্ম আর সকল নাম ছাড়িয়া জগদ্দাস নাম গ্রহণ করিলেন। এই নামের ভিতরে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য রহিয়াছে। তিনি ভক্তবৎসল মুক্তিদাতা প্রভৃতি নাম পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীর কিঙ্কর হইলেন, দাসব্রত লইলেন। এ নাম ও নাম তাঁহার ভাল লাগিল না, তিনি দাসত্বে আনন্দিত, তিনি দাসত্বে সুখী। আর সব নাম ছাড়িয়া জগদ্দাস

এই নামটী তাঁহার নিকট সুন্দর হইল, উৎকৃষ্ট হইল, ইহা কে মনে করিতে পারে? আমাদিগের প্রত্যেকের এ নামে লজ্জা উপস্থিত হয়। ছি! ছি! যিনি সমুদয় জগতের রাজা, যিনি মৃত্যুর মধ্যে অমৃত, তিনি পাপী জগতের নিকট দাসত্ব স্বীকার করিলেন, পৃথিবীর নীচ হইতে নীচতর লোকের অবস্থা গ্রহণ করিলেন, নিজে সমস্ত জগতের সেবা করিতে লাগিলেন। আমরা যাহা নীচ ব্যাপার নীচ কার্য্য ভাবি তিনি তাহাই গ্রহণ করিলেন।

আর মনুষ্য বলিয়া মুখ দেখাইতে ইচ্ছা হয় না। রাজাধিরাজ যিনি তাঁহার গৌরব হইল কি না জগতের দাসত্ব করা। মনুষ্যের বড় হইবার চেষ্টা এবং তাহার নাম সমুদয় দর্প চূর্ণ হইল। ঈশ্বর হইলেন দাস আর আমরা ধর্ম্মসাধন করিতে গিয়া প্রভু রহিলাম। আমি নিজের চেষ্টায় ধর্ম্মসাধন করিতেছি, জগতের হিত করিতেছি, এইরূপ কেবলই আমাদের অহং ভাব। আমি আমি আমি, সকল বিষয়েই আমি। সংসারে আমি, ধর্ম্মেও আমি। যাহা কিছু সমুদয় আমিই করিয়া থাকি। এ দিকে ঈশ্বর করিলেন কি? যতগুলি কাজ নিজে করিতে লাগিলেন। এমন একটী কাজও রহিল না যাহা তাঁহা বিনা হয়। আর একদিন পৌরাণিক অদ্বৈতবাদের বিষয় বলিতে গিয়া বলা হইয়াছে সমুদয়ের ভিতর তিনি। তিনিই জল আনেন তিনিই রন্ধন করেন, তিনিই আহার সামগ্রী পরিবেশন করেন। যিনি সমুদয় বিশ্বের রাজা তাঁহার লীলা দেখ। কোথায় তিনি প্রভু হইয়া থাকিবেন, না তিনি জগতের দাসত্ব স্বীকার করিলেন, মানুষকে কাজ করিতে দিলেন না। এমনই ভাবে কাজ করিলেন যে, তোমার আমার কিছু করিতে হইল না। তিনি

লোকের ঘরে ঘরে সুখ প্রেরণ করিয়া স্থির থাকিলেন না, নিজে মস্তকে অন্ন জল বহন করিয়া প্রত্যেকের গৃহে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। কীটানুকীট মনুষ্য তাহার দাস, তাহার বাজার সরকার হইলেন কি না ঈশ্বর। আমরা যদি জগতের সেবা না করি কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না, সমস্ত জগৎ তাঁহারই, তোমার আমার দ্বারা কি হয়? বল তুমি কি করিয়া থাক? হাতে তুলিয়া মুখে অন্ন দাও, কে তোমার হাত তুলিল? ব্রহ্ম তোমার হস্ত তুলিলেন, তুলিয়া তোমার মুখে অন্ন দিলেন। তিনিই অন্ন উৎপন্ন করিলেন, প্রস্তুত করিলেন, সকল লোকের মুখে তুলিয়া দিলেন, তুমি আমি কিছুই করিলাম না। কেবল আমাদিগকে লজ্জা দিবার জন্য আমাদিগের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য ব্রহ্ম জগতের ভৃত্য হইলেন। তিনি জগতের মহাপ্রভু হইয়া প্রত্যেকের দাস, ভৃত্য, বাহক হইলেন, দাসানুদাস হইয়া সাধারণের মঙ্গল বিস্তার করিতে লাগিলেন।

আমি করিব এই বলিয়া আর ভাবিয়া মরি কেন? যিনি করিতেছেন আইস সকলে তাঁহার শরণাপন্ন হই। বিশ্বের যিনি রাজা তাঁহার হস্তে সমুদয় সমর্পণ কর, সুখে সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। স্ত্রী পুত্র পরিবার কাহারও বিষয় তোমার ভাবিতে হইবে না। তিনি তাহাদিগের ভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন। "কল্য কি হইবে তজ্জন্য ভাবিও না" ভক্তেরা এইজন্য এ কথা বলিয়া থাকেন। ঈশ্বরের নিকট হইতে গোপনে এই পত্র আসিয়াছে, জগতের প্রভু ব্রহ্ম জগতের জীবনের ভার আপনার মস্তকে লইয়াছেন, তোমরা নিশ্চিন্ত হও। যাহারা অবিশ্বাসী তাহারা এ চিঠি খুলিল না। ভক্তবৃন্দ চিঠি খুলিয়া উহার মর্ম্ম বুঝিলেন, বুঝিয়া তাঁহারা সুখী

হইলেন। তাঁহারা দ্বারবান্ ভৃত্য স্বজন বান্ধব জ্ঞাতি কুটুম্ব ভাই ভগ্নী পিতা মাতা সকলকে ডাকিলেন, ডাকিয়া বলিলেন তোমরা সামান্য মানুষ নও। আমি সংবাদ পাইয়া বুঝিয়াছি, তোমরা বাহ্যিক আকার মাত্র, তোমাদিগের মধ্যে জগতের বন্ধু অবতীর্ণ হইয়া মঙ্গল বিধান করিতেছেন। আর চিন্তা করিব না। ঘোর তপস্যায় নিমগ্ন হইব। নিশ্চিন্ত মনে তপস্যা করিব। কি খাইব, কি পরিব, কোথা হইতে ধন আসিবে, ঈশ্বর জানেন। অন্ন জল ধন সম্পত্তি আর আমি কিছুরই জন্ম ভাবিব না। সকল বিষয় আমার ব্রহ্মের উপর নির্ভর। যাহারা এই কথা বুঝিল তাহাদের সম্বন্ধে ভৃত্যের ব্যবসায় বৃদ্ধি হইল। বড় বড় ভক্তকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর, তাঁহারা বলিবেন, ঈশ্বর তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কি কি করিয়াছেন। তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট কিছু চান নাই, পৃথিবীর ধন সম্পত্তি সকলই তিনি আনিয়া তাঁহাদিগকে দিলেন। পৃথিবী শুদ্ধ লোক আসিয়া তাঁহাদিগের চরণে পড়িল। আর সম্রাট কাহাকে বলে? দেখ এক এক ভক্তের পদতলে কোটী কোটী লোক পড়িয়া রহিয়াছে। ভক্ত ঈশ্বর-চরণ ভিন্ন আর কিছু চান নাই। ঈশ্বর জগতের ভৃত্য হইলেন এই কথা শুনিয়া তিনি তাঁহার নামে মগ্ন হইলেন। চক্ষু খুলিয়া দেখিলেন সমস্ত পৃথিবী তাঁহার প্রজা হইয়াছে। তিনি কখনও রাজধানী চান নাই, অথচ তাঁহার প্রকাণ্ড রাজধানী হইল। ভক্ত লজ্জায় অধোবদন হইলেন। বলিলেন মহাপ্রভু এ কি? আমি ত পদস্থ হইতে চাই নাই, তুমি আমায় এত বড় পদস্থ করিলে কেন? কোথায় আমি চিরদিন নীচ হইয়া থাকিব, না তুমি আমায় উচ্চ পদস্থ করিলে, রাজসিংহাসনে বসাইলে। ঈশ্বর হাসিয়া বলিলেন, হইতে দাও।

পৃথিবীর পরিত্রাণের জন্য এইরূপই হউক। ভক্ত কাঁদিয়া অস্থির হইলেন। আমি রাজ্য ধন চাই নাই, আমি কেবল তোমার চরণারবিন্দ চাহিয়াছিলাম। তুমি আমায় অন্ন জল সুখ দিয়াছিলে তাহারই প্রশংসার শেষ নাই; এ আবার কি? এ আমার কেবল লজ্জিত করা বৈ আর কি? ভক্ত এই বলিয়া লজ্জায় আরও অধোবদন হইলেন। ঈশ্বর সেই লজ্জাযোগে ভক্তের হাত পা বান্ধিয়া ফেলিয়া আপনি সমুদয় কার্য্য করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহাকে রাজা করিয়া তাঁহার মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দিলেন।

এখন জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বর এত বড় হইয়া জগতের দাস হইলেন কেন? জগতের লোককে লজ্জা দিবার জন্য কি নয়? এ সকল দেখিয়া মানুষের কি করা উচিত? একেবারে অহঙ্কার বিসর্জ্জন করা। যিনি বিশ্বের রাজা তিনি যদি জগতের ভৃত্য হইলেন, রে পাষণ্ড নির্ব্বোধ মন, তুই কেন সকলের ভৃত্য হওয়া বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিস্ না? আমাদিগের রাজা জগতের রাজা, সর্ব্বদা বিনীত ভৃত্যের ন্যায় বসিয়া আছেন। যাহা যাহার প্রয়োজন পূর্ব্বেই তাহা আনিয়া দিতেছেন। হায়! এ দেখিয়া আমরা মনুষ্য হইয়া জগদ্বাসীর পদতলে দাস দাসানুদাস তস্য দাস তস্য দাস হইব না? নীচে, তার নীচে, তার নীচে যতদূর নীচে স্থান হইতে পারে, তাই কি আমাদিগের স্থান হইবে না? আমরা যত নীচ হইতে পারিব, যত ভার আমাদিগের মস্তকে পড়িবে, ক্ষুধিতকে অন্ন, তৃষিতকে জল, অজ্ঞানকে জ্ঞান আমরা যত বিতরণ করিব, আমরা তত বড় হইব। যাহারা এখানে বড় লোক, তাহারাই ছোট লোক, যাহারা উচ্চ জাতি, তাহারাই নীচ জাতি, যাহারা যত ছোট, তাহারা তত বড়।

এখানে দাসই প্রভু, যাহারা ভৃত্য তাহারাই রাজা। মন্দিরের উপাসকগণ! দাস হওয়া ভিন্ন যেন তোমাদিগের আর কোন কামনা না থাকে। তোমরা দাস হইলে তোমাদিগের ধন ধান্ত প্রচুর হইবে, তোমরা সিংহাসনে বসিবে। সর্ব্বদা অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া দাস হও, চাকর হও, ভৃত্য হও, নীচ হইয়া পড়, সুখের আর অন্ত থাকিবে না।

বৈরাগ্য বিজ্ঞান।

রবিবার, ২৯শে আশ্বিন, ১৭৯৯ শক, ১৪ই অক্টোবর, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

বৈরাগীর মুখ দর্শনে পৃথিবী অত্যন্ত বিরক্ত হয়। বৈরাগী আহার পায়, ইহা সংসারের সহ্য হয় না। এরূপ বিরক্ত হইবার হেতু আছে। পৃথিবী জানে পয়সা দিলে বস্ত্র পাওয়া যায়, পরিশ্রম করিলে ধন উপার্জ্জন হয়। কিন্তু বৈরাগী কি প্রকারে টাকা উপার্জ্জন করিল, একটী শব্দ উচ্চারণ করিল আর সকলই আসিল, গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইল আর সংসারের সকল প্রকার সুখ হইল, পৃথিবী এ কথা মানে না। পৃথিবী এইজন্ত বিরক্ত যে সে শরীরের রক্ত দিয়া কিঞ্চিৎ সুখ উপার্জ্জন করিল, বহু আয়াসে কিঞ্চিৎ মান সম্ভ্রম পাইল, বৈরাগী কিছু না করিয়া সমুদয় প্রচুর পরিমাণে লাভ করিল। সে জিজ্ঞাসা করে বৈরাগী কেন অনায়াসে সমুদয় লাভ করিবে? ইহাতে যে সমুদয় শাস্ত্র সমুদয় বিজ্ঞান বিনষ্ট হইতেছে। যে সর্ব্বদা আকাশে বসিয়া থাকে, তাহার বায়ু ভক্ষণ হওয়া উচিত, তাহার নিকট অন্ন ব্যঞ্জন পরিধেয় বস্ত্র আইসে, এ তত্ত্ব মানিতে গেলে সহস্র সহস্র বিজ্ঞানের

তত্ত্ব ও যুক্তিতে জলাঞ্জলি দিতে হয়। পৃথিবী অত্যন্ত মুর্খ, শাস্ত্র জানে না, তাই এ কথা বলে। ইহা সর্ব্বদা বিশ্বাস করিতে হইবে, বৈরাগ্যেও বিজ্ঞান-শাস্ত্র আছে। অপরাপর বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলী, কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ, ঘটনা-পরম্পরা যেরূপ শ্রেণীবদ্ধ আছে কথনও বিপর্য্যয় হয় না, বৈরাগ্যের মধ্যেও তেমনই দৃষ্ট হয়। বৈরাগ্যের মূল নিয়ম ভাবিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ভৌতিক নিয়ম যেমন অখণ্ড অপরিবর্ত্তনীয়, বৈরাগ্যসম্বন্ধীয় ধর্ম্মনিয়মও তেমনই অপরিবর্ত্তনীয় ও অখণ্ড। ঈশ্বরের অপরাপর রাজ্যের বিজ্ঞানশাস্ত্র যেমন অটল বলিয়া নির্ণীত হয়, বৈরাগ্য-বিজ্ঞানের নিয়মও তেমনই অটল বলিতে পারি।

পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে যত বৈরাগী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই ব্রহ্মমন্দিরে ডাকিয়া আনিয়া সকলে জিজ্ঞাসা কর, কে তোমাদিগকে আহার দেয়, কে তোমাদিগকে বস্ত্র দেয়? না ভাবিয়া টাকা আসে কি প্রকারে? নিশ্চিন্ত ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় সর্ব্বদা ক্রীড়াসক্ত, অথচ অন্ন লাভ হয় কিরূপে? এরূপে জীবন কাটাইলে কাহারও বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই, অথচ জীবন চলে কিরূপে? তোমাদের জীবনরক্ষার প্রণালী বল, ধন উপার্জ্জনেরই বা নিয়ম কি? কে তোমাদিগকে এরূপ অবস্থায় বাঁচাইল? সমুদয় বৈরাগী এক বাক্য হইয়া উত্তর দিলেন। যদি এক বাক্য হইয়া উত্তর না দেন ব্রাহ্মধর্ম্ম মিথ্যা, ঈশ্বর মিথ্যা। সমস্ত বৈরাগীর এক হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নহে। কারণ সর্ব্বত্র বৈরাগ্যে একই নিয়ম বিদ্যমান। বৈরাগী কিরূপে জীবন ধারণ করেন, সংসারী বিষয়ী সে নিয়মের কিছু বলিতে পারে না। আমরা বহু চেষ্টা করিয়া ধন

উপার্জ্জন করি, ভাবিয়া চিন্তিয়া অস্থির হই, শরীরের রক্ত ক্ষয় করি, কাঁদিয়া জীবন শেষ করি। বৈরাগী আকাশে বসিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করেন, প্রেমে নৃত্য করেন, আর কিছু জানেন না, আর কিছুরই সংবাদ রাখেন না, ঘরে আসিয়া দেখেন অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন, কোন বৈরাগী কি কখনও আহার বিনা মরে নাই? আমরা জিজ্ঞাসা করি, সংসারে কি কোনও দিন কেহ আহার অভাবে মরে নাই? সুতরাং দুইই কাটিয়া গেল। ফলতঃ তোমরাও পরিশ্রম কর, তাঁহারাও পরিশ্রম করেন, তোমরাও পরিবার পোষণ কর, তাঁহাদিগেরও পরিবারের ভরণ পোষণ হয়, তোমরা চিন্তা করিয়া মর, তাঁহারা কিছুমাত্র চিন্তা করেন না। তাঁহারা সংসার করেন, তাঁহারাও সংসারী, কিন্তু তোমাদের সংসার তোমরা চালাও, তাঁহাদের সংসার ঈশ্বর চালান। তোমরা সংসার করিতে গিয়া, পরিশ্রম করিতে গিয়া, বন্ধু বান্ধবকে ডাক, তাঁহাদের সহায়তা তাঁহাদের উৎসাহ চাও, বৈরাগিগণ কাহাকেও ডাকেন না, কাহাকেও কিছু বলেন না, সর্ব্বদা নিষ্কাম হইয়া পরিশ্রম করেন। তাঁহাদের কেহ সরকার নাই, ঈশ্বরই তাঁহাদের প্রধান সরকার। তিনিই তাঁহাদের সংসারের আয় ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। তোমাদের হিসাবপুস্তক আছে, বৈরাগী হিসাবপুস্তক রাখেন না। কি আয় ব্যয় হয়, তাহা তাঁহারা জানেন না, জানিতে ইচ্ছাও করেন না। ভক্ত এ সকল বিষয়ে কিছুমাত্র দায়ী হন না। তাঁহারা অন্যের জন্য সর্ব্বদা ভাবেন, সর্ব্বদা চিন্তা করেন। সুতরাং এক দিকে তাঁহাদিগের চিন্তা ও ভাবনা গুরুতর, আর এক দিকে তাঁহারা নিশ্চিন্ত।

জীবন রক্ষা করিতে হইলে কার্য্য করিতে হয়। এই কার্য্য দুই

প্রকারে হইতে পারে। এক সংসারের জন্য, আর এক ধর্ম্মের জন্য। কেহ কেহ সংসারের জন্য কার্য্য করে, কেহ কেহ ধর্ম্মের জন্য সংসারের কার্য্য করে। একজন নিজের ইচ্ছা ও প্রয়োজন মত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, আর একজন গভীর সাধন এবং ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের আদেশ পালন করে। হয় ত দুইজনেই বাণিজ্য করে, সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ, শীতের প্রচর শীত সহ্য করে, কিন্তু দুয়ের কার্য্য কখনও সমান নহে। কেহ যেন এ কথা মনে না করেন, বৈরাগীরা অলস। বৈরাগীদিগের মধ্যে একজনও অলস নহেন। অলস বৈরাগী অপ্রসিদ্ধ। আবশ্যক হইলে তাঁহারা শরীরের রক্ত পর্য্যন্ত দিতে সঙ্কুচিত নহেন। তবে সংসারী বিষয়ী হইতে বিশেষ এই যে, তাঁহারা পরিশ্রম করেন অথচ তাহার বিনিময়ে পয়সা গ্রহণ করেন না। একবার হরিনাম উচ্চারণ করাই তাঁহাদিগের পক্ষে দশ মুদ্রা। অবশ্য ইহার মধ্যে গূঢ় তত্ত্ব আছে। তাঁহারা হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করেন। যেখানে ঈশ্বর তাঁহাদিগকে লইয়া যান তাঁহারা সেখানে যান, যেখানে বসান সেইখানে চুপ করিয়া বসেন, আর যাহা কিছু প্রয়োজনীয় তাঁহাদিগের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়। এখানে মূল্য কি? কেহ মূল্য না দিয়া এ সংসারে কিছু পাইতে পারে না। ধার্ম্মিকের ভক্তিই মূল্য, ভক্তিই পয়সা, ভক্তিই টাকা। কোথাও ইহার অন্যথা হয় না। বিষয়ীগণের পক্ষে টাকা পয়সা যেমন, সাধু ভক্ত বৈরাগীর পক্ষে ব্রহ্ম-ভক্তি, ব্রহ্মে নির্ভর তেমনই। ব্রহ্মভক্তি টাকার মত পদার্থ এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। যদি তাহা না হইত, তবে ভক্ত এক ভক্তি হইতে সকলই লাভ করেন কি প্রকারে?

পয়সা না দিলে কিছু ক্রয় করা যায় না, এ বাস্তবিক কথা।

বিষয়ীরা এইজন্তই টাকা টাকা করিয়া সমস্ত দিন ঘুরিয়া বেড়ায়, দেশে দেশে ভ্রমণ করে। টাকা চাই, কেন না সুখ লাভের উপায় টাকা। ব্রহ্ম-ভক্ত ভক্তি, উপাসনা, ব্রহ্মের আদেশ পালন ভিন্ন আর কিছু টাকা বলিয়া জানেন না। যে ধন পাইলে সমুদয় পাওয়া যায়, সেই ব্রহ্মধন লাভের জন্ত তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত। তিনি জানেন সেই ধনে যাহা চাই তাহা পাওয়া যায়। ভক্ত সংসারের বাজারে ভক্তি দিয়া বস্ত্র ক্রয় করিতে গেলেন. সকলে উপহাস করিয়া বিদায় করিয়া দিল। ফলতঃ সহস্র কঠোর তপস্তা করিলেও সংসারের বাজারে কিছু পাওয়া যায় না। পাইবার আর এক পথ আছে। ভক্ত বলেন আমি ধন চাই না, মান চাই না, অন্ন চাই না, বস্ত্র চাই না, আমি হে ঈশ্বর! কেবল তোমাকে চাই। আমার সমুদয় প্রার্থনার শেষ তোমাতে। কিন্তু এদিকে দেখ ভক্ত কিছুই চাহিলেন না, অথচ সকলই আসিয়া উপস্থিত হইল। কিরূপে আসিল? ভেল্কীতে সকলই আসিয়া উপস্থিত হইল। পৃথিবীর শাস্ত্রে এ কথা সঙ্গত বোধ হয় না। হয় ত এই মন্দিরেই কেহ কেহ এমন আছেন, যাঁহারা এ কথা শুনিয়া হাসিতেছেন। যে কিছু চাহিল না, তাহার স্ত্রী পুত্র পরিবারের জন্ত ভাল ভাল বস্ত্র, ভাল ভাল দ্রব্য-জাত আসিল, এ কিরূপ কথা? দেখ, যে বাজারে ভক্ত আপনি গিয়া কিছু পান নাই, ঈশ্বর স্বয়ং সেই বাজারে গেলেন। যাহারা টাকা না হইলে কিছু দেয় না, ঈশ্বর তাহাদিগকে সুমতি দিলেন। ভক্ত গৃহে ফিরিয়া আসিতে না আসিতে সকলই তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। এরূপ কৌতুহল কেন হয়, ইহার কারণ জানিবার আমাদিগের কোন অধিকার নাই। বায়ু কোথা হইতে আইসে, কোথায় যায়, ইহা

কেহই বলিতে পারে না। ভক্ত সমুদয় বিষয়ের লালসা পরিত্যাগ করিয়া সকলই ছাড়িয়া দিলেন। কেবল উপাসনাতে ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত হইলেন, তাঁহার নিকটে সকলই আসিল।

ভক্তিতে যখন এইরূপে সকল লাভ হয়, তখন কোন কোন ভক্তের তাহা হইতে বিষয়ের প্রতি একটু লালসা উপস্থিত হয়। যাই লালসা হইল, অমনই ভক্ত বিষয়ীদিগের শ্রেণীভুক্ত হইলেন। অমনই তাঁহার মনে চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই দিন হইতে তাঁহার পতনের আরম্ভ। পূর্ব্বে এক মুদ্রা, দশ মুদ্রা, শত মুদ্রা, সহস্র মুদ্রা যাহাই কেন প্রয়োজন হউক না তজ্জন্য তাঁহার কিছুমাত্র চিন্তা হইত না। এখন একটী পয়সার জন্য চিন্তা উপস্থিত। পূর্ব্বের এক ঘণ্টার ধ্যান ধারণা এখন পাঁচ ঘণ্টা বাড়াইলেন, কোথায় পাঁচ আনা আসিবে এক আনাও আসিল না। এখন সমুদয় বিপরীত হইল। পূর্ব্বে না চাহিলে সকল আসিত, এখন চাহিলেও কিছু আইসে না। প্রচারকশ্রেণী ইহার প্রমাণ স্থল। বস্ত্র চাই, টাকা চাই, মান চাই, মর্য্যাদা চাই, সকলেরই অভাব, সকলই বন্ধ হইল। সাংসারিক ভাবে বন্ধ হইলে ভক্তের এদিকও হয় না, ওদিকও হয় না। তখন উপাসনা করিতে বসিলে মনে আইসে কে আমার সন্তান, পরিবার দেখিবে? কে সংসারের দুঃখ বিপদ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে? সর্ব্বদা ধ্যান করিলে যে সকলই বিশৃঙ্খল হইবে? তখন ধ্যান করিতে বসিলে পরিবারের কথা স্মরণ হয় তাহাদিগের কষ্ট মনে উদয় হয়। পরিশেষে ভক্ত সম্পূর্ণরূপে সংসারের সাগরে ভাসিয়া যান।

যিনি ঈশ্বরের হাতে চিরদিনের জন্য আপনাকে ছাড়িয়া দিলেন,

ঈশ্বর তাহাকে ধরিলেন, ঈশ্বর চুরি করিয়া তাহার সমুদয় অভাব মোচন করিলেন। ভক্তের আর কোন লালসা নাই, কেবল প্রিয়তম ঈশ্বরের পাদপদ্মের সুধা পানে তাঁহার আনন্দ। স্বয়ং ঈশ্বর সেই ভক্তের দাসত্ব স্বীকার করিলেন। সহস্র লোক চেষ্টা করিল বৈরাগীর সুখ মান মর্য্যাদা না হয়, সকলের চেষ্টা বিফল হইল, তাহাদিগের জ্ঞান বুদ্ধিকে বিলোড়িত করিয়া দিল। ঈশ্বর স্বয়ং সর্ব্বদা ভক্তকে রক্ষা করেন, ভক্তবৎসল ভক্তের যাহা কিছু প্রয়োজন সকলই আনিয়া দেন। পাষণ্ড পৃথিবী ভক্তকে দূর করিয়া দিল, অপমান করিল। ব্রহ্মের যাহারা মহিমা প্রচার করে, তাহাদিগকে ভিক্ষা দিব না, তাহাদিগকে দ্বার হইতে তাড়াইয়া দিব, তাহাদিগের মস্তকে যত প্রকার অভিশাপ অর্পণ করিব, পৃথিবীর এ সমুদয় প্রতিজ্ঞা কিছু কাজের হইল না। বৈরাগীকে কে কি করিতে পারে? তাঁহার মস্তক যে সেই অভয় দাতার ক্রোড়ে। যিনি অন্নদাতা, যিনি সকল বিষয়ের বিধাতা, তিনি যাহার সপক্ষ তাহার আবার ভাবনা কি?

তোমরা মনে করিও না ঈশ্বর ভক্তের সমুদয় ভার গ্রহণ করেন, আর ভক্ত সুখে নিদ্রা যান। অন্যে যাহাকে নীচ, নীচ হইতেও অতি নীচ কার্য্য মনে করে, যাহা অপরের নিকট অস্পৃশ্য, ভক্ত সে কার্য্য অতি আহ্লাদের সহিত করেন। ভক্তের নিজের কোন ইচ্ছা নাই, তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করেন। তবে সংসারীরা কার্য্য করে, কার্য্যালয়ে গমন করে ধন উপার্জ্জন জন্য, পরিবার প্রতিপালন জন্য, তিনি সে সকল কিছু বুঝেন না, সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপও করেন না, তিনি কেবল সকল বিষয়ে ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসরণ করেন। ঈশ্বর সুখদাতা, ভক্ত সকল প্রকারের সুখ শান্তি তাঁহারই হাতে

রাখিয়া দেন। দেখ বৈরাগ্যে বিজ্ঞান এবং শাস্ত্রে কেমন মিল হইল। বৈরাগী যাই বলিলেন আমি কিছু চাই না, তখনই তাঁহার সকলই মিলিল। আর যখনই বলিলেন আমি চাই, তৎক্ষণাৎ সকল বন্ধ হইল, বৈরাগীর মৃত্যু হইল, জীবন শেষ হইল, আর তিনি বৈরাগী রহিলেন না, তিনি পূর্ব্বে যে সংসারী ছিলেন, সেই সংসারী হইলেন। ব্রাহ্মগণ। তোমরা সংসারে নিশ্চিন্ত হইয়া সংসার কর। ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বদা দুঃখীর মত উপস্থিত হও। বল, আমি কিছু চাই না। যে চায় না, সে পায়। যত বলি চাই না, তত তিনি নিজ হাতে সকলই আনিয়া উপস্থিত করেন। সংসারের সমুদয় ভাবনা চিন্তা দূর করিয়া দিয়া সুস্থির মনে থাক, সকল কার্য্য ঈশ্বরের জন্য নির্ব্বাহ কর, দেখিবে সকল কার্য্য হইতে অমৃত বর্ষণ হইবে। ব্রাহ্মগণ। প্রচারকগণ! কিছু চিন্তা না করিয়া সকল ভার ঈশ্বরের হাতে অর্পণ কর, তোমরা সুখী হইবে শান্তি পাইবে, সমুদয় জীবন কৃতার্থ হইবে।

অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা।

রবিবার, ২০শে কার্ত্তিক, ১৭৯৯ শক, ৪ঠা নবেম্বর, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

ব্রাহ্মের লক্ষণ কি? আমরা এই মাত্র শুনিলাম ব্রহ্মচারী অগ্নির ন্যায় তেজোময়। অগ্নি যেমন ব্রাহ্ম তেমনই, অগ্নি তাঁহার আত্মাতে, অগ্নি তাঁহার চক্ষে, অগ্নি তাঁহার রক্তে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তাঁহার চক্ষু হইতে নির্গত হইতেছে, অগ্নি তাঁহার কথায়, অগ্নি তাঁহার ব্যবহারে। তিনি অগ্নিময়। অগ্নিতে তাঁহার জন্ম, অগ্নিতে তিনি

সংস্কৃত, অগ্নিতে তাঁহার হৃদয় উদ্দীপ্ত, অগ্নিসংস্কারে তিনি পবিত্র। তিনি অগ্নির পূজা করেন, অগ্নি আহার করেন, অগ্নিতে শয়ন করেন, অগ্নিক্ষেত্রে গিয়া নিয়ত কার্য্য করেন। তাঁহার মন্ত্র অগ্নি, তন্ত্র অগ্নি, বেদ অগ্নি, পুরাণ অগ্নি। তিনি অগ্নিময় রূপ দেখেন, অগ্নিময় বাক্য শ্রবণ করেন। তাঁহার লক্ষ্য অগ্নি, উপায় অগ্নি। অগ্নিতে তাঁহার জীবন, অগ্নিতে তাঁহার বিচরণ, অগ্নিতে তাঁহার মরণ। যত অগ্নি, যত তেজ, তত তাঁহার পরিত্রাণ, তত তাঁহার সুখ। যে পরিমাণে তিনি অগ্নিহীন সেই পরিমাণে তাঁহার মৃত্যু, সেই পরিমাণে তিনি পাপহ্রদে মগ্ন।

পৃথিবীতে দুই প্রকারের সংস্কার আছে। অগ্নিসংস্কার এবং জলসংস্কার। একজন ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে গিয়া অগ্নিতে দীক্ষিত, আর একজন জলে সংস্কৃত। যিনি জলে সংস্কৃত তাঁহাকে পবিত্র জলে মগ্ন করিলে তিনি নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। যাঁহার সংস্কার অগ্নিসংস্কারে, তাঁহাতে অগ্নির তেজ প্রবিষ্ট হইল এবং তিনি নূতন বীরধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। জলসংস্কার হইলে, যাহাদের জলসংস্কারের ধর্ম্ম তাহারা বলিবে এ ব্যক্তির নূতন জীবন আরম্ভ হইল। পক্ষান্তরে অগ্নি সংস্পৃষ্ট হইলে নূতন জীবন আরম্ভ হয়। এক পক্ষের লোকেরা শান্তিবাদী, অপর পক্ষের লোকেরা উৎসাহবাদী। শান্তিবাদীগণের ব্যবস্থা,—মেষের ন্যায় শান্ত স্বভাব হইতে হইবে, জলের ন্যায় শীতল, শান্ত, সমাহিত, ধীর, গম্ভীর হইবে, সর্ব্বদা নম্র ও সুশীল থাকিবে। কখনও উত্তেজিত হইবে না, উত্তেজক বস্তু ও অবস্থা হইতে দূরে থাকিবে। উত্তেজক বিষয় বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে। উত্তেজক বস্তু মৃত্যুর সমান মনে করিবে। আর সকল ছাড়িয়া দিয়া অবিচলিত

ভাবে ধ্যানে নিমগ্ন হইলে সুখ শান্তি বৃদ্ধি পাইবে, জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। উৎসাহবাদী বলিলেন,—ধর্ম্মাগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া রণক্ষেত্রে অবতরণ কর, অগ্নি-অস্ত্রে সমুদয় শত্রু বিনাশ কর। দিবসের পর দিবস, রাত্রির পর রাত্রি মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া যাউক, উৎসাহের যেন বিরতি না হয়। জয়পতাকা হস্তে করিয়া বীরের ন্যায় অগ্নিময় উৎসাহে শত্রুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হও, তোমার চক্ষু হইতে উৎসাহের অগ্নি সর্ব্বদা নিঃসৃত হউক। সর্ব্বদা এই প্রকার ভাবে থাক, এই প্রকারে কার্য্য কর, যেন জীবন পুরাতন না হয়। নিত্য নূতন ভাবে কার্য্য করিবে, নূতন পথে চলিবে, নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হইবে, বীরের ন্যায় গণ্ডী দিয়া তন্মধ্যে আস্ফালনপূর্ব্বক ধর্ম্ম-সাধন করিবে। কোন প্রকারে শীতলতা আসিতে দিবে না, জলের সঙ্গে কোন সংশ্রব রাখিবে না। অন্তরে অগ্নি বর্ষণ করিবে, অগ্নি প্রজ্বলিত করিবে, নিরুৎসাহ সর্ব্বদা বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে। যেখানে উৎসাহ নাই, সে অঞ্চল পরিত্যাগ করিবে, যে মুখে উৎসাহ নাই, সে মুখ দেখিবে না। সর্ব্বদা উৎসাহের সহিত প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে।

পৃথিবীতে এই দুই মত চলিয়া আসিতেছে। শান্তিবাদীরা বলেন, খুব শান্ত হও, যতদিন কার্য্য কার্য্য করিয়া ব্যস্ত থাকিবে, যথার্থ সুখ আরম্ভ হইবে না। সমুদয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে নিষ্ক্রিয় হইয়া উপবেশন কর, কোন প্রকার কার্য্যের তরঙ্গ আসিয়া যেন মনকে চঞ্চল করিতে না পারে। যখন এইরূপ হইবে সেই সময় সুখের সময়, শান্তির অবস্থা। কার্য্যে সুখ নাই, উৎসাহে সুখ নাই, স্থির হইয়া বস, দিন দিন কার্য্যক্ষেত্র এবং কর্ত্তব্যশ্রেণী সঙ্কুচিত কর,

বাহির হইতে অন্তরে যাও, সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হইয়া সেখানে অবস্থান কর। আপনার ভিতরে আপনি ধ্যানে নিমগ্ন হইলে অপার সুখ লাভ হয়। এইরূপ একজনের উৎসাহ কার্য্যে, আর একজনের শান্তি ও আনন্দ হৃদয়মন্দিরে। এ দুয়ের মীমাংসা কি? ব্রাহ্মধর্ম্ম এ দুয়ের কিরূপে সম্মিলন করেন? ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, হৃদয় মন প্রাণ সর্ব্বদা সেই জগদ্ধাত্রীর চরণে সমর্পণ কর, মন স্বভাবতঃ শান্তি চায়, তাহাকে শান্তি-জলে নিমগ্ন হইতে দাও। ইচ্ছা উৎসাহ চায়। ইচ্ছা বীরের সন্তান, বীর-স্বভাব। সে বীরের ন্যায় কার্য্য করিবে। উৎসাহ তাহার ভূমি, উৎসাহ না থাকিলে সে মরিবে। ইচ্ছাকে প্রবল কর, উৎসাহ উদ্যম পূর্ণ কর। যখন প্রথম ধর্ম্মসংস্কার হইল, ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে, শরীর মন ব্রহ্মাগ্নিতে প্রবিষ্ট হইল। সাধন বিষয়ে উৎসাহ, যাহা কিছু করিবার বিষয় তাহাতে উৎসাহ। সম্ভোগ করিবার সময়ে শান্তি, কার্য্য করিবার সময়ে অপ্রতিহত উৎসাহ।

ব্রাহ্মগণের মধ্যে সাধনের ভাব কমিয়া আসিয়াছে। যেখানে উৎসাহ উদ্যম কমিবে সেইখানে সাধনও বন্ধ হইবে। এখন দশ জন ব্রাহ্ম পাওয়া ভার যাহারা উৎসাহ উদ্যমের সহিত সাধন করিয়া থাকে। চেষ্টাহীন ব্রাহ্ম উৎসাহ উদ্যমে সাধন করিবে কি প্রকারে? যত উৎসাহ উদ্দীপ্ত হয়, প্রবল হয়, সাধক তত শান্তি সম্ভোগ করিতে থাকেন। ইচ্ছা অগ্নিতে সুখ লাভ করে, সাধনে উৎসাহ, অন্তরে গভীর আনন্দ উপস্থিত হয়। তিনি সুখী যিনি চির-উৎসাহী। সেখানে দুঃখ সুখ দুয়ের বিরাম হয়। সর্ব্বদা অগ্নিমধ্যে বাস করিতে হইলে অগ্নিপূর্ণ সাধন আবশ্যক। যেখানে অগ্নিপূর্ণ সাধন সেইখানেই স্বর্গের সুখ। যাহার অগ্নিসংস্কার হইয়াছে সে কখনও জল-মন্ত্রে

দীক্ষিত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্রী সে চিরকাল অগ্নির পূজা করিবে, সংসারে অগ্নির আরাধনা করিয়া তাহাকে জীবনধারণ করিতে হইবে। যতক্ষণ অগ্নি চারিদিকে প্রজ্বলিত রহিয়াছে, ততক্ষণ তাহার জীবন। যাই ইচ্ছার অগ্নি নির্ব্বাণ হইল, অমনই তাহার মরণ। তিনি প্রেম সাধন করেন প্রেমের ভিতরে অগ্নি, যোগ সাধন করেন যোগের ভিতরে অগ্নি, যখন কার্য্য করেন কার্য্যের ভিতরে অগ্নি, ব্রহ্মচারী সর্ব্বদা অগ্নি প্রজ্বলিত রাখেন। তাঁহার সকল ব্রহ্মে অগ্নি চাই, তিনি সায়ং প্রাতে অগ্নিমধ্যে বাস করেন।

যাহারা উৎসাহ বিহীন হয় ক্রমে তাহাদিগের অগ্নি জলে পরিণত হয়। অগ্নির উপাসক জলের উপাসক হইয়া যায়। তাহারা প্রাতঃকালে সূর্য্যের পূজায় জীবন আরম্ভ করে, সায়ংকালে সেই সূর্য্য যখন সমুদ্রজলে অস্তমিত হয়, তখন সমুদ্রের পূজায় জীবন শেষ করে। প্রাতে সূর্য্যের, সন্ধ্যায় সমুদ্রের পূজা, প্রাতে উৎসাহ, জীবনের সন্ধ্যায় দূরে পলায়ন, এইরূপ তাহাদিগের পরিবর্ত্তন হয়। সংসার-জলে সূর্য্য যাই নিমগ্ন হয়, অমনই তাহারাও সঙ্গে সঙ্গে জল-নিমগ্ন হইয়া যায়। হিন্দু মুসলমানে যে প্রভেদ, সূর্য্যের পূজা ও সমুদ্রের পূজায় তেমনই প্রভেদ। এ দুইকে কখনই এক ধর্ম্মাবলম্বী বলা যাইতে পারে না। প্রাতে একরূপ, সন্ধ্যায় একরূপ, এ দুই কখনও এক ধর্ম্ম নয়। অগ্নিবাদ জলবাদ স্বতন্ত্র, উৎসাহবাদী শান্তিবাদী ভিন্ন। উৎসাহবাদ শান্তভাবে ঘরে বসিয়া থাকার প্রতিবাদ করে। উৎসাহ থাকিলে স্থিরভাবে ঘরে বসিয়া দু একটী সৎকার্য্য দু একবার হরিনাম কর এ কথা বলিতে পারে না। বীরের ন্যায় দিবারাত্রি দ্বিপ্রহর কেবলই সাধন, কেবলই সাধুকার্য্য। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কি না, চক্ষু দেখিলেই

বুঝিতে পারা যায়। অগ্নিমন্ত্রোপাসকের সায়ং প্রাতঃ সকল সময়েই অটল উৎসাহ। ব্রহ্মচারী সর্ব্বদা অগ্নির ন্যায় তেজোময়। যেমন কার্য্যে উৎসাহী তেমনই তাঁহার প্রেম চিরমত্ততা। উৎসাহ একেবারে তাঁহাতে অবতীর্ণ। তাঁহার কথা উপাসনা চক্ষু সকলই তেজোময়। সকল বিষয়ে অগ্নি, সকল বিষয়ে উৎসাহ। উপাসনার ভাবে তিনি সর্ব্বদা উত্তপ্ত, যাহার সঙ্গে কথা বলেন অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দেন। তিনি যে যে দেশে যান সেই দেশের মধ্য দিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিস্তম্ভ চলিতে থাকে।

ব্রাহ্মগণ। সর্ব্বদা অগ্নিময় হও। অগ্নিতে পরিত্রাণ হইবে উপাসনা কখনও নিস্তেজ হইবে না, হৃদয় শুষ্ক ও কঠোর হইবে না, সর্ব্বদা জ্বলন্ত অনলের ন্যায় পবিত্র থাকিবে, কথা ও কার্য্য অগ্নি-পূর্ণ হইবে, সমস্ত দিন সমস্ত মাস সমস্ত বৎসর অগ্নির ন্যায় তেজোময় থাকিবে। তোমরা যদি শীতল হও, সহস্র সহস্র লোককে শীতলতায় বিনাশ করিবে। তোমরা অগ্নিময় হইলে জল অগ্নিতে পরিণত হইবে। দেখিও যেন সংসার তোমাদিগের অগ্নিকে শীতল করিতে না পারে। তোমাদের অগ্নি শীতল হইলে সমুদয় পৃথিবী শীতল হইবে। ব্রহ্ম সাধকের নিকটে তেজ প্রেরণ করেন, সাধনে তেজ দেন, শীতল দেশকে অগ্নিময় করিয়া তুলেন। তোমরা সকলে অগ্নিময় হইবে, এইজন্য ব্রহ্ম তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি অনন্তকাল এইরূপে চল, হৃদয় প্রশান্ত থাকিবে। সাধক হইয়া অপ্রতিহত ভাবে সাধনে প্রবৃত্ত হও, জয় জগদীশ। জয় জগদীশ। জয় দয়াময়। জয় দয়াময়! বলিয়া পরসেবায় নিযুক্ত থাক। কখনও অগ্নিকে হ্রাস হইতে দিও না। জীবনের কর্ত্তব্য সাধন যেন একটুও কমিয়া না যায়, ব্রত

যেমন আরম্ভ করিয়াছ চিরদিন যেন তেমনই থাকে। দিন দিন যত দায়িত্ব বৃদ্ধি হইবে, তেমনই বীরের ন্যায় অটল উৎসাহ থাকিবে। উৎসাহে যিনি আরম্ভ করিয়াছেন তিনি উৎসাহী থাকিবেন, এই তাঁহার লক্ষ্য এই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য।

বিদ্যা বুদ্ধি ঈশ্বরের, ঈশ্বরই।

রবিবার, ২৭শে কার্ত্তিক, ১৭৯৯ শক, ১১ই নবেম্বর, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

পৃথিবীতে সরস্বতী পূজা আছে, ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব কি, সকলেরই জানা প্রয়োজন। সরস্বতী পূজা কেন সৃষ্ট হইল, ইহার নিগূঢ় মর্ম্ম কি? সত্যপরায়ণ ব্রাহ্ম ইহার মধ্যে কোন সত্য আবিষ্কার করিতে পারেন কি না? সরস্বতীর মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা করা ভ্রম কুসংস্কার, এই বলিয়া ইহার তত্ত্বানুসন্ধানে ব্রাহ্ম নিরস্ত থাকিতে পারেন কি না? অনুসন্ধানের দায়িত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন কি না? যাউক, এ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াতে ক্ষতি নাই। কুসংস্কার হয় হইল, তন্মধ্যে প্রবেশে ক্ষতি কি? ভ্রম কুসংস্কার আপাততঃ ভয়ঙ্কর হইলই বা? সত্যান্বেষী ব্রাহ্ম সরলভাবে অনুসন্ধান করিলে কি পুরস্কৃত হইবেন না? বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ইহার পূজা কেন, দেখা চাই। বিদ্যার পূজা—ইহার অর্থ কি? বিদ্যা কি ঈশ্বর? জ্ঞান কি ব্রহ্ম? বিদ্যা কি দেবতা? বুদ্ধি কি পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা? লোকে বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞানের পূজা করে কেন? এখানে মূর্ত্তির কথা বলা হইতেছে না। সরস্বতী অর্থাৎ বিদ্যা। নিগূঢ় তত্ত্বদর্শী বিদ্যার পূজা প্রচারিত করিয়াছেন। সত্য অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া

যায়, বিদ্যা এক সম্বন্ধে ব্রহ্ম, বুদ্ধি পার্থিব সামগ্রী নহে। তোমার আমার বলিয়া বিদ্যা অসার নহে। বুদ্ধি আমার, কিন্তু জন্ম উহার স্বর্গে, বিদ্যা বুদ্ধি ঈশ্বরের, ঈশ্বরই।

বিদ্যা ঈশ্বর, ভক্ত সৃষ্ট জীব। পরমাত্মা জীবাত্মার মধ্যে বিদ্যা প্রণালী। মূল হইতে শাখা, শাখা হইতে মূল, প্রস্রবণ হইতে নদী, নদী হইতে প্রস্রবণ। বিদ্যা বুদ্ধি কি? ঈশ্বর বুদ্ধি। বিদ্যা পরব্রহ্ম। অবিদ্যা মনুষ্যেতে কুসংস্কার-রূপ হইয়া কোটী কোটী ভ্রম উৎপাদন করে। যাহা কিছু বিদ্যা, যাহা কিছু পরমার্থ তত্ত্ব, যাহা কিছু শাস্ত্র, যাহা কিছু নির্ম্মল জ্ঞান তাহাই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্মই তাহার আকর, ব্রহ্মই তাহার আদি, তাহাকে ব্রহ্মই বলিতে হইবে। মনুষ্যে বিদ্যা ব্রহ্মের জ্যোতি, ব্রহ্মাগ্নির স্ফুলিঙ্গ। ব্রহ্ম বিদ্যারূপে অবতীর্ণ হন। সহস্র বিদ্যা, সহস্র দিকে ধাবিত হইয়া সহস্র আধারে—দেব মন্দির হৃদয় মন্দিরে—স্থান পায়, এক ব্রহ্ম হইতে অসংখ্য মুনি ঋষি যোগী ভক্ত প্রেমিকের মধ্যে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি বিদ্যার অনুসন্ধান কর, স্পর্শ মাত্র বুঝিতে পারিবে, উহা কখনও পার্থিব নহে। বিদ্যা কোথা হইতে আসিল? পরব্রহ্ম হইতে। যে বুদ্ধির আলোকে সত্য প্রকাশ পায়, পরিত্রাণের পথ দেখিতে পাওয়া যায়, সে বুদ্ধি তোমার আমার নহে, সাধকের বুদ্ধি সাধকের নহে। এ বুদ্ধির উপরে নির্ভর করিলে অনিষ্ট হয় না। এ বুদ্ধি কখনও মানুষকে চিন্তা করিতে দেয় না। ইহাতে সহজে আপনি সমুদয় তত্ত্ব প্রকাশ পায়।

যেমন স্বর্গীয় বুদ্ধি, তেমনই পৃথিবীর বুদ্ধি আছে। উহা অবিদ্যা মধ্যে গণ্য। উহাতে সর্ব্বদা চাঞ্চল্য, এবং অস্থিরতা, এক দিকে স্থির

হইতে গিয়া আর এক দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। এক টাকায় হইল না, দশ টাকা আনিতে যায়, এরূপে সংসার পালন হইল না, অন্যরূপে সংসার করিতে যায়। ব্যয় করিতে গিয়া উপার্জ্জন হয় না, উপার্জ্জন করিতে গিয়া ব্যয় হয় না। যাহা করিতে যায় তাহাতেই অকুলন হয়। যাহা করিব বলিয়া স্থির করিল, তাহা করিল না, বা করিয়া উঠিতে পারিল না। এইরূপে সর্ব্বদা অস্থিরতা এবং ব্রতভঙ্গ। এ বুদ্ধি যে পার্থিব বুদ্ধি, দৈনিক জীবনে বারম্বার প্রকাশিত হয়। এখানে কিছুরই স্থিরতা নাই। কত সময়ে কত প্রকার সিদ্ধান্ত হইতেছে কোন সিদ্ধান্তই ঠিক থাকিতেছে না। কার্য্যে মতে ভাবে সিদ্ধান্তে যাহাদের স্থিরতা নাই, অবিদ্যা তাহাদিগের জীবনের গুরু।

যাহা যথার্থ বুদ্ধি, তাহা যে পথ অনুসন্ধান করে, যে গতি অবলম্বন করে, তাহার অন্যথা হয় না। কত সূর্য্য, কত চন্দ্র, কিন্তু সকলেরই একই পথ, একই গতি। সংসার সাধনে এত টাকা চাই, এই পথে যাওয়া উচিত, অমুক দেশে যাইতে হইলে, এরূপ কথা বলিতে হইবে, এ সকল বিষয় এককালে স্থির রহিল। পরিবর্ত্তন কেমন, প্রাণত্যাগ যেমন, নিয়ত পরিবর্ত্তন এবং প্রাণত্যাগ একই। এক কথা, এক কার্য্য, এক বেদ, এক শাস্ত্র, এক পরিত্রাণ, এক পরিত্রাণের পথ। যাহারা কাপুরুষ তাহাদিগের পাঁচখানা পুস্তক, এক শত মত দুই শত বুদ্ধি চাই। তাহারা কেবলই এদিক ওদিক করিয়া বেড়ায়। বিদ্যা সম্বন্ধে, সুবুদ্ধি সম্বন্ধে এক কথা, বুদ্ধি সর্ব্বদা স্থির। তোমার আমার সিদ্ধান্ত কেবলই অস্থির। যিনি আপনাকে অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী মনে করেন, তাঁহারও স্থিরতা নাই। যাহা জলের উপর ভাসে তাহা ত টলিবেই। নৌকা দূরে থাকুক, যদি জলের উপরে পাহাড় থাকে,

তাহাও ভাসিবে। মনুষ্য বুদ্ধি এবং মনুষ্যের অবস্থার উপর থাকিলে সংসার-তরণী ডুবিবেই। সাধকের বুদ্ধি স্থির কেন? চরিদিক ঠিক হইয়া তাঁহার সংসার চলে, কখনও এদিক ওদিক হয় না কেন? সাধক অনুমান কি জানেন না। তাঁহার বুদ্ধি তরল জলের উপর জীর্ণ তরণীর ন্যায় স্থিত নহে। হিমালয়ের ন্যায় অটল ভিত্তির উপরে সংস্থিত। স্বয়ং ব্রহ্ম ইহার ভিত্তিভূমি, বুদ্ধি টলিবে কেন? আজ যাহা ঠিক, অনন্তকাল তাহা ঠিক, কেন না ইহা আর কাহারও কথা নহে, ব্রহ্মের কথা। অবিশ্বাসী মন জিজ্ঞাসা করে, সাধকের কথা ব্রহ্মের কথা কিরূপে হইল? জিজ্ঞাসা করি সে বুদ্ধি কোথা হইতে আসিল, যদ্দ্বারা ব্রহ্মের অভ্রান্ত সত্য জগতে প্রকাশ পাইল?

আমরা কত গদ্য পদ্যে কথা বলি, অঙ্কশাস্ত্র গণনা করি, অথচ সংসারের কিছুই বুঝি না, স্ত্রী পুত্র কি প্রকারে পালন করিতে পারা যায় তাহারও কিছু বুঝি না। এই ত এক প্রকারের বুদ্ধি। ইহাতে হিসাব পুস্তকের অভাব নাই, অথচ সকলই অনিশ্চিত। ভক্তগণের হৃদয়ে প্রাণের ভিতরে অতি প্রথম হইতে যাহা কিছু ভাল তাহাই স্বয়ং বুদ্ধিরূপে সরস্বতীরূপে অবতীর্ণ হয়। তখন অনুমান বিদায় হয়, অবিশ্বাস ছেদন হয়, সংশয় সন্দেহ আর থাকে না। স্বয়ং সুবুদ্ধি অবতীর্ণ হইয়া কার্য্য করিতে লাগিল। কত কঠিন প্রশ্ন উপস্থিত হইল, ব্রহ্মের জ্যোতি স্বয়ং সহজে এক মিনিটের মধ্যে তাহা সকলই বুঝাইয়া দিল। তখন আর কিছুই অবুদ্ধ থাকে না, সকলই অতি সহজে বুঝিতে পারা যায়। সংসারের কার্য্য আর তখন বিশৃঙ্খল থাকে না, সকলই ঠিক হইয়া আইসে। তখন একজন দশটী কার্য্য করিতে পারে, একজনে এক শত লোকের ভার লইতে পারে।

একজন মানুষ সকল করিতে পারে না, হতবুদ্ধি হইয়া যায়, ইহা নির্ব্বোধদিগের কথা। পৃথিবীর পণ্ডিত যাঁহারা তাঁহারা অবিদ্যার বশীভূত হইয়া এ কথা বলেন।

ঈশ্বর কোটী কোটী কার্য্য এক সময়ে করেন। তিনিই সাধুকে এক সময়ে দশ কার্য্য করিতে ক্ষমতা দেন। নাস্তিকদিগের পক্ষে ইহা অসম্ভব। পূর্ণ আস্তিক হইলে ঈশ্বর স্বয়ং বুদ্ধি হইয়া জ্ঞান দেন, কার্য্য করিয়া দেন। তখন সামান্য ভাবে সাধক সকলই অনায়াসে বুঝিতে পারেন, সামান্য ভাবে সমুদয় বিষয় এক পলকের মধ্যে সাধন করেন। সংসারের ব্যাপার, ধর্ম্মের ব্যাপার, তিনি সকলই বুঝিতে সক্ষম হন। পরিত্রাণ সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা তিনি সকলই বুঝেন। প্রত্যেক কথার জন্য যদি সাধককে বারবার ঈশ্বরের নিকট আসিতে হয় তবে চলে না। তাই তিনি আপনি সুবুদ্ধি হইয়া তাঁহার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইলেন। দায়ে পড়িলে ঈশ্বরের নিকট যাইবে, অথচ সমস্ত দিন কোন যোগ থাকিবে না, আত্মা তাঁহাকে ছাড়িয়া অর্থ উপার্জ্জনে যাইবে, ইহাতে প্রেম শুকাইয়া যায়, সংসারের অন্ন জুটে না। সুতরাং চারিদিকের অভাব মধ্যে পৃথিবী আপনার বুদ্ধি অনুসারে চলে। যে ব্যক্তি একান্ত মনে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে তাহার এরূপ হয় না। সংসার ও ধর্ম্মের আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। ঈশ্বর দুই দিক কেন, দশ দিক রক্ষা করিয়া লন। ঈশ্বর যদি হৃদয়ে বুদ্ধি হইয়া অবতীর্ণ হইলেন, তবে অসামঞ্জস্য থাকিবে কেন? আমরা আমাদের আপনার বুদ্ধিতে চলি তাই নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায়। এ বুদ্ধি বিদ্যা নহে, উহা অবিদ্যা। ইহাতে চঞ্চলতা বৃদ্ধি পায়, নানাপ্রকার কুসংস্কার

বাড়িতে থাকে। আজ কিরূপে কোন্ কাজ করিব, কিরূপে সংসার পালন করিব, ইহাতে তাহার কিছুই স্থিরতা থাকে না। যথার্থ বুদ্ধি স্থির অটল অপরিবর্ত্তনীয়। উহা ভক্তকে কণ্টকের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া সুখের রাজ্যে উপস্থিত করে। সকলে ঈশ্বরের বুদ্ধি কর্ত্তৃক পরিচালিত হও, আশ্চর্য্যরূপে সুখধামে অমৃতধামে গিয়া উপস্থিত হইবে।

ফলতত্ত্ব এবং ফুলতত্ত্ব। *

রবিবার, ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৭৯৯ শক, ১৮ই নবেম্বর, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

পৃথিবী সম্বন্ধে ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা যুগ নিরূপণ করিয়া থাকেন, সাধনেও ধর্ম্মসম্বন্ধে যুগ নিরূপণ হইতে পারে। পৃথিবীতে দ্বীপ উপদ্বীপ আছে, আমাদিগের জীবনেও সেইরূপ দ্বীপ উপদ্বীপ আছে। প্রশ্ন হইতেছে, আগে "শিব" কি আগে "সুন্দর?" আগে "মঙ্গল" কি আগে "সৌন্দর্য্য?" প্রথমে ফলের আদর কি প্রথমে ফুলের আদর? এখানে দেখিতে পাওয়া যায় আগে ফলের আদর পরে ফুলের আদর। ফলের যুগ আগে, ফুলের যুগ পরে আইসে। আত্মা যত সাধনের পথে অগ্রসর হয়, ফলের আদর প্রথমে, ফুলের আদর ক্রমে ক্রমে হয়। প্রথমে লোক ফলবাদী হয়, অনেক দূর অগ্রসর হইলে পরিশেষে ফুলবাদী হইয়া থাকে। বাল্যকালে, যৌবনকালে, আত্মার যত উন্নতি হউক না কেন, সকল কালে, ফলের অনুসরণ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ফুলের অনুসরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। ফুলের যুগ অতি বিলম্বে আইসে। কোটী কোটী লোক ফলের নিকটে

যায়, কিন্তু ফুলের নিকট আইসে, ফুলের প্রতি আদর সমাদর প্রকাশ করে, জীবনে এমন লোক অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। ফুলের পক্ষপাতী লোক অতি বিরল। ফলের প্রশংসা সকলেই করে, ফলের জন্য সকলেই দৌড়ায়। ফলই গুরু ফলই প্রচারক এবং সকলেই ফলবাদী। সকলেরই ফল চাই, উপকার চাই। যদি লোককে বল, নিশ্চয় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি এতদ্দ্বারা উপকার হয়, হিত হয়, শুভ সিদ্ধ হয়, সকলে আদরের সহিত তাহার অনুসরণ করিবে। আমাদের রাজ্যশাসন প্রণালী, সামাজিক গঠন, ধর্ম্মসাধনের উপায় সকলেতেই উপকার প্রধান। যাহাতে উপকার হয়, সকলে তাহাই প্রার্থনা করে। সকলেই উপকৃত হইবে এই চায়। উপকারই সকলের লক্ষ্য। ফল অর্থাৎ উপকারই সকলের আদরের বস্তু। অমুক কার্য্য করিলে নিশ্চয় ফল হইবে, সংসারে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হইবে, ধর্ম্মে সাংসারিক সুখ বৃদ্ধি পাইবে, এরূপ আশা পাইলে নিশ্চয় জানিও কোটী কোটী লোক সেই পথ অবলম্বন করিবে। যাই বলিলে বিফল, অমনই সকলে পশ্চাদগামী হইবে, আর লোক আসিবে না। বৃক্ষ যদি ফলহীন হয়, উদ্যানে যদি ফল না থাকে, তবে উদ্যানে কেহ যাইবে না। যদি বলা যায় এ উদ্যানে ফল আছে, বৃক্ষ সকল ফলবান্, সকলে সেইখানে দৌড়াইবে। ধন মান সুখ সম্পত্তি হয়, সৌভাগ্য প্রাপ্তি হয়, ঐ কথা শুনিলে সেখানে সকলে যাইবে। যেখানে ফল হয় না, সেখানে কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না।

পৃথিবীতে যত বড় বড় পথ আছে, সকলই ফলের পথ। সকলেই জিজ্ঞাসা করে এ পথে কি ফল আছে? যে পথে সমস্ত চেষ্টা বিফল হয়, সে পথে কেহ যাইবে না। ফলবাদীগণ পৃথিবীতে সর্ব্বদা

ফলেরই গুণ গান করে। সাধনেরও এই প্রথম যুগ। যে যুগে ফল গুরু হয়, ফল লক্ষ্য হয়, সমস্ত তত্ত্ববিজ্ঞান, সমস্ত ভৌতিক বিজ্ঞান—ফলবাদ, ফলই সে সময়ে একমাত্র বস্তু। তখন যাহাতে ফল নাই তাহা কেহ করে না, যাহাতে ফল নাই তাহা কেহ দেখে না। অমুক কার্য্য কেন কর? না উহাতে ফল আছে। যাহা বিফল তাহা এ সময়ে ঘৃণার সহিত পরিত্যক্ত হয়। ফল যেখানে সমাদৃত, যার যত ফল সেই যখন বড় লোক, তখন পৃথিবীতে ফলের আদর আরও অনেক দিন চলিবে। এখানে ফলই রাজা, ফলই গুরু, কিন্তু এক দল এখনও নিদ্রিত আছে। কেহ তাহাদিগকে জানে নাই, যদিও কেহ জানিয়াছে, অতি অল্পই জানিয়াছে। তাহারা যখন উঠিবে পৃথিবীর রূপান্তর হইবে, ভাবান্তর হইবে, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে নূতন বেদ বেদান্ত আসিবে। এ যুগে যে সকল বেদ পুরাণ শাস্ত্র আছে, তখন তাহার আদর থাকিবে না, সমুদয় শাস্ত্র সমুদয় বেদ পুরাণ নূতনরূপে লিখিত হইবে, এখনকার বেদ এককালে পুরাতন হইয়া যাইবে। এ যুগে ফলের বেদ আছে, সে যুগে আর তাহা থাকিবে না। সে যুগের পুরোহিত ভিন্ন, গুরু ভিন্ন, পণ্ডিত ভিন্ন, আচার্য্য ভিন্ন, প্রচারক ভিন্ন। এখন গুরু পুরোহিত আচার্য্য পণ্ডিত প্রচারক সকলেই ফলবাদী, তখন আর ইহাদিগের স্থান হইবে না, তখন সকলেই ফুলবাদী হইবে। পুষ্প ফলের স্থান অধিকার করিবে।

প্রথম যুগে "শিবং" ছিল, দ্বিতীয় যুগে "সুন্দরং" অধিকার পাইবে। প্রথম যুগে জগতে রাজা মন্ত্রী উচ্চপদস্থ সকলে উপকারবাদী ছিল, সময় আসিবে যে সময় এ সকলের উচ্চপদ দূরীকৃত হইবে। কে

আসিয়া স্থান গ্রহণ করিবে? পুষ্পবাদী। পুষ্পের মহিমা এখনও জগৎ জানে নাই। এই কঠোর শুষ্ক যুগে পুষ্পের কি মর্য্যাদা কেহ বুঝে না। হয় ত দু এক সময়ে পুষ্পমালা দিয়া গৃহ সজ্জিত করা হয় বটে, কিন্তু তাহাতে ফুলের আদর হয় না। পুষ্পরাজ্যের কথা লোকে ভবিষ্যতে জানিবে, এখনও পুরাতন যুগ গিয়া নূতন যুগের আরম্ভ হয় নাই। সৌন্দর্য্যে যে এক অনুরাগ হয়, তাহার আস্বাদ এখনও কেহ পায় নাই। যখন ফলেতে দৃষ্টি বদ্ধ, তখন ফুলের প্রতি দৃষ্টি পড়ে না। তাহারা বলিবে আহার করিলে উদর পূর্ত্তি হয়, ইহাতে লাবণ্য দর্শনের অপেক্ষা করে না। অদ্যকার বিষয় অন্ন, কল্য সম্ভোগ। অদ্য শিব, কল্য সুন্দর। অদ্য হিত অনুষ্ঠান, কল্য ফুলের লাবণ্য দর্শন। আজ মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত, ফুলের শোভা দেখিয়া তাহার কি হইবে? গোলাপ দেখিয়া বলিলাম আহা গোলাপ ফুল কি চমৎকার। কিন্তু তাহাতে উদর পূর্ত্তি হয় না, পিপাসা শান্তি হয় না, সংসারের অভাব পূরণ হয় না, গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতি সমুদয় সুখের আয়োজন পূর্ণ মাত্রায় পাওয়া যায় না। যখন পৃথিবীর ভৌতিক অভাব মোচন হইবে, তখন অবকাশ পাইলে আগে হিতসাধন, পরে সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করা যাইবে. এই নিকৃষ্ট জ্ঞানের কথা। যেখানে প্রবেশ করিলে ফুলের শোভায় মোহিত হওয়া যায়, সেখানে কেহ পদার্পণ করিল না। দুষ্ট জগৎ ফুলের শোভায় মোহিত হইতে শিখিল না। এ ঘোর কলিযুগ, লৌহের যুগ। এ যুগে কেহ ফুলের মর্য্যাদা বুঝিবে না। যখন কোমল সত্যযুগ আসিবে, তখন সকলে ফুলের মর্য্যাদা বুঝিবে, প্রত্যেক লোকের বাড়ীতে ফুলের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইবে। এখন যাহা কিছু আরম্ভ হইয়াছে, উহা

কেবল উষার মত। সময়ে আলোকের পরিমাণ অধিক হইবে, ভবিষ্যতে ফুলের রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত হইবে।

ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মগণ। তোমরা সকলে ফুল লইয়া আহ্লাদ কর, সত্যযুগ আসিবে। কলিকাল দূর হইয়া যাউক, এজন্য তোমাদিগকে পুষ্পের পক্ষপাতী হইতে হইবে। কোন্ সামগ্রী আমাদিগের নিকট মনোহর? যাহা সুন্দর পবিত্র কোমল, যাহাতে লাবণ্য কোমলতা সুগন্ধি তিনই আছে। যদি স্বর্গের কোন বস্তুর অনুরূপ পৃথিবীতে থাকে, তবে তাহা ফুল। বলিয়াছি, এক দল গুরু নিদ্রিত ভাবে আছেন, তাঁহারা কে? লাল সাদা নীল পীত ফুল। তাঁহারা চুপ করিয়া আছেন, প্রাতঃকালে তাঁহারা বিকশিত হইয়া চারিদিকে তাকাইলেন, দেখিলেন পৃথিবী এখনও প্রস্তরময়, সুতরাং ম্লান হইয়া তাঁহারা শয়ন করিলেন। পৃথিবীর গৃহে কেবল অর্থ চাই, ধন চাই, সম্পত্তি চাই, শুনিয়া পুষ্প সকল নিজ নিজ মুখ বন্ধ করিলেন। পরদিন উঠিয়া আবার তাঁহারা মুখ বাড়াইলেন, কেহ তাঁহাদের গৌরব বুঝিল না দেখিয়া পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় ম্লান হইয়া শয়ন করিলেন। বৎসর চলিয়া গেল, শত বৎসর গেল, তবু ফুলের আদর হইল না। সকলে শিব পূজায় রত। ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখ দেখিতে পাইবে, পৃথিবীতে বৃক্ষের পূজা হইয়াছে, পশুর পূজা হইয়াছে, যাহা হিতকর তাহার পূজা সকলে করিয়াছে, ফুল কাহার উপকার করে না, কেহ ফুলেরও পূজা করে না। ফুল লইয়া অনেকে পূজা করিয়াছে, কিন্তু ফুলের পূজা কে করিয়াছে? সময় আসিতেছে, যখন সকলে পুষ্পে মোহিত হইবে, জগতে পুষ্পের মনোহর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ফুলের কেন সৃজন হইল কেহ জানে না, অনুমান করিয়া কেহ

ইহার তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। লাল সাদা নীল পীত ফুল এত প্রকার হইল কেন? এক জাতি না হইয়া এত জাতি হইল কেন? কেহ কেহ বলিবে পুষ্পের যেমন ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে, ফলেরও তেমনই ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ফুল ভিন্ন ভিন্ন ফল দিবে বলিয়া জন্মিয়াছে। সুতরাং এই উপায়ে সংসারের একটী অভাব মোচন হইয়া থাকে। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করি, ভিন্ন ভিন্ন জাতি দ্বারা কি অভাব মোচন হয়? সাদা লাল সবুজ নীল নানা বর্ণের নানা আকারের ফুল না করিলে কি হইত? এত সুন্দরই বা কেন করা হইয়াছে? টাকা না হইলে মানুষের চলে না, ফুল না হইলে সংসার চলিত না, এ কথা কেহ বলিতে পারে না। সুতরাং ঘোর কলিযুগে ফুলের আদর কি প্রকারে হইবে? সহস্র সহস্র ফুলের কথা দূরে, এখন দুটী ফুলের আদর হওয়া সুকঠিন। ফুল সৃষ্টি হইবার কি উদ্দেশ্য, কি প্রয়োজন, এ তত্ত্ব কেহ চিন্তা করে না, এ তত্ত্ব কেহ শিক্ষা করে না। যদি ফুলের তত্ত্ব শিখাইতে চাও, একটীও ছাত্র পাইবে না। ফলে, এমন কেহ নাই যে, গোলাপের প্রশংসা করে। যদি কেহ ফুলের প্রশংসা করে, ফুল লইয়া উন্মত্ত হয়, তাহাকে সকলে উন্মাদ বলিয়া চলিয়া যাইবে। গোলাপ মাটীতে পড়িয়া থাকিবে কেহ তাহার দিকে তাকাইবেও না। পৃথিবীতে এ সময়ে ফুলের বিদ্যা চলিবে না।

ব্রাহ্মগণ! যদি তোমরা ব্রাহ্ম হইতে চাও, ফুলের প্রশংসা কর, ফুলকে স্কন্ধে রাখ, ফুলকে হস্তে ধারণ কর। এক সময়ে তিন ইন্দ্রিয় দ্বারা ফুলের সৌন্দর্য্য লাবণ্য সৌগন্ধ কোমলতা অনুভব কর, শরীর যদি পবিত্র না হয়, মন যদি সুখী না হয়, অন্তরে যদি প্রগাঢ়

ভক্তি না জন্মে, তবে সকলই মিথ্যা। পুষ্পে পবিত্রতা হয়, সুখ বৃদ্ধি পায়, কঠোর হৃদয় সুকোমল হয়। পাঁচ বৎসর যদি কাহার সঙ্গে সাক্ষাৎও না হয়, এক ফুলের সহবাসে থাকিলে সুখ শান্তি পবিত্রতা সকলই হইবে। হৃদয় যদি শুষ্ক হয় পুষ্পকে বল, "হে, কোমল পুষ্প ভাই, পুষ্প ভগিনি। তোমরা অতি সুন্দর, সুন্দর হস্তে নির্ম্মিত, অতি নির্ম্মল এবং সুকোমল, বল আমার প্রাণ কেন কঠিন হইল, আমার হৃদয় কেন অবিশুদ্ধ হইল?" দেখিবে এই বলিতে বলিতে তুমিও পুষ্পের ন্যায় পবিত্র নির্ম্মল ও সুকোমল হইবে। সর্ব্বদা পুষ্পের প্রশংসা কর, পুষ্পের আরাধনা কর, পুষ্পকে গুরু কর, পুষ্পের অনুবর্ত্তী হও, সমুদয় শুষ্কতা কঠোরতা চলিয়া যাইবে, হৃদয় কোমল এবং বিশুদ্ধ হইবে। ফুল যদি তোমাদের সহায় হয়, তোমরা সুখী হইবে, বিশুদ্ধ হইবে, ভক্ত হইবে, কোমল হইবে।

সিন্দুরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব

প্রকৃতি আমাদের গুরু।

প্রাতঃকাল, রবিবার, ১১ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৯ শক;
২৫শে নবেম্বর, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

সকল গুরুর মধ্যে প্রকৃতি গুরু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরু। প্রকৃতি বাক্যহীন হইয়াও আমাদিগকে নিয়ত উপদেশ দিতেছেন। তিনি আমাদিগকে সৎপথ দেখান, সদুপদেশ প্রদান করেন। যখন আমরা মন্দ পথে

নিকৃষ্ট পথে যাই, তখন তিনি আমাদিগকে সৎপথে আনেন, আমাদিগকে সুমতি দিয়া নিকৃষ্ট পথ হইতে নিবৃত্ত করেন। প্রকৃতি কথা কহেন না, তাঁহার মুখ নাই, রসনা নাই, অথচ সর্ব্বদা জ্ঞানোপদেশ দিতেছেন। প্রাতঃকাল হইতে রজনী পর্য্যন্ত কে অবিশ্রান্ত উপদেশ দেন? প্রকৃতি। প্রকৃতির ঈশ্বর জীবের উদ্ধারের জন্য প্রকৃতিকে গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রকৃতি আমাদিগকে কত বিষয়ে উপদেশ দিলেন, আর কেহ কথা কহিল না। সকল গুরুর উপদেশ তাঁহার উপদেশের নিকট নিষ্ফল হইয়া গেল। ভক্তি দেয়, উৎসাহ দেয়, সদুপদেশ দেয়, এমন আর কেহ রহিল না। প্রকৃতি কত নিগূঢ় কথা বলিয়া মনুষ্যের ভ্রান্ত চিত্তকে সত্যের পথে আনিলেন, তাহার কলুষিত চিত্তকে বিশুদ্ধ করিলেন। আকাশের দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই, আকাশে সূর্য্যও আছে, চন্দ্রও আছে। পৃথিবীর হিতের জন্য উহার পক্ষে দুইই প্রয়োজনীয়। সূর্য্য দ্বারা এক প্রকার, চন্দ্র দ্বারা অন্য প্রকার সংসারের উপকার সংসাধিত হয়। যে ঈশ্বর সূর্য্যের রচয়িতা, সেই ঈশ্বর চন্দ্রের রচয়িতা। পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য ঈশ্বর চন্দ্র সূর্য্যকে আকাশে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই দুই বস্তু পৃথিবীতে তেজ ও জ্যোৎস্না বিস্তার দ্বারা পৃথিবীকে সুখী করিতেছে, কৃতার্থ করিতেছে। এ দুই না থাকিলে পৃথিবী কখনও থাকিতে পারিত না।

আকাশে যেমন সূর্য্য চন্দ্র দুইই আছে, মনুষ্যের চিত্তাকাশে তেমনই সূর্য্য চন্দ্র দুয়েরই প্রয়োজন। ঊর্দ্ধে প্রকৃতিতে চন্দ্র সূর্য্য, নিম্নে মনুষ্যে সূর্য্য ও চন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতির ইঙ্গিতের প্রতি দৃষ্টি করিতে পারিলে, দুই বস্তু হইতে রাশি রাশি জ্ঞান লাভ

করা যায়। সূর্য্যের প্রতি তাকাইলে ধর্ম্মের তেজ উৎসাহ বল প্রভাব, চন্দ্রের প্রতি তাকাইলে প্রেম কোমলতা দয়া ক্ষমা শিক্ষা করা যায়। মনুষ্যের হৃদয়াকাশে সূর্য্য না থাকিলেও চলে না, চন্দ্র না থাকিলেও মনুষ্যের সমূহ অনিষ্ট হয়। দুয়ের মধ্যে একটী তেজোময়, একটী সুস্নিগ্ধ। যদি আকাশের দিকে তাকান যায়, দেখিতে পাওয়া যায় উত্তাপের নিতান্ত প্রয়োজন। উত্তাপ বিনা জীবন রক্ষা পায় না। জীবন রক্ষার জন্য যেমন উত্তাপ, তেমনই তেজ বিনা কাহারও চরিত্র পবিত্র থাকিতে পারে না, আত্মার জীবন রক্ষা পায় না। সূর্য্যের আলোকে দিবস যখন উত্তপ্ত হইতে আরম্ভ হয়, সকলেই জাগ্রত হয়, আর কেহ নিদ্রিত থাকে না, যাহার যে কার্য্য তাহাতে সে নিযুক্ত হয়। পরিশ্রম অধ্যবসায় সুদৃঢ় নিষ্ঠা এই সকলের জন্য সূর্য্য গুরুর নিতান্ত প্রয়োজন। সূর্য্য গুরু হৃদয়াকাশে প্রখর তেজ বিস্তার না করিলে আমাদিগের নিদ্রা ভঙ্গ হয় না, কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সহস্র সহস্র কর্ত্তব্য যৎপরোনাস্তি যত্নের সহিত পালন করিতে পারি না, জীবনের লক্ষ্য সাধন করিতে অক্ষম হই। তাই সূর্য্যের নিতান্ত প্রয়োজন, সূর্য্য না হইলে জড়তা যায় না।

কত উচ্চ শ্রেণীর কার্য্য গ্রহণ করিলাম, এক দিন দুই দিন এক মাস এক বৎসর পরে উহাকে জড়তার হস্তে সমর্পণ করিলাম। পৃথিবীর অধোদিকে দেখিলে কেবলই নিরাশা নিরুদ্যম। যাই উৎসাহ কমিল, নিরুদ্যম হইলাম, প্রকৃতির অঙ্গুলি সূর্য্যকে দেখাইল। ঐ দেখ সূর্য্য কেমন তেজোময় হইয়া গম্ভীর ভাবে উপরের আকাশ হইতে উত্তাপ দিতেছে। হৃদয় তোমাদের উত্তেজিত হউক, আর নিদ্রার সময় নাই। যিনি সূর্য্যের পূজা করেন

তিনি নিত্য নূতন উৎসাহ নূতন আনন্দ লাভ করেন, সমুদয় কার্য্য উৎসাহের সহিত করিয়া যান। সূর্য্য সর্ব্বদা আপন তেজ আপন কিরণ বিস্তার করিয়া সমুদয় অন্ধকার বিনাশ করে। জড়তা অজ্ঞানান্ধকার সূর্য্যকিরণে বিদূরিত হয়, যথার্থ পথ আবিষ্কৃত হয়, মন্দ পথ পরিত্যক্ত হয়। সূর্য্যের উপাসনা করিলে, সূর্য্যের নিকট দীক্ষিত হইলে সূর্য্য-গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে, জড়তা থাকে না, মনুষ্য আলস্যশূন্য পরিশ্রমী সিংহের ন্যায় বলবান হয়, তেজস্বী বীরপুরুষ হইয়া সমুদয় বিঘ্ন বাধা দুঃখ অন্ধকার জড়তা আলস্য জয় করে। যাহারা সূর্য্যমন্ত্রে দীক্ষিত তাহারা কখনও অলস ও ভীরু হইতে পারে না। পাপ কখনও তাহাকে মন্দ পথে লইয়া যাইতে সাহস করে না। মনুষ্য সূর্য্যের ন্যায় তেজোময় হইয়া সূর্য্যের সন্তানের ন্যায় পৃথিবীতে এক একটী সূর্য্য হয়। ধর্ম্মরাজ্যে যাঁহারা ব্রহ্মের সাধক, তাঁহারা এক একটী ছোট সূর্য্যের ন্যায় ধর্ম্মতেজে তেজস্বান্। এই এক এক সূর্য্য ভক্তি সত্য পুণ্য পবিত্রতার কিরণ দেশ বিদেশে বিস্তার করে। এই কিরণ এক দেশ হইতে অন্য দেশে বিস্তারিত হইয়া বংশ-পরম্পরা চলিতে থাকে।

সূর্য্য-গুরুর যেমন প্রয়োজন তেমনই চন্দ্র-গুরুরও প্রয়োজন। কেবল সূর্য্য-গুরু হইলে উৎসাহ উদ্যম পুণ্য পবিত্রতা পরিবর্দ্ধিত হইবে, কিন্তু কেবল পুণ্যে ক্রমে হৃদয় শুষ্ক হইয়া যাইবে। যাঁহারা নীতিবাদী নীতিপরায়ণ, তাঁহারা শুদ্ধ জীবন সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। নীতিবিষয়ে কত পুস্তক আছে কত উপদেশ আছে, কিন্তু কেবল নীতিতে মনুষ্য-হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায়। যাহারা নীতিবাদী, তাঁহারা সত্যপথে চলেন, সর্ব্বদা উদ্যমের সহিত কর্ত্তব্যপালন করেন,

কিন্তু প্রাণ তাঁহাদিগের কোমল নহে। আকাশে যেমন চন্দ্র আছে, প্রাণের আকাশেও তেমনই চন্দ্র আছে। মনুষ্য, তোমার হৃদয়ে চন্দ্র কে? প্রেম। চন্দ্র-সাধনে নিযুক্ত হইলে প্রেম-সাধন হইবে—কোমলতা সাধন হইবে। কেবল সূর্য্যের অনুসরণ করিলে চলিবে না, চন্দ্রের পথেও চলিতে হইবে, হৃদয়ে চন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইলে সমুদয় বৃত্তি সুকোমল হইবে। একই সময়ে তেজস্বী হইবে অথচ সুকোমল হইবে। পুণ্য-কিরণে উদ্দীপ্ত এবং প্রেম-কিরণে স্নিগ্ধ করিয়া রাখিবে। পিতা মাতা ভাই ভগ্নী গৃহ পরিবার প্রতিবাসী সকলের উপরে প্রেম বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। ক্রমে প্রেমের পরিধি বর্দ্ধিত হইয়া, সেই মধ্যবিন্দু হইতে, দেশ দেশান্তর গ্রাম গ্রামান্তর, এক প্রতিবাসী হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবাসী, এইরূপ সমুদয় মনুষ্য-সমাজকে অধিকার করিবে।

চক্ষু যতদূর যায়, মনুষ্য-সমাজ ততদূর বিস্তৃত। সুতরাং অতি দূর স্থান হইতে দুঃখের সংবাদ আসিলেও, তখন হৃদয় উত্তেজিত হয় প্রাণ আকুল হয়। এক পরিবারের প্রতি স্নেহ সমুদয় মনুষ্য-সমাজের প্রতি স্নেহ উদ্দীপিত করিয়া দেয়। স্নেহ ছাড়া হৃদয়ের কোমল পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হয় না। চন্দ্রের জ্যোৎস্না না থাকিলে কেবল সূর্য্যের উত্তাপে পুষ্প কখনও হাসে না। যে হৃদয় সূর্য্যের কিরণে তেজোময়, সেই হৃদয় পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নায় সহাস্য ভাব ধারণ করে। এইরূপে মনুষ্য-হৃদয়ে শক্তি এবং শান্তির মিলন হয়, তেজ এবং জ্যোৎস্না, পুণ্য এবং প্রেমের বিবাহ হয়। ধর্ম্ম জগতে এ দুয়ের মিলনে কল্যাণ হয়। এ দুয়ের মধ্যে শুভ উদ্বাহ না হইলে, প্রকৃত কল্যাণের অভ্যুদয় হয় না। সূর্য্যের অনুসরণ করিলে যেমন সত্যধর্ম্ম বীরত্ব শুদ্ধতা প্রাপ্তি হয়, চন্দ্রের অনুসরণ করিলে তেমনই

প্রেম কোমলতা লাভ হয়। এক স্থানে দুয়ের মিলন হইলে সমুদয় বংশ সমুদয় পরিবারে তাহার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধক যেমন এক দিকে বীরের ন্যায় সমুদয় বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া সত্য ও পবিত্রতার রাজ্য বিস্তার করেন, তেমনই নিজ জীবনের সুমধুর ভাব দ্বারা পৃথিবীকে জয় করেন। কোন সাধকের চন্দ্রকে ভুলিয়া সূর্য্য বা সূর্য্যকে ভুলিয়া চন্দ্রের অনুসরণ করা উচিত নয়। প্রত্যেক চরিত্রের মধ্যে এ দুয়েরই থাকা প্রয়োজনীয়। মানিলাম দুই একত্র করা কঠিন, কিন্তু প্রকৃতির তাৎপর্য্য বুঝিলে স্বীকার করিতে হয়, চন্দ্রের সুকোমলতা এবং সূর্য্যের তেজস্বিতা দুই সর্ব্বদা একত্র থাকিতে পারে। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ জানেন চন্দ্রের সুকোমল জ্যোৎস্না আপনার জ্যোতিতে নহে, সূর্য্যের জ্যোতিতে তাহার জ্যোতি। চন্দ্রে কোমলতার মধ্যে সূর্য্যের সমুদয় ভাব আছে। প্রেম ও পুণ্য এ দুয়ের মধ্যে কোন অমিল নাই। তাই বলি যেমন এক চক্ষু তোমরা সূর্য্যের উপরে রাখিবে, তেমনই অপর চক্ষু চন্দ্রের উপর রাখিবে। যেমন সত্য গ্রহণ করিবে, তেমনই হৃদয়ে প্রেমের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিবে। এক হস্ত সত্য, শুদ্ধতা এবং ধর্ম্মের উপরে রাখিবে, অপর হস্তে প্রেম-কুসুম সঞ্চয় করিবে। যদি এইরূপে সত্য ধর্ম্ম, শুদ্ধতা এবং প্রেম সঞ্চয় কর, সুখী হইবে। শুদ্ধতাবিহীন অপবিত্র বিকৃত প্রেম এবং প্রেমবিহীন শুষ্ক কঠোর পুণ্য এ দুইই পরিত্যাগ করিবে। সূর্য্য এবং চন্দ্র উভয়কে গুরু কর, সত্যনিষ্ঠ সাধু এবং সুকোমল প্রেমিক হইয়া কৃতার্থ হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

সামাজিক উপাসনার কর্ত্তব্যতা।

রবিবার, ১১ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৯ শক, ২৫শে নবেম্বর, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকগণ নিয়মিতরূপে ব্রহ্মমন্দিরে কেন আসে না? পরমেশ্বর আজ সকলকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। স্বর্গের রাজা, পৃথিবীর রাজা, রাজাধিরাজ ঈশ্বর আজ এই মন্দিরের পানে তাকাইয়া এই সময়ে এই মুহূর্ত্তে পৃথিবী কাঁপাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকগণ ব্রহ্মমন্দিরে নিয়মিতরূপে কেন আসে না? সপ্তাহে সপ্তাহে লোকসংখ্যা গণনা করিয়া দেখিতেছি লোকসংখ্যা হ্রাস হইতেছে। তাই অন্তর্যামী কারণ কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন। সকলকে তাঁহার প্রশ্নের সদুত্তর দিতে হইবে। যদি ইহলোকে কেহ উত্তর না দাও, পরলোকে ইহার উত্তর দিতে হইবে। চুরি করা অপরাধ, কিন্তু পবিত্র মন্দিরে নিয়মিতরূপে না আসা পাপ নয়, যদি ইহা বল, তবে ইহাও বলিতে পার যে, অপরের প্রাণবিনাশ করা কিছুমাত্র অপরাধ নয়। নিয়মিতরূপে মন্দিরে না আসা যদি অপরাধ না হয়, তবে বিবেককে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ কর। যাঁহাদিগের শরীরে জীবন আছে, তাঁহারা ঈশ্বরের নিকটে এই বিষয়ের উত্তর দানে বাধ্য। মিথ্যা কথা বলা, ব্যভিচার করা, ঘোর পাপে পতিত হওয়া যেমন, এ অপরাধও তেমনই। তৎসম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যেমন কঠিন, এ সম্বন্ধে উত্তর দেওয়া তেমনই কঠিন ব্যাপার।

আমি জানি না এরূপ কেন হইতেছে ? এত অভক্তি এত নিষ্ঠার অভাব কেন ? অন্য বিষয়ে পাপ হয় মনুষ্য তজ্জন্য অনুতাপ করে, আপনাকে অপরাধী বিবেচনা করে, কিন্তু মানুষের বুদ্ধি এমনই স্থূল যে, নিয়মিতরূপে মন্দিরে না আসা পাপ, এই গভীর সত্য শীঘ্র বুঝিয়া উঠিতে পারে না। অনেকে বলিবে মন্দিরে যাই বা না যাই তাহাতে দোষ কি ? তেমন পবিত্র স্থানে না গেলে কি আর শরীর মনের অপবিত্রতা যায় না ? আমি না গেলাম আর দশজন লোক আছে তাহারা কাজ সারিয়া লইবে। যে আলোক দিবার সে আলোক দিবে, কাষ্ঠাসন পরিষ্কার করিবার যাহার উপর ভার সে কাষ্ঠাসন পরিষ্কার করিবে, যে ভাগ আধ্যাত্মিক তাহাও একজন এক প্রকারে সমাধা করিবে, আমি মন্দিরে না গেলে বিশেষ কোন ব্যাঘাত হইবে না, আমি একজন, যেখানে দুই শত পাঁচ শত লোক যাইতেছে সেখানে আমি একজন গেলাম বা না গেলাম তাহাতে ক্ষতি কি ? যদি না যাই, তাহাতে অপরাধই বা কি ? সামাজিক উপাসনা না করিলে কি চলে না ? ঘরে বসিয়া পূজা করিলে কি আর পূজা হয় না ? সামাজিক উপাসনার কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে এইরূপ অধিকাংশ লোকের মনে সংশয় আছে। তাহারা সকলের সঙ্গে নিয়মিত সময়ে নিয়মিত স্থানে ঈশ্বর সন্নিধানে ঈশ্বরের চরণতলে আসিয়া বসিতে চায় না। এই ভয়ানক পাপে যাহারা পাপী, তাহারা আপনাদিগকে পাপী বলিয়া না জানুক, স্বর্গের সাধুমণ্ডলী তাহাদিগের মুখও দেখিতে ইচ্ছা করেন না।

জগতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবে বলিয়া তোমরা মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ। তোমরাই তাহা নিজে বন্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ।

এই অসাধু দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তোমরা অন্যের মন আরও দুর্ব্বল করিয়া দিবে। পরিশেষে আর কেহ এখানে আসিবে না। এখানে কার গৃহে আসিতেছ? পিতার গৃহে। পিতার দুষ্ট সন্তান হইয়া এখানকার সম্বন্ধে যে অপরাধ করিতেছ, তাহা কিছুতেই ধৌত হইবে না। আত্ম-শোধনে যতই চেষ্টা কর না কেন, কিছুতেই শোধন করিতে পারিবে না। তোমাদিগের এই অপরাধে সামাজিক উপাসনা বিলুপ্ত হইবে। নিয়মিতরূপে আসা বন্ধ কর, সামাজিক উপাসনা বন্ধ কর, আপনি দুর্ব্বল নিস্তেজ হইয়া পড়িবে, পাঁচ জনের মনে কুভাব আসিবে। ব্রাহ্ম সাধারণের পর্য্যন্ত অনুরাগ ভক্তি হ্রাস হইবে। যাহারা প্রধান লোক তাহারা না আসিলে এরূপ ঘটিবে না কেন? ক্রমে এইরূপে মন্দিরের দ্বার বন্ধ হইবে, এখন যেমন হরিনাম হইয়া থাকে তাহা বন্ধ হইয়া যাইবে। যদি তোমার জন্য আমার জন্য হরিনাম বন্ধ হইয়া যায়, তবে প্রাণে ধিক্। যতদিন বাঁচিব ব্রহ্মনাম দিয়া সকলকে পবিত্র করিব, তজ্জন্য তুমি আমি প্রত্যেকে দায়ী। রোগ বা বিপদে আক্রান্ত হইয়া যদি তোমরা আসিতে না পার, ঈশ্বর তজ্জন্য তোমা-দিগকে অপরাধী মনে করিবেন না। কিন্তু মিথ্যা কারণে যদি সেই দায়িত্ব পালন না কর, তবে তোমাদিগের গভীর অপরাধ হইবে। যদি বৎসরের মধ্যে বিনা কারণে দুদিন একদিনও অনুপস্থিত হও, তজ্জন্য অনুতপ্ত হইয়া ঈশ্বরের চরণে পড়িতে হইবে। যাহাতে তোমাদিগের দোষে এ দেশ হইতে হরিনাম উঠিয়া না যায় তাহার জন্য যত্ন করিবে। মধুর হরিনাম সর্ব্বদা সযত্নে প্রচার কর। তোমরা হরিনাম প্রচারের পথে কণ্টক আরোপ করিও না। প্রাণান্তেও মন্দিরে না আসার অপরাধ করিও না। যাহাতে শরীর মনটাকে

এখানে কাষ্ঠাসনে আনিয়া বসাইতে পার তাহার জন্য যত্ন কর, উৎসাহের সহিত দশজন ভক্ত দশজন বন্ধু মিলিয়া হরিনাম কর, চারিদিক হইতে লোক সকল আসিবে। যখন তাহারা এখান হইতে যাইবে, বলিতে বলিতে যাইবে, আজ কি মধুর নাম শুনিলাম, কখনও এরূপ নাম শুনি নাই, এরূপ উৎসাহ দেখি নাই, এরূপ অমৃত কোনও দিন পান করি নাই, আজ প্রাণ কাড়িয়া লইল। কত লোক এরূপ বলিতে বলিতে চলিয়া যায়, আমরা তাহার সংবাদও পাই না।

যাহারা মন্দিরে আসে না, তাহারা মানুষকে সুমধুর হরিনাম শুনাইতে চায় না। পাপী হরিনাম না শুনিয়া মরুক আমি সে স্থানে যাইব না, হরিনাম চিরকালের জন্য বন্ধ হইয়া যাউক, দেশস্থ লোকের মৃত্যু হউক, এই তাহার কামনা। ইহা অপেক্ষা আর কি ভয়ানক কার্য্য হইতে পারে? এমন পবিত্র সুকোমল নাম মনুষ্য যাহাতে শুনিতে পায় তাহার বিরোধী হইবে, সে পথে কণ্টক আনিবে, অথচ আপনাকে অপরাধী মনে করিবে না, নিরপরাধ গণ্য করিবে, ইহা অপেক্ষা আর কি ভয়ানক হইতে পারে? তুমি যদি প্রেমিক হও, তোমাকে নিয়মিতরূপে এই মন্দিরের আসনে দেখিতে পাইব। ভাই ভগ্নীগণ দেশে দেশে ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিবেন, তুমি এইরূপে তাঁহাদিগের সাহায্য করিবে। ঈশ্বরের নাম লোকে শুনুক, ইহাতে এই ইচ্ছা প্রকাশ পায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম এখনও জীবন্ত আছে যদি বল, তবে তোমরা কেহ মন্দিরে নিয়মিতরূপে না আসিয়া পার না। যদি উহার মৃত্যু হইয়া থাকে, তবে কাহাকেও আসিতে বলিতে পারি না। ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি পৃথিবী হইতে বিদায় হইয়া থাকে, ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা চলিবে কি প্রকারে? আমি

বলিতেছি ব্রাহ্মধর্ম্ম এখনও মরে নাই, জীবন্ত আছে। তোমাদের জীবন অবসান হয় নাই একবার পৃথিবীকে দেখাও। লোকে বলিবে ব্রাহ্মধর্ম্মের মৃত্যু হইয়াছে, এ অপমান সহ্য করিও না। আচার্য্য, উপাচার্য্য, প্রচারক, সকলকে ডাকিতেছি, তাঁহারা আর সকল অধর্ম্ম দূর করিবার পূর্ব্বে সকলকে গিয়া বলুন, সর্ব্বাপেক্ষা প্রথম কর্ত্তব্য এক স্থানে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন। যেখানে ভাই ভগ্নীর সহিত মিলিত হইয়া হরিনাম-সুধা পান করা যায়, সেখানে আনিতে লোককে কি যুক্তি দেখাইয়া আনিতে হইবে? এই ঘরে বসিয়া যে প্রাণের ঈশ্বরকে দেখিবে তাহার নিকট এই ঘর প্রাণের ঘর হইবে। সে যদি সহস্র কার্য্যেও ব্যস্ত থাকে, তবু তাহার যথা সময়ে এই ঘরের কথা স্মরণ হইবে এবং নিদ্রিত আত্মা জাগিয়া উঠিবে। প্রেমোন্মত্ত ব্যক্তি সহস্র কার্য্য ছাড়িয়া এই স্থানে এই প্রিয় স্থানে আসিয়া প্রাণ জুড়াইবে।

আমি এই ব্রহ্মমন্দিরেরই পক্ষপাতী হইয়া বলিতেছি না, কিন্তু যেখানে হউক সকল বন্ধুকে লইয়া প্রাণেশ্বরকে ডাক। যেখানে যে ব্রাহ্মমণ্ডলী মধ্যে একত্র মিলিত হইয়া পূজা করিবে সঙ্কল্প করিয়াছ, সেইখানে মণ্ডলীবদ্ধ হইয়া পূজা কর। এই কার্য্যকে চিরজীবনের কার্য্য মনে করিতে হইবে। সামাজিক উপাসনায় একবার যোগ দিলে হইবে না, ক্রমাগত আসিতে হইবে। যে সমাজে প্রথম যোগ দিয়াছিলে সে সমাজ যদি বিলুপ্ত হয়, অন্য সমাজভুক্ত হও। যতদিন প্রাণ থাকিবে, সেইখানে প্রাণেশ্বরকে ডাকিতে হইবে। তাঁহাকে ডাকিবার জন্য একটা বাড়ী থাকিবে না, এমন একটী প্রিয় স্থান থাকিবে না, যেখানে ব্রহ্মের মুখ দেখা যাইতে

পারে, এরূপ হইতে পারে না। সংসারের মধ্যে এমন একটী স্থান চাই, যেখানে আসিয়া সকলে মিলিয়া উৎসাহের সহিত ব্রহ্মনাম করিব। যে ঘরে তাঁহার নাম করা যায়, সে ঘর যদি প্রিয় না হয়, তবে আর পৃথিবীর মধ্যে প্রিয় স্থান কোথায়? এই ঘরের এক একখানি ইট যদি তোমার প্রিয় না হয়, তবে তুমি ব্রহ্মকে কি প্রকারে ভালবাস? তবে তুমি ব্রাহ্ম নও। এ বিষয়ে তাহা হইলে সন্দেহ। বুঝি তুমি ব্রাহ্ম নও। ব্রাহ্ম যে ঘরে ব্রহ্মের পূজা করেন, তদপেক্ষা আর তাঁহার প্রিয় কি থাকিতে পারে? যেখানে কার্য্য করিতে যাও, যেখানে গিয়া অর্থ উপার্জ্জন কর, যেখানে নীচ কার্য্যের সহিত মন রজ্জুবদ্ধ হয়, সেই স্থান কি তোমার প্রিয়? যেখানে স্বর্গের মহাত্মাগণের সঙ্গে মিলিত হওয়া যায়, ইহলোক পরলোক এক হয়, বন্ধুজন সহ সহবাস হয়, এমন কি যিনি সার্ব্বোচ্চ ধন, পরম ধন, নিত্য ধন, তাঁহাকে লাভ করা যায়, সে স্থান প্রিয় হইল না? কেন এমন দুর্ব্বুদ্ধি হইল? এখানে আসিতে আবার যুক্তি করিতে হয়, কেন আসিব জিজ্ঞাসা করিতে হয়, এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন ঘটিল? আর পাঁচটী পাপ আছে, না হয় এও একটী পাপ হইল, তাহাতে কি? এ পাপ যে সকলের অপেক্ষা ভয়ানক! এ পাপ হইতে আর সহস্র পাপ আইসে। যদি এ পাপ হইতে দাও, তবে দেশের সকলে সবংশে মরুক এই তোমাদের ইচ্ছা।

তোমরা আর উপেক্ষা করিও না। যাও তোমরা উপাসকদিগকে ধরিয়া আন, সকলকে জাগ্রত কর, তোমাদের ইহলোক পরলোকে সৎকীর্ত্তি হইবে। যদি ইহাতেও কেহ আসিতে না চায় স্বার্থপরতার পাপ হইবে। হরিনাম যাঁহাদিগের প্রিয় তাঁহাদিগকে ডাকিয়া আন।

আমি পুনরায় ব্রহ্মমন্দিরেরই পক্ষপাতী হইয়া বলিতেছি না, হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত যত ব্রহ্মমন্দির আছে, ব্রাহ্মসমাজ আছে, প্রার্থনাসমাজ আছে, প্রত্যেক স্থানে এইরূপে সকলে সযত্ন হইলে লোকে পূর্ণ হইবে। ঈশ্বরের ঘরে লোক ধরিবে না। চতুর্দ্দিক হইতে প্রেমে উন্মাদ হইয়া লোক দৌড়িবে। এ মন্দির মানে সকল মন্দির। এ মন্দির অপূর্ণ হইলে সকল মন্দির অপূর্ণ হইবে। এ মন্দির যদি পূর্ণ হয়, সকল মন্দির পূর্ণ হইবে। আগামী সপ্তাহের মধ্যে যাহাতে এই মন্দির পূর্ণ হয় তোমরা সকলে তাহা কর। যদি তোমরা এ বিষয়ে আলস্য কর, তোমাদের নাম ঈশ্বরের দাসশ্রেণী হইতে কর্ত্তিত হইবে। এখানে ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তিত হউক, সহস্র লোক মিলিত হইয়া তাঁহার পদ পূজা করুক, ভক্তি-জলে তাঁহার পদ ধৌত করুক, দেখিবে কি ব্যাপার হয়। আর কি বলিব অনেক বলিলাম। দুঃখের বিষয় যে আজ এ কথা এখানে বলিতে হইল। সকলে যে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে তোমরা সকলে নিরুৎসাহ হইয়া যাইতেছ, সে কথার কি তোমরা সংবাদ লইয়া থাক? তোমাদিগের মধ্যে জড়তা আসিয়াছে চারিদিকে যে এই কথা উঠিয়াছে তাহা কি তোমরা শুনিতে পাও নাই? যদি তোমাদিগের মধ্যে উৎসাহ থাকে এই সময়ে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বাহির হও। আর নিদ্রিত থাকিও না। জড়তা দূর করিয়া দাও। যে সময়ে উৎসাহের অগ্নি মধ্যে দেশ নিক্ষিপ্ত হইবে, সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে। যাহাতে ব্রহ্মমন্দিরে চিরদিন হরিনাম হয়, তজ্জন্য প্রাণ মন সমর্পণ কর। সময় আসিয়াছে সকলে প্রস্তুত হও, সর্ব্বদা ঈশ্বরের ঘর যেন তোমাদিগের প্রিয় হয়। যোগী সাধক ভক্ত সকলকে ডাক, ডাকিয়া

তাহাদিগের সহিত মিলিত হও। যাহাতে ঈশ্বরের মন্দিরে না আসার অপরাধ দেশ হইতে চলিয়া যায়, এরূপ যত্ন কর। স্থানে স্থানে নাম কীর্ত্তন হউক, দেশে হরিনামের তরঙ্গ উঠুক, দেশ হরিনামের স্রোতে ভাসিয়া যাক। মন্দিরে নিয়মিতরূপে না আসার ভয়ানক পাপ হইতে ঈশ্বর সকলকে রক্ষা করুন। তাঁহার ঘরে মিলিত হইয়া যেন আমরা তাঁহাকে সর্ব্বদা ডাকি।

বণিক জাতি।

রবিবার, ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৯ শক, ২রা ডিসেম্বর, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

মনুষ্য কোন্ জাতি? মনুষ্য বণিক জাতি। মনুষ্য জন্ম বণিক, তাহার পিতা মাতা বণিক, সে বণিক সম্প্রদায়ভুক্ত, বাণিজ্য ব্যবসায়ী; বণিকের কার্য্যই তাহার কার্য্য, বিষয় বুদ্ধিকে ভ্রান্তি বলিলে কি হইবে বিষয় বুদ্ধিই সর্ব্বত্র প্রধান। হিসাব করিয়া লাভ না বুঝিলে কেহ কার্য্য করিতে চায় না। মনুষ্যের ভ্রম আছে মানিলাম, কিন্তু যেরূপ আমাদিগের বুদ্ধি, সংস্কার এবং শিক্ষা তাহাতে আমরা লাভ ক্ষতি এ দুয়ের গণনা করিবই। এই কার্য্য করিলে লাভ হয় এই কার্য্য করিলে ক্ষতি হয় জানিয়া যাহাতে ক্ষতি হয় তাহা করিব না। এই বণিক-জগতে লাভের প্রত্যাশায় সকলে কার্য্য করে, ক্ষতিতে ভয় করে। সমুদয় সংসার এই ভাবে চলিতেছে। লাভ ক্ষতি এই দুই স্তম্ভের উপর সকল সংসার বিচরণ করিতেছে। সর্ব্বত্র লাভের প্রত্যাশা, ক্ষতির ভয়। আমাদিগের সকলেরই যে বণিক ভাব ইহা সহজে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। যেখানে বণিক

ভাব এত প্রবল, যেখানে সুচতুর ভাবের এত প্রাধান্য, তখন তাহা কেনই বা বুঝিয়া লওয়া যাইতে পারিবে না? যাহাতে লাভ নিশ্চয় তাহা সকলে করিবে। যে দেশে সকলেরই এ প্রকার সংস্কার সে দেশে ধর্ম্মই বা কেন সে নিয়মের বশবর্ত্তী হইবে না? বাণিজ্য ব্যবসায়ের যখন এত প্রাবল্য, তখন ধর্ম্মকেও বাণিজ্য লইয়া পড়িতে হইবে। সকল কার্য্য ব্যবসায়ীর ভাবে সম্পাদন করিবে, ধর্ম্মেই কেবল অব্যবসায় থাকিবে এমন আশা করা যায় না। অনেক মনুষ্য ধর্ম্মের পথে আসে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার মধ্যে অব্যবসায়ী ধার্ম্মিক একজনও দেখা যায় না। লাভ ক্ষতি গণনা করে না, প্রেম ভক্তি সমুদ্রে মগ্ন, এ দৃশ্য অতি বিরল। এ পৃথিবীর সকলেই বণিক, ব্রাহ্মণ একজনও নাই। ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের মধ্যে এমন কে আছে যে লাভ ক্ষতির গণনা করে না, অল্প মাত্রও ক্ষতি সহ্য করিতে প্রস্তুত? সকলেই গণনা করে, যে কার্য্যে লাভ সেই কার্য্য করে, যে মন্ত্রে লাভ সেই মন্ত্র গ্রহণ করে, যে গুরুর সহবাসে শুভ হয় সেই গুরুর অনুগত হয়। মনুষ্যের সংস্কার যেরূপ ধর্ম্মও যখন সেইরূপ নিয়মের অধীন হইল, তখন ধর্ম্মে যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় তাহার আশা কি প্রকারে হইবে? যে সকল অঙ্গ সাধনে লাভ তাহাই করিবে।

পৃথিবীতে কেবল একটা বস্তু বণিকের হস্তে পড়িল না, তাহা প্রেম। প্রেমের সঙ্গে বণিক ভাবের চির বিরোধ। সুচতুর মনুষ্যের সঙ্গে প্রেমের চির বিবাদ বিসম্বাদ। যেখানে ক্ষতি লাভের বিচার সেখানে প্রেম যায় না। ব্রাহ্মগণের প্রেম এবং পৃথিবীর প্রেমে কোনও ভেদ নাই। পৃথিবীব প্রেমে তুমি যদি আলিঙ্গন কর সেও তোমাকে

আলিঙ্গন করিবে। এ প্রেম ব্যবসায়ী প্রেম, ইহাতে এক দিক হইতে প্রেম না পাইলে, অন্য দিক হইতে প্রেম দেওয়া হয় না। আমরা প্রেম প্রত্যাশা করি। বল দিব, তবে আমি দিব, এই আমাদিগের কথা। এই রীতিকে আমাদিগের মধ্যে প্রেম বলে। তুমি আমার বাটীতে আসিলে আমি তোমার বাটীতে যাইব, তুমি দুঃখের অবস্থায় যদি অন্ন দিয়া থাক আমি তোমাকে অন্ন দান করিব, আমার অশিক্ষিত সন্তান সন্ততিকে তুমি শিক্ষা দাও, আমি তোমার সন্তান সন্ততিকে শিক্ষা দিব। তুমি আমার পরিবারের ভার লইলে আমি তোমার পরিবারের ভার লইব। তুমি আমায় সুখী করিলে আমি তোমায় সুখী করিব। তুমি আমায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিলে, আমার মতে চলিলে, আমি তোমার সমাদর করিব। আমায় তুমি গুরু স্বীকার কর, আমি তোমায় গুরু স্বীকার করিব। তুমি আমায় মিত্র বল, আমি তোমায় মিত্র বলিব। তুমি আমায় ভাই ভাই বলিয়া ডাক, আমি তোমায় ভাই ভাই বলিয়া ডাকিব। তুমি আমার চরণে পড়িলে আমি তোমার চরণে পড়িব। সুচতুর ব্যবসায়ীদিগের সম্বন্ধে এ শাস্ত্র আগাগোড়া সমান, কিছুমাত্র বিরুদ্ধ নয়।

সকলেরই জীবন-পুস্তকে প্রেমশাস্ত্রের বিরোধী মত আছে। প্রত্যেকে এই বিরুদ্ধ মতের মধ্যে পড়িয়া আছে। সকলে কেবলই প্রত্যাশা করে। কোথাও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। যতদিন আশা ছিল ততদিন সকলে ভাই বন্ধু ছিল। যাই আশা পূর্ণ হইল না, আশা সমূলে বিনষ্ট হইল, অমনই সেই আশার সঙ্গে সঙ্গে ভাই বন্ধু-গণকে জলাঞ্জলি দিল। যতক্ষণ তুমি আমার ভাল করিবে আমি তোমার কৃতদাস হইয়া থাকিব, যতদিন তুমি আমার করিবে ততদিন

আমি তোমার করিব, ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব। যদি তুমি আমায় ঘৃণা কর আমি তোমায় নিশ্চয় ঘৃণা করিব, তুমি আমায় উপেক্ষা করিলে আমি তোমায় নিশ্চয় উপেক্ষা করিব। পরের নিকটে প্রেম পাইয়া অপ্রেম করে ব্রাহ্মদের এ নীচ প্রবৃত্তি নাই। প্রেম পাইলে প্রেম দেয় ব্রাহ্মদের এটুকু আছে। উপকার পাইলে উপকার করিব, যেখানে দুপয়সা লাভ হয়, সেখানে দুপয়সা দিব, কিন্তু যেখানে দুপয়সা পাওয়া যায় না, সেখানে যে দুই পয়সা দিয়াছি তাহা ফিরাইয়া লইব। প্রেমের কথা জিহ্বাগ্রে আসিবা মাত্র রূঢ় কথা শুনিলাম, কটূ কথা আরম্ভ হইল, প্রেম ফিরাইয়া লইলাম। উপকার করিতে গেলাম, যাই ভাই অস্ত্র ধারণ করিল, তৎক্ষণাৎ উপকার করা বন্ধ করিলাম, আমিও শাণিত অস্ত্র ধারণ করিলাম। তুমি যেমন করিবে আমিও তেমনই করিব। এই ব্রাহ্মদের প্রেম।

যদি বড় প্রেম হয়, দু আনা পাইলে চারি আনা প্রেম দিতে পারি। যেরূপ সামগ্রী পাইব, ঠিক তাহার মতন মূল্য দিব। ঋণী হইলে ঋণ পরিশোধ করিব, মূল্য না পাইলে দিব না। এখানে যাহারা আছে তাহাদিগের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিলে এই উত্তর পাওয়া যাইবে, স্নেহের কথা না শুনিলে, ভালবাসা না পাইলে, আমরা কাহাকেও ভালবাসিব না, তুমি আগে অঙ্গীকার কর আমায় ভাই বলিবে, তবে আমি তোমায় ভাই বলিব। যাহারা ভালবাসে তাহাদিগের নিকট এমনই বশীভূত যে, প্রাণের সমুদয় প্রেম তাহাদিগকে দিব। আলিঙ্গন করিলে উপকারী বন্ধুকে আলিঙ্গন করিব। উপকার করিলে যাহার সঙ্গে এক ঘণ্টার পরিচয় তাহাকেও যথাসর্ব্বস্ব দিব। প্রাতঃকালে যাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিলাম সন্ধ্যাকালে যদি সে কটু

বলে, সমুদয় প্রেম তাহার নিকট হইতে ফিরাইয়া লইব। তাহাকে যত প্রেম দিয়াছিলাম তাহার বক্ষঃস্থল ছেদন করিয়া সে সমস্ত ফিরাইয়া লইব। যদি এক সের দিয়া থাকি ঠিক হিসাব করিয়া এক সের বুঝিয়া লইব। যাই ভাই শক্রতা করিলেন, অমনই তাহার সঙ্গে ভ্রাতৃভাব শক্রতার পর্য্যবসান হইল। প্রত্যেক ব্রাহ্মই এই প্রকারে চলিতেছেন। আজ পর্য্যন্ত এমন একজনও পাওয়া গেল না, যে বলিল, আমার সর্ব্বস্ব লইলেও আমি পরিবার নির্ম্মাণ করিব। আমার যাহা কিছু আছে সকলই হরণ করিলেও আমার প্রাণের ভিতরে ষোল আনা প্রেম দিব। যদিও আমাকে বিপন্ন করে ও আমার চিরশক্র হয়, আমাকে প্রাণে বধ করে, তথাপি আমার প্রেম ঠিক থাকিবে।

আমরা এ শাস্ত্র পাঠ করি নাই। যদি ব্রাহ্মসমাজে থাকিতে চাই, ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত হইতে চাই, তবে আমাদিগকে এই প্রকার প্রেমের আধার হইতে হইবে। এ নামের যথার্থ যোগ্য হইলে সকলের প্রেম হইবে, নিঃস্বার্থ প্রেম হৃদয়ে আসিবে। আমরা জন্মে বণিক। আমাদিগের নিকট ধর্ম্মবুদ্ধি বিষয়বুদ্ধি এক। আমরা লাভ দেখিলে তবে প্রেম দিতে পারি, লাভ না দেখিলে দূর করিয়া দিই। কিন্তু ইহার আর এক দিক আছে। যদি আমরা ব্যবসায়ী হইলাম, তবে প্রকৃত ব্যবসায়ী কেন হই না? যদি বণিকই হইলাম, তবে পূর্ণ বণিক হইব। আমাদিগের জাতি বণিক জাতি হউক, আমাদিগের মধ্যে কেহ ব্রাহ্মণ নাই, তাই হউক। ধর্ম্মের উচ্চ ভাবের সঙ্গে বাণিজ্য কিরূপে মিলান যায় একবার দেখা যাউক।

ইহলোক অতি সামান্য, ইহার সঙ্গে পরলোক আনয়ন কর,

ইহলোক পরলোক দুই একত্র কর। যদি বাণিজ্যে প্রবিষ্ট হইলে, যে কার্য্যে লাভ তাহারই জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইবে। ছোট ছবিখানি নামাইয়া ফেলিতে হইবে। অমুককে এত টাকা দিলাম, তাহার জন্য পরিশ্রম করিলাম, তাহার সন্তানগণকে সৎপথে আনিতে যত্ন করিলাম, যখন সে সদয় হইল না, আমিও প্রেমের ব্যবহার ছাড়িলাম। এই ছোট ছবিখানি নামাইয়া উহার স্থানে বড় ছবিখানি রাখ। বড় ছবিতে দেখিতে পাইবে, দুষ্ট জগৎ সাধককে অগ্নিতে দগ্ধ করিল, সাধক সর্ব্বস্ব জগৎকে অর্পণ করিলেন। যখন তিনি অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছেন, তখন হস্ত দুইখানি ঊর্দ্ধে তুলিয়া বলিতেছেন "হে পিতঃ! জগদ্বাসী সকলে শত্রুতা করিল তাহাদিগকে প্রেম দিলাম, প্রাণ দিলাম এখন আনন্দের সহিত প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম। হে মহাদেব, তুমি জগদ্বাসীদিগকে আশীর্ব্বাদ কর।" এই ছবির দিকে দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাই, সাধকের দৃষ্টি আর কোথাও নাই, তাঁহার দৃষ্টি ঈশ্বরের দিকে। তিনি অগ্নির ক্রোড়ে নিক্ষিপ্ত, কিন্তু তাঁহার হাতে প্রেমের অতুল সম্পত্তি, তিনি যে তাহা হইতে আপনিও সম্পত্তি লাভ করিবেন তাহার সাক্ষী ব্রহ্ম। যদি বাণিজ্য করিতে হয় তবে এই ছবি অনুসারে বাণিজ্য করিলে বাণিজ্যের হিসাব পূর্ণ হয়।

বাণিজ্যের লাভ ইহলোকে না রাখিয়া স্বর্গে রাখিলে, তাহা হইতে কোটী কোটী সম্পত্তি লাভ হয়, পুণ্য আনন্দ শান্তির স্বর্ণমুকুটে মস্তক শোভিত হয়। বণিক যদি হইতে হইল, তবে এইরূপ বণিকই হওয়া ভাল। দিলাম আমার অতি সামান্য প্রাণ, পাইলাম যে দেব দেবের পদ। আমার এই সামান্য ক্ষুদ্র

অনিত্য দেহের শোণিত দিলাম, পাইলাম কি না অমৃত,—চিরজীবন নিত্য আনন্দ। দিলাম অতি তুচ্ছ, পাইলাম অনেক। এখানে দশজন আমায় পদাঘাত করিল, দশ বৎসর অত্যাচার করিল, তাহার বিনিময়ে যাহা পাইলাম তাহার দশাংশের একাংশও উহা হইল না। এই শরীরের রক্ত দিয়া যদি অনন্ত জীবন সঞ্চয় করিতে পারি তবে তাহাতে ক্ষতি কি? সকলই লাভ। যখন আমি এইরূপে উৎপীড়িত হইতে লাগিলাম আমার দীক্ষাগুরু হরি হৃদয়ে থাকিয়া বলিলেন, তুমি দশ দিন ক্লেশ ভোগ করিতেছ, কিন্তু তোমার জন্য অনন্তলোক ব্রহ্মলোক সঞ্চিত রহিয়াছে। এক বিন্দু প্রেম দিলাম অনন্ত প্রেমসমুদ্র আমাকে পরিবেষ্টন করিল। দশ জন আমায় পদাঘাত করিল, সেই মস্তকের ধূলিবিন্দু স্বর্গে উজ্জ্বল হীরকখণ্ড হইল। যে মুখ পৃথিবীর লোক সত্যের জন্য কলঙ্কিত করিতে যত্ন করিল, সেই মুখ সমুজ্জ্বল পুণ্যালোকে পরিশোভিত হইল। ধন্য বণিক ব্যবসায়, এই যদি বণিক জাতি হয়, তবে চিরদিন বণিক থাকিব।

ব্রাহ্মগণ! এইরূপ বাণিজ্য ব্যবসায় কর, অনেক লাভ হইবে। প্রেমের ব্যবসায়ে ইহলোকে লাভ নাই, ইহাতে চারি পাঁচ দিনের মধ্যে লাভ দেখিতে পাওয়া যায় না। দু দিন চারি দিন এক বৎসর দু বৎসরের মধ্যে লাভ করা এরূপ ক্ষুদ্র বণিক ব্যবসায় ছাড়। এখানে যশ মান কীর্ত্তি সম্পত্তি লাভ করিব এরূপ ক্ষুদ্র ব্যবসায় পরিত্যাগ কর, ক্ষুদ্র দোকান বন্ধ করিয়া দাও, যাহাদিগের নিকট বিন্দু প্রত্যাশা নাই, যাহারা কিছুমাত্র মূল্য দিবে না তাহাদিগের নিকট গিয়া হরিনাম শুনাও, পথে পথে হরিনাম বিতরণ কর।

দেখ সামান্য চৈতন্য-শিষ্যেরা কেমন লোককে নামামৃত পান করায়। তোমরা লোককে হরিনাম শুনাও। যদি গালি দেয় তবু শুনাও, যদি মারে মার খাইয়াও শুনাও। ব্রাহ্ম হইয়া এইরূপে লোকের হিতসাধন কর যে, যাহারা তোমাদিগের প্রতি শত্রুতা করে চিরদিন তাহাদিগের মিত্র থাক। কাহারও নিকট কিছুমাত্র প্রত্যাশা করিও না, লোকে বিমুখ হইলেও বিমুখ হইও না। সত্য প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হইও না। কাহাকেও সাড়ে পনর আনা প্রেম দিলে চলিবে না, একেবারে ষোল আনা প্রেম দিতে হইবে। কিছুমাত্র বিনিময়ের আশা করিও না। বিনিময় অতি জঘন্য। বিনিময় সর্ব্বথা পরিত্যাগ কর। এখানে কিছুমাত্র প্রত্যাশা না রাখিয়া প্রেম বিতরণ কর, পরলোকে ফল ফলিবে। এখানে কোন পুরস্কারের প্রত্যাশা নাই, প্রাণ দিয়া যাও, আপনার বলিয়া কিছু রাখিও না। কেন পরের মঙ্গল করিব এরূপ চিন্তা করিও না, এরূপ করিলেই অধর্ম্ম হইবে। যে ব্যক্তি পরের জন্য কাঁদেন, পরদুঃখে দুঃখী হন স্বর্গ তাঁহারই, পৃথিবীতে তিনিই ধন্য।

ঘর ও দ্বার।

রবিবার ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৯ শক, ৯ই ডিসেম্বর, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

একদিন দেবালয়ে ঘর ও দ্বারের সঙ্গে আলাপ হইতেছিল। আলাপের বিষয় কি? তুমি বড় কি আমি বড়? তুমি বড় কি আমি বড়, ঘর ও দ্বারের মধ্যে এই প্রশ্ন উত্থিত হইল। অনেক কথোপকথনের পর মীমাংসা হইল দেবমন্দিরের ঘরও বড় দ্বারও

বড় ; কিন্তু ঘর অপেক্ষা দ্বার বড়। পৃথিবীতে ধর্ম্মজগৎ মন্দিরের প্রশংসা করে, মন্দিরের মহিমা স্বীকার করে, মন্দিরকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু মন্দিরের দ্বারকে কেহ ত প্রশংসা করে না, শ্রদ্ধা করে না, ইহার মহিমা কেহ দেখিতে পায় না। মন্দিরের দ্বার ছোট, মন্দির মহৎ। যেখানে ভক্তমণ্ডলীকে ঈশ্বর কৃতার্থ করেন, যেখানে হরিনাম উচ্চারিত হয়, যেখানে কত বিমলানন্দ লাভ হয়, কে তাহার গুণ মুখে বর্ণন করিবে? ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এমন কে আছে, যে ব্রহ্মমন্দিরের জয়পতাকা হস্তে ধারণ করিবে না? যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, ঘর বড় কি দ্বার বড, সমুদয় ব্রাহ্মজগৎ মহা উৎসাহের সহিত বলিবে, ব্রহ্মমন্দির বড় ও উপাসনা ঘর বড়, দ্বার নহে। যাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায় সেই আরাধনা গৃহ, কুটীর, ঠাকুর ঘরকে শ্রেষ্ঠ বলে। কাহারও নিকট শুনা গেল না ঘর অপেক্ষা দ্বার মহৎ। যে দ্বারের এক দিকে পৃথিবী এক দিকে দেব-গৃহ, সেই দ্বারটী যে একটী বিশেষ স্থান, তাহার যে বিশেষ মহিমা আছে, অনেকের চিন্তাপথে ইহা উদিত হয় নাই।

ব্রহ্মমন্দিরে দ্বারের মহিমা কে কোথায় কীর্ত্তন করিয়াছে? ঘরের প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে দ্বারের প্রশংসা কোথায় কোন্ পুস্তকে লেখা আছে? পৃথিবীর মধ্যে এমন একটী জঘন্য স্থান আছে, যে স্থানের সম্বন্ধে লোকে বলিয়া থাকে, ঘরের বাহিরে পুণ্যের মাটী আছে। সেই স্থানে পুণ্য ত্যাগ করিয়া আপনার সর্ব্বনাশ সাধন জন্য প্রবেশ করিতে হয়। সেই এক কথা লোকে জানে সত্য, কিন্তু মন্দিরের কোন্ অংশটীর মহিমা অধিক, এ বিষয়ে কেহ কোথাও কি কিছু শুনিয়াছে? দ্বারের বাহির, ঘরের মধ্য, কি ঘরের মধ্যস্থ

কাষ্ঠাসন, কোন্ স্থান মহিমান্বিত? মধ্য কি অন্ত কি বাহির কোন্ স্থান বিশেষ? ঘরের ভিতরের মহিমা ত আছেই, দর্শকগণের হৃদয় সে স্থান দ্বারাই ত আকৃষ্ট হয়, কিন্তু বিশেষ মহিমা এই ঘরের দ্বারের। এই ঘরে প্রবেশ করা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য। উপাসনা মন্দিরে প্রবেশ, উপাসনা স্থান স্পর্শ, ইহার মধ্যে দ্বারসংস্পর্শ প্রধান। শাস্ত্রী বলিবেন, প্রবেশ ও উপবেশন এ দুয়ের মধ্যে প্রবেশ উচ্চতর। দ্বার স্পর্শ কত মহৎ কার্য্য। ইহার উপরে দেবমন্দিরের মহিমা নির্ভর করে। ভাল ভাবে প্রবেশ করিতে পারিলে, মন্দিরে ভাল ভাবে উপবেশন এবং ভাল ভাবে উপাসনা হইয়া থাকে। যদি ভাল মনে প্রবেশ করা না হইল, তবে উপাসনা ভাল হইবে কি প্রকারে?

বাহির হইতে দৌড়িয়া আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিও না। ঘরের বাহিরে কিয়ৎকাল দাঁড়াও। ঘরের দ্বারে স্বর্ণাক্ষরে কি লিখিত আছে একবার দেখ। "এখানে প্রস্তুত হইয়া প্রবেশ কর" দ্বারে লিখিত আছে। প্রবেশ করিতে যাইতেই দ্বারবান জিজ্ঞাসা করিবে "কেন আসিতেছ? কিছু পাইবার আশা করিয়া কি আসিয়াছ? এই মাত্র সংসার ছাড়িয়া আসিলে, চিন্তাবিহীন হইয়া প্রবেশ করিও না।" অনেকে অসার তর্ক করিয়া এই কথার প্রতি কর্ণপাত করে না, দ্বারবানের কথা কেহ ভুলিয়াও ভাবে না। মন্দিরের দ্বারে, উপাসনা-গৃহের দ্বারে, ঠাকুর-ঘরের দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া কোথায় ছিলে, কোথা হইতে এখানে আসিলে, কি ভাবে ছিলে, কিরূপ ভাবে প্রবেশ করিতে হইবে ভাব। দ্বারবানের প্রতি আজ্ঞা কাহাকেও প্রস্তুত না করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া না হয়। এখানে দাঁড়াও, নিমেষের

মধ্যে পরিবর্ত্তন হইবে। সংসারের কুচিন্তা ছাড়, ভক্তি আশা বিশ্বাস প্রেমে হৃদয়কে সজ্জিত কর; এখন ভিতরে যাও। কারণ ঈশ্বরের প্রসাদ লাভে এই সকল মূলীভূত।

যদি দ্বারে এইরূপে প্রস্তুত হও, অবশিষ্ট যাহা কিছু মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সহজে সিদ্ধ হইবে। সংসারের এক ঘর ছাড়িয়া গৃহান্তরে প্রবেশ করার ন্যায় এখানে চিন্তা না করিয়া শীঘ্র শীঘ্র কখনও প্রবেশ করিও না। যদি শীঘ্র প্রবেশ করিয়া থাক যখন ফিরিয়া আসিবে, দেখিবে কিছু হইল না। দ্বারের বাহিরে চিন্তা করিলে এক মিনিটে সকল সিদ্ধ হইবে। যদি এক মিনিটে না হয় দশ মিনিট থাকিতে হইবে। যথার্থ ভাব না হইলে সাধকের এখানে প্রবেশ নিষেধ। এ স্থান কি দুই ঘণ্টা কাল আমোদ করিয়া কাটাইবার স্থান? যদি আমোদের স্থান না হয়, এখানে মন প্রস্তুত করিয়া আসিতে হইবে। মন্দিরের দ্বারে ভক্তিভাবে ঈশ্বরকে স্মরণ কর, মন্দিরে প্রবেশ যেন বিফল না হয়, তাঁহাকে বল। দেখিবে উপাসনার পথ প্রমুক্ত হইবে। গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া "আমাকে পবিত্র কর," "আমাকে পাপ হইতে রক্ষা কর," শতবার বল। যদি যথার্থ ভাবে গৃহ-প্রবেশ না হইয়া থাকে কিছু হইবে না। দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া প্রস্তুত হও, দেখিবে ইহা অপেক্ষা অধিক কার্য্য হইবে। এখানে একটী প্রার্থনায় প্রস্তুত করিয়া দিবে। ঈশ্বর নিরীক্ষণ করিয়া দেখিবেন, এই কয়েকটী সন্তান অন্যমনস্ক হইয়া আসিয়াছে, আশা নাই, বিশ্বাস নাই, মন স্থির নাই, তাহাদের কথা শুনিবেন না, আর এই পাঁচটী, মন প্রস্তুত করিয়া আসিয়াছে, সরল ভাবে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের মস্তকে তিনি স্বর্গের পুষ্প বর্ষণ

করিবেন। অতএব বলিতেছি যদি আশীর্ব্বাদ চাও, ধন্য হইতে চাও, দ্বারে প্রস্তুত হইয়া আইস। দ্বারে প্রস্তুত হইয়া না আসিলে কিছুই হইবে না। এইজন্য বলি দ্বারের অতি মহিমান্বিত পদ।

দ্বার সম্বন্ধে আরও এক কথা আছে। যখন গৃহে প্রবেশ করিলে দ্বারবান দ্বার ছাড়িয়া দিল এবং বলিয়া দিল মন্দির হইতে বাড়ীতে কি লইয়া যাইতেছ এখানে দেখাইয়া যাইও। প্রাণের আধার খুলিয়া যদি দেখ কিছু নাই, বাহিরে যাইতে নিষেধ। প্রভুর নিকট হইতে কিছু না লইয়া ঘরের বাহির যাইতে পারিবে না, আসিয়া প্রভুর চরণে পড়িলে, বলিলে উপাসনা করিলাম, ধ্যান করিলাম, আরাধনা করিলাম, কিছুই হইল না। প্রভো! শূন্য-হৃদয়ে ফিরিয়া যাইতেছি। দ্বারবান যে দ্বার ছাড়িবে না। যেমনই এই বলিয়া কাঁদিলে, তোমার ব্যাকুল হৃদয়ে মহাপ্রভু পুণ্য শান্তি আনন্দ বর্ষণ করিলেন। গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় প্রহরীকে কি অনুগ্রহ পাইলে দেখাইয়া গৃহে চলিলে। দেখ দ্বারে এক মিনিট দুই মিনিট প্রতীক্ষা করিয়া কি হইল? দ্বার কিছু সহজ বস্তু নয়। তুমি যদি দ্বার হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়া থাক, চলিয়া যাইবার সময় দেখিবে তোমাতে অন্যেতে কি প্রভেদ। তুমি দেখিতে পাইবে তোমার উপাসনা পূজা সকলই সফল হইয়াছে। দ্বার হইতে প্রস্তুত হইয়া যাইবার যে কি ফল কেহ চিন্তাও করে নাই। কজন সে বিষয় গম্ভীর ভাবে আলোচনা না করিয়া থাকে। মন্দির হইতে দ্বার বড়। যে দ্বার ছাড়িয়া সহজে যায়, সে ব্রাহ্ম নহে। দ্বারে আসিবা মাত্র যাহার মনে চিন্তা উদিত হয় না, বিশেষ ভাবের উদ্রেক হয় না, চিত্তে গাম্ভীর্য্য আইসে না, সে মানুষ নহে। তাহার হৃদয়ে

উপাসনায় কোন ফল ফলে না। উপাসনার মধ্যে এক একবার দ্বারের দিকে তাকাইবে। দ্বারবানকে কি উত্তর দিয়া যাইব, কি ফল পাইলাম জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিয়া ঘর ছাড়িয়া যাইব, কি রত্ন দেখাইয়া বাহির হইব, মধ্যে মধ্যে এই প্রশ্ন হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করা উচিত। যদি এরূপ না কর, দ্বারে গিয়া বিপদে পড়িবে। বুঝি আজ বিপদে পড়িলাম, উপাসনা মধ্যে এরূপ ভয় হওয়া প্রয়োজন। আজ যেন দ্বারে অপরাধী হইয়া না যাইতে হয়, দ্বারবানকে বুঝাইয়া যেন বাড়ী যাইতে পারি, এরূপ ভাব হইলে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইবে। যাহারা দ্বারের প্রতি ভক্তি দেখায়, শ্রদ্ধা দেখায়, সম্মান দেখায়, উচ্চভাবে আদর করে, ঈশ্বর দয়া করিয়া তাহাদিগকে সৎপথে লইয়া যান।

অতএব এই মন্দিরের প্রত্যেকের নিকট অনুরোধ তাঁহারা এই কথা যেন মনে রাখেন। লঘু মনে লঘু হৃদয়ে ব্রহ্মের গৃহে যেন প্রবেশ করা না হয়। আসিবার সময় যাইবার সময় যেন গম্ভীর ভাব রক্ষা করা হয়। মন্দিরের বাহিরে দাঁড়াইয়া যেন বৃথা সংসারের গল্প করা না হয়। মন্দিরের মধ্যে বসিয়া বরং অন্য চিন্তা মনে আসিতে দিতে পার, কেন না আমি দেখিতেছি, অনেকেরই এরূপ হয়, কিন্তু যখন দ্বারের বাহিরে থাক সে সময়ে গম্ভীর ভাব বিদায় করিয়া দিও না। বৃথা গল্প করিতে করিতে যেন মন্দিরে প্রবেশ করা না হয়। সংসারের এক গৃহ হইতে অপর গৃহে প্রবেশ করিতেছি, এখানকার প্রবেশ যেন সেরূপ না হয়। এখানকার প্রবেশ অতি পবিত্র ব্যাপার। এ দ্বার কি সামান্য দ্বার? মন্দির অপেক্ষা দ্বার কি কখনও নিকৃষ্ট? যদি নিকৃষ্ট বলিয়া জান, তবে মন্দির কি

চেন নাই। যে ব্যক্তি মন্দিরের মহত্ত্ব বুঝিতে গিয়া দ্বারের অবমাননা করে সে কখনও মন্দিরকে সম্মান দিতে পারে না। মন্দির গুরু, দ্বার তদপেক্ষা গুরুতর। মন্দির উচ্চ, দ্বার তদপেক্ষাও উচ্চতর। মন্দির অতি মহৎ, দ্বার তদপেক্ষাও মহত্তর। মন্দির দেখিলে মন গম্ভীর হয়, দ্বার দেখিলে ভয় হয়। এখানে প্রবেশ করে কাহার সাধ্য। ঠিক ভাবে ইহার দিকে চাহিলে, সকলে ইহার নিকটে আসিতে পারে না। অতএব দ্বারে আসিয়া স্থির হও। দ্বারকে জিজ্ঞাসা কর, এখন আমি প্রবেশ করিতে পারি কি না? দ্বার যদিও জড়, তাহার ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিবে তোমার পক্ষে এখনও ঘণ্টা বাজে নাই। কেন মন্দিরে যাইতে নিষেধ হইল যেমনই ভাবিবে, অমনই দুষ্কর্ম, অবিশ্বাস, নিরাশা, কুবাসনা জড়তা দেখিতে পাইবে। তখন একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিবে অমনই দ্বার খুলিয়া যাইবে। যাহা এতদিন কিছুতেই যায় নাই, দেখ তাহা একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাসে বিদূরিত হইল। তাই বলিতেছি মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে এই ভাবে প্রবেশ কর। অদ্য যে সঙ্কেত বলিলাম, এক সপ্তাহকাল মন্দির উপাসনা-গৃহ সম্বন্ধে অবলম্বন করিয়া দেখ, দেখিবে উপাসনা গম্ভীর হয় কি না, হৃদয় সরল হয় কি না? যদি মন্দিরে উপাসনা-গৃহে এইরূপে প্রবেশ কর, দেখিবে প্রার্থনা স্তব স্তুতি আরাধনা ধ্যান কেমন সতেজ হয়। উপাসনা ভাল হওয়া উপাসনা-গৃহে প্রবেশ করার উপরে নির্ভর করে। জানিও প্রবেশের অবস্থা অনুসারে ফল লাভ করিবে। তাই বলিতেছি সকলে আকুল হইয়া বিশ্বাস আশা লইয়া মন্দিরে প্রবেশ কর। যাইবার সময় একটী একটী রত্ন পাইয়াছ দেখিতে পাইবে।

ঈশ্বর ও মনুষ্যের শাসন।

রবিবার, ২রা পৌষ, ১৭৯৯ শক, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

একটী গল্প আছে বোধ করি সকলে শুনিয়াছ। কোন একটী লোকের গাত্রে বস্ত্র ছিল। সেই বস্ত্র ছাড়াইয়া লইবার জন্য সূর্য্য এবং পবনের মধ্যে আলোচনা হইল। দুজনে আলোচনা করিতে করিতে পরস্পরে আপন বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। একজন বলিল আমি পারি তুমি পার না, আর একজন বলিল আমি পারি তুমি পার না। প্রত্যেকে এইরূপ উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিল। ক্রমে দুজনের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। পরীক্ষা দ্বারা কাহার কত পরাক্রম জানা যাইবে, এইরূপ সঙ্কল্প স্থির হইল। ঐ লোকটীর গাত্রের বস্ত্র আইস দেখা যাউক কে খুলিতে পারে? প্রথমে প্রবল বায়ু আসিতে লাগিল। দুর্জ্জয় বায়ুর সম্মুখে কে তিষ্ঠিতে পারে? বস্ত্রখানি প্রায় উড়িয়া যায় যায় হইল। সামান্য একখানি বস্ত্র প্রবল বীরের সম্মুখে কিরূপে তিষ্ঠিবে? এত শীত আরম্ভ হইল যে, সে ব্যক্তি আরও স্থূল বস্ত্রে আপনাকে আবরণ করিল। শীতে যত কষ্ট উপস্থিত, বায়ু আরও অধিক বহিতে লাগিল। শীতল বাতাস যত শরীরে সংলগ্ন হইতে লাগিল, আবরণও তত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, শরীর আরও বস্ত্র দ্বারা আবরণ করিতে লাগিল। বায়ু এইরূপে বস্ত্র ত্যাগ করাইতে পারিল না। বস্ত্র ত্যাগ করাইতে গিয়া আরও বস্ত্রে আবরণ করাইল। পবন পরাস্ত হইল। সূর্য্য আপন বিক্রম প্রকাশ করিল। দেখ বায়ু এত প্রতাপ প্রকাশ করিয়া যাহা করিতে পারিল না, সূর্য্য মুহূর্ত্তে তাহা করিল। সে এমনই প্রখর কিরণ

বিস্তার করিল যে, ভয়ানক উত্তাপ উপস্থিত হইল। এবং সেই মনুষ্য আপনি গাত্রের আবরণ পরিত্যাগ করিল। ঝড় নাই বাতাস নাই কোন আড়ম্বর নাই। কেবল উত্তাপ আসিয়া শরীরকে অস্থির করিল, কিছু বলিতে হইল না আপনি মনুষ্য বস্ত্র পরিত্যাগ করিল, কাপড়খানি আপনা আপনি খসিয়া পড়িল। এখানে ঝড বাতাস অথবা চারিদিক অন্ধকার করিয়া তুলিতে হইল না, অতি সহজে বস্ত্র খুলিয়া গেল। বায়ুর কোপদৃষ্টির এখানে প্রয়োজন হইল না। কঠোরতা রহিল না, অথচ অতি সামান্য কৌশলে সূর্য্য জয়লাভ করিল।

যদি কঠোর ভাবে কাহাকেও শাসন করিতে যাও পবনের ন্যায় পরাস্ত হইতে হইবে। একজন দুষ্কর্ম্ম করিল, দুষ্ট হইল, আপন দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিল, এই সকল দেখিয়া মনুষ্য প্রবল রাগে রাগান্ধ হইল। যেমন দুষ্ট জগৎ, তেমনই দুষ্ট শাসন আরম্ভ করিল। পরিবার, আত্মীয়, বন্ধু, প্রতিবাসী ক্রমে মন্দ হইতে লাগিল। কেহ কথা শুনে না, আর এখন মিষ্ট কথা বলিতে পারা যায় না। কোমল কথা বলিলে আর কেহ বশীভূত হয় না। মিষ্ট বচন শেষ হইল। ভাই বলিয়া বন্ধু বলিয়া সুকোমল বচনে ভাল করিতে চেষ্টা পাইলাম, বাপু বাছা বলিয়া কত সুমিষ্ট সম্ভাষণ করিলাম, কিছুতেই তাহার মন গলিল না, মন্দ কার্য্য হইতে নিরস্ত হইল না। এখন শাণিত অস্ত্র ব্যবহার ভিন্ন আর কোন পন্থা নাই। লোক সকল এত দুষ্ট এত মন্দ যে, প্রেমপূর্ণ বাক্যে আর শাসন করা যায় না। কঠোর শাসন আরম্ভ করিয়া তাহাদিগকে ভাল পথে সত্যের পথে আনিতে হইতেছে। এ যুক্তি তোমার আমার নয়, পৃথিবীর প্রায় সকলেরই এই যুক্তি।

সমস্ত লোকে এই যুক্তিই দিয়া থাকে, শাসনে কঠোরতা না আনিলে চলে না। নিষ্ঠুর ক্রূর না হইলে সামান্ত লোক দ্বারা কর্ম্ম করান যায় না। যাহারা আমাদিগের সমান, যাহারা আমাদিগের আত্মীয়, তাহাদিগকে নির্যাতন না করিলে ঠিক পথে রাখিতে পারা যায় না। মনুষ্য মাত্রেরই স্বভাব এই, এইরূপ স্থির করিয়া সকলে এক হৃদয় হইয়া অবধারণ করিল, দুষ্টকে প্রহার না করিলে শিষ্ট করা যায় না, পাষণ্ডকে দলন না করিলে তাহার পাষণ্ড ভাব দূর হয় না। কঠোর ভাবে নির্যাতন করিয়া, প্রহার করিয়া, কটু কাটব্য বলিয়া, কষ্ট দিয়া, সকলকে মন্দ পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে। কুকর্ম্ম করিলে একবার দুবার কুকর্ম্ম ছাড়িতে বলিও, তাহাতে যদি নিবৃত্ত না হয় খুব কষ্ট দিও। দুষ্টকে মারিলে নিশ্চয় সে শান্ত এবং শিষ্ট হইবে, বিকৃত হৃদয় প্রকৃতিস্থ হইবে। ভয় দেখাইলে তাহার অধর্ম্ম গিয়া সে ধার্ম্মিক হইবে। পৃথিবীতে আজ কত সহস্র বৎসর হইল এই নীতি অবলম্বন করিয়া লোক লোককে শাসন করিয়া আসিতেছে।

দুষ্ট কোন দিন প্রহারে শিষ্ট হয় না। মনুষ্যের ইতিহাস দেখ, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইবে। স্বর্গের যুক্তি সম্পূর্ণ বিপরীত। দুষ্টকে শান্ত করিতে প্রীতির কোমল ভাবে শাসন করিতে হইবে। ঈশ্বর বলেন শাসন করিতে হইবে, পৃথিবীও বলে শাসন করিতে হইবে। কিন্তু এই দুই শাসনের মধ্যে ভিন্ন ভাব দৃষ্ট হয়। ঈশ্বরও বলেন পাপীকে প্রশ্রয় দিতে হইবে না, তাহাকে দণ্ড দিতে হইবে, মনুষ্যও তাহাই বলে। পৃথিবীতে দণ্ড দিবার জন্য কারাগার আছে, বিচারপতি আছে, ঈশ্বরেরও আজ্ঞানুসারে দুষ্ট জগৎ শাসিত হইতেছে।

ঈশ্বরও দণ্ড দেন, মনুষ্যও দণ্ড দেয় সত্য, কিন্তু এ দুই দণ্ডের প্রভেদ শাখায় নয়, মূলে প্রভেদ, এ দুয়ের ফলও ভিন্ন। ঈশ্বরের দণ্ড প্রেমমূলক, মনুষ্যের দণ্ড ন্যায়মূলক, এবং উহা প্রতিহিংসা দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। ঈশ্বর ভালবাসিয়া শোধন করেন, মনুষ্য নিগ্রহ করিয়া পদাঘাত করিয়া শাসন করে। দুষ্ট কথা মানিল না, বাণ প্রহার দ্বারা উহাকে শাসন কর, সকল লোক দ্বারা এই উপায়ই অবলম্বিত হইয়া থাকে। কেহ বা বেশী কেহ বা কম কষ্ট দিয়া থাকে, কেহ বা শাসন করিতে গিয়া মারিয়া ফেলে, কাহারও বা শাসনের ফল মৃত্যু, পাঁচ বৎসর পর ফলিবে। শাসিত ব্যক্তির আজ সন্তাপ জ্বালা আরম্ভ হইল, পাঁচ ছয় বৎসরে অল্পে অল্পে শরীর মন ক্ষয় হইতে লাগিল, যে মন্দ ফল হইবার হইল। এটী ঈশ্বরের ইচ্ছানুগত নহে। মনুষ্য আপনি দুষ্ট, তাই অপরকে কঠোর শাসন করে। ঈশ্বরের আজ্ঞাতে যে শাসন হয়, তাহা কঠোর ভাবে নহে, প্রেমময়ের পথের অনুবর্ত্তী হইয়া সে শাসন হয়। তোমরা কি কাহাকেও শাসন করিতে পার? তোমরা শাসন করিতে গিয়া দুষ্ট ব্যক্তির মধ্যে যেটুকুও প্রাণ আছে তাহা বিনাশ করিয়া ফেলিবে। আমাদিগের কথা কঠোর ভাবে যন্ত্রণা বৃদ্ধি করিবে ইহাতে পাপী নিশ্চয় মরিবে। পাপী একে পাপ-বাণে বিদ্ধ, তাহাতে আবার আমাদিগের দুর্ব্বাক্য-বাণ তাহাকে বিদ্ধ করিতেছে ইহাতে সে কিরূপে বাঁচিবে?

ঈশ্বরও কষ্ট দেন দুঃখ দেন, হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়া দেন, কিন্তু তিনি পাপীকে যে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করেন, তাহা বিষাক্ত নহে সে বাণের ভিতরে প্রেম আছে। তাঁহার বাণে সহস্র বাণাপেক্ষায় পাপী

কষ্ট পায়, তাঁহার অগ্নি শতবার অধিক জ্বলে অধিক দগ্ধ করে। কিন্তু মানুষের বাণ কেবলই যন্ত্রণা দেয়। মানুষের অগ্নি কেবলই দগ্ধ করে শোধন করে না। ঈশ্বরের বাণ মুহূর্ত্তের মধ্যে বিদ্ধ করিয়া শান্তি আনয়ন করে, ঈশ্বরের অগ্নি মুহূর্ত্তের মধ্যে সোণার ময়লা নির্গত করিয়া বিশুদ্ধ করিয়া ফেলে। ঈশ্বরের মিষ্ট মুখে শক্ত কথা, মানুষের বিষাক্ত মুখে বিষাক্ত কথা। ঈশ্বরের বাণ প্রেমে গঠিত, মানুষের বাণ আগা গোড়া ক্রোধ বিদ্বেষ নির্যাতনের ইচ্ছায় পরিপূর্ণ। যে মানুষকে শাসন করা যায়, সেই মানুষটীর শাসনে সর্ব্বনাশ করা হয়। ঈশ্বর ও মনুষ্যের শাসনে এইজন্ত অনেক প্রভেদ। ঈশ্বরের শাসনে মনুষ্যের পাপ নিবৃত্ত হয়। মনুষ্য পবনের মত তর্জ্জন গর্জ্জন করে, তাহাতে কেবল পাপীর সর্ব্বনাশ হয়। মানুষ যত দূর হও বলে, পাপী তত পাপ ঘরে ডাকিয়া আনে। পাপ ইহাতে কমিল না আরও বাড়িল। ফলতঃ তীব্ররূপে পাপীকে যত নির্যাতন করা যায় তাহাতে পাপীর পাপ আরও বৃদ্ধি পায়। একটী দুষ্কর্ম্ম করিল বলিয়া পাপীকে তিরস্কার করা গেল, আক্রমণ করা গেল, তাহাতে সে ক্রমে মন্দই হইতে চলিল। ছোট ছোট শিশুগুলির দোষ দেখিয়া মাতা যতই ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশু ততই কুপথগামী হইতে লাগিল। যেখানে কোমল ব্যবহার, সেখানে ক্রমে ক্রমে ভাল হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, শাসন কিছু দোষ নহে। কিন্তু ক্রোধমূলক শাসন সদোষ। যদি ঈশ্বরের শাসন দেখিয়া মনুষ্যের শাসন সমভাবে প্রবাহিত হয়, এক সময়ে সে শাসন শুভফল প্রসব করিবে। মনুষ্যের ক্রোধের শাসন, কঠোর শাসন হইতে বিষ উৎপন্ন হয়, গরল উৎপন্ন হয়।

খুব আস্ফালন করিয়া শরীরকে কষ্ট দিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে কিছু হয় না। শরীরকে কষ্ট দিলে মন দুষ্ট হয়, শক্ত হয় একগুণ পাপ দশগুণ হয়, পরস্পরকে মন্দ করা হয়। নিশ্চিত দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বলিতেছি, কঠোর শাসন করিতে গিয়া পরস্পরের অমঙ্গল হয়, কষ্টে ফেলিয়া পাপ বৃদ্ধি হয়। ঈশ্বর যখন শাসন করেন, তখন পাপীর পাপ বৃদ্ধি হয় না। তিনি আস্ফালনও করেন না, আড়ম্বরও করেন না। তিনি একেবারে প্রেমসূর্য্য উদিত করেন। শব্দ নাই, ঝড় নাই, তুফান নাই, তর্জ্জন নাই, বাহিরে কোন আড়ম্বর নাই, প্রেমসূর্য্যের উত্তাপ আসিল, পাপী অমনই মাথা হেঁট করিল, পাপের বস্ত্র খসিয়া পড়িল। প্রেমের উত্তাপে হৃদয় আপনি আপনার কলঙ্ক বুঝিল, ক্ষণকালের মধ্যে মলিন আচ্ছাদন ভূতলে পড়িয়া গেল। সূর্য্যের উত্তাপে পাপীর বন্ধন মুক্ত হইল, পবনের বিক্রমে ক্রমে বন্ধন আরও জড়িত হইতেছিল, একগুণ বন্ধন আরও শতগুণ হইতেছিল, একটী দুষ্টতার স্থলে আরও দশটী দুষ্টতা দ্বারা পাপী আপনাকে আবৃত করিতেছিল, একখানি মলিন বস্ত্র দশখানি মলিন বস্ত্র হইতেছিল। যে একবার ধূর্ত্ততা প্রকাশ করিয়াছে মনুষ্যের শাসনে সে আরও মিথ্যাবাদী হইয়া যায়, একবার কুকার্য্য করিয়া আরও কুকার্য্য ক্রমে করিতে থাকে, একবার কুচিন্তা করিলে আরও তাহার শতবার কুচিন্তা আইসে, একবার মন্দ কৌশল করিয়া শতবার মন্দ কৌশলের অনুসরণ করে, একবার পাপবিষ পান করিলে শতবার পাপবিষ পান করে। মানুষ মানুষকে নির্যাতন করিতে গিয়া এইরূপই ফল হইয়া থাকে। পাপ করিয়া ঈশ্বরের শাসনে পড়িলে এরূপ হয় না। তিনি একবার তাকাইলেন। যেমন তাকান, অমনই বস্ত্র খসিয়া পড়িল। দশ

বন্ধন দশ সহস্র বন্ধন এক মুহূর্ত্তে খসিয়া গেল। উত্তাপের জোর এত অধিক, বায়ুর জোর এমনই অল্প। প্রখর কিরণের নিকট বায়ুর বল বিক্রম কিছুই নয়।

এখন দেখিলে বায়ু বড়, কি সূর্য্যের কিরণ বড়? তোমরা পাপীকে শোধন করিবার জন্য কারাগার নির্ম্মাণ কর, নিষ্ঠুররূপে আক্রমণ কর, মনে কর এমনই করিয়া পাঁচ মিনিটের মধ্যে সংশোধন করিবে। যে ব্যক্তি চুরি করিল দুষ্টতা প্রকাশ করিল, সকলেরই মনে হয় তাহাকে মিষ্ট কথা বলিলে কি হইবে? সুমিষ্ট ব্যবহারে দুষ্ট কেন শিষ্ট হইবে? যদি আমরা পাঁচজন মিলিয়া কঠোর কথা বলি তাহাকে শীঘ্র ফিরাইব। যদি প্রেম দেখান যায় কখনও শীঘ্র ফিরিবে না। আমরা এই বলিয়া পরাক্রম প্রকাশ করিতে গেলাম, পবনের ন্যায় আমাদিগের গর্ব্ব চূর্ণ হইল। প্রেমের উত্তাপ যাহা দুর্ব্বল বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল তাহাই দেশবিজয়ী হইল। এই প্রেমের বল অনন্তকাল প্রকৃতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রেমের উত্তাপ লাগুক অমনই পাপের বন্ধন খুলিয়া যাইবে। তোমার আমার বৃথা অহঙ্কারে কি হইবে? হে মনুষ্যগণ! হে ব্রাহ্মগণ! তোমাদের ব্যবহার ভাল কর, তোমাদের কথা ব্যবহার প্রেমমূলক হউক। তোমরা যাহাকে স্পর্শ করিবে, ভালবাসার হাতে স্পর্শ করিবে। কাহাকেও দুর্ব্বাক্য শুনাইও না। প্রেমার্দ্র হৃদয়ে সর্ব্বদা রসনাকে সুমিষ্ট রাখিও। সর্ব্বদা প্রেমার্দ্র থাকিবে, এই ঈশ্বরের আজ্ঞা। শাসন করিবে ক্ষতি নাই, কিন্তু প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কখনও শাসন করিও না। যদি প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শাসন কর, আপনিও নরকে যাইবে, পাপীকেও নরকে নিক্ষেপ করিবে। এ

প্রকার মন্দ কার্য্য কখনও করিও না। ঈশ্বরের মন্ত্র গ্রহণ কর। সর্ব্বদা প্রেমভাবে পরস্পরকে শাসন কর, তুমিও কৃতার্থ হইবে, যাহাকে শাসন কর সেও কৃতার্থ হইবে।

কৃষিতত্ত্ব। *

রবিবার, ৯ই পৌষ, ১৭৯৯ শক, ২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

অল্প অল্প চিত্তভূমি লইয়া আমরা পৃথিবীতে আসিয়াছি। কৃষকের কার্য্য কর্ষণ করিবে, ফল ফুল উৎপাদন করিয়া তাহা সম্ভোগ করিবে, চিরকালের জন্য ধন সঞ্চয় করিবে। আমাদিগের ধর্ম্ম কৃষকের ধর্ম্ম, আমরা কৃষক ব্যবসায়ী, আমরা জন্মকৃষক। কৃষিকর্ম্ম আমাদিগের জীবনের ব্রত। যাহারা এই ভূমি কর্ষণ করে তাহারা ফল ফুল লাভ করে। এই ভূমিতে স্বর্গীয় বৃক্ষ রোপণ করিতে হইবে, স্বর্গীয় বৃক্ষ উৎপাদন করিতে হইবে। পৃথিবীর সামান্য ফল ফলিবে, এজন্য এ ভূমি পাই নাই। ইহাতে কণ্টক উৎপাদন করিব এজন্য এ ভূমি প্রদত্ত হয় নাই। আমরা এই ভূমিখণ্ড কেন পাইলাম? ঘরে বসিয়া ধর্ম্মবীজ রোপণ করিব, স্বর্গীয় বৃক্ষ উঠিবে, অমৃত ফল হইবে, অনন্তকাল সুখ ভোগ করিব। আমরা কিরূপে সেই ধর্ম্মবৃক্ষ রোপণ করিব, তাহা জানা প্রয়োজন। আমরা ধর্ম্মবৃক্ষ রোপণ করি নাই এরূপ বলিতে পারি না। এতদিন কি করিয়াছি? কেবল কি বসিয়াছিলাম? অলস হইয়া উদাসীন হইয়াছিলাম? না, বৃক্ষ রোপণ করিয়াছি, চারা দেখা দিয়াছে, এক এক সময়ে ফলও হইয়াছে, নানা বর্ণের ফুলও প্রস্ফুটিত হইতে দেখা গিয়াছে। আমাদিগের অস্থির

মতির জন্য বৃক্ষ থাকে না। ক্রমান্বয় এক স্থান হইতে আর এক স্থানে লইয়া যাই, তাই ইহা বদ্ধমূল হয় নাই। বৃক্ষ রোপণ করিয়া দেখা চাই, উহা গভীর স্থানে মূল প্রেরণ করিয়াছে কি না? বৃক্ষ বদ্ধমূল হওয়া চাই। কারণ প্রবল বায়ু আসিয়া উহাকে আন্দোলিত করিবে। যদি বৃক্ষ কেবল ভূমির উপরিভাগে দণ্ডায়মান থাকে, সামান্য বায়ুর আন্দোলনে উহা আন্দোলিত হইবে, বিনাশ পাইবে।

আমি নিতান্ত ধ্যানপরায়ণ হইলাম, যোগী হইলাম, কিন্তু মূল গভীর দেশে প্রবেশ করিয়াছে কি না, মূল সুদৃঢ় হইয়াছে কি না, ইহা সমালোচনা করিয়া দেখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। আমি যোগী হইয়াছি ভক্ত হইয়াছি মানিলাম। উপাসনা করিতে বসিলেই আমার চক্ষু হইতে জল পড়ে, ভক্তিতে উন্মত্ত হইয়া যাই, ধ্যানে মন নিতান্ত নিমগ্ন হয়। দুরন্ত রিপুকে জয় করিবার জন্যও বিশ্বাসের বল সঞ্চিত হইয়াছে। স্থির বিশ্বাস হইল, এতদিনের পর সৌভাগ্য হইল। আশার অতীত ফল লাভ করিলাম। কিন্তু কৃষক দেখিতেছে, বৃক্ষ সারি সারি দাঁড়াইয়া আছে বটে, ফলও দৃষ্টিগোচর হইয়াছে বটে, স্বর্গ হইতে বারি বর্ষণ হইয়া সূর্য্যের উত্তাপে বৃক্ষগুলি মস্তক তুলিয়াছে বটে, কিন্তু উপরে যাহা দেখা হইয়াছে, উহাতে আনন্দের বিষয় নাই। ভিতরে যদি মূল আশানুরূপ না হইয়া থাকে আনন্দিত হওয়া উচিত নয়। বাহিরে যোগ ধ্যান পবিত্রতা আছে থাকুক, জীবনের মূল দেখ। অধিক দিন না গেলে জীবনের মূল সুদৃঢ় হইয়াছে কি না বুঝা যায় না। দু দিন দুই ঘণ্টা বেশ ধ্যান করিলে, পরীক্ষা করিয়া দেখ পাঁচ বৎসর দশ বৎসর ধ্যান করিতে পার কি না? ধন মান সমুদয় ছাড়িয়া যদি একাকী ঈশ্বরে মগ্ন থাকিতে

হয়, তাহাতে প্রস্তুত আছ কি না? আপনার প্রাণ আপনার সুখ বিক্রয় করিয়া দুঃখের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকিতে হইবে তজ্জন্য প্রস্তুত কি না? শতবার সহস্রবার যদি প্রলোভনে পড়ি তাহা হইলেও কি পবিত্র থাকিব? কুপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হইবে না? যদি এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে না পার, যথার্থ পথে আছ, কখনও বিশ্বাস করিতে পার না। তাই বলিতেছি মূল দেখ। দেখ বৃক্ষগুলি নড়িতেছে কি না?

চিত্তভূমির উপরে বৃক্ষ রোপিত হইয়া যদি ফল ফুলে শোভিত হয় তাহাতে কি? এ সাময়িক শোভা কিছুই নয়। যখন বায়ু আসিবে, সেই তরুগুলি ভূমিতলে নত হইয়া পড়িবে। ঈশ্বরপ্রসাদে জীবনভূমিতে বৃক্ষ রোপণ করিয়া উহাকে সুদৃঢ় করিতে বদ্ধমূল করিতে হইবে। অমুক উদ্যানে ভাল বৃক্ষ আছে তাহা আনিয়া রোপণ করিবে। বৈরাগ্য যোগ ভক্তি নীতি সংগ্রহ করিবে। ভাল ভাল দৃষ্টান্ত উৎকৃষ্ট ভক্তিভাব সঞ্চয় করিবে। পরের উদ্যান পরিদর্শন করিয়া যেটী ভাল, যেটী সুন্দর, যাহার সৌরভ আছে, এমন বস্তু একত্র করিয়া আনিয়া স্বীয় হৃদয়-উদ্যানে রোপণ কর। পরের উদ্যানের বস্তু নিজের উদ্যানে রোপণ হইবে কি প্রকারে? যদি হৃদয়কে ভাল করিয়া কর্ষণ কর, এবং মূল গভীর স্থানে প্রবেশ করিতে দাও তবেই সম্ভব। মূল গভীর স্থানে প্রবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ জীবন সুন্দর বেশ ধারণ করিবে। পরের জীবন নিজের জীবন উভয়ে আলিঙ্গন করিবে। দুই জীবনের মধ্যে উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। দৃঢ় মূল হইলে অপরের জীবনকে অনায়াসে বলিতে পারিবে, তুমি আজ হইতে আমার হইলে। পরের জীবনের সত্য

আনয়ন করিয়া এইরূপে আয়ত্ত করিতে হইবে, নতুবা উহা কখনও প্রতিষ্ঠিত হয় না। প্রথমে ফুল বিবর্ণ দেখা যাইবে, পরে কিন্তু বৃক্ষ যদি সতেজ হইয়া উঠে আর নড়িবে না, চিরকাল ফল ফুল প্রসব করিতে থাকিবে, অনন্তকাল এইরূপে চলিবে।

বলিতে পার, অন্যের উদ্যানের বৃক্ষ আনিয়া রোপণ করিলে উহা কি প্রকারে জন্মিবে? যাহা জন্মাবধি স্বাভাবিক তাহাই রোপণ করিলে উঠিবে, ফল ফুল প্রসব করিবে। পরের দ্রব্য কি প্রকারে নিজের আয়ত্ত হইবে। পরের ফুলগাছ ফলের বৃক্ষ আপন ফল ফুলের বৃক্ষ হইবে কি প্রকারে? অবশ্য উহার বিশেষ প্রণালী আছে। পরের ফুল ফলের গাছ নিজের উদ্যানে আনয়ন করিয়া মাটী গভীররূপে খনন করিয়া তাহাতে মূল প্রবেশ করাইয়া দাও, দেখিবে অপরের জীবন আয়ত্ত হইবে, দুই জীবনের মধ্যে বন্ধন হইবে। তবে ইহাতে আর একটী যুক্তি আছে, সেই যুক্তি অবলম্বন না করিলে চলিবে না। ভূমি খুব খনন করিয়া বৃক্ষ রোপণ করিলেও উহা সতেজ হয় না, তজ্জন্য ভূমি আর্দ্র করিতে হইবে। শুষ্ক ভূমিতে দশ হাত খনন করিয়া তন্মধ্যে বৃক্ষের মূল রাখ না কেন, যত্ন বিফল হইবে। আপাততঃ দেখিতে বোধ হইবে প্রকাণ্ড বৃক্ষ, প্রকাণ্ড শাখা, কিছুমাত্র নড়িতেছে না। বরং প্রকাণ্ড সুশাস্ত্র হইতে অমূল্য কথার চমৎকার উপাদান লইয়া জীবন বৃক্ষ অতি চমৎকার হইয়াছে। কিন্তু প্রকাণ্ড বৃক্ষ হইলে কি হইবে? তোমার জল নাই, শুষ্ক ভূমিতে মূল প্রতিষ্ঠিত করিলে বৃক্ষ স্থায়ী হইল না। বৃক্ষ শুষ্ক হইল মূল উৎসন্ন হইয়া গেল। যদি একটী সামান্য তরু আনয়ন করিয়া অল্প মাত্র ভূমিও খনন কর, তরুটী দুর্ব্বল হউক ক্ষতি নাই উহাতে

জল ঢালিলে সামান্য তরুও ক্রমে প্রকাণ্ড দেহ হইবে সতেজ হইবে, মূল ভূমিতে বদ্ধ করিবে, ফল ফুলে পরিশোভিত হইবে। সর্ব্বদা প্রেম ভক্তি সাধুতা জলে বৃক্ষের মূল সেচন কর, চিরকালের জন্য অনন্তকালের জন্য সম্বল হইবে, স্বর্গীয় বৃক্ষ ধর্ম্ম ও নীতি ফল প্রসব করিবে।

হৃদয় শুষ্ক থাকিলে কোনও তত্ত্ব গ্রহণ করিতে পারা যায় না। শক্ত কঠোর হৃদয়ে বীজ বপন করিলে তাহা হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হইবে। বারম্বার সাধু পরমহংস তত্ত্বদর্শী এবং শাস্ত্রিগণের নিকট যাইতেছ, তাঁহাদিগের নিকট হইতে তুমি কিছু লইতে পারিতেছ না। তোমার হৃদয় মরুভূমি, ভাল গোলাপ আনিয়া রোপণ কর ক্ষণকালের মধ্যে শুষ্ক হইয়া যাইবে। তুমি যত যত্ন করিবে সকল বিফল হইবে, পুণ্য পাপ হইয়া যাইবে, সত্য-ফুল তোমার হৃদয়-মরুভূমি স্পর্শ করিয়া প্রস্তরবৎ কঠোর হইবে। তুমি সে অবস্থায় যত্ন করিয়া যাহা কিছু অন্য স্থান হইতে আনিলে একটীও তোমার মনে বসিতে পারিল না। এত চেষ্টা করিয়া তুমি ভূমি খনন করিলে, কত পরিশ্রম করিলে, কই তোমার প্রেম কই, রস কই, অমৃত কই? বৃক্ষে জলসেক না করিলে বৃক্ষ বাঁচিবে কিরূপে? জীবনকে প্রেমজলে অভিষিক্ত করিলে যেখানে যাও, যেখান হইতে বৃক্ষ আনয়ন কর, রোপণ করিলেই ফল ফুলে শোভিত হইবে। হরিনামে মত্ত হইলে যদি একটী ছোট চারাও পাও, তাহাও একটী অতি সজীব বৃক্ষ হইবে। যদি তুমি উত্তম কৃষক হও, স্বর্গের উদ্যান হইতে বীজ প্রেরণ করিতে সকল মহাত্মা উৎসুক হইবেন। সর্ব্বদা ঈশ্বরকে স্মরণ করিলে জীবনপথে অনেকের সঙ্গে দেখা হইবে, এবং তাঁহারা

ভাল ভাল বীজ তোমায় অর্পণ করিবেন। ঐ সকল অনায়াসে হৃদয়ে সংলগ্ন হইবে কিছু ভাবনা নাই। প্রেমবারি দ্বারা ভূমি প্রস্তুত করিলে ভাল ভাল বীজ পাইবে, এবং তাহা হইতে যে বৃক্ষ জন্মিবে চিরকাল সজীব থাকিবে।

হৃদয়ক্ষেত্রে একটী যোগবৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহাতে ফল ফুল দেখিতে পাইলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কার উপস্থিত হইল। মনে করিলে এ ভূমি এ বৃক্ষের উপযুক্ত নয়, অমুক স্থানে বৃক্ষটী নাড়িতে ইচ্ছা হইল। তোমার সেই বিকৃত হস্তে উহাকে স্থানান্তর করিলে, ধর্ম্মের গৃহ হইতে উঠাইয়া উহাকে সংসারে আনিলে। বৈরাগ্য-বৃক্ষকে টাকা কড়ির মধ্যে আনিয়া ফেলিলে। সৎসঙ্গের উত্তাপে রাখিয়া যে বৃক্ষকে সতেজ করিতে হইবে তাহাকে নির্জনের শীতল স্থানে আনিলে, যে বৃক্ষ নির্জনে শীতল স্থানে বাড়ে, তাহাকে উত্তপ্ত স্থানে লইয়া গেলে। এইরূপ বারম্বার এক স্থান হইতে স্থানান্তর করিলে, হৃদয়-ভূমিতে একটী বৃক্ষও উৎপন্ন হইবে না। অতএব অস্থির হইও না, সর্ব্বদা স্থির ভাবে কৃষকের কার্য্য কর। দশ বৎসর স্থির ভাবে না থাকিলে ফল ফলিবে না। চঞ্চল ভাবে যাহা কিছু রোপণ করিবে সংসার চুরী করিয়া লইয়া যাইবে। অস্থির চিত্ত হইলে ক্রমান্বয়ে বৃক্ষ নাড়িতে হইবে। এক মাস এক স্থলে স্থির থাকিবে না। ইহাতে বৃক্ষ বাঁচিবে কি প্রকারে? বিশ ত্রিশ চল্লিশ বৎসর এক স্থানে থাকিলে তবে বৃক্ষ রোপণ সফল হইবে। একটী ব্রত গ্রহণ করিয়া দৃঢ়রূপে সাধন কর। উহাতে প্রেমজল ঢালিতে থাক, প্রেমবারি পাইয়া বৃক্ষ সতেজ হইবে, এবং পরিশেষে নিশ্চয় উহা হইতে চিরকালের জন্য প্রেম, পুণ্য, শান্তি

লাভ করিবে। সুচতুর কৃষক এইরূপে কৃষিকার্য্য করিলে বৃক্ষ সারবান্ হয়, এবং তাহার ফল অনন্তকাল ভোগ করে। অতএব তোমরা সুচতুর কৃষকের ন্যায় চিত্তভূমিতে গভীর স্থানে ধর্ম্মবীজ রোপণ কর, ইহলোকে তোমাদের সৎকীর্ত্তি হইবে, পরকালে অতুল সুখ শান্তি লাভ করিবে।

সিমুলিয়া ব্রাহ্মসমাজের উৎসব।

সংসার ঈশ্বরের মন্দির। *

বুধবার, ১২ই পৌষ, ১৭৯৯ শক, ২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

আমরা অনেকবার শুনিয়াছি সংসার ধর্ম্মের শত্রু। যত আমরা সংসারী হই, তত পরমেশ্বরকে ভুলিয়া যাই। যত সংসারে মত্ত হই তত ঈশ্বরের উপাসনা করিতে ইচ্ছা হয় না। বিষয় যত ভাল লাগে ঈশ্বরকে তত ভাল লাগে না। পৃথিবীতে বিষয়ী থাকিয়া সংসারী হইয়া ঈশ্বরের ভক্ত হওয়া যায় না, ঈশ্বরের প্রেমে প্রেমিক হওয়া যায় না। সংসার করিতে গেলে স্ত্রী পুত্র পরিবার পালনে মন যায় বটে, মনুষ্যের প্রতি কথঞ্চিৎ প্রেম হয় বটে, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি হৃদয় প্রেমিক হয় না। যদি সংসারে অনেক সময় দিই, ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করিতে সময় পাই না। টাকার বিষয় ভাবিতে গেলে, স্ত্রী পুত্র পরিবারের বিষয় চিন্তা করিলে, ধন মান লইয়া ব্যস্ত হইলে, ঈশ্বরে মন নিয়োগ করিতে পারা যায় না। এরূপ যুক্তি সর্ব্বদা

শুনিতে পাই, এবং এ বিষয়ে অনেক প্রমাণও দেখিতে পাওয়া যায়। সংসার কি যথার্থই ধর্ম্মের শত্রু? সংসার করিতে গেলে মানুষ কি পাপী হয়, অধার্ম্মিক হয়? সংসার অতি মন্দ জিনিস, সংসারকে কি পদ দ্বারা দলন করিতে হইবে? সংসারী হইয়া কেহ স্বর্গে যাইতে পারিবে না। সংসারের ধন মান এমন শত্রু যে একত্র বসিলেও মন অপবিত্র হইয়া যায়, ঈশ্বরের নিকট যাইতে আর ইচ্ছা থাকে না। সংসারের পথ নরকের পথ, এ পথ দিয়া কেহ স্বর্গে যাইতে পারে না। সংসার যদি এমনই মন্দ স্থান হয়, তবে ঈশ্বর কখনও আমাদিগকে সংসারে রাখিতেন না। হে জ্ঞানবান্! তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, যথার্থ সত্য কি, এ কথা ভাবিয়া দেখ। যদি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ, তবে এ বিষয়ে সন্দেহ হইবে। যদিও এটী প্রাচীন কথা, যদিও যুবা বৃদ্ধ সকলেই বলে সংসার না ছাড়িলে ধার্ম্মিক হওয়া যায় না, ধন মান সকল ভাসাইয়া দিলে, স্ত্রী পুত্রের মুখ একেবারে না দেখিলে, তবে ঈশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যায়; যতক্ষণ আত্মা সংসারের পিতা, মাতা, আত্মীয় স্বজনরূপ পিঞ্জরে বদ্ধ ততক্ষণ সে উড়িতে পারে না। এই পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া ফেল, সংসারের পাশ কাটিয়া দাও, তবে আত্মা স্বাধীনভাবে ধ্যান করিতে পারিবে, যোগ করিতে পারিবে, তখন ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবে। যদিও সকলে এই কথা বলে, তবু এ কথা খণ্ডন করিতে চাই। আমরা বলি, সংসার আমাদের শত্রু নহে, আমাদের মিত্র। সংসার আছে বলিয়াই ধর্ম্মের সত্য অনুভব হয়, লোকে ধার্ম্মিক হয়। সংসার-ভূমি শুদ্ধ, সংসার-ভূমি তীর্থস্থান। হিন্দুদিগের সম্বন্ধে যেমন কাশী বৃন্দাবন, সংসার আমাদের পক্ষে তেমনই। এই তীর্থে বসিয়া ঈশ্বর

চিন্তা করিলে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম বর্দ্ধিত হয়। এ কথা শুনিয়া কেহ চমৎকৃত হইও না, পরিহাস করিও না, এ কথার মধ্যে অমূল্য সত্য আছে।

ঈশ্বরকে ভালবাসাই মূল ধর্ম্ম। ঈশ্বরকে কি বলিব? পিতা বলিব, মাতা বলিব, বন্ধু বলিব, আমাদিগের সহায় বলিয়া তাঁহাকে ভালবাসিব। ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া ভালবাসা, মাতা বলিয়া ভালবাসা কোথা হইতে শিখিলাম, কোন্ পুস্তক হইতে এ শিক্ষা লাভ করিলাম? যদি সংসার না থাকিত আর কিছুতেই আমরা এ শিক্ষা পাইতাম না। সংসারে ক্ষুদ্র শিশু প্রথমতঃ মাকে চিনিয়া থাকে। মা কখনও অরণ্যে থাকেন না। মা গৃহে অবস্থিত। যোগী জঙ্গলে গিয়া, হিমালয়-শিখরে গিয়া, সেখানে মাকে লাভ করিতে পারেন না। যেখানে গভীর সংসার সেইখানে মা বাস করেন। জননীর স্নেহ, ও জননীর মমতা সংসারের একটী ক্ষুদ্র গৃহ মধ্যে দেখিতে পাই। যখন তুমি রোগে অভিভূত হও, মা কেমন জাগ্রত থাকিয়া সেবা করেন। তাঁহার চক্ষে নিদ্রা নাই, পুত্রকে দেখিতেছেন আর তাঁহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। সন্তান মাতার ক্রোড়ে আছে, মাতার চক্ষু হইতে সন্তানের জন্য জল পড়িতেছে, এটী দেখিতে পাওয়া নরকের অবস্থা কি স্বর্গের অবস্থা? কে বলিবে না যে এইটী স্বর্গে যাইবার পথ? জননীর মুখ দেখিয়া মাতৃস্নেহ বুঝিতে পারি। মাতার স্তনে স্তন্য পান করিয়া অসহায়ের যিনি সহায় তাঁহার বন্ধুতার মিষ্টতা অনুভব করি। মাতৃক্রোড়ে ভয় বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া সেই অভয়দাতার ক্রোড় পাইয়া সুখী হই। এ জ্ঞানটী কি? এই জ্ঞানটী ধর্ম্ম। যে শিশু মাতার ক্রোড়ে অবস্থিত, তাহার যদি

আর একটু বুঝিবার ক্ষমতা হয়, বুঝিতে পারিবে, তাহার মন, আত্মা, প্রাণ নিয়ত ঈশ্বরের ক্রোড়ে অবস্থিতি করিতেছে। যদি মা হইতে পরম মাতার ক্রোড়ে আছি বুঝিতে পারিলাম তবে সংসারকে আর জঘন্য স্থান বলিব না। যে স্থানে মাতা বাস করেন, কাশী বৃন্দাবন হইতেও সে স্থান উৎকৃষ্ট। যে স্থান পিতা মাতাকে জানিবার অনুকূল সে স্থান না থাকিলে কখনও পরম পিতা পরম মাতার জ্ঞান হইত না। যে জননীকে চিনিল না সে জননীর জননীকে বুঝিবে কি প্রকারে? যে পিতাকে চিনিল না সে পরম পিতাকে চিনিবে কি প্রকারে? সংসারের এইজন্যই প্রয়োজন।

একটী পিতার পাঁচটী সন্তান। পাঁচটী সন্তান সর্ব্বদা একত্র এক পিতার গৃহে বাস করে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃস্নেহে আবদ্ধ। ভ্রাতৃভাব কোথা হইতে আসিল? নিবিড় বন হইতে, না সংসারের ভিতর হইতে? পাঁচটী ভাই কোথায় একত্র অবস্থান করে, একত্র বাস করে? সংসারে। চক্ষু তুলিয়া দেখ, প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড। এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের এক ব্রহ্মাণ্ডপতি পিতা সুতরাং সমস্ত পৃথিবী এক পিতার সন্তান বলিয়া সকলে ভাই ভগ্নী হইল। কিন্তু এই জ্ঞানের মূল কোথায়? কোথা হইতে এই জ্ঞানের সূত্রপাত হইল? সেই সংসার হইতে। এক মার পেটের ভাই বলিয়া যে আমরা ভাই বলিতে শিখিলাম, তাহাতেই আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের দীক্ষা হইল, নূতন সংস্কার হইল। সমস্ত পৃথিবীকে ভাই বলিয়া গ্রহণ করিবার ব্যাপার আমাদিগের এখান হইতে উপস্থিত হইল। তাই বলি যে সংসারে পিতা মাতাকে চিনিলাম, যেখানে ভাই ভগিনী বলিতে শিখিলাম, সে স্থান সহজ স্থান নয়।

সংসারে যদি আরও নিম্নদিকে দেখি সন্তানগণকে দেখিতে পাই। সন্তান হইলে পিতার পিতা পরম পিতার বাৎসল্য কি প্রকার, সেই জ্ঞানের সঞ্চার হইবে। মাতা হওয়া কাহাকে বলে, সন্তানের প্রতি স্নেহ কাহাকে বলে, পৃথিবীতে যদি সংসার না থাকিত কে জানিত? কেহই বা পিতা বলিয়া মাতা বলিয়া ডাকিত। কেহই বা জানিত পিতা মাতার প্রতি কি প্রকার ভক্তি করিতে হয়, সন্তানের প্রতি পিতা মাতার বাৎসল্য তাহাই বা কি প্রকার? যখন বিপদকাল উপস্থিত হয় বলি মা আমার সহায় আছেন, পিতা আমার সহায় আছেন, আমার ভয় কি, ভাবনা কি, ভাগ্যে আমরা সংসারে আছি তাই আমরা এমন সুকোমল কথা শুনি এবং বলি। সংসারে না থাকিয়া যদি আমরা সাহারার মরুভূমিতে বাস করিতাম, আমাদিগের পুত্রবাৎসল্য মাতৃভক্তি পিতৃভক্তি ভ্রাতৃপ্রেম কোথায় থাকিত? ভূমণ্ডলে কখনও প্রেম সঞ্চারিত হইত না, আমাদিগের প্রিয় ধর্ম্মই বা তখন কোথায় থাকিত? ধর্ম্মে যত কিছু উচ্চ কথা তাহার মূল সংসার। অতএব বলি সংসারকে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিও না। সংসার নিতান্ত অপবিত্র নিতান্ত অশুদ্ধ, ইহা কেবল অকল্যাণের ভূমি, ইহার সংস্পর্শে মানুষ নরকের দিকে যায়, সংসারের যাহা কিছু সকলই পরিত্রাণের কণ্টক এরূপ বলিও না। বরং এই কথা বল, সংসারে মাকে দেখিলে মার মাকে মনে পড়ে। মা যখন পুত্রকে চুম্বন করেন প্রিয়তম পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করেন, তখন সেই পরম মাতার ক্রোড় মনে পড়ে। আবার যখন ভাই ভগ্নীগণকে দেখি, তখন সমস্ত পৃথিবীর নর নারীকে ভাই ভগ্নী বলিয়া দেখিতে পাই, আমাদিগের সাধারণ পিতার প্রতি দৃষ্টি পড়ে;

সংসারের সকল সম্পর্কগুলি পবিত্র। যেখানে মাতা পিতা স্ত্রী পুত্র পরিবারের পবিত্র সম্পর্ক আছে, সে স্থান পিঞ্জর হইবে কেন? সে স্থানকে মোহপাশ বলিব কেন?

সংসার ঈশ্বরের মন্দির। ঈশ্বরই সংসারের দেবতা। তিনিই সংসারকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন। তিনিই স্ত্রী পুরুষকে পবিত্র বিবাহ বন্ধনে একত্র করিয়াছেন। তিনিই পিতা মাতার মনে স্নেহ সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। এই সংসারে তাঁহার বিষয় শিক্ষা লাভ করিলাম, তাঁহার পাদপদ্ম প্রথমতঃ বক্ষে ধারণ করিলাম। মূর্খ মনে মনে করে সংসারে থাকিয়া ধার্ম্মিক হওয়া যায় না, স্ত্রী পুত্র পরিবার ধর্ম্মপথের কণ্টক হয়। স্ত্রী পুত্র কখনও ধর্ম্মের হানি করে না, তাহারা ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া দেয়। স্ত্রী পুত্র ধর্ম্মের কণ্টক নহে, মূর্খ মনই ধর্ম্মের কণ্টক। যদি সংসারে থাকিয়া ভক্তি প্রেম স্নেহ সঞ্চয় কর, কেন অধর্ম্মের পথে যাইবে? পরম পিতাকে ভক্তি করিতে হইবে, সমুদয় নর নারীকে ভাই ভগ্নী বলিয়া ভালবাসিতে হইবে, ধর্ম্মের এই দুই মূল কথা, যে সংসার হইতে রত্ন লাভ করিলাম সে সংসারকে মিত্র বই কখনও শত্রু বলিব না। যাহারা সংসারকে শত্রু মনে করে তাহারা ধর্ম্ম কি জানে না।

আমরা যে গৃহে বাস করি, এই গৃহকে আমরা অনাদর করিতে পারি না। এই গৃহ হইতেই পরলোকের গৃহ নির্ম্মাণ হয়। গৃহের প্রতি আমাদিগের এত স্নেহ কেন? এই গৃহ দেখিলেই আমাদিগের যে নিত্যগৃহ আছে মনে পড়ে। গৃহ মধ্যে পিতা মাতাকে দেখিয়া আমাদিগের কত আনন্দ হয়, গৃহ যদি একটী পর্ণকুটীরও হয় তবু তাহা প্রিয়। আমরা মৃত্যুর পর কোথায় যাইব? স্বর্গধামে যাইব।

যদি আমরা এখানে প্রেম পবিত্রতা সঞ্চয় করি, আমাদিগের জন্ত ধ্রুবলোক নির্ম্মিত হইবে, সেখানে আমরা কত সুখে বাস করিব। পৃথিবীর ঘর হইতে যখন সেই অনন্তকালের ঘরের কথা স্মরণ হয়, তখন পৃথিবীর ঘরকে কখনও তুচ্ছ করিও না। নিজ গৃহে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন লইয়া ভাল করিয়া সংসার-ধর্ম্ম পালন কর। সংসারকে কলঙ্কিত অপবিত্র স্থান মনে করিও না। প্রকৃত ভাবে যখন সংসার করিবে, দেখিবে সংসার অতি পবিত্র তীর্থস্থান। এই পবিত্র তীর্থস্থানে বাস করিয়া দিন দিন ঈশ্বরকে বিশেষরূপে অবগত হইবে। ঘর দেখিয়া পরলোকের বৈকুণ্ঠধামের জন্ত প্রস্তুত হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

মহান্ উদ্দেশ্য। *

রবিবার, ১৬ই পৌষ, ১৭৯৯ শক ; ৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

বাষ্প বলে কল চলে। বাষ্পবিহীন কল বিকল হইয়া যায়। যত বাষ্পের বল, কল তত চলে। বাষ্প ফুরাইলে কল থামিয়া যায়। ধর্ম্মরাজ্যেও তদ্রূপ প্রবল বাষ্পের প্রয়োজন। সেই পরিমাণে ধর্ম্মরাজ্যের কল চলিবে, যে পরিমাণে হৃদয়ে ধর্ম্মের বল আছে। ধর্ম্মেও বাষ্প আছে। একটী প্রবলতর অভিসন্ধি না থাকিলে ধর্ম্ম হইতে পারে না। এই অভিসন্ধি বাষ্প। কেন ধার্ম্মিক হইব? কিসের জন্ত ধার্ম্মিক হইব? এত সাধনের কষ্ট বহন করিব কেন?

পাপের সঙ্গে সংগ্রাম, দীনজনের প্রতি দয়া, পরিবারের মধ্যে ধর্ম্মসংস্কার, দেশে দেশে ধর্ম্ম বিতরণ, এ সকল উচ্চ ব্রত পালন করিতে গিয়া অসহ্য কষ্ট সহ্য করিব কেন? এই "কেন" অতি ভয়ানক। ধর্ম্মের চাবি ইহার মধ্যে অবস্থান করিতেছে। এই "কেন" কথার যে সদুত্তর দিতে পারিল না, সে ধর্ম্ম করিতে পারে না। যুবা বৃদ্ধ সকলে জিজ্ঞাসা করে, কেন মন্দিরে যাইব? ঘরে বসিয়া প্রতিদিন উপাসনা করিলে কি চলে না? দরিদ্রগণকে দান করা, বিবিধ পুস্তক পাঠ করা, সাধু সঙ্গে বাস করা, গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হওয়া, এ সকলের প্রয়োজন কি? প্রত্যেক চতুর মনুষ্য এই প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করে। ইহার মীমাংসা না হইলে কেহ ধর্ম্মে অগ্রসর হইবে না, ধর্ম্মসাধনে নিযুক্ত হইবে না। এ সকল গুরুতর প্রশ্ন ইহার মীমাংসা নিতান্ত প্রয়োজন।

সকলেই বলে পরের ভার গ্রহণ করিয়া তাহার জন্য কেন কষ্ট সহ্য করিব? কেন পরের জন্য সমুদয় দিন কাটাইব? অন্যের মঙ্গল জগতের মঙ্গলের জন্য কেন আপনার স্বার্থ বিনাশ করিব? আপনার স্বার্থ বিনাশ করিয়া ফল কি? নিজের ঘরে বসিয়া অল্প উপাসনা করিলাম, নিজের জন্য অল্প কিছু চেষ্টা করিলাম, যথেষ্ট হইল। দশ জনকে লইয়া কেন গোলমাল করিব? কেন দশ জনের সেবায় নিযুক্ত হইব? দশ জনের জন্য আমার সুখ কমাইব কেন? আমি কিসে স্বর্গে যাইব তাহার জন্য যাহা করিতে হয় লোকে তাহাই করুক, নিজ নিজ পবিত্রতা সকলে সাধন করুক, সময়, অবকাশ, সঙ্গতি অনুসারে যতখানি পারা যায়, অন্যের কল্যাণ সাধন করুক। দশ জনকে লইয়া উপাসনাদি করিতে না পারিলে সদগতি হইবে না,

এরূপ ভাবিব কেন? দুঃখীকে সুখী করিবার জন্য আমার এত প্রয়াসে প্রয়োজন কি? আমি যদি নিজে পবিত্র হই, তবে আমি কেন স্বর্গে যাইব না, এইরূপ মীমাংসা করিয়া নিজের মঙ্গল হউক, তাহার সঙ্গে সঙ্গে হইতে পারিলে পরের জন্য অল্প অল্প চেষ্টা হউক, এইরূপ ভাবে সকলে কার্য্য করে। পৃথিবীতে ধর্ম্ম বিস্তার করিতে হইবে, নিজের সমুদয় ইচ্ছা অভিলাষ বলিদান করিতে হইবে, পরের জন্য শরীর পাত করিতে হইবে, এতদূর করিবার প্রয়োজন কি? অল্প অল্প লোকের হিতসাধন করিয়া সংসারলীলা সম্বরণ করিয়া যাইতে পারিলেই হইল। লক্ষ লক্ষ লোক এইরূপে পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইতেছে।

এখন কতকগুলি লোকের মনে প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে, পরের জন্য জীবন সমর্পণ করিব কিসের জন্য? নিজের চিত্তশুদ্ধি করিলে নিজে স্বর্গে গেলে কি হয় না? স্বর্গ হইতে ভয়ঙ্কর স্বরে উহার প্রতিবাদ হইল। ধর্ম্ম নিজের জন্য নহে। নিজের চিত্তশুদ্ধি কিসের জন্য? সমস্ত পৃথিবীতে প্রেম জ্ঞান কুশলের রাজ্য বিস্তারিত হইবে, সমস্ত পৃথিবী এক পরিবার হইবে। এখানে বসিয়া উপাসনা প্রার্থনা করি কেন? এই উপাসনা প্রার্থনা দ্বারা লেপ্‌লাণ্ডস্থ নর নারী মঙ্গলরাজ্যে প্রবেশ করিবে, লক্ষ বৎসর পরে চীন দেশে সত্য পরিবার প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রকাশ্যে বক্তৃতা করি কেন? ঘরে বসিয়া কুটীর মধ্যে বসিয়া কঠোর ব্রত ধারণ করি কেন? বৈরাগ্য অভ্যাস করি কেন? এক সহস্র আমেরিকান মঙ্গলহস্ত প্রসারণ করিয়া ইংলণ্ডের সহিত প্রেমের সম্ভাষণ করিবে, যত বিবাদ বিসম্বাদ অকুশল চলিয়া যাইবে। আজ মন্দিরে ঈশ্বরের গৃহে সকলকে ডাকি কেন?

পাঁচ কোটী বৎসর পরে শত সহস্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবে এইজন্য। এখানে নর নারী মিলিত হইবার অভিপ্রায় কি, উদ্দেশ্য কি? আজ কিছু ধর্ম্মধন সঞ্চয় করিয়া ঘরে যাইব, এই কি উদ্দেশ্য? যদি এই উদ্দেশ্য হয় লজ্জার বিষয়। যদি এ প্রশ্নের এই মীমাংসা হয় তবে কিছুই হইল না।

এখানে ছয় শত নর নারী একত্র হইয়া কি জন্য উপাসনা করিতেছেন? সমুদয় পৃথিবীকে মন্দির করিয়া তন্মধ্যে সকলে ঈশ্বর ঈশ্বর বলিয়া ডাকিব এইজন্য। আজ আমরা মন্দিরে বসিয়া ব্রহ্মকে দেখিতেছি, ব্রহ্মের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, যে দিন সমস্ত পৃথিবীতে ব্রহ্মদর্শন ব্রহ্মসঙ্গীত ভিন্ন আর কিছু থাকিবে না, তাহারই জন্য। যদি এ কথা সত্য না হয়, ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বার বন্ধ করিয়া ফেল। পণ্ডিত হইয়া বলিবে, নিজের চিত্তশুদ্ধি করিব ইহা কি উচ্চ অভিপ্রায় নহে? নরকে না গিয়া মৃত্যুর পর পুলকে পৃথিবী হইতে স্বর্গে চলিয়া যাইব, এ কি স্বর্গীয় উদ্দেশ্য নহে। ধর্ম্মসাধনে ইহাই কি যথেষ্ট উপকার নহে? আপনকৃত ধর্ম্মের দ্বারা অধর্ম্মকে জয় করা হইল, ইহা কি শ্রেষ্ঠ বিষয় নহে? ইহাকে পাণ্ডিত্য বলিতে পারা যায়, ইহা অভিমানের কথা, কিন্তু অসত্য। বড় বড় কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইলে, কিন্তু হে ভ্রান্ত জীব। তুমি জান না যে আপনার শুদ্ধতাতে আপনার হাত নাই, উহাতে সম্পূর্ণ ঈশ্বরের হাত। তোমার ইচ্ছা তুমি পালন করিবে, কিন্তু তাহা হইলে তোমার শুদ্ধি হইল কোথায়? তোমার শুদ্ধি ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করাতে। স্বর্গকে জিজ্ঞাসা কর, ঈশ্বর কি বলিয়াছেন জানিতে পাইবে। তিনি বারবার বলিয়াছেন, নিত্য বেদে লিখিয়া দিয়াছেন,

ঈশ্বরের ইচ্ছা, সমস্ত সন্তান এক পরিবার হইবে, পুণ্য প্রেমে উন্নত হইতে থাকিবে। সমস্ত বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া যাইবে, মনুষ্য আর অন্যায় ব্যবহার করিবে না, যথার্থ বিষয়ের আলোক সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইবে, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম সকলের উপাস্য হইবে, অধর্ম্ম ব্যভিচার বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, নর নারী পরস্পরের প্রতি যথোপযুক্ত ব্যবহার করিবে। পৃথিবীতে আর দুরাচার থাকিবে না, এক দেশ অন্য দেশের প্রতি বৈরনির্য্যাতন করিতে পারিবে না। ঈশ্বরের ইচ্ছা, জাতিনির্ব্বিশেষে সকলে এক পরিবার হইবে, ইহাকেই ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া ধর্ম্মবীরেরা স্বীকার করেন। ইহা বেদবাক্য। ইহা সকলকে গ্রহণ করিতে হইবে। যদি এই বাক্যকে স্বীকার করিয়া লও, প্রবল বাষ্প আসিবে। দেশ বিদেশে পরিবারের ভাব বিস্তার কর, চিত্ত বিশুদ্ধ হইবে, সমুদয় অসম্ভব দূর হইয়া যাইবে, সমুদয় পৃথিবী শুদ্ধ হইবে। আমি শুদ্ধ হইলাম, প্রেমিক হইলাম, এইটুকু হইলে চলিবে না, সমস্ত পৃথিবীকে লইয়া ধার্ম্মিক হইতে হইবে।

এখন যাহা হইতেছে সমুদয়ই ইহার বিপরীত। পুরুষ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলেন। স্ত্রী যখন সহধর্ম্মিণী হইল না, সংসার যখন ধর্ম্মপথের কণ্টক হইল, সংসারের কেহ যখন ধর্ম্মপথের সহায় হইল না, তখন পরিত্যাগ করা ভিন্ন আর কি করা যাইতে পারে? স্বামী একাকী চলিলেন, স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলে সংসারে পড়িয়া থাকিল। সকলে আসিয়া তাঁহার নিকটে ক্রন্দন করিতে লাগিল, তিনি তাহাদিগের ক্রন্দনে কর্ণপাত করিলেন না। স্বদেশ আসিয়া তাঁহার নিকটে আত্ম অবস্থা নিবেদন করিল। বহু শতাব্দী হইল কষ্টে নিপতিত রহিয়াছি সহায়তা কর, বিষম দুরবস্থা হইতে উদ্ধার কর, স্বদেশের কথা তিনি

শুনিলেন না। পৃথিবী আসিয়া বলিল, আমি অনেক পাপ অধর্ম্মে কষ্টভোগ করিতেছি, আমার প্রতি একবার তাকাও, হে বৈরাগী, তুমি চলিলে আমার কি দশা হইবে? কে আমায় পাপ তাপ হইতে উদ্ধার করিবে, বৈরাগী তাহার কথাতেও কর্ণপাত করিলেন না, বলিলেন তুমি মর আমি চলিলাম। বৈরাগী অভিমান স্বার্থপরতার মুকুট পরিধান করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এরূপ লোকের প্রতিষ্ঠা করিতে পারি না। হে ধর্ম্মাভিমানী বৈরাগী, তুমি কোথায় যাইতেছ? পৃথিবী তোমায় ডাকিল, স্ত্রী পুত্র পরিবার তোমায় ডাকিল, জনসমাজকে ভাল কর, তোমার প্রতি ঈশ্বরের এই আজ্ঞা। তুমি স্বর্গরাজ্যে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছ, তুমি সেখানে গিয়া প্রবেশ করিতে পারিবে না। তোমার প্রতি দ্বার অবরুদ্ধ হইবে। সেখানে গিয়া দেখিবে তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে। চিত্তশুদ্ধি সমুদয় জীবনের যথেষ্ট কাজ হইতে পারে না। ইহাতে ক্ষণকাল চলিবে বটে, কিন্তু দেখিবে তোমার সাধনের ফল বন্ধ হইয়া যাইবে। ইন্দ্রিয় দমন করিয়া সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় যোগী হইলে, অল্প দিনের মধ্যে তোমার ধার্ম্মিক হওয়া শেষ হইল। আর তুমি এখন কি করিবে? তোমার যতটুকু লক্ষ্য ছিল ততটুকু উন্নতি হইল। আর এখন চলিতে পারি না, কেন জিজ্ঞাসা কর? তোমার উদ্দেশ্য শেষ হইয়াছে। যদি দশ জনকে সঙ্গে লইয়া যাইতে তোমার উৎসাহ হইত, যদি সেই দশ জনের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে তুমি চেষ্টা করিতে, আপনার সংসার মধ্যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্ন করিতে, তোমার উদ্দেশ্য কখনও শেষ হইত না। তোমার লক্ষ্য অতি ক্ষুদ্র। যাহারা এইরূপ বিশ্বাস করে, আপনার শুদ্ধতা রক্ষা করিতে পারিলেই

ধর্ম্ম হইল, তাহাদিগের জীবন কখনও পূর্ণ জীবন হয় না। যে ব্যক্তি সমুদয় পৃথিবীকে স্বর্গের পরিবার করিবার জন্ত সাধ্যানুসারে যত্ন করিল না, তাহার কখনও পূর্ণ উন্নতি হয় না।

যাহারা এই প্রকারে কেবল আপনার শুদ্ধি অন্বেষণ করে, তাহারা ভিন্ন দলের লোক। তাহাদিগের সাধনা স্বতন্ত্র। ব্রাহ্মগণের মধ্যে যাঁহারা এইরূপ করিতে যাইবেন, তাঁহারা কনিষ্ঠ ও নিম্নশ্রেণীভুক্ত হইবেন। যিনি আপনার ইচ্ছামত চলেন, তিনি ধর্ম্ম কি প্রকারে করিবেন? যিনি আপনার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করেন, তিনিই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই ধর্ম্মের উচ্চ সোপানে আরূঢ় হন। আমি স্বার্থপর হইয়া আপনার শুদ্ধিতে নিযুক্ত থাকিব, এই স্বার্থপরতাই যে অশুদ্ধ। যিনি এইরূপে ধর্ম্ম সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তিনি নিকৃষ্ট ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। জগতের নর নারীর প্রতি অনুরাগবিহীন হইয়া স্বার্থপর হইলে পূর্ণ ধর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি ব্রাহ্ম হইতে চাও, তবে এই আদর্শ সর্ব্বদা মনে জাগ্রত রাখ, সমস্ত নর নারীর পাপ-শৃঙ্খল উন্মোচন করিয়া এক পরিবার করিতে হইবে, দেশে দেশে সেই পরিবার বিস্তৃত করিতে হইবে। এই মহৎ কার্য্য কিরূপে সাধিত হইবে? স্থানে স্থানে মন্দির সংস্থাপন করিতে হইবে। ক্রমে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্ত পবিত্র জীবন ধারণ করিতে হইবে, আপনার দেশ ও পরিবারকে আদর্শ করিয়া তুলিতে হইবে। পৃথিবী দেখুক কি প্রকার পবিত্র জীবন, কি প্রকার পবিত্র পরিবার, কি প্রকার সুখ শান্তি, পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিরাজ করিতে পারে? নিয়ত এইরূপে চেষ্টা করিলে

যথা সময়ে স্বর্গীয় পরিবার পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। যদি আমরা সকলে কেবল প্রেম কেবল কুশল বিস্তার করি, নিশ্চয় আমাদিগের যত্ন সফল হইবে। পৃথিবীতে তুমিও থাকিবে না, আমিও থাকিব না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে পৃথিবীতে এক সময়ে সেই স্বর্গের পরিবার প্রতিষ্ঠিত হইবে, যাহার জন্য তুমি আমি এবং আমরা সকলে পরিশ্রম করিলাম। যদি আমরা এইরূপে ঈশ্বরের আদেশ পালন করি, আমরা যত চেষ্টা করি না কেন সকলই অল্প বোধ হইবে, পৃথিবীতে আমাদিগের কার্য্য কখনও ফুরাইবে না। কোটী বর্ষ পরে যাহা হইবে, আজ তাহার জন্য পরিশ্রম করিলে, কেনই বা পরিশ্রমের বিষয় ফুরাইবে। দেশের অজ্ঞানতা অপ্রেম অশান্তি বিবাদ বিসম্বাদ দূর করিতে হইবে, সর্ব্বত্র শান্তি কুশল বিস্তার করিতে হইবে, দেশে আদর্শ পরিবার সংস্থাপিত করিতে হইবে, ইহাই আমাদিগের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ। যদি এই আদেশ আমরা জীবনে অনুসরণ করিতে পারি আমাদিগের ধর্ম্ম কত উচ্চতর হইল! যদি এই আদেশ পালনে যত্নশীল না হইয়া সাধনে প্রবৃত্ত হও, তোমার সাধনের চেষ্টা শীঘ্র নিঃশেষ হইয়া যাইবে। যদি উচ্চতর ব্রতে ব্রতী হও, তোমার কার্য্যের অন্ত থাকিবে না, কত স্থানে কত মন্দির সংস্থাপন করিবে, কত পরিবারের অনৈক্য বিবাদ বিসম্বাদ দূর করিয়া দিবে, কত স্থানে সদুপদেশ প্রদান করিয়া সদ্দৃষ্টান্ত দেখাইয়া হিতসাধন করিবে, এবং তোমাদের সমুদয় চেষ্টা সফল হইবে। অতএব বলিতেছি পৃথিবীতে স্বর্গের পরিবার আনয়ন কর, ঈশ্বরের এই আদেশ পালন করিয়া সকলে কৃতার্থ হও।

রাজভাব এবং পিতৃভাব। *

রবিবার, ২৩শে পৌষ, ১৭৯৯ শক, ৬ই জানুয়ারি, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

যে ব্যক্তি পিতাকে চিনিয়াছে সে সুখী। পিতার মুখে স্নেহের চিহ্ন দেখিলে সন্তানের সুখোদয় হয়। পিতাকে চিনিলে নিরাশ্রয় ব্যক্তি আশ্রয় লাভ করে। সে প্রজাও সুখী যে আপনার মস্তকের উপরে রাজা রাজত্ব করিতেছেন দেখিতে পাইয়াছে এবং প্রজার হিতসাধন ব্যাপারে রাজার মুখে স্নেহ ও বাৎসল্য দর্শন করিয়া আপনাকে নিরাপদ মনে করিয়াছে। কিন্তু ধন্য সেই ব্যক্তি যে জানিয়াছে তাহার পিতা রাজা হইয়াছেন, তাহার রাজা পিতার আসন গ্রহণ করিয়াছেন। পিতাকে জানিলে অনেক লাভ, রাজা লাভ করিলেও অশেষ লাভ। রাজা এবং পিতা উভয়কে মিলিত করিয়া অন্তরের সহিত দেখা করিতে পারিলে আরও সমূহ লাভ। পৃথিবীতে এক সময় ছিল, যখন ঈশ্বরকে রাজা বলিয়া লোকে অনেক মর্য্যাদা এবং প্রশংসা দিয়াছে, রাজার ভয়ে কম্পিত হইয়া, রাজার শাসনে শাসিত হইয়া, অধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার জন্য সর্ব্বদা নরকের ভয় সমক্ষে রাখিয়াছে, রাজার ভয়ে কম্পিত হইয়া হৃৎকম্পের সাহায্যে পাপ বিদায় করিয়া দিয়াছে। তৎপর যুগে এমন সময় আসিয়াছিল যে, সে সময়ে সাধক আর ভীত হয় নাই, ভয়কে ভাল মনে করে নাই, প্রেমকে সার জানিয়া প্রেমের অধীন হইয়াছে, ভক্তিশাস্ত্র এবং ভক্তির নীতি অধ্যয়ন করিয়াছে, ভক্তির ব্রত অবলম্বন করিয়াছে, প্রেমই স্বর্গ বিশ্বাস করিয়াছে, প্রেমেতে আত্ম মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে, প্রেমেতে নিমগ্ন হইয়াছে। কিন্তু সে যুগ এখনও আইসে

নাই, যখন রাজা এবং পিতা দুয়ের ভাব একত্র ধারণ করিয়া মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা যাইবে।

যিনি রাজা তিনি পিতা, যিনি পিতা তিনি রাজা ইহা ধারণ করা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। আমরা ছোট, আমাদের পিতাকে ছোট ঘরে ছোট করিয়া রাখি। তিনি আমাদের সংসারে প্রতিদিন আহার সামগ্রী যোগাইতেছেন, নিজ হস্তে পয়সা তুলিয়া দিতেছেন, যাহা কিছু আমাদের প্রয়োজন সকলই আপনি করিতেছেন। সুতরাং এ পরমেশ্বর দেখিতে ক্ষুদ্র, তিনিই আবার আমাদের রাজা এ ভাব মনে রাখা কঠিন। পিতা বলিয়া তাঁহাকে ভালবাসিয়া নিকটে রাখিব, অথচ রাজা বলিয়া কিছু দূরে রাখিব, এরূপ করিয়া উঠা যায় না। পিতৃভক্তি রাজভক্তি একত্র করা যায় না। এ দুয়ের সামঞ্জস্য নিতান্ত কঠিন। সে শাস্ত্র, সে নীতি, সে শিক্ষা আমরা পাই নাই। ভাব ও প্রেম একীভূত হইবে, এক সময়ে রাজা ও পিতাকে স্মরণ করিব ইহা করিতে পারি না। কোন শাস্ত্রে বর্ণিত আছে ঈশ্বর ন্যায়বান্ রাজা, তিনি পাপীর প্রতি করুণা করিতে পারেন না। তিনি পাপীকে দণ্ড দিবেনই দিবেন। তিনি পাপকে অনন্ত ঘৃণার সহিত ঘৃণা করেন। সামান্য একটী মিথ্যা কথা বলিলেও নিশ্চয় অনন্ত ঘৃণা তাহার উপরে পড়িবে। সহস্র বজ্র আস্ফালন করিয়া স্বর্গ হইতে আসিল। সামান্য নরের প্রতি অনিষ্ট করিতে মনের মধ্যে ইচ্ছা হইল, তৎক্ষণাৎ ভয়ানক দণ্ড প্রস্তুত হইল। অমুক মানুষ পরের প্রতি এমন কুভাব মনে স্থান দিল, স্বর্গ টল্‌মল্ করিল, সিংহাসন কাঁপিতে লাগিল। ন্যায়ের ভিতরে ক্রোধ জন্মিল। বাস্তবিক স্বর্গে ক্রোধ নাই, এই যে ঈশ্বরের প্রবল প্রতাপ মনুষ্যের

পাপ সহ্য করিল তাহাকেই ক্রোধ বলে। ঈশ্বরের ন্যায়ের ভাবে রাজসিংহাসন কাঁপিয়া উঠিল। পৃথিবী যাহাকে একটা অতি সামান্য পাপ দেখিল, স্বর্গের প্রেমে তাহা স্থান পাইল না। পাপী অসহ্য যন্ত্রণায় কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু কি হইবে ক্ষমা করা স্বর্গের সাধ্যের অতীত। পাপীকে ন্যায়বান্ রাজা কি প্রকারে গ্রহণ করিবেন? এইজন্য শাস্ত্রে কথিত আছে, ন্যায়বান্ রাজা পাপ ক্ষমা করিতে পারেন না, তিনি পাপ ক্ষমা করিতে অক্ষম। এ কথাতে সত্য আছে। কিন্তু ঈশ্বর কর্ত্তৃক পাপের ক্ষমা হইতে পারে না, এ কথা অসত্য।

ন্যায়বান্ রাজার পক্ষে পাপ ক্ষমা অসম্ভব, কিন্তু যাহা রাজা পারেন না পিতা তাহা পারেন। সন্তান বাৎসল্য যেখানে সেখানে মারিবার প্রথা নাই। যে শাস্ত্রের কথা বলা গেল তাহাতে বলে একজন মারেন আর একজন রক্ষা করেন। আমরা দুইজন মানি না আমরা একজন মানি। যদি ঈশ্বরেতে একটা ভাব, একটা গুণ, একটা স্বরূপ মান, বাঁচিবে না। যদি তিনি কেবল অনন্ত ন্যায় হন, কেবলই রাজা হন, বাঁচিবে কি প্রকারে? ঈশ্বর যদি কেবল পিতা হন, তবে তিনি দণ্ড দেন না, কেন না প্রেম দণ্ড দিতে জানে না, আর যদি তিনি কেবলই ন্যায়বান্ রাজা হন, তবে তিনি দণ্ড না দিয়া পারেন না, কেন না ন্যায় কথনও দণ্ড হইতে রক্ষা করিতে যায় না। ঈশ্বরেতে প্রেম ও ন্যায় দুই ভাবই অনন্ত। দুয়েরই সামঞ্জস্য আছে। যিনি দয়াবান্, তিনি নীচ কঠোর জঘন্য মুখে অন্ন তুলিয়া দেন, এটী মানুষ বুঝিয়া প্রণাম করে। আবার এটীও বুঝিতে পারে, অপরাধী হইয়া বন্দী হইয়াছি। রাজা শৃঙ্খলে

বদ্ধ করিয়া দশ বৎসর কারাবাসে থাকিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। এ আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেই হইবে। আজ্ঞা শুনিবা মাত্র প্রজা কাঁপিবে। ঐ রাজাই যে আবার পিতা, পিতাই রাজা, ইহা বুঝিবার অবশিষ্ট আছে। এক যুগে ঈশ্বরকে রাজা বলিয়া তৎপর যুগে তাঁহাকে পিতা বলিয়া সকলে গ্রহণ করিয়াছে। সত্যযুগে রাজা এবং পিতা উভয়ের কার্য্য উভয়ের ভাব মিলিত করিয়া এক স্থানে রাখিব। তাঁহারা সত্যযুগের লোক যাঁহারা দেখেন রাজা যিনি তিনি পাপীর অণুমাত্র পাপও ক্ষমা করেন না। পিতা যিনি তিনি অতি সামান্য মানুষকেও ঘৃণা বা বিনাশ করেন না। রাজা হইয়া সিংহাসনে, পিতা হইয়া পর্ণকুটীরে বাস করেন। এরূপ ঈশ্বরকে দেখিলে অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাব সঞ্চারিত হয়।

ছোট লোকের পিতা কখনও বড হয় না। কেহ ছোট হইয়া আপনার পিতাকে বড মানুষ বলিয়া চিন্তা করিতে পারে না। আমি যত ছোট, আমার পিতাকে তত ছোট করিয়া দেখি। আমি নরকে, আমার পিতা স্বর্গে। স্বর্গের পিতা নরকে আসিয়া সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া আছেন, কাঙ্গালের পিতা সিংহাসনে বসিয়াছেন, সমুদয় জগতের রাজা পিতা হইয়া কাঙ্গালের দ্বারে প্রেম ভিক্ষা করিতেছেন, ইহা ভাবিয়া উঠিতে পারা যায় না। আমরা সামান্য লোক আমাদের পিতা সামান্য লোকই হইবে। আমি চাষা আমার পিতা চাষা বই আর কি হইবে? পৃথিবীর ধর্ম্মের সংস্কার করিতে যাঁহারা প্রবৃত্ত তাঁহারাও বিনীতবৎসল যিনি তাঁহাকে পিতা বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহার মহৎ প্রকৃতিকেও ক্ষুদ্র করিয়া লয়েন। তিনি স্বর্গে থাকুন না কেন, তাঁহাকে স্বর্গ হইতে টানিয়া আনিয়া নিজ দলভুক্ত করেন।

তিনি মহৎ বটেন, কিন্তু যখন তিনি গরিবের বাসস্থানে আসেন, গরিবের সহায় হন, তখন তিনি গরিবের রীতিতে চলেন। এই ভাবে না দেখিলে পাপীকে তিনি দয়া করেন, এ কথায় বিশ্বাস হয় না। যদি আকাশের উচ্চ স্থানে আছেন স্থির হয়, তবে আর দীন দরিদ্রের আশা হইল না। তিনি ভিখারী হইয়া পথের কাঙ্গালকে অন্ন দেন, তোমার আমার পিতা হইয়া সর্ব্বদা আমাদিগের সঙ্গে থাকেন এ কথা বলিলে শান্তি হয়। যদি কেহ বলে তোমার যে রাজা তিনি অতি ছোট, সকলে হাসিয়া এ কথা উড়াইয়া দিবে। ছোটর রাজা ছোট এ কথা কেহ বলিবে না। যদি কেহ বলে ঐ যে তোমার রাজা চারি ঘোড়ার গাড়ীতে আসিতেছেন, তাঁহার পরিচ্ছদের জ্যোতিতে চক্ষু অধীর হইয়া পড়ে, এ কথা বলিলে সকলে বলিবে হাঁ ইনি রাজা বটেন। অগ্রে সহস্র সহস্র দূত ধাবিত হইতেছে, তাঁহার প্রতাপে চারিদিক কাঁপিতেছে, এ কথা বলিলে রাজার প্রতি ভক্তি হইবে।

রাজাকে যত দূরে রাখা যায়, তত তাঁহার প্রতি ভক্তি বাড়ে। যত তাঁহাকে নিকটস্থ করা যায়, তত তাঁহার প্রতি ভক্তি কমিতে থাকে। পিতাকে এরূপ করিয়া দূরে রাখিলে তাঁহার প্রতি ভক্তি হয় না। তাঁহাকে যত নিকটস্থ কর ততই তাঁহার প্রতি ভক্তি বাড়ে। রাজার সম্বন্ধে ভক্তি প্রীতি বাড়িবার যে নিয়ম, পিতার সম্বন্ধে ঠিক তাহার বিপরীত। পিতা দূরে থাকিলে সন্তান মরিবে, রাজা কাছে থাকিলে প্রজা নষ্ট হইবে। রাজা কখনও প্রজাকে প্রশ্রয় দিতে পারেন না, সুতরাং তাঁহাকে দূরে না থাকিলে চলে না। পিতা যদি রাজার ন্যায় আকাশের

উচ্চ স্থানে থাকেন সন্তান পিতৃহীন বলিয়া কাঁদিবে। মীমাংসা শাস্ত্র রাজা এবং পিতা এ দুইকে কিছুতেই এক করিতে পারিল না। একজন মেঘের উপরে সপ্তম স্বর্গে আছেন ভাবিলে পৃথিবীর প্রজা রক্ষা পায়, আর একজনকে নিকটে পর্ণকুটীরে না আনিলে পিতৃহীন মাতৃহীনের উদ্ধার হয় না। দুই এক করা অসাধ্য। যদি কেবল প্রেমের শাস্ত্র আলোচনা করা যায় অপবিত্রতা বৃদ্ধি হয়। আবার যদি কেবল নরকের ভয় হৃদয়ে স্থান দেওয়া যায়, হৃদয় প্রেমবিহীন কঠোর হয়। রাজার প্রতি ভয়ের প্রবলতায় প্রেমসরোবর শুকাইয়া যায়, পিতার প্রতি প্রেম ক্রমে চরিত্রকে দুর্ব্বল করিয়া সকল প্রকার দুষ্কর্ম্ম ও পাপের প্রশ্রয় দেয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম এ দুয়ের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান। ইহাতে রাজার শাসন পিতার শাসন দুই এক হইয়া যায়। এখানে প্রেমময়ের প্রতি প্রেম পাপাচারের জন্য নয়, রাজার প্রতি ভক্তি প্রেমবিহীন নয়। ব্রাহ্মসমাজ রাজা এবং পিতা উভয়কে এক সিংহাসনে বসাইয়া, রাজভাব এবং পিতৃভাব এ দুই ভাবকে গ্রহণ করিতেছেন। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের এই শাস্ত্র, এই বিধান, সত্যযুগ অবতীর্ণ করিয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করিবে, সকলে এই বিধানে এই শাস্ত্রে কৃতার্থ হইবে।

সংসার গঠনের কৌশল।

রবিবার, ১লা মাঘ, ১৭৯৯ শক, ১৩ই জানুয়ারি, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

আশ্চর্য্য সংসারের গঠন! কি নিগূঢ় কৌশল ধর্ম্মরাজ্যে বিরাজ করিতেছে। ইহা ভাবিলে ভাবুক ব্যক্তির অত্যন্ত আমোদ হয়,

চিন্তাতে অত্যন্ত সুখোদয় হয়। যখন ভাবা যায় যাহাদের দ্বারা অস্ত পরিবেষ্টিত আছি ইহারা কোথা হইতে আসিল, কেনই বা আসিল, কেনই বা ইহাদিগকে ভাই বলি বন্ধু বলি, তখন কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারা যায় না। স্বর্গে যাওয়াই যদি জীবনের শেষ গতি হইত, তাহা হইলে কেবল একটী সোপান প্রস্তুত করিলেই হইত। সেই সোপান দিয়া স্বর্গে টানিয়া লওয়ার নিয়ম কেন ঈশ্বর করিলেন না? একটী সোপানে আরোহণ করিলে প্রত্যেক জীবন উর্দ্ধে উঠিয়া যাইত, এরূপ একটী সাধন প্রণালীই বা কেন নির্ম্মিত হইল না? মনুষ্য জীবন উদ্ধারের উপায় ত অনায়াসেই করিতে পারিতেন? তবে এই এক বিষয় লইয়া এত আড়ম্বর করিলেন কেন? প্রকাণ্ড একটী জনসমাজ, তাহার মধ্যে আবার দেশ বিদেশ, জাতি বিজাতি গৃহ পরিবার, তন্মধ্যে আবার বিবিধ প্রকারের সম্বন্ধ, এতগুলি সম্বন্ধ-জালে প্রত্যেক মনুষ্যকে ঈশ্বর বদ্ধ করিলেন কেন? তিনি ভব-সাগরের কাণ্ডারী, মনুষ্যকে ভবসাগর পার করিবার জন্য একখানি নৌকা প্রস্তুত করিলেন না কেন? মনুষ্যকে একাকী যোগের ক্ষেত্রে বসাইলেন না কেন? সাধন আবার সজন হইল কেন?

দশ জনের সঙ্গে গোলমাল করিবার প্রয়োজন কি? ঈশ্বর ধর্ম্মরাজ্যের গঠনে এরূপ আড়ম্বর করিলেন কেন, প্রশ্ন হইতেছে। এ প্রশ্নের সদুত্তর এই, পুণ্য এবং পাপ যাহাতে এক গুণ বা দ্বিগুণ হয়, এই মর্ম্মে সমুদয় ধর্ম্মরাজ্য গঠিত হইয়াছে। যদি মনুষ্য নির্জনে একাকী থাকে, ধর্ম্ম এক গুণ থাকে, পাপও এক গুণ থাকে। সেই এক গুণ পুণ্য এবং এক গুণ পাপকে দ্বিগুণ করিবার অভিপ্রায়ে ঈশ্বর মনুষ্যকে সমাজবদ্ধ করিয়াছেন। অন্যান্য যত অভিপ্রায় আছে

তন্মধ্যে এই অভিপ্রায়ের গূঢ় তাৎপর্য্যটী সর্ব্বদা চক্ষুর নিকটে রাখা উচিত। যদি নির্জ্জনে এক গুণ ধার্ম্মিক হও, সামাজিক হইলে অমনই এক গুণ ধর্ম্ম দ্বিগুণ হইবে, এক গুণ দশ গুণ বা শত গুণ হইবে এ কথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিন্দু মাত্র ধর্ম্ম পর্ব্বত-শিখরে ধারণ করিলে ঐ এক বিন্দু ধর্ম্ম মনুষ্য সমাজে আনিলে সিন্ধুর আকার ধারণ করিবে। সুতরাং সামাজিক হওয়া পরলোকে উৎকৃষ্ট স্থান লাভ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়।

ঈশ্বর মনুষ্যের নিকট ষোল আনা পুণ্যবল চাহিয়া থাকেন। মনুষ্য যদি নির্জ্জনবাসী হইয়া চলিত, তাহাকে ষোল আনা পুণ্যবল নিজে সাধন করিতে হইত। যদি দ্বিগুণ করিবার অঙ্কশাস্ত্র মান, তবে তোমায় কেবল আট আনা সাধন করিলেই সমুদয় হইবে। নির্জ্জনে আট আনা সাধন করিলে সজনে উহা ষোল আনা হইবে, এক গুণ পুণ্য দ্বিগুণ হইবে। কেন হইবে? খাও আর দাও। হরিনাম করিলে আনন্দ হয়, মনে সুখ হয়, কিন্তু আপনি হরিনাম করিয়া, অন্যের মুখে হরিনাম শুনিয়া দ্বিগুণ আনন্দ হয়। চক্ষু মুদিত করিয়া হরিনাম করিলে কত আনন্দ কত সুখ, কিন্তু চক্ষু খুলিয়া যদি দেখিতে পাই আরও দশ জন ভক্ত হরিনাম শুনিয়া মস্তক অবনত করিয়া আছেন, এক গুণ আনন্দ দশ গুণ হইয়া উঠে। দেখ ইহার জন্য বিশেষ সাধন করা হইল না, অথচ একেবারে প্রেমানন্দের উচ্ছ্বাস কোথা হইতে আসিল। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নাচিতেছি "দীননাথ বল মন।" এই সুমধুর সময়ে পাঁচটী ভক্ত মিলিত হইয়া তাঁহারাও "হরি বল মন" "হরি বল মন" বলিতে আরম্ভ করিলেন। আমার এক গুণ নৃত্য দশ গুণ হইল। নৃত্য পরিশেষে

উন্মত্ততার আকার ধারণ করিল। দেখ কেমন সহজে এক গুণ আনন্দ দশ গুণ, এক গুণ পুণ্য দশ গুণ পুণ্য হইল।

আমি নিজে দয়াময় বলিতেছি, সেই নাম পাঁচ জনকে শুনাইয়া পাঁচ গুণ পুণ্য হইল, নিজের চিত্ত শুদ্ধি করিতে গিয়া আর দশ জনের চিত্ত শুদ্ধি হইল। আমি আমার বাগানের গাছে জল দিতে আরম্ভ করিলাম, কিন্তু সেই জল ভূমির মধ্য দিয়া গিয়া প্রতিবাসী পাঁচ জনের বাগান উর্ব্বরা করিল। আমার বাগানে ফুল ফোটে, তাহার সঙ্গে অন্তের বাগানেরও ফুল ফুটিতে লাগিল। সাধকের উদ্যানে একটী পুণ্যের ফুল ফুটিলে তাঁহার প্রতিবাসীর উদ্যানে তদ্রূপ ফুল ফুটিবে। সাধক একটী সত্য কথা বলিবেন, তাহা শুনিয়া দশ জনের সত্যে অনুরাগ হইল। আমি সত্যবাদী হইলাম আমার উপকার হইল, কিন্তু তাহাতেই সমুদয় পৃথিবীর সত্যবাদী হইবার উপায় হইল। আমি জিতেন্দ্রিয় হইলাম, কঠোর সাধন দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযম করিলাম, সেই তেজ প্রতিবাসীর গৃহে প্রবেশ করিল। যদি আমাতে আলোক সঞ্চিত হয়, তাহা অর্দ্ধ হস্ত মধ্যে কখনই থাকিতে পারে না। আলোক যদি আলোক তবে উহা বিস্তৃত হইবেই। আলোক এক স্থানে রাখিলে উহা চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। পুণ্য আপনাকে আপনি বিস্তার করে, দীর্ঘাকার করে, আপনা আপনি বাড়ীতে থাকে। কেন বাড়ে? জনসমাজে আছে বলিয়া বাড়ে। যদি নির্জ্জন হইতাম, আমার পুণ্য আমার থাকিত, এক গুণ পুণ্য লইয়া পরলোকে যাইতাম। আমরা জনসমাজস্থ, আমরা এখানে পরের সেবা করিয়া চারিদিকে আলোক বিস্তার করিব। আমাদিগের পুণ্য-সূর্য্যের তেজ ঘরে ঘরে প্রবেশ করিবে। ঈশ্বরের নাম ধন্ত

হউক, আমরা এইরূপে অল্প চেষ্টায় প্রচুর ফল লাভ করিব। আট আনা প্রেম পুণ্য উপার্জ্জন করিলে উহা এইরূপে ষোল আনা হইবে। এক গুণ পুণ্য দশ গুণ হইবেই হইবে। সাধক! তুমি পুণ্যবান্ হইয়া স্ত্রী পুত্র পরিবার প্রতিবাসী ও দেশের পুণ্য বৃদ্ধি কর, আপনার পুণ্য সঞ্চয় কর। একজন পুণ্যবান্ পুণ্য পথে চলিলে আর দশ জন তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলে। একজন পুণ্যবানের সঙ্গে দশ জন অনায়াসে ধর্ম্মের রথ টানিয়া লইয়া যাইবে। সংসার-সাগরে কখনও একখানি জাহাজ একাকী যাইতে দেখ নাই। কিন্তু একজন মহাজনের জাহাজ চলিলে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দশখানি জাহাজ সম্বদ্ধ হইবে, পুণ্যের পথে এক শত জন সহস্র জন সহযাত্রী থাকিবে। একজনের পুণ্য বাড়িলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে দশ জনের পুণ্য বাড়িবে।

একবার ছবিখানি উল্টাইয়া ধর। দেখ এখন নিয়ম কি? এক দিকে যেমন ধর্ম্মসাধনের সহজ উপায় দেখা গেল, এদিকে তেমনই এক গুণ পাপ দ্বিগুণ হওয়া সহজ হইল। এক্ষণে পাঁচ জন আছে বলিয়া পাপ দ্বিগুণ হয়। জনসমাজ ছাড়িয়া মনে মনে পাপ করিলে, মিথ্যা চিন্তা করিলে, দুষ্কর্ম্ম করিলে, অহঙ্কারী হইলে, পাপাচরণ এক গুণ রহিল। কিন্তু জনসমাজের মধ্যে থাকিয়া যদি ঘরে বসিয়া থাক, দেখিবে তোমার ঘর হইতে পাপ জঞ্জাল বাহিরে গিয়া পাড়ার লোকের জঞ্জাল হইয়াছে। তুমি এখানে বিষ ঢাল, উহা প্রবাহিত হইয়া প্রতিবাসীর ঘরে যাইবে। তুমি আপনার আলোক নিবাইলে দেখিবে তাহাতে প্রতিবাসীর ঘর অন্ধকার হইবে। তুমি অসাধু হইলে দেখিবে তোমার সঙ্গে আর দশ জন অসাধু হইবে।

তুমি মিথ্যা বলিয়া বায়ু দুর্গন্ধ করিলে সেই দুর্গন্ধে চারিদিকের বায়ু দুর্গন্ধ করিল এবং যাহাদিগের নাসিকা স্পর্শ করিল তাহারা সকলে কলঙ্কিত ও দূষিত হইয়া গেল। তুমি কঠোর কথা বলিলে পাঁচ জনের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল, তন্মধ্যে দুটীর হৃদয় হইতে রক্ত বাহির হইয়া অত্যন্ত ক্ষীণ বল হইয়া মরিয়া গেল। তুমি মনে মনে বুঝিলে আমি কেবল দুএকবার পাপ করিয়াছি, কিন্তু তোমার সেই পাপের অংশী কত জন হইল। তোমার পরিবার, প্রতিবাসী দেশ ও পৃথিবীর ভাই ভগ্নী সেই পাপের ভাগী হইল। এরূপ ফল কেন হইল আমরা জানি না। জানি না বলিয়া এ কথা উড়াইয়া দেওয়ার কথা নহে।

তুমি একাকী থাকিলে পাপ এক গুণ থকিত, কিন্তু যদি তোমার চারিদিকে লোক থাকে তবে উহা দশ গুণ হইবেই। তুমি পাপ-মদের গন্ধ ঢাকিতে চেষ্টা কর, চেষ্টা বিফল হইবে। সে পাপের গন্ধ চারিদিকে বিস্তৃত না হইয়া যায় না। তুমি কাহাকেও বাহিরে কুদৃষ্টান্ত দেখাইবে না, কিন্তু তোমার ভিতরের দুর্গন্ধ বাহির হইয়া আর দশ জনকে পাপে ফেলিবে, তোমার এক গুণ পাপ দশ গুণ হইবে। তুমি নির্জনে অধার্ম্মিক হইয়া সমুদ্রকূলে কাঁদিলে তোমার পাপ এক গুণ থাকিয়া যাইত, সজনে অধার্ম্মিক হইলে তোমাকে এই বলিয়া অনুতাপ করিতে হইবে, হায়! আমি কেন এত লোকের সর্ব্বনাশ করিলাম, হায়! আমি এত লোককে কেন বিষ খাওয়াইয়া মারিলাম। নির্জনে থাকিলে আপনার দুঃখে আপনার হৃদয় বিদীর্ণ হইত, কিন্তু দেখ কত যন্ত্রণা তাহার যে, দুঃখে আপনিও মরিল, সঙ্গে দশ জন শত সহস্র জন প্রাণত্যাগ করিল। আপনি বিষ পান করিল, আর ক্রমাগত সেই বিষে দুই শত লোকের মৃত্যু হইল। যে আপনি

আপনার ঘর দগ্ধ করে তাহার দুঃখ হয় সত্য, কিন্তু যে অগ্নি দ্বারা অপরের শত শত ঘর দগ্ধ করে তাহার অনুতাপ কত প্রবল হইবে?

এখন দেখ, সমাজ গঠনের কৌশল কেমন? যদি একাকী নির্জনে সাধন করা যায়, পুণ্য এক এক গুণ থাকে, নিজের সাধুতার সৌরভ নিজেকেই মোহিত করে। কিন্তু সামাজিক হইয়া পুণ্য সাধন করিলে এক গুণ ধর্ম্ম দ্বিগুণ দশ গুণ হয়, সহজে পুণ্য বৃদ্ধি পায়। স্বর্গের নিয়ম আশ্চর্য্য। সিন্দুকে পাঁচ টাকা পঞ্চাশ টাকা হইল। ধর্ম্ম-রাজ্যের টাকা আশ্চর্য্য, আপনি আপনার সংখ্যা বৃদ্ধি করে। যত্ন করিয়া এই টাকা হৃদয়ে সঞ্চয় কর, ধন্য হইবে। যদি ধর্ম্ম সঞ্চয় না কর, পাপ দশ গুণ বৃদ্ধি হইবে। কেবল পুণ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য সমাজবদ্ধ হও, এবং পাপকে সর্ব্বদা ভয় কর। পাপ করিয়া কাহার সর্ব্বনাশ করিলাম, এই ভাবিয়া অস্থির হইবে। আমি যদি মিথ্যাবাদী বৈরাগ্যবিহীন ক্ষমাবিহীন হই, আমি দশ জনের অনিষ্ট করিব, এই বুঝিয়া সদা ভীত থাকিবে। জগদীশ রক্ষা করুন যেন নিজের কুক্রিয়া কুচিন্তা দ্বারা পরকে বিষাক্ত না করি, এই বলিয়া সর্ব্বদা প্রার্থনা করিবে।

দেখ সমাজ গঠনের কি আশ্চর্য্য অভিপ্রায়, তোমাকে সতর্ক করিবার জন্য ঈশ্বর জনসমাজ গঠন করিয়াছেন। "বিষ পরিত্যাগ কর" জনসমাজের অর্থ এই। জনসমাজ গঠন করিয়া ঈশ্বর মনুষ্যকে এই বলিয়া সাবধান করিতেছেন, "সাবধান কেহ অধর্ম্মানুষ্ঠান করিও না। অধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তোমরা নিজে মরিবে, তোমাদিগের পুত্র পৌত্র ক্রমে অধর্ম্মের স্রোতে ভাসিয়া যাইবে।" যদি বুদ্ধিমান হও, তোমাদিগের তৎক্ষণাৎ চৈতন্য হইবে। বিষের পাত্র ছাড়িয়া দাও,

আর পাপ করিও না। সত্যকে সাক্ষী করিয়া ধর্ম্মপথে বিচরণ কর, তোমাদিগের মঙ্গল হইবে, তোমাদিগের স্বজন পরিবার ভাই ভগ্নী সকলের কল্যাণ হইবে।

অষ্টচত্বারিংশ মাঘোৎসব।

আমিত্ব।

সায়ংকাল, রবিবার, ৮ই মাঘ, ১৭৯৯ শক,
২০শে জানুয়ারি, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

সে নির্ব্বোধ হরিণ কেন মরিল তাহা জান? তাহার অহঙ্কার তাহার মৃত্যুর কারণ। সে তাহার মস্তকের শিং জলে দেখিল, শিংএর সৌন্দর্য্য দেখিয়া আপনাকে জন্তুদিগেব শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিল। সে বলিল আমার মাথার উপরে এমন সুন্দর শিং আছে তাহা ত জানিতাম না, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সেই জলের মধ্যে আপনার পায়ের প্রতিবিম্ব দেখিয়া সে অত্যন্ত লজ্জিত হইল। সে ভাবিল, যাহার মাথার উপরে এমন সুন্দর শাখা প্রশাখাযুক্ত শিং তাহার পা কেন এমন কুৎসিত হইল। এমন সময় সে দেখিতে পাইল একজন ব্যাধ তাহার পশ্চাদ্দিকে ধাবিত হইয়াছে। ব্যাধকে দেখিয়া হরিণ দৌড়িতে আরম্ভ করিল। দৌড়িতে দৌড়িতে এক বৃক্ষ লতার মধ্যে তাহার শাখা প্রশাখাযুক্ত শিং জড়িত হইয়া পড়িল। যে শিং দেখিয়া সে এত অহঙ্কার করিয়াছিল, সেই শিংএর দ্বারাই

তাহার এখন দুর্দ্দশা ঘটিল। যাহাকে সে অতি পরাক্রমের সামগ্রী মনে করিয়াছিল, তাহাই তাহার মৃত্যুর কারণ হইল। কিন্তু যে পদকে কুৎসিত সামগ্রী মনে করিয়াছিল তাহা দ্বারা বরং সে ব্যাধের হস্ত হইতে অনেক দূর পলায়ন করিয়া আসিয়াছিল। হরিণের শিং যেরূপ বিপদের কারণ হইয়াছিল, মনুষ্যের বুদ্ধির অহঙ্কারও সেইরূপ তাহার পতনের কারণ।

মনুষ্য মনে করে তাহার নিজের বুদ্ধির প্রভাবে সে সৎপথ আবিষ্কার করিবে। বুদ্ধিকে মনুষ্য প্রাধান্য দিল, আর সমুদয় বৃত্তিকে বুদ্ধির অধীন করিল। পশুদের বুদ্ধি নাই, নীচ মনুষ্যদিগেরও বুদ্ধি নাই, আমার বুদ্ধি আছে এই বলিয়া বুদ্ধিমান্ মনুষ্য হাসিতে লাগিল। আর যে সামগ্রী "নির্ভর" তৎপ্রতি মনুষ্য ঘৃণা করিল। সে বলিল আমি নিজের বুদ্ধির প্রভাবে চলিব, অন্ধ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিব না। অন্ধ নির্ভরকে সে ধিক্কার করিল, এমন সময়ে প্রলোভন আসিল, প্রলোভনে পড়িয়া সে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তাহার বুদ্ধি নানাবিধ বিঘ্নে জড়িত হইয়া গেল। বুদ্ধি মনুষ্যকে বধ করে, নির্ভর মনুষ্যকে বাঁচায়। নির্ভর অনায়াসে দৌড়িতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি অল্পে অল্পে বিবেচনা করিয়া চলে। যখনই মনুষ্য বুদ্ধির অধীন হয় তখন সে মনে করে আমার যোগ বৈরাগ্য ঢের হইয়াছে, আর কেন? এত দীর্ঘ প্রার্থনার প্রয়োজন কি? ধ্যানের ভিতর এতদূর যাইবার প্রয়োজন কি? অধিক ধ্যান করা ভাল নয়, কেন না তাহাতে অদ্বৈতবাদ আসিতে পারে। ভক্তিতে এত মাতামাতি কেন? এত অধিক মত্ত হইলে কর্ত্তব্য পালন করা যায় না। মনুষ্য এইরূপে বুদ্ধির অনুরোধে তাহার উচ্চতর ভাবের কার্য্য সকলকে

ভর্ৎসনা করে। কিন্তু যাহারা ঈশ্বরের আদেশ-স্রোতে আপনাদের জীবনকে ভাসাইয়া দেয় তাহারা বলে, "ঈশ্বর! যেখানে তোমার ইচ্ছা সেখানে আমাদিগকে লইয়া যাও।"

তাহাদিগের জীবন-তরী বেশ চলে। ঈশ্বরের প্রেমস্রোতে ভাসিল যে তরী সে তরী ডোবে না। এইরূপে দুই সহস্র বৎসর অথবা অনন্তকাল সেই তরী চলিতে পারে। কিন্তু যাহার মনে বুদ্ধির প্রতি নির্ভর, সে এই নির্ব্বোধ হরিণ যেমন জলে আপনার সিং দেখিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়াছিল, সেইরূপ আপনার সামান্য সাধনের বল দেখিয়া ঈশ্বরের হস্ত পরিত্যাগ করে। সে ঈশ্বরকে বলে, আমার ঢের ধর্ম্ম সাধন হইয়াছে, আর কেন হে ঈশ্বর, আমাকে বিরক্ত কর? অনেক দিন তোমার শিবিরে ছিলাম এখন বিদায় চাই। সংসারকেও রাখ, বৈরাগীও হও, বুদ্ধির এই উপদেশ। বুদ্ধির কথায় মনুষ্য বিশ বৎসরের ধর্ম্মকে তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিল। হায়। হায়! এত বৎসরের অর্জ্জিত ধন, বুদ্ধির এক কথায় চলিয়া গেল। এ কি গল্প করিতেছি? ব্যাধের বাণে বিদ্ধ হইয়া হরিণ মরিল, তেমনই বুদ্ধির বাণে বিদ্ধ হইয়া মনুষ্য মরে। আমরাই এই হরিণ। প্রাণের হরিকে আমরা কেমন করিয়া বলি আর কত দিন তোমার সঙ্গে থাকিব? ষাট বৎসর ধর্ম্ম সাধন করিয়াছি, আর কত দিন প্রেমের পথে চলিব? এখন সুচতুর হইয়া নিজের বুদ্ধি অনুসারে চলি। বুদ্ধি বলিতেছে পরিত্রাণের হালটী ঈশ্বরের হাতে দিও না। ঈশ্বরকে জীবন দিও, অর্থ দিও, নৌকা দিও, কিন্তু চাবি নিজের হাতে রেখ। নির্ব্বোধ মন মনে করে আমার কত যোগ ভক্তি হইয়াছে; কিন্তু বস্তুতঃ

কিছুই হয় নাই। এখনও সম্পূর্ণরূপে আমরা ঈশ্বরের হস্তগত হই নাই।

'আমি' 'আমি' ইহাকে একেবারে বিলোপ না করিলে আর নিস্তার নাই। আমিত্ব অথবা অহঙ্কার একেবারে ঈশ্বরেতে ডুবাইয়া দাও। নিশ্চয় জেন যতদিন 'আমি' থাকিবে ততদিন পাপের আকর থাকিবে। তুমি শরীরকে বল্কল পরাইলে, কিন্তু মনকে বৈরাগ্য-বাস পরাইতে পারিলে না। আমি ওরে সর্ব্বনেশে আমি। তুইই বন্ধু মধ্যে অনৈক্য আনিস্। যদি ঈশ্বর আমার ভিতরে আসিয়া এই আমিকে বিদায় করিয়া দেন, তাহা হইলে আর হরিণের মত ভাবিতে হইবে না কোন দিকে যাইব। ঐ যে আমি কিছু জানি না, এই বলিয়া বিনয়, ইহাই মনুষ্যের বল। তাহাই মনুষ্যের দুর্ব্বলতা যখন সে মনে করে আমি সবল। এই যে আমি আর তুমি, যে দিন এই দুটাকে বাঁধিয়া জলে ফেলিব সেই দিন বাঁচিব, যতদিন আমি থাকিবে ততদিন তুমি ডুবিলে কই? দুষ্ট ছেলেরা না ডুবিয়াও বলে আমরা ডুবিয়াছিলাম। সে মানুষ কেমন নিরাপদ যাহার বাড়ীতে 'আমি' নাই। তাহাকে যদি কেহ বলে 'তুমি' পাপ কর, তিনি হাসিয়া বলেন, তুমি 'তুমি' বলিয়া যাহাকে সম্বোধন করিতেছ সে মানুষ নাই। আমি ভক্ত যোগী সেবক হইতে চাহি না। যখন 'আমি' নষ্ট হইবে তখনই প্রকৃত যোগ ভক্তি আরম্ভ হইবে। এই আমিকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত, কেমন না? বৎসরের পরীক্ষায় কি জানিয়াছ? ঐ দুষ্ট চতুরের শিরোমণি 'আমি'কে ত্যাগ কর তাহা হইলে কুশলে স্বর্গরাজ্যে যাইতে পারিবে।

সুমধুর বৈরাগ্য পথ।

প্রাতঃকাল, বুধবার, ১১ই মাঘ, ১৭৯৯ শক;
২৩শে জানুয়ারি, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

দয়াময় ঈশ্বরের শ্রীপদে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিলে কি বাস্তবিক ক্ষতি হয়? যদি ঈশ্বরের হস্তে প্রাণ মন সমর্পণ করা যায়, তবে কি তিনি বৈরাগ্য-আগুনে মনুষ্যকে দগ্ধ করেন? ঐ দেখ সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী যোগীর শরীর কি হইয়াছে। তাঁহার বিবর্ণ শরীর সকলকে এই বলিয়া দিতেছে, তোমরা আর কেহ বৈরাগী হইও না, দেখ বৈরাগী হওয়া কত কষ্ট, দেখ আমি অনেক দুঃখ বহন করিলাম, আমার শয্যা নাই, আমি আহার পাই নাই, আমার দিন দুঃখে যায়, আমি পাঁচ জনের মুখের পানে যে তাকাইব এমন আশা ভরসা নাই, এই নিবিড় অরণ্যে আমাকে দেখিতে কে আসিবে? আমার দুঃখ দেখিয়া পর্ব্বত কাঁদে, এবং সেই ক্রন্দনের জলে নদী হইয়াছে। আমি স্ত্রী পুত্র ছাড়িলাম, যশ মানের পথ ছাড়িলাম, ঈশ্বরের জন্য সমুদয় বিসর্জ্জন দিলাম, তাঁহার আদেশ শুনিয়া গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া কত কঠোর সাধন করিলাম, কিন্তু এই ফল হইল যে আমার ইহকাল পরকাল উভয়ই গেল, আমার মৃত্যুর সময় কেহ সংবাদ লইবে না। ধ্যান, যোগের অর্থ প্রাণের বিয়োগ। অতএব আর যেন কেহ বৈরাগী হইয়া শরীর মন নষ্ট না করে। এই বলিয়া কত যোগী ঈশ্বরের নামে অভিযোগ আনিল। তবে কি বন্ধু বান্ধবকে ছাড়িলে কষ্ট পাইতে হয়? তাঁহাদের সঙ্গে যে একবার বিচ্ছেদ হয় তাহা কি চিরকালের জন্য? যোগী কি শেষ কালে এই বলিয়া

চীৎকার করিবেন, কোথায় রহিলেন পিতা মাতা, কোথায় রহিল স্ত্রী পুত্র সুখ সম্পদ ?

ব্রাহ্ম, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, এই কথায় কি তুমি সায় দাও ? তুমিও কি পৃথিবীকে বলিবে যোগের পক্ষে, ধ্যানের পক্ষে কেবলই দুঃখ, কেহই যেন ভস্ম এবং গেরুয়া বস্ত্রের ভিতরে চিত্তশুদ্ধি অন্বেষণ না করে। তুমি জীবনের শেষে পৃথিবীকে কি দেখাইবে ? ভ্রান্ত যোগী যাহা বলিলেন তুমি সুবোধ যোগী হইয়াও যদি তাহাই বল তবে ত আর পৃথিবীর আশা ভরসা নাই। ভ্রান্ত যোগীর কথায় কেহই বিশ্বাস করিও না, তাহার সমুদয় কথা মিথ্যা। যে বলে ঈশ্বরকে সর্ব্বস্ব দিলে ঠকিতে হয় সে মিথ্যাবাদী। আমি এক পয়সা দিব, এক সহস্র টাকা লইব। বণিক সন্তান— নতুবা ধর্ম্মপথে যাইবে না। তপস্যার অগ্নিতে যাও আর মর, ধ্যান-সমুদ্রে ডুব আর মর, এ সকল কথা আমি শুনিতে চাই না। লাভ চাই আমি বণিক। যেখানে ক্ষতি সেখানে বণিক যায় না। সুখ ছাড়িয়া দুঃখের ভার গ্রহণ করিব কেন ? সুখে থাকিব এইজন্য জীবন, খাই সুখের জন্য, সংসার করি সুখের জন্য, ধর্ম্ম করিব কি দুঃখের জন্য ? না। ধর্ম্ম করিব নিত্য সুখের জন্য। ঈশ্বর সায় দিতেছেন এই কথায়। বাজীকর বলিলেন, লাগ্ ভেল্কী লাগ্ ভেল্কী। এই কথা বলিতে বলিতে দুই এক হইল, সংসার আর ধর্ম্ম উভয়ে মিলিয়া এক হইল। সংসার আর ধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র এবং ধর্ম্ম আর সংসার হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ রহিল না। যাদুর ক্ষমতায় দুই এক হইয়া গেল। একটী ঘসা পয়সা হাতে লইলাম, মন্ত্র পড়িতে পড়িতে তাহা সোণার মোহর হইল, সংসারে প্রবেশ করিলাম, ব্রহ্মনাম

করিতে করিতে দেখি তাহা স্বর্ণ হইয়া গেল। সেই যাদুকরের চরণে প্রণাম যাঁহার মন্ত্রে ধুলা পয়সা মোহর হইল। ধন্য সেই বাজীকর যাঁহার স্পর্শে সংসার স্বর্গ হইল।

ঈশ্বরের শ্রীপদে চক্ষের এক বিন্দু জল পড়িল, সেই জল দেখি ঐ পদ-স্পর্শ মাত্র হীরকখণ্ড হইল। ঈশ্বরের নিকটে কাঁদে যে, হীরা পায় সে। টাকা সোণা বৈরাগী সঞ্চয় করিবেন কেন? টাকা সোণায় লাভ নাই, হীরা মাণিকে লাভ আছে। বৈরাগী চক্ষের এক ফোঁটা জল ফেলিয়া নিমিষের মধ্যে দশ বার খণ্ড হীরক লাভ করেন। "ও দয়াময়" বলিয়া বৈরাগী কাঁদিলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চক্ষু হইতে জলের ফোঁটা পড়িতে লাগিল, সে সকল ফোঁটা একত্র হইয়া নদী বহিতে লাগিল। সেই নদীতে কত হীরকখণ্ড একত্র হইল কে গণনা করিবে? সত্যের হীরক, প্রেমের হীরক, আনন্দের হীরক, নানা প্রকার স্বর্গীয় জ্যোতিবিশিষ্ট হীরক লাভ হইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে যাঁহার এত খণ্ড হীরক লাভ হইল তাঁহার আর দুঃখ কি? যে যোগী কাঁদিয়া নিরাশার কথা বলিতেছিল সে ভ্রান্ত যোগী। প্রকৃত বৈরাগীর সুখের অভাব কি? ওহে সংসারী, তোমার হাসি ভাল, না প্রকৃত বৈরাগীর ক্রন্দন ভাল? তোমার এত ধন সম্পদ তথাপি তুমি কাল সকাল বেলা কি খাইবে ইহা ভাবিয়া অস্থির; কিন্তু ঐ বৈরাগী যাহার আহারের কোন আয়োজন নাই, হরির কৃপা যাঁহার সর্ব্বস্ব ধন, তিনি নির্ভয় এবং নিশ্চিন্ত। প্রেমময় হরি এমন হিসাবের লোক যে, যার কাছে তিনি যত লইয়াছেন তাহাকে তাহার সহস্র গুণ ফিরাইয়া দিবেন। হে ঈশ্বর, আমার বন্ধু বান্ধব সর্ব্বস্ব তোমার হস্তে রহিল, আমি বাঘ ভাল্লুকের মধ্যে তোমার ধ্যান

করিতে চলিলাম। এই বলিয়া বৈরাগী যোগ তপস্যা করিতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার পরিবারস্থ সকলে গালে হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিল।

দিবা দ্বিপ্রহর হইল, মা ভাবিতে লাগিলেন, সেই যে ছেলেটী চলিয়া গেল, কে তাহাকে খাওয়াইবে, খুব বৃষ্টি হইতে লাগিল, মা ভাবিতে লাগিলেন, কে আমার ছেলের মাথায় ছাতা ধরিবে; ভয়ানক শীতল বাতাস বহিতেছে, মা মনে করিলেন, ছেলের শীত বস্ত্র নাই। তিনি আরও ভাবিতে লাগিলেন, আমার বৈরাগী ছেলের কেহই নাই, কোথায় কোন্ অলক্ষিত স্থানে নিরাশ্রয় হইয়া ছেলে পড়িয়া আছে, রোগ হইলে ডাক্তার নাই যে ঔষধ দিবে, হয় ত কষ্টেই প্রাণ যাইবে। পৃথিবীর মাতার এবং সংসারের এই চিন্তা; কিন্তু ঐদিকে স্বর্গের জননী বৈরাগীকে কোলে বসাইয়া বলিতেছেন আমার হাতে যে সর্ব্বস্ব দেয় তার কি দুঃখ হয়? এখানে তোমার পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র নাই সত্য, কিন্তু তাহাদের সকলের চেয়ে যে একজন তোমার প্রাণের বন্ধু তোমার ভার লইয়াছেন। সেখানেও আমি তোমার অভাব সকল মোচন করিতাম, এখানে আমিই তোমার প্রয়োজনীয় সমুদয় দ্রব্য দিব। তোমার কোন ভয় নাই। ঐ যে হিংস্র জন্তু সকল দেখিতেছ উহাদিগকে দেখিয়া ভয় পাইও না। তুমি ধ্রুবের মত কেবল আমাকে ডাকিতে থাক। তোমার খাওয়া পরার জন্য কিছুই ভাবিতে হইবে না। আমি তোমাকে না খাওয়াইয়া রাখিব ইহা কি সম্ভব?

সর্ব্বত্যাগী বৈরাগীর জন্য স্বর্গের জননীর এত স্নেহ! ইহা স্বপ্ন না ঠিক? দেখ কি আশ্চর্য্য। বৈরাগী সকলকে ছাড়িয়া

বনবাসী হইলেন। এদিকে ঈশ্বর বৈরাগীর মা বাপ, স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলের প্রাণকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই বাপ সেই স্ত্রী সেই পুত্র কন্যা সকলেই হরিধ্যানে মগ্ন হইল। বৈরাগীর সংসার স্বর্গ হইয়া গেল! বৈরাগী যখন এই স্বর্গ দেখিলেন, তোমরাই বুঝিতে পার তখন বৈরাগীর মুখে বিবর্ণ ভাব না আনন্দ হইল। ঈশ্বর বলিলেন এই লোকটা ত আমার হইল, ইহার মা বাপ, স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগকেও আমার করিয়া লইতে হইবে। তারা এতদিন বিষয় বিষয় টাকা টাকা করিত, কিন্তু তাহাদের একজন আপনার লোক যখন বৈরাগী হইয়া চলিয়া গেল, তাহারা বলিল উনি যখন চলিয়া গেলেন তখন আমাদের সকলেরই ঐ পথে যাইতে হইবে। তিনি চলিয়া যাইবার সময় কি নাম বলিয়া গিয়াছিলেন, সেই নামের গুণে তাঁহাদের সংসারাসক্তি বিলোপ হইতে লাগিল। তাঁহারা তুড়ি দিয়া সমস্ত সংসারকে উড়াইয়া দিতেছেন।

ঈশ্বর বৈরাগীর পরিবার মধ্যে গিয়া পরিবারস্থ সকলকে নূতন পুণ্য-বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া গভীর যোগ-মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন এবং সকলকে ভক্ত করিয়া লইলেন। ঈশ্বর প্রসাদে সকলই হয়। তাঁহার কৃপাতে প্রাচীন প্রাচীনা যুবক যুবতী সকলেই হরিনামে মত্ত হইল। তাহাদের আর অন্য চিন্তা রহিল না। বৈরাগীর সঙ্গে উহাদের আশ্চর্য্য সম্মিলন হইল। সংসারে নয়, তপোবনে পত্র নির্ম্মিত আশ্চর্য্য কুটীর মধ্যে। ঐ কারিকর যাঁহাকে ঈশ্বর বলি তিনি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বৈরাগীর সমস্ত পরিবারকে তন্মধ্যে আনিয়া তাঁহার চারিদিকে বসাইলেন। তখন দেখা হইত

অন্ন খাওয়ার সময়, এখন দেখা হইল প্রেম ভোজনের সময়, সকলে আনন্দের সহিত সেই স্বর্গের জননীর প্রেম পাত্র হইতে প্রচুর সুধা লইয়া ভোগ করিতে লাগিল এবং বারম্বার তাঁহাদের মস্তকের উপরে স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। জঙ্গলের মধ্যে ঈশ্বর পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া স্বর্গের শোভা প্রকাশ করিলেন। তোমরা নাটক অভিনয় দেখিয়াছ? এই সত্যের অভিনয় দেখ দেখি। এক পয়সাও তোমার ছিল না। আর এখন দেখ তোমার সর্ব্বাঙ্গে কত হীরার টুকরা লেপন করা হইয়াছে। টাকা কড়ি রাশি রাশি হইয়াছে।

যোগী বলেন আমার মতন সুখী আর কেহ নাই। ঈশ্বর আমাকে আট ঘোড়ার গাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। দুটো ঘোড়া সত্য, দুটো ঘোড়া পুণ্য, দুটো ঘোড়া প্রেম, দুটো ঘোড়া আনন্দ। ঈশ্বর আমার হৃদয়াকাশের সমস্ত পাখীদিগকে গায়ক নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। পাখীগুলো আমাকে ডেকে বলে, তুমি গান শুন নাই কত দিন? বস, আমরা তানপুরা নিয়ে গান করি। যারা বৈরাগী, যাহাদের আর কেহ নাই, সুমধুর স্বরে তাহাদিগকে গান শুনাইব এই আমাদের প্রভুর আজ্ঞা। এই কথা শুনিয়া বৈরাগীর চক্ষে জল আসিল। তিনি বলিলেন, এ কি হল। আকাশের পাখীগুলো পর্য্যন্ত আমার সেবায় নিযুক্ত হল! আগে পয়সা দিয়া ফুল কিনিতে হইত, এখন ফুল বলে আমরা পয়সা নিব না, এ রাজ্যে এ পাপ নাই, আমরা অমনই তোমার নিকট আসিব, আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের এই আদেশ। আগে জল পর্য্যন্ত কিনিতে হইত, এখন নদীর ধারে বৈরাগী দাঁড়াইলেন, নদী বলে কত কলস জল চাই, ঈশ্বরের আদেশ বিনা মূল্যে তোমাকে আমি জল দিব। এইরূপ সমস্ত সৃষ্টি সেবায়

বৈরাগীকে ব্যতিব্যস্ত করিল। বৈরাগীর এক পয়সা গেল না। কেবল ফুঁ দিয়া কোটী টাকার জমিদারী কিনিলেন। চক্ষের জলে স্বর্গরাজ্য কিনিলেন। তোমরা কে গা? বন্ধু বান্ধব? তোমরাও এলে? সেই পরিবার এখানে? গ্রামশুদ্ধ এখানে? কেবল স্থান পরিবর্ত্তন। কিন্তু একবার না ছাড়িলে কেহ সংসারে স্বর্গ দেখিতে পাইবে না। একবার না কাঁদিলে কেহ হাসিবে না। সমুদয় দাও।

যে জলে নামিবে, অথচ বস্ত্র সামলাইবে সে প্রেম-সমুদ্রে ডুবিতে পারিবে না। ঈশ্বর দেখিবেন ভণ্ড বৈরাগী না যথার্থ বৈরাগী। যদি একবার ঈশ্বরের জন্ত প্রাণ আকুল হইয়া উঠে, অরণ্যের মধ্যে বসিয়া সমুদয় পাইবে। যদি তোমার প্রাণ ঈশ্বরকে চায় তাহা হইলে যে তুমি কেবল তাঁহাকে পাইবে তাহা নহে; কিন্তু তিনি স্বয়ং তোমার সমুদয় অভাব মোচন করিবেন। তোমাকে রন্ধন করিতে হইবে না। তিনি জননী হইয়া তোমার জন্ত অন্ন প্রস্তুত করিয়া দিবেন। ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি তোমার গাছে টাকা ফলিবে। ঐ কল্পতরু নাড় দেখি। বৈরাগী হইলে শরীরের অনেক কষ্ট হয় ইহা মিথ্যা কথা। ইহা আসল প্রাচীন ব্রাহ্মধর্ম্মের মত নহে। "যাহা চাই তাহা পাই নাম কল্পতরু" এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গাছ ঝাড, কত বাড়ী চাও, কত টাকা চাও, কত বস্ত্র চাও, ঐ নাও। বৈরাগীর কষ্ট পেতে হয় না। ' নবাব লক্ষটী টাকা রাখিলেন তথাপি ফুল আসিল না, কিন্তু সেই ফুল হাসিয়া বিনা মূল্যে বৈরাগীর নিকট আসিল। নবাব চন্দ্রকে কোটী টাকা দিলেন, চন্দ্র তাঁহার ঘরে আসিলেন না; কিন্তু বৈরাগীর ঘরে অমনই আসিয়া হাস্ত করিতে লাগিলেন। ভাই, কেবল কাঁদ, রাজা হবে সম্রাট হবে, সকল

প্রকার পবিত্র সুখ ভোগ করিবে। অপবিত্র সুখ এখানে নাই। নীচ-বাসনারূপ-পর্দ্দাটা টানিয়া ফেলিয়া দাও, আজই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইবে। চল, সুমধুর বৈরাগ্য-পথে চল। যাহা দিবে তাহার সহস্র গুণ পাইবে।

হে দয়াসিন্ধু কৃপাময় হরি, তোমার সন্তানদিগকে কি, ওরে নর নারী, বৈরাগ্যের পথ ধরিস্ নে, এই কথা বলিব? আমি এমন কথা যেন বলি না পিতা, অনুগ্রহ করিয়া তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর। আমি যেন সমুদয় কষ্টের মধ্যে সহাস্য মুখ ধারণ করিতে পারি। আমি যেন জগৎকে বলিতে পারি বৈরাগ্য-পথে লাভ আছে। আমি একদিন আকুল হইয়া দীন ভাবে কোথায় আমার প্রাণেশ্বর কোথায় আমার প্রাণেশ্বর এই বলিয়া তাঁহাকে ডাকিয়াছিলাম, এইজন্য রাজা হইলাম। আমি বলিলাম সংসার আমার ভাল লাগে না। প্রতিফল কি হইল? রাজা হইলাম। আমি বলিলাম কেবল আমার প্রাণেশ্বরের গুণ গান করিয়া বেড়াব, বনের পাখীগুলো বলে আমরাও তোমার সঙ্গে 'হরিসুন্দর' নাম কীর্ত্তন করিব। হে ঈশ্বর, একবার পূর্ণ মাত্রার চক্ষে ভক্তির এক বিন্দু জল ফেলিতে অধিকার দাও। আমাদিগকে গরিব বৈরাগী কর। প্রেমময় হরি, তোমার জন্য গরিব হইলে, তুমি যে তাহাকে কোলে করিয়া তাহার মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দাও, তোমার নামের এই মহিমা জগতে প্রকাশ কর।

কমলকুটীর।

"ব্যাণ্ড অফ্ হোপের" বালকদিগের প্রতি উপদেশ।

অপরাহ্ণ, বৃহস্পতিবার, ১২ই মাঘ, ১৭৯৯ শক;
২৪শে জানুয়ারি, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

হে বালকগণ। বঙ্গদেশে সুরাপান নিবারণের জন্য বালকবৃন্দ হইতে এই প্রথম সূত্র। আশালতা ইহার নাম। ইংরাজীতে আশালতার নাম "Band of Hope।" এটী "Albert Band of Hope" হইল, এটীতে দেশের আশালতা রোপিত হইল। বালকবৃন্দ সর্ব্বপ্রথমে করতালি সহকারে বল "সুরাপান নিবারণের জয়" "সুরাপান নিবারণের জয়" "সুরাপান নিবারণের জয়।" সকল বালক ইংরাজী বাঙ্গালায় ইহার নাম বল "Band of Hope, Albert Band of Hope" "আশালতা।" আশালতা সুরাপানের বৃদ্ধি ভবিষ্যতে যাহাতে না হয়, সেই বিষয়ে আশামূলক। ইহার দ্বারা ভবিষ্যতে ক্রমে সুরাপান রহিত হইয়া যাইবে; এই পাপের হ্রাস হইবে। যাহারা সুরাপান করে, তাহারা আপনারা মরে, দেশকে মারে, পরিবারের মধ্যে রোগ শোক দুঃখ আনে, দেশের চারিদিকে গরল বিস্তার করে। এই গরলের স্রোত বংশ পরম্পরা দেখিতে পাওয়া যায়। একজন সুরাপান করিতে আরম্ভ করিলে তাহার সঙ্গে আর দশ জন সুরাপান করিতে শেখে। ক্রমে তাহার কুদৃষ্টান্তে তাহার সন্তান সন্ততি, পল্লী, দেশ, নগর সুরাপায়ী হইয়া উঠে। এই

যে ক্ষুদ্র বালকের দল, গলায় লাল ফিতা, গোয়াদের পোষাকের রঙে সজ্জিত, ইহারা বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া শত্রুকে বিনাশ করিবার জন্য জয় পতাকা ধারণ করিয়াছে। এই যে লাল রং দেখিতেছ, ইহা প্রিয় বঙ্গদেশকে উদ্ধার করিবার নিদর্শন স্বরূপ। যদিও তোমরা ক্ষুদ্র বালক, যদিও তোমাদের সংখ্যা অল্প, বয়স অল্প, তথাপি তোমরা এই দেশকে এই ঘোর পাপ হইতে মোচন করিবে, ঈশ্বর তোমাদের সহায় হইবেন। সকলে মিলিয়া বল "স্বাধীনতার জয়" "বিবেকের জয়" "আলবার্ট স্কুলের জয়" "মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জয়।" তোমাদের এই চেষ্টাতে ভাই বন্ধু পিতা মাতা সকলের জয় হইবে। তোমরা আজ সুরা-রাক্ষসীকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছ। তাহাকে তোমরা এ দেশ হইতে বিদায় করিয়া দাও। তোমাদের নিকট তাহার সমুদয় চেষ্টা চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে। তোমরা একবার যদি তাহাকে বিদায় করিয়া দাও, এ দেশে আর তাহার কর্তৃত্ব উদ্দীপন হইবার সম্ভাবনা নাই। তোমাদের দল ক্ষুদ্র, কিন্তু তোমাদের দল হইতে এরূপ আরও নূতন দলে ক্ষুদ্র দল পরিপুষ্ট হইবে। এখন দেখিতে ইহা সামান্য, কিন্তু বস্তুতঃ সামান্য নহে। তোমরা যে যুদ্ধের নিশান হাতে ধারণ করিয়াছ ইহাতে তোমরা আশা দিতেছ, দেশে আশালতা রোপণ করিতেছ। যদি এখন বৃদ্ধেরাও সুরাপান পরিত্যাগ না করে, যাহারা বালক বয়সে এ আশালতাতে যোগ দিয়াছে, তাহারা বড় হইলে কখনও সুরাপান করিবে না। নূতন বংশ এই আশা দিতেছে, ভবিষ্যতে এ দেশে আর সুরাপানের দোষ থাকিবে না। ইংরাজীতে আছে "Prevention is better than cure।" যদি তোমরা

ভবিষ্যতে মদ্যপান বারণ করিতে পার, তাহা হইলে তোমাদের যত্ন সফল হইল। যাহারা এখন তোমাদের সঙ্গে যোগ দেয় নাই, তাহারা তোমাদিগকে দেখিয়া ক্রমে আসিয়া যোগ দিবে। তোমাদিগের পরিবারের দেশের কলঙ্ক নিবারণ হইবে। এখন তোমাদের অল্প বয়স। এখন কাঁচা মাটিতে বীজ রোপণ করিলে ফল ফুল হইবে। শক্ত পাথরে বীজ বপন করিলে তাহাতে কিছু হয় না। একজন পরমহংস বলিয়াছেন, একটী প্রেক্ পাথরে বিদ্ধ করিতে গেলে কখনও বিদ্ধ হইবে না, উহার মুখ ভোঁতা হইয়া যাইবে। এটী গভীর জ্ঞানের কথা। একজন চল্লিশ বৎসর সুরাপান করিতেছে, রাস্তা দিয়া টলিয়া টলিয়া চলিতেছে। একেবারে পশুর ন্যায় হইয়া গিয়াছে, এ ব্যক্তিকে ফিরাইয়া আনা সহজ নহে।

শুভক্ষণে আজ তোমরা সকলে একত্রিত হইলে। তোমরা পৃথিবীকে সুরাপানের অনিষ্ট বুঝাইয়া দাও। কে কোথায় সুরাপান করিয়া মরিল, তাহার সংবাদ লও। দেখ দেশের কত বড় বড় লোক সুরাপান করিয়া মরিল, কত স্ত্রী বিধবা হইল, কত পুত্র কন্যা অনাথ হইল। কত বাড়ীতে হাহাকার রব উঠিতেছে, কত জন কত বিদ্যা শিখিল, বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি পাইল, দেখ আজ তাহারা পশুর মত হইয়া গিয়াছে। সমুদয় বিদ্যা বুদ্ধিতে জলাঞ্জলি দিয়া স্ত্রীকে ডুবাইল, পুত্র কন্যাকে অনাথ করিল। এ সকল বার্ত্তা কি তোমাদের কাণে প্রবেশ করে নাই? ছোট ছোট ভাই সকল! তোমাদের সেনাপতি পরমেশ্বর বলিলেন, "অমন কুকার্য্য তোমরা কেহ করিবে না।" তোমরা যে আদেশ পাইলে তোমাদিগকে সেই পথে চলিতে হইবে। সুরাপান করিব না, সুরাপান করাইব না,

সুরার মুখ দেখিব না, সুরা-রাক্ষসীর পথে কখনও চলিব না, সুরা-রাক্ষসীকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দিব, এই প্রতিজ্ঞা কর। তোমরা সকলে প্রতিজ্ঞা করিয়া দাঁড়াও, সমর-সজ্জায় সজ্জিত হও। কিছুমাত্র ভয় করিও না। তোমাদের প্রতিজ্ঞাতে যে আগুন জ্বলিবে, এখন দেখিতে অল্প, কিন্তু কালে ইহাতে যাট হাজার লোক প্রাণ দিবে। অতএব তোমরা খুব উৎসাহী হও, তোমাদের পিতা মাতা ভ্রাতা তোমাদিগকে দেখিয়া কি বলিবে? দেখ ইহারা এক দল গোরা আসিতেছে। বয়স ইহাদের আট বৎসর, এগার বৎসর, কিন্তু দেখিয়া সকলে ভয় করিবে। বলিবে ওরে এক দল গোরা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহারা কেবলই বলে "ওরে মদ ছাড়, ওরে মদ ছাড়, ওরে মদ ছাড।" ইহারা একেবারে উস্তং কুস্তং করিয়া তুলিয়াছে। তোমরা এইরূপে মদ ছাড়াইবে তবে নিশ্চিন্ত হইবে। তোমরা সকলে মিলিয়া প্রতিজ্ঞা কর—"সুরাপান করিব না" "সুরাপান করিব না" সুরাপান করিব না।" যাহাকে সুরাপান করিতে দেখিবে তাহাদিগকে দেখিয়া এমনই মুখ সিঁটকাইবে যে সকলে বলিবে "এ ছোকরাটার আর ভ্রূকুটি সহ্য করা যায় না।" তোমরা স্কুলে চোর ধরিবে এবং বলিবে ওরে "স্যার্ যদি টের পান তবে তোর বড় মস্কিল হইবে।" যদি কাহাকেও পথে মদ খাইয়া যাইতে দেখ, তাহার পিছনে পিছনে এই আলবার্ট স্কুলের গোরা ছুটিবে, আর বলিবে ওরে "বোতল ছাড়" "বোতল ছাড়" "বোতল ছাড়।"

আজ মাঘ মাসে আশালতা নামে দল হইল। বৎসরে বৎসরে ইহার এইরূপ সভা হইবে। আজ যেমন এখানে জল পান করিলে, চিরজীবন এইরূপ জল পান করিবে, জল ঈশ্বরের প্রদত্ত খাদ্য।

ইহাতে শরীর সুস্থ হয়, চরিত্র নির্ম্মল হয়। দেখ ঐ যে আমেরিকার একজন বন্ধু জল ঢালিতেছেন আর পান করিতেছেন, ইনি মদ্য নিবারণের একজন প্রধান বন্ধু। তোমরা উঁহার মতন কেবল জল পান করিবে। ঈশ্বরের পবিত্র জল পান করিলে তৃষ্ণা নিবারণ হইবে, শরীর মন পবিত্র থাকিবে। আজ তোমরা ঘরে পিতা মাতার নিকটে সুসংবাদ লইয়া যাও। যাহাতে মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে নামিতে পার, তাহার জন্য চেষ্টা কর। আজ তোমরা যে নিশান ধারণ করিয়াছ, এই নিশান তোমাদের বিজয় নিশান হউক। তোমাদের যত্নে এই দেশের মঙ্গল হউক, মঙ্গল হউক, মঙ্গল হউক।

ভারতাশ্রম।

ব্রাহ্মিকা সমাজের উৎসব।

প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ১৩ই মাঘ, ১৭৯৯ শক ;
২৫শে জানুয়ারি, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

পিতা, পুত্রদিগের মধ্যে, জননী কন্যাদিগের মধ্যে আপনার সদগুণ প্রকাশ করেন। পুরুষদিগের সেই পরম পুরুষ আপনার জ্যোতি দেখান এবং যোগীগণকে আপনার দিকে আকর্ষণ করেন। এখন কেবল কয়েকটী পুরুষের মধ্যে পিতা আপনার পরিচয় দিয়াছেন। কন্যাদিগের সঙ্গে আজও তাঁহার তেমন পরিচয় হয় নাই। আজ সেই পরম দেবতা এখানে বর্ত্তমান। কন্যাদিগের সভা হইয়াছে

দেখিয়া তিনি আপনার জননীর মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। কন্যাদিগের কোমল ভাব, পরিবারের কোমল সম্মিলন, ইহার মধ্যে তাঁহারই লাবণ্য আছে। সুন্দর দেশে সুন্দর বেশে জননী কন্যাদিগের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পিতা যেমন পুত্রদিগকে, জননী তেমনই কন্যাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। দুই দিন দুই সভাতে পিতা আপনার আশ্চর্য্য লাবণ্য দেখাইয়াছেন। এখানে আর এক ভাবে তাঁহার পূজা। সে ভাব প্রেমিকের ভাব। তোমাদিগের যেমন কোমলতা বিনয় লজ্জা, তিনিও তেমনই তোমাদিগের নিকট আপনার মূর্ত্তি প্রকাশ করিতেছেন। তোমরা কেহ পুরুষ হইও না; কিন্তু সেই স্বর্গীয় দেবতাকে স্ত্রী জাতির আদর্শ জানিয়া তাঁহার মুখে যেমন সুকোমল লাবণ্য প্রকাশ পাইতেছে তাহার অনুকরণ কর, স্ত্রীজাতির পবিত্র ধর্ম্ম পালন কর।

নারীজাতির শ্রেষ্ঠ কে? নারীজগতের আদর্শ কে? আমি বলি পরমেশ্বর। নারীজাতিকে কিরূপে চলিতে হয়, কিরূপে ধর্ম্ম সাধন করিতে হয়, কিরূপে শুদ্ধ হইতে হয়, নারীজাতিকে কিরূপে অনুষ্ঠান করিতে হয়, সে সকল বিষয়ে তিনিই উচ্চতর আদর্শ। সর্ব্বদা তাঁহার গতি অধ্যয়ন কর, তাঁহার মত এমন নারী কোথাও নাই। সেই পরম জননীর ব্যবহার দেখিয়া ভয় পরিত্যাগ কর, তাঁহার প্রতি নির্ভর করিতে চেষ্টা কর। সেই জননী যাহা ইচ্ছা করেন চুপ করিয়া তাহার অনুসরণ কর। ইহাতে ধর্ম্ম ও প্রেম একীভূত হইবে। তোমরা এখন শরীরের শোভা বৃদ্ধি করিতে যত্ন করিতেছ তখন কেবলই আত্মার শোভা বৃদ্ধি করিতে যত্ন করিবে। পরমেশ্বরের কি অলঙ্কার নাই? তাঁহার সমুদয়

অলঙ্কার প্রেম ও পুণ্যের অলঙ্কার। অসার বস্ত্র পরিধান করিয়া রূপ বৃদ্ধি করিলে কি হইবে? যিনি নরীগণের মধ্যে বড় তাঁহার পরিধানে পুণ্য-বস্ত্র। তোমাদের শরীরে কত অলঙ্কার আছে। প্রাণের ঈশ্বরকে প্রাণের মধ্যে স্থান দাও, তিনি তোমাদিগকে সুন্দর অলঙ্কারে সজ্জিত করিবেন। যদি তোমরা তাঁহাকে ভালবাস, স্বাভাবিক প্রেমের অলঙ্কার কখনও পরিত্যাগ করিবে না। তিনি পুণ্যের বস্ত্র প্রেমের অলঙ্কার পরিয়া কন্যাদিগের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তোমরা ঋষিকন্যা আশ্রম-কন্যা হইয়া শুদ্ধ ভাবে ঈশ্বরের নিকট হইতে বস্ত্র অলঙ্কার সঞ্চয় কর, এবং সেই বস্ত্র অলঙ্কার পরিতে যত্ন কর।

এখন যে রূপের অহঙ্কার ইহা নিতান্ত অসার। এখানকার সামান্য বস্ত্র অলঙ্কার পরিধান করিয়া অভিমান করিও না। এমন অলঙ্কারে ভূষিত হও, এমন বস্ত্র পরিধান কর যাহাতে আসক্তি না হয়। বস্ত্র অলঙ্কারের প্রতি আসক্তি এই কথাটী তোমাদিগের দুর্ব্বলতা, এই দুর্ব্বলতাকে জয় কর। বস্ত্রালঙ্কারের প্রতি লোভ অন্য দিকে লইয়া যাও। সর্ব্বদা এই দেখ, পুণ্যে রূপ বৃদ্ধি হইতেছে কি না? পুণ্যে মুখ ভাল দেখাইতে যত্ন কর। পুণ্য প্রেমে এমন রূপ হইবে যে, চারিদিকের সকলকে মোহিত করিবে। যেরূপে ঈশ্বরের রূপ প্রকাশ পায় সে রূপ দেখিলে পাষণ্ডও মোহিত হয়। তাই বলি যে রূপ দেখিলে নর নারী সকলে মোহিত হয় সেই রূপে রূপবতী হও। তোমাদের কোন ভয় নাই, ভাবনা নাই, তিনি তোমাদের সকলকে মণি মুক্তা মাণিক্যে সাজাইয়া দিবেন। যদি তোমরা তাঁহার বশীভূত হও, তোমাদিগের মাতা তোমাদের

শরীর মন বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিবেন। তোমাদের সে রূপের নিকট কেহ দাঁড়াইতে পারিবে না। তোমাদের মুখ হইতে সত্যের প্রেমের এমন জ্যোতি বাহির হইবে যে, সমুদয় জনসমাজ তোমাদিগকে ঈশ্বরের কন্যা বলিয়া আদর করিবে। পরমেশ্বরকে স্ত্রীজাতির আদর্শ জানিয়া সর্ব্বদা তাঁহাতে লক্ষ্য স্থির রাখিতে হইবে। ঈশ্বর নারীজাতির লক্ষ্য, তিনিই বেশ ভূষা তিনিই অলঙ্কার। এই বেশ ভূষা অলঙ্কারে ভূষিত হইলে পিতার নাম গান করিতে পারিবে। যাহাতে এইরূপ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া পরলোকে যাইতে পার, তজ্জন্য যত্নবতী হও। যে স্ত্রী ধর্ম্ম সঞ্চয় করে, তাহার ধন অলঙ্কার চিরকালের জন্য রক্ষিত হয়, সে ঈশ্বরের নিকট হইতে উচ্চ আসন লাভ করে। পৃথিবীতে লোকে তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হয়। জননীকে তোমাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কর, তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুকরণ কর, অনন্তকাল সুখ শান্তি লাভ হইবে, ইহলোকে সৎকীর্ত্তি ও পরকালের সম্বল হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির

প্রার্থনার বিপরীত দান।

প্রাতঃকাল, রবিবার, ১৫ই মাঘ, ১৭৯৯ শক,
২৭শে জানুয়ারি, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

মানুষ যখন সুখ চায় তখন যদি দুঃখ আসে সেটী সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট অবস্থা। কোন ব্যক্তির মনে প্রগাঢ় সুখের বাসনা রহিয়াছে,

মন সর্ব্বদা সুখ প্রার্থনা করিতেছে, এমন সময় যদি দুঃখে তাহার শরীর জর্জ্জরিত হয় এবং তাহার হৃদয় গভীর যন্ত্রণায় বিদীর্ণ হয় সে অত্যন্ত দয়ার পাত্র। ইহা অপেক্ষা ভাল অবস্থা এই, যে অবস্থায় মনুষ্য সুখ চায় এবং সুখ পায়। দশ টাকার প্রয়োজন হইল, ঠিক সময়ে অভিলষিত ধন হস্তগত হইল। বস্ত্রের প্রয়োজন হইল, যথাকালে বস্ত্র লাভ হইল। এইরূপে আশা পূর্ণ হইলে কাহার না মনে সুখোদয় হয়? ঠিক যাহা চাহিয়াছিলাম তাহাই পাইলাম, যিনি এই কথা বলিতে পারেন তাঁহার কত আহ্লাদ। বস্তুতঃ সে বড় সুখী যে উপযুক্ত সময়ে আপনার প্রয়োজনীয় বস্তু সকল লাভ করে। কিন্তু ইহাও মধ্যম অবস্থা। যথার্থ স্বর্গীয় অবস্থা, ভক্তির সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ অবস্থা, তাহা এই—যেখানে মানুষ দুঃখ চায়, সেখানে সুখ পায়। সুখ চাই দুঃখ পাই, সুখ চাই সুখ পাই, এই দুই অবস্থা পৃথিবীতে হয়। কিন্তু যে অবস্থায় দুঃখ চাই সুখ পাই, মৃত্যু চাই নূতন জীবন পাই, অমাবস্যা চাই, পূর্ণচন্দ্র পাই, তাহা স্বর্গের অবস্থা। রাশি রাশি অপরাধ করিয়া সুখের অধিকার হারাইয়াছি, দণ্ড দুঃখ পাওয়া আমার উচিত, আমি নিজের পুঞ্জ পুঞ্জ পাপ দেখিয়া স্বর্গের দণ্ড এবং দুঃখ চাহিলাম, কিন্তু সুখ পাইলাম কেন? কে এই প্রশ্নের উত্তর দিবে?

প্রত্যেক মনুষ্য বিবেচনা করিয়া দেখুক, যে পরিমাণে সে পাপ করিয়াছে সে পরিমাণে কি তাহার শাস্তি হইয়াছে? যত পাপ করিয়াছি তত দণ্ড সহ্য করিয়াছি, কে এই কথা বলিতে পারে? প্রত্যেকে শত গুণ পাপ করিয়াছে, কিন্তু এক গুণ শোক পাইয়াছে, এইজন্য প্রত্যেক বিনয়ী ভক্ত মনে করেন, আমি যে

সকল অপরাধ করিয়াছি তজ্জন্য স্বর্গ হইতে এবার যে কঠোর দণ্ড আসিবে তাহাতে চক্ষু হইতে দর দর করিয়া জল পড়িবে, চারিদিকে এমনই ভয়ানক অমাবস্যার অন্ধকার দেখিব যে, একটীও আশার নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হইবে না। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কাল যে পাপ করিয়াছি, আর কি তিনি তাঁহার অন্ন জল দিবেন? তিনি মনে করেন যদিও দুঃখের রজনী প্রভাত হইয়াছে, তথাপি আমি আজ আর আহার পাইব না। আমার শিশু সন্তানদিগের মুখে আজ দুগ্ধ অন্ন পড়িবে না। তিনি আপনার হস্তকে বলেন,—"ওরে কলঙ্কিত হস্ত, আর কিরূপে তুমি সেই জগদীশ্বরের ভাণ্ডার হইতে চাল লইবে?" হে অন্ন, আর বুঝি তুমি এ চণ্ডালের ঘরে আসিবে না? যে ব্যক্তি জীবনে এত কুকর্ম্ম করিয়াছে, যাহার মনে এত কুবাসনা, ধান্যক্ষেত্রে তাহার অধিকার কি? ধান্য, তোমাকে পবিত্র ঈশ্বর সাধুর শরীর পোষণ করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। যাও ধান্য, ভক্ত, যোগী, ঋষির গৃহে যাও, যিনি ভক্ত, যিনি ব্রহ্মে আসক্ত তাঁহার শরীর পোষণ করিবার জন্য তুমি নির্ম্মিত হইয়াছ, এই অসাধু তোমার উপযুক্ত নহে। এই অভাগা, অন্নের অভাবে কাঁদিবে, অন্নের অভাবে মরিবে। তুলোকে বলি তুমি সাধু সাধ্বীর ঘরে গিয়া, বস্ত্র হইয়া তাঁহাদের লজ্জা নিবারণ কর, আমি অসাধু আমাকে কেন তুমি আবৃত করিবে? শীত-বস্ত্র, আমি যদি শীতে কাতর হই, তুমি কি আমাকে আলিঙ্গন করিবে? তুমি সাধু ভক্তের ঘরে যাও, তাঁহাদের জন্য সৃষ্টিকর্ত্তা তোমাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমি অসাধু, আমি কত মিথ্যা বলিয়াছি, ভ্রাতা ভগ্নীর মনে কত প্রকারে কষ্ট দিয়াছি, আমি তোমার অনুগ্রহের যোগ্য নহি। অন্ন বস্ত্র পাইয়া সকলেই জয় জগদীশ বলিয়া আহ্লাদ

করিবে, কিন্তু আমি দেখিব এই অভাগার সন্তানেরা অন্ন বস্ত্রাভাবে মরিবে, কেন না দুর্জ্জন আমি। অন্ন, প্রতিদিন দশটার সময়, তুমি আমার নিকট আসিতে, আজ কি আসিবে? বস্ত্র, আজ কি আমি তোমাকে পাইব? পাপ আসিয়া মুখকে বন্দ করিল, আমি পাপ করিয়াছি, আমি ঈশ্বরের অপমান করিয়াছি, এখন কিরূপে তাঁহার ধন, তাঁহার অন্ন বস্ত্র গ্রহণ করিব? আমার নিজের অপরাধ আমাকে স্বর্গ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে।

এক ব্যক্তি দুর্জ্জন পাষণ্ড যদি কোন সজ্জনের সমস্ত প্রিয় ধন হরণ করিয়া লয়, তবে কি সে দুর্জ্জন আর তাঁহার মুখের দিকে তাকাইতে পারে? পাপ, আমি নির্ব্বংশ হই এইজন্য কি তুমি আমার মনে আসিয়াছিলে? আমাকে তুমি প্রভুর অন্ন হইতে বঞ্চিত করিলে? তোমা দ্বারা আমার হস্ত অসাড় হইয়াছে। হস্ত বলে, পাপী, আমাকে তুমিই অসাড করিয়াছ, আমি আর প্রভুর সেবা করিতে পারি না, আমি আর ফল পাড়িতে পারি না। পিতা মাতা ভাই ভগ্নী, স্ত্রী পুত্রাদি সকলে বলিল, তুমি পাপ করিয়া আপনাকে কলঙ্কিত করিয়াছ, আমাদিগকেও অন্ন জল হইতে বঞ্চিত করিলে। তোমার সমস্ত সংসার দুঃখ পূর্ণ হইল। পাপ করিয়া সমুদয় সুখেতে অধিকার হারাইলে। পাপের বিষময় ফল কেবল তুমি ভোগ করিবে তাহা নহে, কিন্তু তোমার পুত্র পৌত্রাদি পর্য্যন্ত ভোগ করিবে। দুঃখে দুঃখে তোমার দশ বংশ জর্জ্জরিত হইবে। পাপ করিয়া ঈশ্বরের বিদ্রোহী হইয়াছ এখন তাঁহার অন্ন গ্রহণ করিলে চুরি করা হইবে। দেখ তোমার সমক্ষে রাশি রাশি বস্ত্র, কিন্তু তোমার হস্ত অসাড, সে সমুদয় গ্রহণ করিবার

ক্ষমতা নাই। নিকটে প্রচুর অন্ন, কিন্তু তোমার পরিপাক করিবার অধিকার নাই, ঈশ্বর মনুষ্যকে পরিপাক করিবার শক্তি দিয়াছেন। চারিদিকে সৃষ্টির অনন্ত সৌন্দর্য্য, কিন্তু পাপী, তোমার চক্ষু আর সে সমস্ত ভালরূপে দেখিতে পায় না। চারিদিকে মধুর স্বরে ব্রহ্মনাম কীর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু তোমার কর্ণ আর তাহা শুনিতে পাইবে না। ঈশ্বর প্রদত্ত শ্রবণ শক্তি ঈশ্বর তোমা হইতে কাড়িয়া লইবেন, তোমার নাসিকা সুঘ্রাণ লাভ করিতে পারিবে না। তোমার রসনা ভাল বস্তু আস্বাদন করিতে পারিবে না। আকাশের চন্দ্র সূর্য্য তোমাকে বলিবে, তুই আর আমাদের আলোক গ্রহণ করিস্ না।

রাজার শাসন মনে হইলে পাপীর মনে এইরূপ অবস্থা হয়। কিন্তু আমি যে পাপী, আমাকে এরূপ কাঁদিতে হয় না। আমি প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি কাঁদিবার বিষয় নাই। লজ্জিত হইবার বিষয়। পাপী, তুমিই বল, পাপ করিয়াছ বলিয়া কি কখনও অন্ন বস্ত্র পাও নাই? রসনায় মিথ্যা বাক্য বলিয়াছ বলিয়া কি কখনও রসনাতে তৃপ্তি সুখ ভোগ কর নাই? মনে অসচ্চিন্তা করিয়াছ এইজন্য কি ঈশ্বর কখনও মনের সমস্ত বল হরণ করিয়াছিলেন? প্রতিদিন আমরা দেখিতেছি পাপের জন্য কখনও অন্ন বস্ত্র বন্ধ হয় না। আরও নিগূঢ় রহস্য এই যে, যে দিন বলি হে ঈশ্বর, একদিন এই দুষ্কর্ম্মান্বিত মনুষ্যের অন্ন বন্ধ কর, সেই দিন আরও যত্নের সহিত নানা রসযুক্ত উপকরণ সকল হস্তে লইয়া আসিয়া ঈশ্বর জননীরূপে পাতকীর মুখে অন্ন তুলিয়া দেন। অন্নকে বলি, অন্ন, অন্ততঃ একদিন এই পাপীর গৃহে এস না। অন্ন বলিল, আমি প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারি না, সাধু অসাধু সকলের ঘরে যাই। পাপী ধান্যক্ষেত্র হইতে

প্রচুর খাদ্য লইয়া চলিল, ক্ষেত্রের প্রহরী ঈশ্বর তাহাকে নিষেধ করিলেন না। চন্দ্রকে বলিলাম, চন্দ্র, তুমি ভক্তদিগের গৃহে জ্যোৎস্না প্রকাশ কর, এই পাপী অন্ধকারে থাকুক, চন্দ্র আমার কথা শুনিল না, চন্দ্র বলিল, প্রভুর আদেশে আমি পাপীর গৃহেও হাস্য করিয়া তাহার বিষণ্ণ চিত্তকে আহ্লাদিত করিব। ফুলকে বলিলাম, ফুল, ঈশ্বর তোমাকে ভক্তদিগের মনোরঞ্জনার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, তুমি তাঁহাদের নিকটে যাও, আমি পাষণ্ড, নরাধম আমি তোমাদের স্পর্শ করিবার যোগ্য নহি, ফুল বলিল আমার রূপ এবং ঘ্রাণ দ্বারায় পাপীর মনকেও প্রসন্ন করিব।

পাপেতে আমার সর্ব্বাঙ্গ কলঙ্কিত এবং ক্ষত বিক্ষত, মনে করিলাম আমি কিরূপে ঈশ্বরের হস্ত নির্ম্মিত পবিত্র বসন পরিধান করিব, কিন্তু দোকানে রাশি রাশি বস্ত্র, দুইটী টাকা দিলেই জঘন্যতম পাপীকেও ফিরাইয়া দেয় না। অভ্রান্ত বিচারপতি ধর্ম্মরাজ ঈশ্বরের ভাবের রাজ্যে মনে করিয়াছিলাম কিছুই পাইব না, কিন্তু প্রেমের রাজ্যে দেখি যাহা চাই তাহাই পাই। মধ্যম অবস্থায় আসিলাম। উৎকৃষ্টতম অবস্থা তাহা—যখন ঈশ্বরের নিকট দণ্ড চাহিলে পুরস্কার পাই। আমি ঈশ্বরের কাছে গিয়া বলি, হে ঈশ্বর, অপরাধী হইয়া তোমার অন্ন বস্ত্রে অধিকার হারাইয়াছিলাম, কিন্তু তোমার প্রেম আমাকে সেই অধিকার হতে বঞ্চিত হইতে দিল না, কিন্তু এখন বিশেষ পাপে অপবিত্র হইয়াছি, অতএব হে রাজা, দণ্ডস্বরূপ আমার একদিনের অন্ন বন্ধ কর। পাপীকে এই কয়েক বৎসর এত অন্ন দিলে, এত দুগ্ধ দিলে ইহাতে তাহার বিলাস লোভ বাড়িতেছে, দোহাই প্রভু, একদিন ইহার অন্ন বন্ধ কর।

পিতা বলিলেন আমার সন্তানকে না খাইতে দিয়া মারিব ইহা হইতে পারে না। আমি বলিলাম আমি দুঃখের সাধন গ্রহণ করিব, বৈরাগ্য শিক্ষা করিয়া তপস্যায় জীবন শেষ করিব, আজ যদি অন্নকষ্ট হয় আজই সপরিবারে স্বর্গে যাইব, আজ যদি অনাহারে মৃতপ্রায় হই, তবে আজই এই মন, বিলাসী মন ভক্ত হইবে। হে ঈশ্বর, এই সুখীকে দুঃখী কর, এই রাজার মুকুট কাড়িয়া লইয়া ইহাকে ভিখারী কর। রাজা করিলে কেন? এই পাপীকে কেন এত সুখ দিলে? এত অন্ন বস্ত্র, তাহার উপর গাড়ী করে দিলে, নবাবের মতন বেড়াই, বিষয় বাসনা বাড়িল, স্বার্থপর হইলাম, পরদ্রব্য হরণ করিতে চাই, একদিন ভাবিতে হয় না যে এত সুখ, এত অন্ন বস্ত্র কোথা হইতে কিরূপে আসে, এইরূপ নিশ্চিন্ত হইয়াছি বলিয়াই কত পাপ করিতেছি। এইজন্য বলিতেছি, রাজা, অন্ততঃ কিছুদিন এই অপরাধীকে সুখ দিও না, সংশোধনের জন্য কিছুকাল ইহাকে দুঃখের দণ্ড গ্রহণ করিতে দাও। অপরাধ করিয়াছি, দুষ্কর্ম করিয়াছি, ইহা আমাকে বুঝিতে দাও।

স্বর্গীয় পিতার অভিপ্রায় হইল না। অন্য দিন পাঁচ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া আহার করাইতেন, আজ জননী হইয়া দশ ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া স্বহস্তে আমাকে খাওয়াইতে বসিলেন। আমি বলিলাম এই স্নেহ আর সহ্য করিতে পারি না। এমন পিতাকে আর দেখিতে পারি না। আমি কত করিয়া বলিলাম হে ঈশ্বর, আমাকে অন্ন দিও না, আমার বাড়ী ঘর ভেঙ্গে যাক। ঈশ্বর আমার কথা শুনিলেন না। আচ্ছা, একটু দুঃখ দিলে কি হইত? এই দুর্জন ত মরিত না। একখানা ছেঁড়া কাপড় পরিলামই বা? রোজ রোজ ভাল

খাই, ভাল পরি, নয় একদিন খেতে পর্‌তে নাই পেলাম? হরি, তুমি বিপরীত বুঝিলে, আমি চাহিয়াছিলাম দুঃখ, তুমি দিলে সুখ। ও কি আবার? গায়ে সাল দাও কেন? আমি চাই দুঃখ জীবন-দাতা, তুমি কেবলই সুখ দিতে লাগিলে, ভাল খাওয়াইলে, ভাল পরাইলে, গাড়ী করে দিলে, আবার সাল নিয়ে আসিলে। এত আমার সহ্য হয় না, আমি পালাই, আমি দৌড়িয়া সেখানে যাই যেখানে শোক যন্ত্রণার সাগর। আমি অসার, দুর্জ্জন, মিথ্যাবাদী, আমাকে যেন তোমার জগৎ স্থান না দেয়। সমস্ত পৃথিবী আগুন হইয়া আমাকে দগ্ধ করুক। কিন্তু কেহই কিছুই বলিতেছে না, আমি দুঃখের অনলে জ্বলিব ইহা আমার মনের কল্পনা, আমার পাপের জন্য পৃথিবী আমাকে মারিয়া ফেলিবে ইহা আমার কল্পনা। হে ঈশ্বর, আমাকে সুখ দিবে বলিয়া তুমি দিবানিশি, অবিশ্রান্ত ব্যস্ত হইয়া ঘুরিতেছ। আমি খেতে চাই না, আর তুমি বলিতেছ বৎস, খেতেই হবে, তোমার জন্য এই অমৃত পাত্র হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছি। আমি বলি, পিতা, তোমার শুভ্র প্রেম হস্ত নির্ম্মলাত্মাকে স্পর্শ করুক এ দুর্জ্জনের কলঙ্কিত হস্ত তুমি ছুঁইও না। কিন্তু তুমি আমার কথা শুনিলে না, বলপূর্ব্বক তুমি আমাকে তোমার স্বর্গের সুধা খাওয়াইতে আরম্ভ করিলে। এইজন্য বলি, ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনেন না।

এই কি দয়াময়ের ব্যবহার? যে যাহা চায় তাহাকে সেই বস্তু না দেওয়া কি দয়া? আমি চাহিলাম একটু তিক্ত, তিনি আমাকে খাওয়াইলেন সুধা। কল্পতরু হইয়া কত লোককে কত দিতেছেন, কিন্তু আমি একটু দুঃখ প্রার্থনা করিলাম তিনি মুখ ফিরাইয়া

বুঝিলেন, আমাকে কাঁদিতে দেখিয়া তিনি হাসেন। এ কি হইল? আগে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য গুরু প্রভৃতির নিকটে শুনিতাম, চাও পাইবে, আঘাত কর দ্বার খুলিবে। আমি যাহা চাহিয়াছিলাম তাহা পাইলাম না, আমি দ্বারে আঘাত করিলাম দ্বার খুলিল না। শাস্ত্র উল্‌টিয়া গেল। আমি পাপের দণ্ড স্বরূপ দুঃখ চাহিলাম, কিন্তু স্বর্গের দেবতা প্রেমের বসন পরিয়া আমার নিকটে আসিয়া মধুর হাস্য করিয়া বলিলেন, বৎস, আমার নিকট ঐরূপ দুঃখ প্রার্থনা করিও না, তুমি কি জান না যে আমি তোমার জননী হই? বৎস আর ক্রন্দন করিয়া স্বর্গকে জ্বালাইও না, এই নাও সুধার পাত্র, খুব প্রাণ ভরিয়া সুধা খাও। এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম ধন্য দয়াময়। জননী আসিয়া সুধার পাত্র মুখে তুলিয়া দিলেন, আমি অন্ন গ্রহণ করিতে চাহিলাম না, জননী বলপূর্ব্বক আমার মুখে তুলিয়া দিলেন। আমি বলিলাম জননী, নিকৃষ্ট সামগ্রী অন্ন আমার মুখে দিলে দিলে, কিন্তু এই নিকৃষ্ট সন্তানকে তুমি দেখা দিও না। তোমার ভক্ত যোগী সন্তানেরা স্বর্গধামে বসিয়া, তোমার স্নেহ মুখ দেখুন। এই অভাগা তোমার দর্শন লাভ করার উপযুক্ত নহে। আমার এই কথা শুনিয়া জননী বলিলেন, আমাকে দেখ্‌বি না বই কি। আমি জননী হইয়া তোর কাছে বসিলাম, দেখিতেই হইবে। আমি আবার বলিলাম, আমি অধম, আমাকে তুমি তোমার চিদানন্দ রূপ দেখাইলে? তুমি স্বর্গে থাক, ব্রাহ্মণেরা, মহাজনেরা তোমাকে দর্শন করুন, এই চণ্ডাল যেন তোমার দর্শন না পায়, এই চণ্ডাল যেন ওঁকার নাম না লয়।

আমি সত্য বলিতেছি, ব্রাহ্মগণ, তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখ;

পাপী যদি বলে হে ঈশ্বর, আমি পাপ করিয়াছি আমাকে আর তুমি তোমার ঐ শ্রীমুখ দেখাইও না, ঈশ্বর তাহার ঐ প্রার্থনা শুনিবেন না। তিনি আরও উজ্জ্বলতররূপে তাহাকে দেখা দিবেন। ঈশ্বর কখনও বলিলেন না, তুই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিস্, তোকে আর কখনও দেখা দিব না। আমি বলিলাম ঈশ্বর, আমি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, আমাকে আর দেখা দিও না, ঈশ্বর বলিলেন দেখা দিব না বই কি, আজ হইতে তোর বাড়ীতে চিরকাল আশ্রিত হইয়া থাকিব। আমি বলিলাম, স্বর্গের দেবতা, তোমার শ্রীমুখ আর এই দুষ্কর্ম্মান্বিতকে দেখাইও না, তিনি বলিলেন এবার তোকে একেবারে অন্ধ করিব, এবার চিরকালের জন্য তোর গলার হার হয়ে থাকিব। ঈশ্বরের বিধি বিচার দেখিলে ত? মানুষ চাহিল দুঃখ, তিনি কত প্রকার সুখ সম্পদ দিলেন। মানুষ বলিল এ সব নিকৃষ্ট বস্তু দিলে দিলে, কিন্তু হে ঈশ্বর দেখাটী দিও না। ঈশ্বর বলিলেন, হাঁ আমি তোমার কথা শুনছি। দেখ, আমি তোমাকে এই প্রার্থনার সমুচিত ফল দিচ্ছি। এই দণ্ড দিব, যে তোমাকে দেখা দিব, তোমার পরিবারের সকলকে দেখা দিব, তোমার পাড়া শুদ্ধ সকলকে দেখা দিব। ওহে ভাই ঈশ্বরের বিধি দেখলে? কেমন আর পাপ করবে? তুমি মনে করিয়াছিলে যেমন পাপ করেছ তেমনই দণ্ড পাবে। খুব কষ্ট দেবে, গঙ্গাতীরে বৃক্ষতলে একলা বসে দুঃখের বিষপান করবে। কিন্তু যখনই তুমি স্বর্গের ন্যায় দণ্ড প্রার্থনা করিয়াছ, যখনই তুমি দুঃখের ব্রত গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিয়াছ, তখনই তোমার বিষাদের ভয় শেষ হইয়াছে। তোমার প্রার্থনা শুনিয়া স্বর্গ হইতে এক নবীন পুরুষ অবতীর্ণ হইলেন। তিনি ভারি শাস্তি দিবেন। যে দিন ভক্ত, তুমি খুব কাঁদিয়া বলিবে, দয়াময় অপরাধীকে

খুব দণ্ড দাও, খুব কষ্ট দাও, সেই দিন তোমার জন্য তিনি একটী সুন্দর ঘর প্রস্তুত করিবেন, এবং আকাশে একটী চন্দ্র ছিল, তোমার জন্য তিনি সহস্র চন্দ্র উদিত করিবেন, এবং অবশেষে তিনি স্বয়ং ব্রহ্মচন্দ্র হইয়া তোমার হৃদয়াকাশে আসিয়া বসিবেন। যেমন তুমি তাঁহাকে দেখিতে চাও নাই তেমনই তোমাকে তিনি উস্তং কুস্তং করিবেন। ব্রহ্ম প্রেমের চাল আর সহ্য করিতে পারিবে না। ইহাঁর প্রেম সকলকে জ্বালাতন করিয়া মারিতেছে। যার বাড়ী ছিল না তার বাড়ী হল, যার পরিবার ছিল না তার পরিবার হল। এ সকল হল তার পর আবার ব্রহ্ম বলিলেন আরও হবে। যে আমাকে দেখিতে চায় না তাকে আমি দেখা দিব। ঈশ্বরের প্রেমরাজ্য এইরূপ। এই প্রেমরাজ্যের কথা আর কয় ঘণ্টা বলিব? কত বৎসর বলিব? কে বলিয়া শেষ করিবে? আমি মনে করিয়াছিলাম রাজা আসিতেছেন খুব দণ্ড হবে, কিন্তু এখন দেখিতেছি দণ্ড হয়ে গেল মধু। ঈশ্বর বলিলেন আমার সন্তান যদি দুঃখ চায় আমি তাহাকে সুখ দিব। সে যদি অন্ধকার চায় আমি তার ঘরে আমার চন্দ্রকে পাঠাইয়া দিব। পাপ করিয়াছে বলিয়া সে যদি আমার কাছে তিক্ত ঔষধ চায় আমি তাহাকে অমৃত পান করাইব। মার প্রাণে কি কখনও সন্তানকে বিষ দিতে ইচ্ছা হয়? আমি ঐ প্রার্থনা করে দুষ্কর্ম্ম করেছি। মা কি কখনও মা না হয়ে থাকতে পারেন? প্রেমের বাহু প্রসারণ করিয়া মা সমস্ত জগৎকে চাপিয়া ধরিয়াছেন। কেহ যদি তাঁহার ক্রোড় হইতে পলায়ন করিতে চাহে, তিনি বলেন, যাস্ কোথায় বৎস, এবার যদি ডুবিস্ পেয়েছে ডুবিবি। চণ্ডাল ব্রাহ্মণ সকলেই সেই মাতার ক্রোড়ে খেলা করিতেছে। জননীর

স্তনের দুগ্ধ সকলেই খাইল। হে জননী এই দুষ্ট পৃথিবীকে আর কি করিব?

হে দয়াময় ঈশ্বর, কেন মরিতে বলিয়াছিলাম—কষ্ট দাও, দুঃখ দাও, তুমি যে আমার কথা শুনিলে না। আমি যে পঁচিশ বৎসর পাপ করিলাম, সকলই কি তুমি ভুলিয়া গেলে? কোথায় দণ্ড দিবে না শেষে দেখি প্রেমের বন্ধন আরও দৃঢ়তর হইল। পিতা, আগে তোমার বাহিরের ঘরে বসিয়া থাইতাম, এখন জননীর চরণতলে বসিতে হইল। আমার দুষ্ট আমি ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া তোমার গৃহ হইতে পলায়ন করিল, কিন্তু আমার ভাল আমি তোমার চরণতলে বসিল। মা, আর যে তোমার ঐ শ্রীচরণ ছাড়িতে পারি না। দণ্ড দিবে, রাজা, তুমি কি এরূপ আনন্দ দিয়া? তোমার সুখ ভোগ করিতে করিতে যে বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। মা, কি আর তোমার কাছে প্রার্থনা করিব। এই বর দাও যেন খুব ভক্তির সহিত স্নেহময়ী জননীর শ্রীপাদপদ্ম এই তাপিত বক্ষে ধারণ করিয়া চিরকালের জন্য সুখী হই। জননী, তুমি আমাদের একজনকে ঘৃণা করবে না, অত্যন্ত জঘন্য ছেলেকেও তুমি স্নেহ করবে? আমরা সকলে তোমার স্বর্গে থাকব। পাপের জন্য দণ্ডগুলো খুব মিষ্টি করে দিবে? এখন আশার কথা। ব্রাহ্মসমাজের কি সৌভাগ্য হইল! মা তোমার কাছে মৃত্যু চাহিলে, তুমি দাও নবজীবন, বন্ধুবিচ্ছেদ চাহিলে, তুমি করে দাও বন্ধুসম্মিলন। তোমার স্নেহ আর সহ্য হয় না। ও কি আবার? তুমি তোমার ঐ ভক্তকে বলিয়া দিতেছ এই কথা সকলে বলিস্, অমুক লোক আমার কাছে দুঃখ চাহিতে আসিয়াছিল, আমি তার হৃদয় ভরিয়া প্রেম এবং সুখ শান্তি দিয়াছি। জননী, এমনই করে

তুমি মানুষকে ডুবাও। প্রেম দানে চিরকাল তুমি পাপীদিগকে উদ্ধার কর এই তোমার শ্রীচরণে নিবেদন।

অপরাহ্ন।

ধ্যানের উদ্বোধন।

ধ্যানার্থীর গতি ভিতরে, বাহ্যিক সংসার নহে। বাহিরে হয় সূর্য্যের আলোক নয় দীপ। ভিতরে সূর্য্যও নাই, দীপ জ্বালিবারও সম্ভাবনা নাই। বাহিরে পাঁচ জন সহায় পাওয়া যায়, ভিতরে কেহই নাই। যোগের সাধন একাকী নির্জনে করিতে হয়। চক্ষু কর্ণকে ভিতরে যাইতে বল। ভিতরের দিকে আত্মার গতি হউক। ভিতরে, এক দুই, তিন চার ক্রোশ ক্রমাগত চলিয়া যাও। গভীর হইতে গভীরতর যোগের পথ আছে। প্রথম চিন্তা এদিক ওদিক যায়। ভিতরে গেল মন, সেখানে বিক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। যখন মানুষ খুব অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া ঈশ্বরকে ভাবে তখন তাহার শরীর শবের ন্যায় পড়িয়া থাকে। মন, তোমারই কেবল ধ্যানরাজ্যে যাইতে অধিকার, সেখানে বন্ধু পুস্তক কোন অবলম্বন নাই। চিত্ত শান্ত হউক। মন স্থির হউক। নিক্তির কাঁটায় কাঁটায় যেমন মিল হয় তেমনই জীবাত্মার নয়ন ব্রহ্মের নয়নের সঙ্গে মিলিয়া যাক। সমক্ষে ঈশ্বর। তুমি আর আমি, আমি আর তুমি, এই খুব ভাবি। যদি ভাবিতে না পারি মনে মনে বলি, সত্যং সত্যং সত্যং এই

শব্দ বলিতে বলিতে শরীর রোমাঞ্চিত হইবে। প্রথমে চারিদিকে ভিতরে বাহিরে গভীর অন্ধকার-সমুদ্র। ক্রমে কাল জল শাদা হইয়া যাইবে। ডুবিতে ডুবিতে শেষে দেখিব শুভ্র সত্য জ্যোতি ব্রহ্ম সত্তা চারিদিকে। কেবল যোগ নহে, শান্তি। কেবল ধ্যান নহে, সুধা পান। 'সত্যং' বলিয়া যোগী ধ্যান আরম্ভ করে; 'আনন্দং' বলিয়া যোগী ধ্যান শেষ করে। কৃপাসিন্ধু যোগেশ্বর একটীবার আমাদিগকে সেই ধ্যানে নিযুক্ত করিয়া আমাদিগের প্রতিজনের শরীর মনকে শুদ্ধ করুন।

সাধারণ লোকদিগের প্রতি উপদেশ।

অপরাহ্ণ, সোমবার, ১৬ই মাঘ, ১৭৯৯ শক,
২৮শে জানুয়ারি, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, এই ঘরে অনুগ্রহ করিয়া কতকগুলি গরিব পুরুষ স্ত্রী বালক আসিয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগকে প্রসন্ন কর। তাঁহারা ভাল হউন! ভবসাগরে তুমিই একমাত্র কাঙ্গালের আশা ভরসা। কোথায় রহিলে কাঙ্গালের সখা! আজ এস আমার কাঙ্গাল ভাই বন্ধুদের সঙ্গে তোমাকে ডাকিতেছি। হরি, তোমা বিনা ত আর কাণ্ডারী নাই। বেদের ঈশ্বর এস, ভক্তির ঈশ্বর এস, আমাদিগকে ভক্তি দাও। আমরা সকলে ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে বারবার প্রণাম করি।

"যে ব্যক্তি আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মেতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া কর্ম্ম করে, জল যেমন পদ্ম-পত্রকে স্পর্শ করে না সে তদ্রূপ

পাপে লিপ্ত হয় না।" গরিব ভাইগণ, তোমরা শ্রীমদ্ভাগবত এবং ভগবদগীতার এই উৎকৃষ্ট শ্লোক শ্রবণ করিলে। এক ভক্তি দ্বারাই ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। এবং আসক্তি ছাড়িয়া সংসারে থাকিলে ধর্ম্মের ক্ষতি হয় না, তোমরা এই কথা শুনিলে। তোমরা স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া সংসার-ধর্ম্ম পালন কর ইহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। দোকান করতে চাও কর, কিন্তু টাকার লোভে মিথ্যা প্রবঞ্চনা দ্বারা অধর্ম্ম করিও না। লোভ বড় খারাপ। টাকাতে যদি লোভ হয়, তোমরা বলিবে অমুক বড় মানুষ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে দশ টাকা দিবে, অতএব মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে লাভই হইবে। অত বড় ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির ইশারায় একটী মিথ্যা বলিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহাকে নরক দর্শন করিতে হইয়াছিল। দিনের মধ্যে যে দোকানদার একটী মিথ্যা কথা বলে মাসে তাহার ত্রিশটী মিথ্যা হইল, এক বৎসরে কত অধিক হইল, অতএব, দোকানে কেহ কিছু কিন্‌তে আসিলে তাহাকে তোমরা সত্য কথা বলিবে। মিথ্য ব'লে যে ঘরে টাকা আনা তাহা বিষ। দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তিও পাপ। স্ত্রীলোককে মার ন্যায় শ্রদ্ধা করিবে। অন্য লোকের স্ত্রীর প্রতি কুনয়নে তাকান ভয়ানক পাপ। আর যে সকল স্ত্রীলোকেরা বেশ্যা হইয়া পতিত হইয়াছে, তাহাদিগকে দেখিলে মনে মনে এই কথা বলিও ঈশ্বর ইহাদিগকে সুমতি দিন। ভাবিয়া দেখ ঐ সকল পতিত স্ত্রীলোকদিগের কি দুর্দ্দশা। তাহারা স্বামী পুত্রাদি ছেড়ে ভ্রষ্টা হইয়া আসিয়াছে। কি জঘন্য পাপ। তাহাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি কাঁদ্‌ছে আর তারা কেমন বিকৃত ভাবে হাস্‌ছে। দেখ ঐ কামরিপু জনসমাজের সর্ব্বনাশ করিল। বড় লোকেরা পাপ

করে বলে তোমরাও কি এমন দুষ্কর্ম্ম করবে? তোমরা কেন স্ত্রী পুত্রদিগকে কষ্ট দিয়া মন্দ স্ত্রীলোককে টাকা দিয়া পাপ বিস্তার করিবে? বড় লোকের ছেলেরা বলে আমাদের বাপ ঐ কুকর্ম্ম করে, আমরা কেন করব না! ছি ছি, কি জঘন্য কথা। তোমাদের ছেলেরা যেন এমন ছাই কথা বলিতে না পারে। তাহারা যেন এই কথা বলে, আমাদের বাপ দোকান করিতেন, কিন্তু সত্য কথা বলিতেন, এবং পরস্ত্রীকে মার ন্যায় ভক্তি করিতেন। তোমাদের প্রতি আমার তৃতীয় কথা এই, রাগ কর না। তোমরা বল, যে আমাকে মারলে তাকে দুই এক বা না মারলে সেই মন্দ লোক সোজা হয় না, কিন্তু এ কথা ঠিক নহে, তুমি রাগ করলে তোমারই পরলোকের ক্ষতি হইবে। যদি ভাল লোক হতে চাও তবে যে তোমাকে মারলে তাকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে সন্দেশ, সরবৎ খাওয়াইবে। এবং যদি পার তাহাকে একখানি নূতন বস্ত্র কিনিয়া দিবে। ক্ষমার বড় গুণ। আর দেখ কাহাকেও ঘৃণা কর না। চাল বিক্রেতা যিনি তামাক বেচেন তাঁহাকে নীচ বলিয়া ঘৃণা করেন, আবার তামাক বিক্রেতা যিনি জুত সেলাই করেন তাঁহাকে ঘৃণা করেন। এইরূপে বাবুর আবার বাবু আছে। অতএব ঘৃণা ভাল নহে। ঘোড়ার সহিস্ হই আর রাজার মন্ত্রীই হই, ঈশ্বরের নিকট সকলই সমান।

হে ঈশ্বর, আমরা বড় অহঙ্কারী, আমরা দুঃখীর প্রতি দয়া করি না। তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করিতে আমাদিগকে শিক্ষা দাও। হে ঈশ্বর, তুমি তোমার ধনী এবং গরিব সকল সন্তানকে এই আশীর্ব্বাদ কর যেন মিথ্যা কথা বলিয়া, পরের টাকা চুরি করিয়া, পরস্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টি করিয়া আমরা পরকালের ক্ষতি না করি।

সাধুর হৃদয় নির্ম্মল আকাশ।

রবিবার, ২৯শে মাঘ, ১৭৯৯ শক, ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

পক্ষী আকাশের মধ্য দিয়া যাতায়াত করে, কিন্তু কে বলিতে পারে, আকাশের অমুক স্থান দিয়া পক্ষী চলিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর পথে একটী জন্তু চলিয়া গেলে উহার পদচিহ্ন থাকে, সুতরাং লোকে বলিতে পারে উহা এই পথে গিয়াছে। কিন্তু আকাশের মধ্য দিয়া দশ সহস্র পক্ষী চলিয়া গেলেও কেহ নির্দ্ধারণ করিতে পারে না, সেই আকাশ-পথে একটী পক্ষীও চলিয়া গিয়াছে। আকাশে কত পক্ষী চলিল, একা চলিল, দলবদ্ধ হইয়া চলিল, বৎসর বৎসর চলিতে লাগিল, কিন্তু দেখ উহাতে একটী চিহ্নও নাই। কোটী বৎসরের বিচরণ একত্র সংগ্রহ করিলেও ইহা নির্দ্ধারিত হইবে না, কবে কত সংখ্যক পক্ষী আকাশ দিয়া চলিয়াছিল। আকাশে চিহ্ন থাকে না, আকাশ কখন চিহ্ন প্রদর্শন করে না। আকাশের প্রতিজ্ঞা এই কখন চিহ্ন রাখিবে না। পৃথিবী আকাশের পথে ঘুরিতেছে, কিন্তু কেহ বলিতে পারে না উহা ঐ পথে চলিয়াছে। অসংখ্য লোকমণ্ডলী আকাশ-পথে নিরত ভ্রমণ করিতেছে, উহার একটীও চিহ্ন রাখিয়া যাইতেছে না। নিয়ে সাধকের হৃদয়াকাশ এইরূপ। ব্রহ্মসাধক ব্রহ্মযোগে যোগী হইয়া বসিয়া আছেন, কত বিষাক্ত বাণ তাঁহার হৃদয়াকাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছে অথচ উহার একটী চিহ্নও সেখানে থাকিতেছে না। আকাশে কালী নিক্ষেপ করা হইল, কালী ভূতলে পড়িল, আকাশ যে সাদা সেই সাদাই রহিয়া গেল। আকাশ সকল অবস্থায় সমান থাকে। দেখ এই প্রকার মনুষ্যের মন নির্ম্মল হইলে

পাপ প্রলোভন দ্বারা উহা অচিহ্নিত থাকে, মন পূর্ব্বে যেমন নির্ম্মল ছিল তেমনই অবস্থান করে।

পৃথিবীর যত প্রকারের পাপ প্রলোভন পরীক্ষা মনের ভিতর দিয়া নিয়ত চলিয়া যাইতেছে। কেবল এই দেখা চাই, মন পৃথিবীর পথে অথবা আকাশের পথে। নীচ প্রকৃতি পৃথিবীর এবং উর্দ্ধ প্রকৃতি আকাশের পথের ন্যায়। পৃথিবীর পথে পশু চলিয়া গেলে যেমন উহার পদচিহ্ন থাকে, নীচ প্রকৃতি লোকের মনে পাপ প্রলোভন পরীক্ষা তেমনই চিহ্ন রাখিয়া যায়। উচ্চ প্রকৃতির সাধকের মনে কত সংসারের ভাবনা চিন্তা, কত প্রবলতর ঘটনা নিয়ত ঘুরিতেছে, এক একটী চিন্তাপূর্ণ জগৎ সাধুর চিত্তাকাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছে; কিন্তু কেহ বলুক দেখি চিত্তাকাশের কোন প্রকার ভাবান্তর হইয়াছে। দশ বৎসর যাবৎ কত বিপদ কত পাপ প্রলোভন চলিয়া গেল, মন যেমন নির্ম্মল স্বচ্ছ পরিষ্কার ছিল আজও তেমনই আছে। সাধকের কখন বিপদ কখন সম্পদ হইল, কিন্তু তাঁহার চিত্ত ঠিক একই প্রকার রহিয়াছে। অনেকে সাধকের প্রাণ বিচলিত করিতে চেষ্টা করিল, আকাশপ্রকৃতি মনুষ্যের আত্মার কিছুই হইল না। তাঁহার মনের ভিতর দিয়া পাপ বিকার চলিয়া যাইতেছে, মনে কিঞ্চিন্মাত্র চিহ্নও থাকিতেছে না। সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদ আসিল, উপর্য্যুপরি কত ঘটনা ঘটিল, মনের মধ্য দিয়া কত প্রলোভন চলিয়া গেল, মানুষটী আকাশের মতন অবিকৃত থাকিল। তাঁহাকে লোকে সাধুবাদ দিল নিন্দা করিল, তাঁহার হৃদয়াকাশে নিন্দা সাধুবাদ কিছুরই দাগ হইল না।

সাধারণ মনুষ্যের অবস্থা এরূপ নহে। তাহাদিগের প্রাণ মনের ভিতর দিয়া যাহা কিছু যায়, তাহার পদচিহ্ন রাখিয়া যায়। অমুক

পশু এখান দিয়া গিয়াছে, তাহার পদচিহ্ন দেখিয়া অনায়াসে বলিতে পারা যায়। অমুক মানুষ গাড়ী ঘোড়া চড়িল, টাকা আনিয়া সংসার চালাইল, শোক দুঃখে ক্রন্দন করিল, দেখ যাহা কিছু তাহার সম্বন্ধে ঘটিয়াছে সমুদয়ের চিহ্ন আছে। ভগ্নহৃদয়, ব্যাধিগ্রস্থ, এক দিকে পাপ কলঙ্ক, আর এক দিকে অহঙ্কার, অভিমান, অবিশ্বাস। যখন যাহা কিছু হৃদয়ের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার সমস্ত ফল উহাতে আছে। এই পথ পৃথিবীর পথ। এ পথে পদচিহ্ন থাকে। আকাশের পথ দেখ, উহাতে পাপ, অপমান, নিন্দা চলিয়া গেল, উহাতে কিছুই রহিল না। অঙ্গুলি দ্বারা বড় বড় অক্ষরে মহাপাপ লিখিলে সাধুর হৃদয়ে অঙ্কিত হইল না, পুর্ব্বের মত রহিল। অবিশ্বাসে মাথা ঘুরিল, মন অবসন্ন হইল, চতুর্দ্দিক মেঘে আচ্ছন্ন হইল, সাধক অসহায় হইলেন, কেহ আর তাঁহার সহায় রহিল না। বাহিরে বিপদের মেঘে আচ্ছন্ন করিল, কিন্তু প্রাণের মধ্যে নির্ম্মল ছবি। সেখানে একটী দাগও লাগে নাই। শত শত লোক এমনই বিপাকে ফেলিল, হয় ত প্রাণ পর্য্যন্ত লইতে উদ্যোগ করিল, অথচ তাঁহার সহাস্য ভাব। যদি পৃথিবীর পথ হইত, চিহ্ন থাকিত। এমন কি একটী সামান্য প্রলোভন বা বিপদ যদি দুই মিনিটও সে পথে চলে সূক্ষ্মরূপে দেখিলে দেখা যায় সেখানে চিহ্ন আছে। সাধকের উপরে যদি কঠোর বিপদ প্রলোভন পাপ আক্রমণ আইসে, তাঁহার হৃদয়ে একটী দাগও হইবে না। আকাশের সঙ্গে এ প্রকার যুদ্ধ, পরিহাসের ব্যাপার। আকাশে অস্ত্রাঘাত করা উপহাস বিনা আর কিছুই নহে। সাধককে কোটী কোটী লোক আক্রমণ করিল, অস্ত্রাঘাত করিল, আকাশকে আক্রমণ করিয়া অস্ত্রাঘাত করার ন্যায় সকল নিস্ফল হইল। আঘাতের পর

দেখ একটী দাগও নাই। সাধককে আসক্তির বিষয় স্পর্শ করিল অথচ কলঙ্কিত করিতে পারিল না। অন্য লোক যদি একটা পয়সাও স্পর্শ করে সে কখনও লোভী না হইয়া পারে না। যে মন আকাশস্বরূপ, তাহাতে একটী পয়সা কেন পৃথিবীর সমুদয় ঐশ্বর্য্য আনিয়া রাখিলে উহাকে কলঙ্কিত করিতে পারে না। সোণা লোহা একত্র করিয়া ধরিলে যদি সোণা লোহা অপেক্ষা লোভনীয় হয়, তবেই জানিবে সাধন শীর্ণ হইয়াছে।

তোমার জীবনকে সংসারের ভিতর দিয়া যাইতে দাও, উহাকে বারণ করিতে পার না। বিচিত্র জীবন, বিচিত্র ঘটনা সকল জীবনের চিহ্ন। তুমি যেরূপ ইচ্ছা কর অবস্থা কখনও সেরূপ হইবে না। পাপপক্ষী মনের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইবে, আমাদিগের এই পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত থাকা চাই যে, উহা একটী দাগও রাখিতে পারিবে না। হৃদয় প্রাণের অবস্থা এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, প্রলোভন বিপদ সম্পদ কিছুই ভয়ের কারণ থাকিবে না। আমাদের ভয়ের বিষয় আর কিছুই নাই কেবল কলঙ্ক। মনের ভিতরে এমন বিবেকের বল সঞ্চয় কর, এমন অগ্নি সর্ব্বদা প্রাণের ভিতরে প্রজ্বলিত রাখ যে তোমার কিছুই হইবে না। বৈরাগ্য-অগ্নিতে পরিক্ষীত হইলে কিছুই স্পর্শ করিতে পারিবে না। টাকা স্পর্শ করিলে মন বিকৃত হয় এ কথা যে বলে সে মিথ্যাবাদী। ইহা নিশ্চয় সত্য, বৈরাগ্য-অগ্নিতে একবার বিশুদ্ধ হইলে, সাধক সংসার সম্বন্ধে মৃত হন। মৃত ব্যক্তিকে টাকা কড়ি স্পর্শ করিলে তাহার কি হইবে ?

তোমাদের তেমন প্রবল সাধন নাই, তেমন অবলম্বনের বিষয় নাই, ইহাতে আসক্তি হইতে পারে। যদি তোমরা বিবেকের অনুগত

হইয়া বৈরাগ্য সাধন কর, সহস্র লোকের কোপদৃষ্টিতে তোমাদের কিছুই করিবে না। স্তুতি নিন্দা উভয়েতেই তোমাদের মন অবিচলিত অকলঙ্কিত থাকিবে। মনের ভিতরে যখন জাগ্রত ঈশ্বর কথা কহেন, ঈশ্বরের কথা শুনিতে যখন শ্রোত্র উন্মুখ থাকে, ইহলোক ছাড়িয়া যখন বিবেকের রাজ্যে মনুষ্য বাস করে, তখন মনুষ্য আকাশপ্রকৃতি হয়। এখানে কেবল বিষয়াতীত বুদ্ধি, কঠোর বিবেক, কঠোর ন্যায়। এখানে আর মনুষ্যের স্তুতি নিন্দা অখ্যাতি সুখ্যাতি পাপ পুণ্য প্রলোভন কিছুই নাই। স্থির হইয়া অটল ভাবে ঈশ্বরের চরণ ধরিয়া পড়িয়া থাকিলে, বিবেকের রাজ্যে বাস করিলে, সে ব্যক্তি আর পৃথিবীতে বাস করে না। যে ব্যক্তি পৃথিবীর নয়, সে পথ পৃথিবীর পথ নয়, সেখানে পৃথিবীর চিন্তা আসিতে পারে না, সে স্থানে একটী দাগও হইতে পারে না। সে মন স্বচ্ছ কাচের ন্যায়, কিছুতেই উহাকে চিহ্নিত বা কলঙ্কিত করিতে পারে না। জিজ্ঞাসা করি তোমাদের প্রাণ পৃথিবীতে কি আকাশে আছে? যদি তোমাদের প্রাণ আকাশস্থ হয় মনুষ্যের সাধুবাদে তোমাদিগের কিছু হইবে না। যদি সকলে মিলিয়া তোমাদিগকে সমাজ হইতে দূর করিয়া দেয়, নানা প্রকারে দুঃখ দেয়, তথাপি তোমাদিগের কিছু হইবে না। এ সকল দ্বারা পৃথিবী তোমাদের কি করিবে? তোমাদিগকে লোকে উচ্চ পদ হইতে নীচে আনিবে এই কি তোমাদিগের ভয়? খুব আকাশের ভিতরে ডুবিয়া গিয়া আকাশপ্রকৃতি হও, পৃথিবীর কথা সেখানে গিয়া পৌঁছিবে না। তখন মানুষের প্রশংসাতেও হাসিবে, নিন্দাতেও হাসিবে। তখন আর পরের ধর্ম্মে ধার্ম্মিক হওয়া গ্রাহ্য করিবে না। পৃথিবীর পাপ পুণ্য সেখানে প্রবেশ

করিতে পারিবে না। এখানকার পাপ পুণ্য সে স্থানকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। তখন আর পৃথিবীর মতে ধার্ম্মিক হইবে না, কিন্তু বিবেকের মতে ধার্ম্মিক হইবে। আকাশের মধ্যে বাস করিলে পৃথিবীর ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পুণ্য এ সকলের অতীত হইবে। ধর্ম্ম তখন পুস্তকে বদ্ধ থাকিবে না, চিন্তাকাশে সমুদয় সত্য লাভ করিবে। তখন পৃথিবীর পাপ প্রলোভন সুখ ঐশ্বর্য্য মনুষ্যের নিন্দা স্তুতি এ সকলের ভয় আশা তোমার পক্ষে উপেক্ষার বিষয় হইবে। কিছুতেই ভয় ভাবনা হইবে না, কিছুতেই তোমার ক্ষতি করিতে পারিবে না। জিতেন্দ্রিয় পুরুষ হইলে তাহার আবার ভয় ভাবনা কেন? সর্ব্বদা চিন্তাকাশে ঈশ্বরকে লইয়া বসিয়া থাক সেইখানে তোমার ধর্ম্ম সেইখানে তোমার মোক্ষ, সেইখানেই তোমার মুক্তি।

প্রকৃত বৈরাগ্য।

রবিবার, ৬ই ফাল্গুন, ১৭৯৯ শক, ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

এক দিকে সংসার আর এক দিকে ঈশ্বর, মধ্যে বৈরাগ্য। কতকগুলি লোকের গতি ধর্ম্ম হইতে সংসারের দিকে, কতকগুলি লোকের গতি সংসার হইতে ধর্ম্মের দিকে। অধিকাংশ লোক ধর্ম্মের পথ ছাড়িয়া কেবল সংসার করে। অল্প লোক সংসার ছাড়িয়া জঙ্গলে চলিয়া যায়। যাহারা সংসার ছাড়িয়া বৈরাগ্য-পথ দিয়া অরণ্যে চলিয়া যায় পৃথিবী তাহাদিগকে বৈরাগী বলে। কিন্তু সংসার ছাড়িয়া ধর্ম্মের জন্য অরণ্যে পলায়ন করা বিকৃত বৈরাগ্য। যথার্থ বৈরাগ্য সেই বন্ধন যাহা দ্বারা ঈশ্বরকে দৃঢ়রূপে সংসারে বদ্ধ করা

যায়, অথবা যাহা দ্বারা সংসার এবং ধর্ম্ম এক হয়। সেই অগ্নি কি যাহাতে সংসার এবং ধর্ম্ম এই দুইকে নিক্ষেপ করিলে দেখিবে দুই এক হইয়া যাইবে, অর্থাৎ সংসার ধর্ম্ম হইয়া যাইবে? সেই অগ্নি বৈরাগ্য-অগ্নি। এইজন্য সংসারের মধ্যে বাস করিয়াও যথার্থ বৈরাগীর ভয় নাই। তাঁহার বিশ্বাস এত প্রবল তিনি দেখেন ঈশ্বরই তাঁহার সংসার। তিনি স্ত্রী পুত্র ভাই বন্ধু সকলের মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন করেন। সংসার ছাড়িয়া অরণ্যে চলিয়া গেলে এই পরিচয় দেওয়া হয় যেন সংসারে ঈশ্বর এবং ধর্ম্ম নাই। যাঁহারা পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই, ভগ্নী ইত্যাদি সমুদয় স্থান হইতে বিশ্বেশ্বরকে ধাক্কা দিয়া দূর করিতে করিতে অরণ্যে কেবল একটী ক্ষুদ্র গর্ত্তের মধ্যে নিয়া বদ্ধ করেন তাঁহারা বিকৃত বৈরাগী। যদি পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে ঈশ্বরকে না দেখা যায় তবে বৈরাগ্য ভাব কোথায়? ঈশ্বর এখানে নাই, ঈশ্বর ওখানে নাই, যিনি এই কথা বলেন তিনি কি বৈরাগী। এত বড় ঈশ্বরকে যিনি ভস্ম মধ্যে অথবা ক্ষুদ্র স্থানে বদ্ধ করেন তাঁহার বৈরাগ্যকে কিরূপে প্রকৃত বৈরাগ্য বলিব। প্রকৃত বৈরাগী বলেন "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" "এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কিছু পদার্থ তৎসমুদয়ই পরমেশ্বর দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে।" তিনি আহারের সময় বলেন "এই যে ক্ষুদ্র একটী অন্ন, ইহার মধ্যে প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি ঈশ্বর বাস করিতেছেন।"

ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বস্তু ঈশ্বরের লীলা প্রকাশ করে। প্রকৃত বৈরাগী এই ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের প্রত্যেক স্থানে ঈশ্বরের হস্তাক্ষর পাঠ করেন। বৈরাগ্যের কি আশ্চর্য্য মহিমা! অন্যেরা যেখানে নরক দর্শন করে বৈরাগ্য সেখানে স্বর্গ দর্শন করেন। বৈরাগ্য অধর্ম্মের

মধ্যে দেবমন্দির স্থাপন করেন। বৈরাগ্যের কি প্রতাপ। বৈরাগ্য ভয়ানক জঙ্গল কাটিয়া তাহার স্থানে সুন্দর উদ্যান নির্ম্মাণ করেন। হৃদয়ের মধ্যে যত সুন্দর বন আছে, বৈরাগ্যই কেবল সে সমুদয় পরিষ্কার করিতে পারেন। ঈশ্বর কেবল বৃন্দাবনে থাকেন কলিযুগের এই কথা। সত্যযুগের বৈরাগী বলেন সমস্ত জগৎ বৃন্দাবন।' প্রকৃত বৈরাগী বলেন যেখানে সাধারণ মনুষ্য অধর্ম্ম দেখে আমি সেখানে বৈরাগ্য স্থাপন করিব। যে অর্থ অধর্ম্ম এবং অনর্থের সহায় সেই অর্থের মধ্যে আমি ধর্ম্ম স্থাপন করিব। সত্যযুগের বৈরাগী বলেন, টাকার আগুন জালিয়া দাও, আমাকে তন্মধ্যে বসাও, যত প্রলোভন আছে আমার নিকট আসিতে বল, ঈশ্বরের আজ্ঞাতে ইহাদের প্রত্যেক ব্যাপার মধ্যে আমার ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। চারিদিকে বিপদ প্রলোভন, শিশু জননীর উপর নির্ভর প্রকাশ করিতে লাগিল। যত ভয় তত ভয়ভঞ্জন ঈশ্বরের প্রতি বৈরাগীর মন স্থির হইতে লাগিল। মনুষ্য যে স্ত্রীকে পূর্ব্বে অধর্ম্মের কারণ বলিত, বৈরাগ্য সঞ্চারের পর সেই স্ত্রীর মুখে পতির প্রতি ভক্তি দেখিয়া পতির পতি বিশ্বপতিকে কিরূপে ভক্তি করিতে হয় তাহা শিক্ষা করিল। এইরূপে বৈরাগীর আর কোন কার্য্য নাই, তাঁহার হস্তে সূঁচ আর সূত্র, তিনি যে কোন ঘটনা বা বস্তু ধরেন তাহাই ঈশ্বর এবং পরলোকের সঙ্গে সংযুক্ত করেন। কি চন্দ্র, কি পক্ষীর শব্দ, কি নদীর কল্লোল প্রকৃতির সমুদয় ঘটনা বৈরাগীর মনে ধর্ম্ম ভাবের উদ্বোধন করে। সত্যযুগের বৈরাগী সংসারকে স্বর্গে পরিণত করেন।

প্রাচীন আর্য্য-মহর্ষিরা যদি আমাদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হন, তাঁহারা হয় ত সভ্যতাভিমানী রাজপুরুষদিগকে অভিশাপ দিয়া বিদায়

করিয়া আপনারা গিরিগহ্বরে বাস করিবেন। যথার্থ বৈরাগ্য পৃথিবীর উচ্চতম স্থানের সঙ্গে সম্মিলিত। কল্পিত বৈরাগ্য বলে গাড়ী ঘোড়াতে ঈশ্বর নাই, কিন্তু প্রকৃত স্বর্গীয় বৈরাগ্য বলেন জগন্নাথক্ষেত্র সমুদয় পৃথিবী। একজন সামান্য লোক সামান্য কথা বলিয়া যাইতেছে প্রকৃত বৈরাগী বলেন, উহা মানুষের কথা নহে, উহা আমার ঈশ্বরের কথা। নৌকা ডুবিল, ঈশ্বরের ঘটনা, নৌকা আরোহীদিগকে লইয়া পরপারে উত্তীর্ণ হইল, ঈশ্বরের ঘটনা, মনুষ্য মরিল, ঈশ্বরের ঘটনা; নবকুমার জন্মিল, ঈশ্বরের ঘটনা, চন্দ্র উঠিল না, ঈশ্বরের ঘটনা; আকাশে চন্দ্র উঠিল ঈশ্বরের ঘটনা। দরিদ্রতা, দুঃখ ভয় আসিয়া জুটিল, প্রকৃত বৈরাগী বলিলেন, প্রভু, এ সকলই তোমার প্রেরিত। সম্পদ, ঐশ্বর্য্য, সুখ, শান্তি আসিল, সেই প্রকৃত বৈরাগী বলিলেন, প্রভু, এখানেও তুমি, এ সকল তোমারই দান। অন্য লোকে বলে বৃন্দাবন বা জগন্নাথক্ষেত্র ছাড়িয়া আবার সংসারে আসিলাম, প্রকৃত বৈরাগী বলেন, "সমস্ত জগৎ বৃন্দাবন, সুতরাং বৃন্দাবন ছাড়িয়া আর যাইব কোথায়।" একটুকু সামান্য শর্ষপকণার মধ্যেও সেই জগন্নাথের মন্দির। নাস্তিকেরা বলে, মনুষ্যই ঘটনা সকল সংঘটন করে। বিবেকী বৈরাগী হাসিয়া বলেন, "ঘটনাগুলি গোলার মত। ঈশ্বর সে সকল লইয়া লীলা খেলা করেন। এ সকল ঘটনা মধ্যে চারিদিকে সহস্র সহস্র বেদ পাঠ কর।" বৈরাগীর দক্ষিণ হস্ত সংসারকে স্পর্শ করিল আর বৈকুণ্ঠধাম সংসারে প্রতিষ্ঠিত হইল।

পৃথিবীর পরাজয়।

রবিবার, ১৩ই ফাল্গুন, ১৭৯৯ শক, ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

পৃথিবীকে পরাস্ত হইতেই হইবে। কাহার কাছে? জগতের অতীত কোন পদার্থ অর্থাৎ দেববলের নিকটে। পৃথিবী হারিতে প্রস্তুত। দুর্ব্বল পৃথিবী আপনার দুর্ব্বলতা জানে। পাপে পৃথিবী শক্তিহীন হইয়াছে। স্বর্গের নিকট পৃথিবী পরাস্ত না হইলে ইহার দুঃখ শেষ হইবে না, অতএব পরাস্ত হইবার জন্য পৃথিবী প্রস্তুত হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। পৃথিবী পৃথিবীর নিকট পরাস্ত হইবে না, বুদ্ধিমান বুদ্ধিমানের নিকট পরাস্ত হইবে না। এইজন্য স্বর্গ হইতে ধর্ম্ম আসিয়াছেন। যখন পৃথিবীর কর্ণে বজ্রধ্বনির ন্যায় ঈশ্বরের ধ্বনি আসিল, তখন পৃথিবী বলিল, এ সামান্য গলার স্বর নহে, এই শব্দ সৃষ্টির অতীত স্থান স্বর্গ হইতে আসিয়াছে। অথবা যখন মনুষ্যের আত্মাতে একবার ঈশ্বরের অবতরণ হইল, অমনই পৃথিবী ভীত হইয়া বলিল, ইনি মানুষ নহেন, ইনি স্বর্গীয় দেবতা, অতএব এই দুষ্ট আমি, ইহাঁর নিকট প্রণত হইব। ঈশ্বরের নাম সামান্য বল নহে। যদি একটী কুসংস্কারও কেহ ঈশ্বরের নামে প্রচার করে, পঞ্চাশ সহস্র লোক মস্তক নত করিয়া করজোড়ে স্নানান্তে শুদ্ধ বসন পরিধানান্তর তাহা গ্রহণ করিবে। এইরূপে ঈশ্বরের নামে পৃথিবীতে অনেক কল্পিত ধর্ম্মও জয়লাভ করিয়াছে। সামান্য একজন কৃষক ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিয়া একটী মন্ত্র বলিল, বড় বড় নরপতি, বিদ্বান, শাস্ত্রী তাঁহার পদানত হইলেন। যদি দশ সহস্র লোককে মুটোর মধ্যে আনিতে হয়, ঈশ্বরের নাম করিতে হইবে। ঈশ্বরের

অভিপ্রায়ে যাহা করিবে দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত বলিবে ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা।

পূর্ব্বকালে যুগে যুগে ধর্ম্মের নামে অনেক কুসংস্কার প্রচারিত হইয়াছে, এইজন্য এখনকার সভ্যতাভিমানী বুদ্ধিমানেরা দেববাণী বিশ্বাস করে না, কিন্তু দেববাণী ভিন্ন কখনও দুর্ব্বল পৃথিবী পরাস্ত হইবে না। বুদ্ধিমানেরা পৃথিবীতে জয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে না। ঈশ্বরের বল ভিন্ন কিরূপে পৃথিবীকে জয় করিবে? যদি পৃথিবীকে জয় করিতে চাও, তবে ঈশ্বরের বল গ্রহণ করিতে হইবে। প্রত্যেক সাধকের রসনা শাস্ত্র হইবে। যদি সাধকের জীবনে এমন কোন ব্যাপার সম্পন্ন হয় যাহা পৃথিবী বুঝিতে পারে না, সেই সাধক মূর্খ হউন, পথের কাঙ্গাল হউন, তিনি যদি বলেন ইহা ঈশ্বরের কথা তাহাতে সহস্র সহস্র লোক তাঁহার বশীভূত হইবে। সাধকের সেই কথা বজ্রধ্বনি অপেক্ষাও সুদৃঢ়। সেই কথা শুনিয়া আমি হয় ত বলিতে পারি, এই কথা যদি আমি মানি, তবে আমার জীবন ভয়ানক বৈরাগ্য-আগুনে জ্বলিবে, ইহাতে সমাজের সহস্র প্রকার অনিষ্ট হইবে, কিন্তু আমি দেখিতে পাইব ভিতরে ভিতরে সেই মহাজনের কথায় গূঢ়ভাবে আমার বিশ্বাস জন্মিতেছে। আমার বুদ্ধি, যুক্তি সেই কথা বুঝিল না, কিন্তু যতই তাহা অবিশ্বাস করিবার জন্য জাল কাটিতে চেষ্টা করিতেছি, ততই আমি সেই জালে জড়িত হইতেছি, আমার মনের ভিতর হইতে কে বলিতেছে, ইহা ঈশ্বরের কথা। একজন বলুক ইহা আমার কথা নহে ঈশ্বরের কথা; সেই কথা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় মনুষ্যের অবিশ্বাস সংশয় দগ্ধ করিবে। সেই কথা অসাধুকে সাধু করিবে, কোটী কোটী নর নারীকে উদ্ধার

করিবে। সেই কথার মধ্যে যদি অনুমাত্রও ঈশ্বরের নাম থাকে নিশ্চয়ই সেই কথার জয় হইবে। সমুদ্রে যখন ভীষণ তরঙ্গ উঠে তখন ভবকাণ্ডারীর শব্দ ভিন্ন তোমরা কি জাহাজ চালাইতে পার? হাজার কেন লোক বলুক না তাহাদের বুদ্ধির অনেক তেজ এবং প্রতাপ, কিন্তু বুদ্ধির কখনও জয় হইবে না, বুদ্ধির বল ক্ষীণ হইবে, তোমার আমার কথার শেষ হইবে, কিন্তু চন্দ্র সূর্য্য শেষ হইলেও ঈশ্বরের কথা দুর্ব্বল হইবে না।

দৈববলের সহিত সাধক যে কথা বলেন সেই কথা পৃথিবীকে পরাস্ত করিবেই করিবে। অতএব হে যোদ্ধা, যদি পৃথিবীকে পরাস্ত করিতে চাও, যদি আত্মাকে জয় করিতে চাও, তবে স্থির হইয়া ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা কর, কি কথা বলিলে পৃথিবী টলমল্ করিবে। ঈশ্বরের মুখ হইতে সেই কথাটী শুনিয়া পৃথিবীকে বল এই মাত্র স্বর্গ হইতে এই ব্রহ্মধ্বনি শুনিলাম। তুমি বলিয়া চলিয়া যাও। সহস্র বৎসর পরেও তোমার সেই কথার বল জগৎকে পরাস্ত করিবে। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সাধুরা যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন এখনও আমরা সে সকল কথা শুনিতেছি, কেন না সে সমস্ত ঈশ্বরের কথা। অতএব যুদ্ধ কর ভাল হইবে, কেন না পাঁচ সহস্রের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচ জন লোকও ত ব্রহ্মবাণী শুনিবে। যুদ্ধক্ষেত্রেই মানুষের যথার্থ পুরুষত্ব প্রকাশিত হয়। ভীত হইও না, সুসজ্জিত হইয়া ঈশ্বরের নিকট দাঁড়াও। দেবতার গৃহে প্রবেশ কর, আর কিছু বলিও না, কেবল বলিবে, ঠাকুর, কথা কও। নিজের নামে ধর্ম্মপ্রচার করিলেও পৃথিবী তাহা শুনিবে না। ঈশ্বরের কথা শুনিয়া ঈশ্বরের ধর্ম্ম প্রচার কর, কোথায় ব্রহ্মদেশ, কোথায়

চীন দেশ, শত শত লোক তোমার মুখনির্গত ঈশ্বরের সেই কথা সেই আদেশ ভক্তির সহিত শুনিবে। সেই ভক্তির সহিত তোমার সেই কথা শুনিবে যে ভক্তির সহিত পৃথিবী বেদ, বাইবেল, কোরাণ, শ্রবণ করে। অতএব খুব সরল ভাবে উপাসনা কর, এবং ঈশ্বরের কথা না শুনিয়া উপাসনা স্থান পরিত্যাগ করিও না। যদি তুমি এক কথা বল, আমি আর এক কথা বলি, তবে যুদ্ধ চলিবে, কিন্তু ভয় নাই, কেন না অবশেষে একদিন ব্রহ্মবলে, ব্রহ্মের কথা অথবা সত্যের জয় হইবেই হইবে।

কুচবিহার (?)।

জ্যেষ্ঠা কন্যার প্রতি উপদেশ। *

প্রাতঃকাল, সোমবার, ১৪ই ফাল্গুন, ১৭৯৯ শক;
২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

১। বড় সংসার বলে অহঙ্কারী হবে না, যিনি দিচ্ছেন তাঁকে পিতা বলে ভালবাস্‌বে।

২। সংসারের মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছামত কার্য্য করিবে, বড় বড় বিদ্বান্ আপনার মনের মত কাজ করে মরে।

৩। কোন পৌত্তলিক কার্য্যে যোগ দিবে না। আর দেবতা নাই, সেই এক প্রভুর চরণে দাসী হইয়া থাকিবে, আমি রাণী চাই না, আমি চাই ঈশ্বরের দাসী। অন্য দেব দেবীর কাছে মাথা হেঁট

করিও না। সেই এক দেবতার কাছে ভাত কাপড় নেবে, বিপদে সম্পদে তাঁহাকে ডাকিবে। দশ জন তোমাকে দশ রকম অলঙ্কার দিবেন, আমি তোমাকে এই আশীর্ব্বাদ করি, তোমার হৃদয় যেন ঈশ্বরকে খুব বাপ বলে ভালবাসে। তিনি তোমাকে ভালবাসবেন। তিনি তোমাকে ধর্ম্মের পথে, কল্যাণের পথে রাখুন। তুমি আর একবার ভক্তির সহিত সেই দয়াময় পিতাকে প্রণাম কর।

কুচবিহার।

স্বর্গীয় উদ্বাহ-শাস্ত্র। *

প্রাতঃকাল, রবিবার, ২৭শে ফাল্গুন, ১৭৯৯ শক,
১০ই মার্চ্চ, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

যখনই ধর্ম্মজগতে একটী অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেই অগ্নি একটী প্রচ্ছন্ন অনাবিষ্কৃত সত্যকে প্রকাশ করে। সেই অগ্নি একটী সত্য শিখাইবেই শিখাইবে, ঈশ্বরের ধর্ম্মরাজ্যের গঠন এইরূপ। ঈশ্বরের রাজ্যে কি যুদ্ধ কি পরীক্ষার অগ্নি কিছুই বিফল হয় না। সমক্ষে অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে, তন্মধ্যে অপরাধ বিহীন আত্মা সতীর ন্যায় বসিয়া থাকে। জল যেমন, তাঁহার পক্ষে অগ্নিও তেমন। পরীক্ষার অগ্নিতে নিরপরাধ দগ্ধ হইবে না। ইহাতে জগতের কল্যাণ হইবে। অধিক অগ্নির প্রয়োজন। যেখানে অনেক শতাব্দীর জ্ঞানালোক দ্বারাও মনুষ্যের চৈতন্য হইল না, সেখানে খুব উজ্জ্বল অগ্নির প্রয়োজন। এইজন্য এই বর্ত্তমান আন্দোলন অগ্নি। ধর্ম্মরাজ্যে উদ্বাহ কাহাকে

বলে, এবং পশুরাজ্যে উদ্বাহ কাহাকে বলে আমরা জানি না, এই অগ্নি আমাদিগকে তাহা শিখাইবে। স্বর্গের আদর্শ বিবাহ কি এখন জগৎ তাহা বুঝিবে না, লক্ষ বৎসর পরে যদি জগৎ তাহা বুঝে তা হলেও ভাল। পশু জগতে, আসুরিক, শারীরিক, সাংসারিক বিবাহ হয়, তাহারা আত্মায় আত্মায় বিবাহ কি বুঝিতে পারে না। যাঁহারা ঈশ্বরের রাজ্যের অধীন হইয়াছেন, তাঁহারা পশু বিবাহকে ঘৃণা করেন। ঈশ্বরের আজ্ঞাতে যেখানে দুই জন নর নারী উদ্বাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন, সেখানে স্বর্গীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। বর্ত্তমান আন্দোলনে এই স্বর্গীয় উদ্বাহ-শাস্ত্র প্রকাশিত হইবে। অতএব ধন্য তাঁহারা যাঁহারা এই বিবাদ উত্তোলন করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যন্ত্রীর অভিপ্রায় যন্ত্র বুঝিল না। আমরা যেন পৃথিবীকে সেই দিকে অগ্রসর হইতে দেখিতে পাই, যেখানে ধ্যান, যোগ, সংসার এবং বিবাহ এক হইবে। সংসারের সমুদয় শুভানুষ্ঠানে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া লইতে হইবে। যেখানে প্রকৃত বয়স লাভ করিয়া আত্মা আত্মার সঙ্গে মিলিত হয়, পৃথিবীকে সেই উদ্বাহরাজ্যে অগ্রসর হইতে হইবে। সেখানে ঈশ্বর স্বয়ং পাত্র পাত্রীকে উদ্বাহসূত্রে বন্ধন করিয়া তাহাদিগকে বলেন, তোমরা হৃদয়ে হৃদয়ে একত্র হইয়া আমার সদগুণ কীর্ত্তন কর। যখন নর নারী এই স্বর্গীয় বিবাহে বদ্ধ হইবে, তখন পৃথিবীর প্রকৃত কল্যাণ হইবে। আর শারীরিক, অযত্ন, জড়, পশু-বিবাহের তত্ত্ব শুনিতে ইচ্ছা নাই। ঈশ্বর করুন যেন মনুষ্য জাতি হইতে শীঘ্রই পশুভাব, অযত্ন কলঙ্ক একেবারে চলিয়া যায়। সকলে ঈশ্বরের কৃপায় সংসারকে সংশোধিত করিয়া স্বর্গে পরিণত করুন! পৃথিবীতে সকলে হরিনামের মহিমা প্রকাশ করুন!

কুচবিহার।

উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর ধর্ম্ম। *

সায়ংকাল, রবিবার, ২৭শে ফাল্গুন, ১৭৯৯ শক;
১০ই মার্চ্চ, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া নিকৃষ্ট পথ পরিত্যাগ করা এবং উৎকৃষ্ট পথ অবলম্বন করা নিকৃষ্ট অধিকারীদিগের পথ। বুদ্ধি বিবেচনা নিম্নশ্রেণীর ধর্ম্ম। যখন মনুষ্য উচ্চতর সাধনে নিযুক্ত হন তখন তিনি বুঝিতে পারেন, মনুষ্য আপনার বুদ্ধি দ্বারা আপনাকে ধর্ম্মপথে রক্ষা করিতে পারে না, ধর্ম্মজীবন রক্ষা করিতে হইলে কেবল ঈশ্বরের কৃপাস্রোতে আপনাকে ফেলিয়া দিতে হইবে। এই বিশ্ব চলিতেছে, ইহার গতি মঙ্গলের দিকে। মঙ্গল সঙ্কল্প ঈশ্বর ইহার উপরে বসিয়া আছেন। তাঁহার অঙ্গুলি নির্দ্দেশে বিশ্ব গড়াইতে গড়াইতে অনুগত এবং প্রণত হইয়া তাঁহার মঙ্গলাভিপ্রায় সকল সম্পন্ন করিতেছে। ভক্তেরা কেবল নিরীক্ষণ করিয়া দেখেন, ঈশ্বরের কৃপাস্রোত কোন্ দিকে বহিতেছে। একবার যখন সেই স্রোতের গতি ঠিক করিতে পারেন, তখন তিনি আপনার জীবনকে সেই দিকেই ভাসাইয়া দেন, সে দিকে কেবলই মঙ্গল এবং শুদ্ধতা। ভক্তের হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ সমুদয়ই ঈশ্বরের নির্দ্দেশের অনুবর্ত্তী হইয়া কেবলই মঙ্গলের দিকে নিয়োজিত হয়। প্রত্যেক সাধক প্রথম অবস্থায় ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া জীবনের অনুষ্ঠান সকল সম্পন্ন করে; কিন্তু সাধনের উচ্চ অবস্থায় যখন সাধক সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কৃপার অধীন হয়, তখন

বিবেচনা, পরামর্শ করিয়া কার্য্য করাকে অধর্ম্ম অথবা অহঙ্কার, নাস্তিকতার ধর্ম্ম বলিয়া পরিত্যাগ করে। যেখানে বিচার, পরামর্শ, সেখানে অধর্ম্ম, যেখানে দেবভাবের আবির্ভাব সেখানে দুই ভাব নাই, সেখানে ভাল মন্দ নাই, দুই পথ নাই, পশুবৃত্তি নাই। দেবতারা পশু ভাবের বিরোধী পথ অবলম্বন করেন। যে পথে চলিলে কেবলই সত্য, শুদ্ধতা, পুণ্য সঞ্চিত হয়, তাঁহারা কেবল সেই পথেই চলেন। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ফলাফলবাদী এবং বিবেচক। কিন্তু যখন সাধক আপনার বুদ্ধি জ্ঞানের অসারতা দেখিতে পায়, তখন আপনাকে দেব ভাবের তরঙ্গে নিক্ষেপ করে। যখন বুদ্ধি আসে, তখনই নানা-প্রকার সন্দেহ অবিশ্বাস-জালে মন জড়িত হয়। তখন মন ঈশ্বরকে মুক্তিদাতা বলিয়া স্বীকার করিতে না পারিয়া আপনাকেই আপনার মুক্তিদাতা মনে করিয়া আপনার হস্তে আপনার পরিত্রাণের ভার গ্রহণ করে। কিন্তু পূর্ণ বিশ্বাসী সাধক চিন্তার ভার ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিয়া আপনাকে কেবল তাঁহার ইচ্ছা পালনে নিযুক্ত করেন। তখন তিনি যে দিকে যান সেই দিকেই কল্যাণ। আপনার জন্য যাহা করেন তাহাতেও কল্যাণ, পরের জন্য যাহা করেন তাহাতেও কল্যাণ। ভক্ত উপাসনা করেন কেন? ঈশ্বর উপাসনা করান। ভক্ত ভক্তিতে মাতেন কেন? ঈশ্বর তাঁহাকে মাতান। ঈশ্বর পুণ্যনদী, কৃপানদী, ভক্তগণ সামান্য তৃণের ন্যায় সেই স্রোতে ভাসিয়া যান। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যেন সেই প্রেমের ধর্ম্ম লাভ করিতে পারি, যে ধর্ম্মে বিচার বিবেচনা নাই, কিন্তু যাহাতে নিশ্চয়ই আত্মা কল্যাণের দিকে অগ্রসর হয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

বিপদে ঈশ্বরের দয়া।

রবিবার, ১২ই চৈত্র, ১৭৯৯ শক, ২৪শে মার্চ্চ, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

অদ্য আর বক্তৃতার বিষয় খুঁজিবার জন্য দূর দেশে যাইতে হইবে না, ঈশ্বরের জীবন্ত সত্তা ব্রহ্মমন্দিরে কোটী সূর্য্যের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। আজ নাম কীর্ত্তন করিবার অপেক্ষা নাই, পূজনীয় পরব্রহ্মের নাম করিতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, তিনি তাঁহার অগ্নিময় আবির্ভাবে এই গৃহ পূর্ণ করিয়াছেন। যাঁহারা আমাদের বিরোধী হইয়াছেন, তাঁহারা অজ্ঞাতসারে আমাদের পরম উপকার করিলেন। আমরা বিরোধীগণের চরণ ধরিয়া ধন্যবাদ করিতেছি। বিরোধীগণ, তোমরা অতি বন্ধুর কার্য্য করিলে। তোমাদেরই জন্য জগদ্ধাত্রী তাঁহার অপূর্ব্ব শোভা চমৎকাররূপে মনুষ্য সমাজে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। তোমাদেরই জন্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় জগতের ঈশ্বর বিপদের সময় কেমন নিকটস্থ হন, ভক্তবৎসল হরি কেমন কোমল, কেমন প্রেম প্রকাশ করেন। বিরোধীগণ যতই আক্রমণ করে, জননী ততই সাধককে আপনার সুমিষ্ট ক্রোড়ে আশ্রয় প্রদান করেন। যতই সাধকের হৃদয় আক্রমণে সন্তপ্ত হয়, ততই তিনি তাহাকে সুশীতল করেন। দেখ আজ দুঃখ যন্ত্রণা শোক বিপদ কিছুই রহিল না, রহিলেন কেবল ঈশ্বর। আজ ব্রহ্মমন্দিরে আদি অন্তে কেবল ব্রহ্মের আবির্ভাব। তিনিই আজ আমাদিগের বক্ষঃস্থলে প্রাণের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন।

সুন্দর হরির মধুময় আবির্ভাব আরও প্রাণের সহিত ভালবাসিব এবং তাঁহার মহিমা পরাক্রমের সহিত প্রচার করিব। বন্ধুগণের আর অকালে ইহলোক পরিত্যাগের ভয় রহিল না। বিরোধীগণ আজ যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন, তাহাতেই তাঁহারা দীর্ঘজীবী হইলেন। আজ আমার বন্ধুগণের মস্তকে এই আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইল। তোমারা দীর্ঘায়ু হইয়া পবিত্র ধর্ম্মের ভাব দুঃখী জগতে প্রচার করিয়া ইহাকে সুখধাম কর। যদি তোমরা মান হারাইয়া থাক, ঈশ্বর তোমাদের মান বাড়াইবেন। যদি দুঃখী হইয়া থাক, ঈশ্বর তোমাদিগকে চিরসুখে সুখী করিবেন বলিয়াছেন। যদি তোমাদের প্রাণ ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকে, আবার বীরের ন্যায় তোমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিবে। যদি পাপে আক্রান্ত হইয়া থাক, অনুতাপানলে পুড়িয়া সাধু সচ্চরিত্র হইবে। যদি দুঃখের আগুণ চারিদিকে জ্বলিয়া থাকে, তবে নিশ্চয় জানিও ঈশ্বর তোমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মকে মহিমাপূর্ণ করিবেন। শত্রুগণ শত্রুতা করিয়া কি করিতে পারে? এ পৃথিবীর শত্রুতা বাস্তবিক মিত্রতা। এখানে শত্রুর ন্যায় বন্ধু আর কেহ নাই। এখানে একটী কটু কথা সহ্য করিলে সেই কটু কথা আশীর্ব্বাদ হইয়া মস্তকে অবতরণ করে, জনসমাজের প্রচুর কল্যাণ সাধন করে।

দেখ, আমার ঈশ্বর, তোমাদের ঈশ্বর, এই বেদীর ঈশ্বর, ব্রহ্মমন্দিরের ঈশ্বর, জ্বলন্ত ভাবে দক্ষিণে বামে সমক্ষে পশ্চাতে বিদ্যমান! আজ শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে, স্বর্গীয় আবির্ভাবে চারিদিক পূর্ণ হইয়াছে। আর কেন আমি এদেশ ওদেশ করিয়া বেড়াইব? এই যে আজ আমাদের ঈশ্বর করতলস্থ বস্তু হইয়া

আছেন। বিরোধীগণ আগুণ জ্বালিয়া কি করিবে? আমরা ব্রহ্মের ক্রোড়ে রক্ষিত হইব। আমাদের ভাইগণ আমাদিগকে কটু কথা বলিল, তাহাতে আমাদিগের কি হইল? তাহারা না বুঝিয়া আমাদিগকে অপমান করিল তাহাতেই বা চিন্তা কেন, ভাবনা কেন? তাহারা আক্রমণ করিয়া কি আমাদিগের মনকে সন্তপ্ত করিতে পারে? কই হৃদয়ে কটু কথার ত একটু চিহ্নও নাই। আমরা কি তাহাদিগের আক্রমণে হৃদয়ের শান্তি বিসর্জ্জন দিতে পারি? আমরা যত কাঁদিব, তত শান্তি উপার্জ্জন করিব। আমরা এই শান্তি ফেলিয়া যদি সংসারের প্রচুর মান সম্পত্তি পাই, তবু তাহা গ্রহণ করিব না। সকল অবস্থায় আমাদের এই শান্তি রক্ষা করিতে হইবে। যদি অশান্ত হই তবেই আমাদিগের ক্ষতি। মাতাকে শান্তি প্রেমের আধার করিয়া সর্ব্বদা প্রাণের মধ্যে যত্নের সহিত রাখিব।

দেখিও প্রাণ যেন কখনও মলিন না হয়। মলিন হইল বলিয়া যদি ভাই বন্ধুগণ কিছু বলে, তবে তাহাতে বিরক্ত হইও না। হৃদয় বা মলিন হয় এ বিষয়ে চিরকাল ভয় রাখিবে। ক্রোধপূর্ণ নয়নে কাহারও পানে তাকাইও না। যে ব্যক্তি শান্তভাবে সমুদয় বহন করে তাহার মস্তকে অমৃত বর্ষণ হয়। বিরোধীগণের প্রতি সর্ব্বদা দয়া রক্ষা করিতে হইবে, কেন না তাহারা জানে না কি করিতেছে। তাহারা বিরোধ দ্বারা পুণ্য পবিত্রতা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। আমরা জানিতে পারিয়াছি বিরোধও ঈশ্বর সৃজন করিয়া থাকেন। সম্পদ বিপদ সকলই সমান ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। এক দিকে ঊর্দ্ধে আরোহণ করিবে, আর এক দিকে নীচে যাইবে। দীর্ঘজীবী হইতে হইলে পরীক্ষার আগুণে পুড়িতে হইবে। ব্রহ্মের বিধান এই, এ

বিধান অতিক্রম করিতে পার না। বিধাতার বিধি আজ আরও অধিক বুঝিতে পারা যাইতেছে। দেখ বিরোধের ভিতরে কেমন চমৎকার রত্ন, আক্রমণের ভিতরে কেমন অপূর্ব্ব সুখ সম্পদ। বিরোধ পাঁচ মিনিটের জন্য, আক্রমণ অতি অল্প সময়ের জন্য, কেন না ইহার মধ্যে ব্রহ্মের দর্শন পাওয়া যায়। আক্রমণ বিরোধের মধ্যে যে বলের সহিত বলিতে পারে না, আক্রমণ বিরোধে ব্রহ্মের প্রবল জ্যোতি প্রকাশ পায়, সে কখনও ব্রহ্মে বিশ্বাসী নহে। প্রবল আক্রমণে বিশ্বাস আরও বর্দ্ধিত হয়। আগে সামান্য ভাবে চারিদিকে ঈশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যাইত, এখন পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে ব্রহ্মের জ্যোতি কেমন জ্বলন্ত ভাবে প্রকাশিত। কেমন সত্যের সাক্ষী হইয়া বিদ্যমান। চারিদিকে আগুন জ্বলিয়াছে, দেখ ভিতরে কেমন পুষ্পের সুকোমল শয্যা। বাহিরে এত আগুন, অথচ প্রাণ কেমন শীতল হইতেছে। যত তোমাদের প্রতি আক্রমণ হইবে, তত শীঘ্র শীঘ্র তোমরা ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া শীতল হইবে। বিরোধীগণ রণস্থলে যখন মার মার করিতে থাকিবে, তখন তাহার মধ্যে তোমরা ধ্যানে নিমগ্ন হইবে, অন্তরে সুন্দর পুষ্প সকল ফুটিবে, তরু পল্লব লতাতে হৃদয় মনোহর ভাব ধারণ করিবে। তখন বুঝিবে ব্রহ্মের কেমন মহিমা!

প্রিয় সাধকগণ যুগে যুগে কালে কালে সময়ে সময়ে কত বিপদে পড়িয়াছেন, পৃথিবী তাঁহাদিগকে কত কষ্টে ফেলিয়াছে, কিন্তু তাঁহারা সুখে বসিয়া ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেই দৃষ্টান্তের কবচে আপনাদিগকে আবৃত কর। ঈশ্বর যাহাদিগের আশ্রয়স্থান, তাঁহাদিগের কোন ভয় নাই। ঈশ্বর কখনও ভক্তকে পরিত্যাগ করেন না।

ঈশ্বরের চরণ যখন বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলাম, তখন মনুষ্যের সাধ্য কি যে উহা ছাড়াইয়া লয়। যে প্রাণনাথের চরণ জড়াইয়া ধরিয়াছে, সে সুখের স্থানে বসিয়া আছে, কেহ তাহাকে কোন প্রকারে দুঃখ দিতে পারে না। সাধককে দুঃখ দেয় পৃথিবীতে এমন কে আছে? যখন সাধক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তখন অবসন্ন হইও না, বিশ্বাসী-মনে সর্ব্বদা ঈশ্বরের চরণ আশ্রয় করিয়া থাক। বিশ্বাসীর দুঃখ কোথাও নাই। আপনি আপনার দুঃখের কারণ হইতে পার। অপরে কখনও তোমাদের দুঃখের কারণ হইতে পারে না। ঐ দেখ, সকলে আমাদিগকে অপমান করিল, আমাদিগকে সকলে ছাড়িয়া দিল, যাই এই কথা বলিলে ব্রহ্ম হাসিয়া ফেলিলেন, তাঁহার প্রসন্ন মুখ প্রকাশিত করিলেন। আর অধিক বলিবার প্রয়োজন কি? এই আজ আমাদিগকে হাসাইলেন কে? আজ যাহারা দুঃখ দিতে আসিল তাহাদিগকে সহজে হারাইলেন কে? কেহ কি আমাদিগকে দুঃখী করিতে পারিল?

আজ এই বিরোধের অবস্থায় যে রত্ন হাতে পাইয়াছি, যত্নের সহিত তাহা বক্ষঃস্থলে রক্ষা করিয়া আমরা সুখে দিন যাপন করিব। পরে কেহ আমাদিগকে দুঃখী করিতে পারিবে না। যদি অধর্ম্ম করি তবেই দুঃখ। মনুষ্যের কটু উক্তি কখনও আমাদিগের হৃদয় ভেদ করিতে পারিবে না। যত বিষাক্ত বাণ আমাদিগের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইবে, অমৃতবিন্দু হইয়া উহা আমাদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করিবে। তোমরা শান্তভাবে বসিয়া থাক, আর অন্যের দুঃখ দেওয়ার ধুম দেখিয়া নির্জ্জনে বসিয়া পরিহাস কর। যদি দুঃখ আইসে তোমাদের এক গুণ বিশ্বাস দশ গুণ হইবে, দশ গুণ

শান্তি এক শত গুণ হইবে। তোমরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ থাক, ব্রাহ্মসমাজের কখনও অমঙ্গল হইবে না। দৃঢ়রূপে বিশ্বাস কর, তাঁহার নাম স্মরণ কর, সাধন ভজন কর। ইহাতে এই হইবে, দুঃখ বিপদে দুঃখ দিতে পারিবে না। যাহারা আজ অল্পবিশ্বাসী আছে, তাহারা পূর্ণ-বিশ্বাসী হইবে, যাহারা মরিবে বলিয়া শ্মশানে যাইতেছে, তাহাদিগকে জাগ্রত জীবন্ত জ্বলন্ত দেখিতে পাইবে। সাধন ভজনে দুঃখী সুখী হয়, অসহায় সহায় পায়, নিঃসহায় প্রচুর ধন লাভ করে। যোগের অবস্থায় বিপদে ঘেরিলে ধ্যান আরও ঘনতর হয়। যত লোকে করতালি দিবে, তত তোমরা আরও আত্মার ভিতরে প্রবেশ করিবে। বাহিরে যত কটু কথা শুনিবে, হৃদয়ে তত ব্রহ্মের মধুর কথা শুনিবে। বাহিরে যত অন্ধকারে ঘেরিবে ততই অন্তরে উজ্জ্বল ব্রহ্মরাজ্য প্রকাশ পাইবে। বাহিরের বিরোধকে আক্রমণকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মরাজ্যে বসিয়া থাকা চাই। যেখানে বসিয়া থাকিলে অধর্ম্মের মধ্যে ধর্ম্ম, অনিষ্টের মধ্যে ইষ্ট, অমঙ্গলের মধ্যে মঙ্গল লাভ হইবে। সমুদয় অভদ্র তিরোহিত হইবে। বন্ধুগণ! ব্রহ্মে লীন হও, আরও তাঁহাকে ভালবাসিতে থাক, সুখ শান্তি তোমাদেরই।